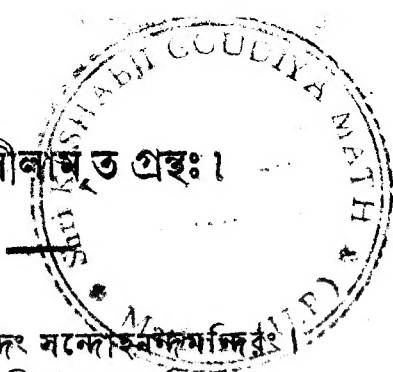






# গোবিন্দলীলামৃত গ্রন্থঃ ।

লে



শ্রীগোবিন্দং ব্রজানন্দং মন্দোহনমন্দিরং ।  
বন্দে বৃন্দাবনাধীশং শ্রীরাধাসঙ্গমন্দিরং ॥

হস্তাননন্তং ভুবনং রূপালু কুল্যায়মপ্যকরোৎ-  
ত্ৰৈলোক্যমসম্পদং সুখমাদিত্যেইং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য  
ং প্রপত্তে ॥ শ্রীরাধাপ্রণবকোচ্চরণকমলয়োঃ কেশ-  
যান্তগম্যা । যা মাধ্যাপ্রেমসেবা ব্রজচরিতপরের্গাঢ়-  
তৈকলভ্যা ॥ সা ম্যাপ্রাপ্তাযয়াতাং প্রথয়িতুমধুনা  
নসীমহু সেবাং । ভাব্যাং রাগাধিপাত্তৈব্রজমনুচরিতং  
ভিকং তস্ম নোমি ॥ কুঞ্জালোষ্ঠং নিশান্তে প্রবিশিত  
মভে দোহনামাশনাচ্চ ॥ প্রাতঃ সায়ংসীলাং বিহ-  
তি সখিতিঃ সঙ্গবে চারয়ন্ গাঃ ॥ অব্যাহুচাথনজং  
লসতি বিপিনে রাধাধিপারাহ্ণে । গোষ্ঠং যাতি  
দোষে রময়সি মুহুদো যঃ স কৃষ্ণোহবতামঃ ॥

(৩)

এই সব শ্লোকের অর্থ সংক্ষেপে করিয়া ।  
লিখি আজ আপনার মন বুঝাইয়া ॥

যথা রাগঃ । শ্রীগোবিন্দ ব্রজানন্দ, আনন্দ মন্দির  
দ, শ্রীরাধিকা সঙ্গানন্দ ময় । বন্দ বৃন্দাবনাধীশ, বাঙ্ক  
পতকু ঙ্গিশ, সঙ্গানন্দ যাহার আশ্রয় ॥ অজ্ঞান মত্ত  
তি, দেখি রূপা কৈল অতি, নিজ প্রেমমুখা অদ্বুত

( ১ )

দিয়া মাতাইল যেই, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সেই, তাঁ  
 বহুত ॥ শ্রীরাধিকা প্রাণবন্ধু, পাদপদ্ম নখইন্দু, ব্রহ্মা  
 শেষ অগোচর । প্রেম সেবা সাধ্য যেই, গাঢ় লোভে নি  
 সেই, ব্রজবাসি চরিত তৎপর ॥ রাগপথে পাখি হৈয়া,  
 ভাবে প্রবেশিয়া, যে লভিল নৈমিত্তিক সেবন । মানসের  
 সেই, বিস্তার করয়ে এই, প্রণমিঞা তাঁহার চরণ ॥ নিশা  
 অন্তে কুঞ্জ হৈতে, প্রবেশয়ে গোষ্ঠ নিতে, গোদোহন ভোজ  
 নাদি লীলা । প্রাতঃকালে সায়ংকালে, খেলে সব সখা  
 মিলে, গোচারণ সঙ্গবের বেলা ॥ মধ্যাহ্নে রজনী কালে,  
 রাধা সঙ্গে সুবিহারে, বৃন্দাবনে সেই মহানন্দে । অপরাহ্নে  
 গোষ্ঠে যান, প্রদোষে সুহৃদ স্থান, সেই কৃষ্ণ রাখু রস নন্দ  
 আমি যে অপটু অতি, তটস্থ বুদ্ধের গতি, অতি অপার  
 আঙা হাঁড়ি যেন । কৃষ্ণলীলার সার, তাহে চাহি রাখি  
 বার, বৈষ্ণবের হাশু সুবর্দ্ধন ॥ কৃষ্ণলীলামৃতাবে, বিহরে  
 বৈষ্ণব সনে, নিরবধি হিত দাতাগণ । অদোষ দরশি চিত,  
 সদা করে পরিহিত, শুনি ইহা হরষিত মন ॥ শ্রীকৃষ্ণ সমুট  
 রাজ, কৈল যে নাটক কায়, কৃষ্ণ লীলামৃত রসময় । ব্রা  
 বৈষ্ণবগণ, তাহে আছে নিমগন, সবে হয় রসের আল  
 তার আগে মোর বাণী, হাশু প্রকাশন মানি, তত্ত্ব প্রায়  
 চন আমার । যদি মন্দ বাক্য অতি, তথাপি বৈষ্ণব ত  
 হইবেন হরিব বিস্তার ॥ ভাগবতাদি শাস্ত্রে কহে,  
 কথা উক্তি যাহে, তাতে সর্ব পাপ বিনাশয় । বর্ণনে  
 বিন্দ লীলা, মন্দ বাক্য আর্য্য শিলা, সাধুগণ সদা আ  
 মার মুখ মরুস্থল, বাণী খিন্ন রূপ চর, গোকুল উন্ন  
 বাক্য গণ । বৈষ্ণবের কর্ণনদী, প্রবেশ করয়ে যদি, পুষ্ট  
 হইবে তখন । না জানি শ্লোকার্থগণ, যৈছে তৈছে সংঘ  
 রি গুরু বৈষ্ণব বন্দিয়া । গোবিন্দলীলামৃত সার, নিগূ  
 ণ তরি, পণ্ডিতেহো না বুঝয়ে ইহা ॥ আমি অতি ত  
 তি, না জানি স্থান স্থিতি, ভাল :



হৃদি কৃষ্ণ গুণ তথি, বিহ্বল হইল মতি, গায় বদনন্দন  
হরিবে ॥

এবে কহি গুরুবর্গ বৈষ্ণব বন্দনা । যাতে সর্ব সুখোদয়  
মঙ্গল ঘটনা ॥ বন্দনা করিব মাত্র এই মোর সাধ । ক্রম  
বিপর্যয় না লইবে অপরাধ ॥

যথা রাগঃ । বন্দো গুরু পদতল, চিন্তামণি ময় স্থল, সর্ব  
গুণ খনি দয়ানিধি । আচার্য্য প্রভুর সুতা, নাম শ্রীল হেম-  
লতা, তাঁহার স্মরণে সর্বসিদ্ধি ॥ অজ্ঞান অন্ধকারে, পতিত  
দেখিয়া মোরে, জ্ঞানজন দিলা দয়াকরি ॥ তাঁহার করুণা  
হৈতে, নেত্র হৈল প্রকাশিতে, দূরে গেল অন্ধকারা বলি,  
বন্দো শ্রীআচার্য্য প্রভু, আমার প্রভুর প্রভু, তাঁর পদে  
কোটি পরণাম । বন্দে গোপাল ভট্ট নাম, রাধাকৃষ্ণ প্রেম-  
ধাম, পরাপর গুরু রূপাধাম ॥ বন্দে প্রভু গৌরচন্দ, সকল  
আনন্দ কন্দ, পরমেষ্টি গুরু তিহঁ হয় । যেহো কৃষ্ণ প্রেম  
বন্যা, দিয়া কৈল ক্ষিতি ধন্যা, অনন্ত প্রণতি তাঁর পায় ॥  
বন্দে তাঁর ভক্তগণ, তাঁর গুরু অনুকূল, বোদন মিশালে যেই  
গায় । না জানয়ে নিশিদিশি, গৌর প্রেমরসে ভাসি, কল্পতরু  
সম রূপাময় । বন্দো নরনারায়ণ, গৌর প্রেম যার গায়,  
অনেক প্রণাম করি তাঁরে । বন্দো তাঁর ভক্ত ততি, সদয়  
হৃদয় অতি, প্রেমের সাগরে যেহো জরে ॥ আচার্য্য অদ্বৈত  
পায়, প্রণাম করিয়ে তায়, গৌরচন্দ্র বিনাম্বতি নাই । বন্দে  
তাঁর ভক্ত যত, যে লয় আচার্য্য মত, যাঁহা হৈতে গৌর-  
চন্দ্র পাই ॥ বন্দে রূপ সনাতন, সর্বদা বিহ্বল মন, রাধা-  
কৃষ্ণ লীলা রস রঞ্জে । বহু শাস্ত্রগণ আনি, প্রকাশিল সার  
জানি, রাধাকৃষ্ণ প্রেমের তরঞ্জে । বন্দ ভট্ট রঘুনাথ, বন্দ  
দাস রঘুনাথ, বন্দ আর শ্রীজীব গোসাঞি । বন্দরায় রামা-  
নন্দ, গদাধর প্রেম কন্দ, বন্দ আর স্বরূপ গোসাঞি ॥ বন্দ  
শ্রীমুকুন্দ দাস, বন্দ নরহরি দাস, বন্দ আর নন্দন । শ্রীখ  
ণ্ডেতে যার বাস, গৌর প্রেম মুখোলাস, যার শাল শ্রীরাম

নন্দন

ভুবন । ঠাকুর পাণ্ডিত আর, বন্দনা করহু তার, সদা  
 রহে প্রেমানন্দ পূর । গৌরাক্ষ জীবন যার, কে কহিবে গুণ  
 তার, যার নামে পাপ যায় দূর । বর্ণিতে বিলম্ব হয়, প্রভু  
 বাঢ়ে অতিশয়, না জানিয়ে বন্দনারক্রম । আপনার পবিত্র  
 কায়ে, নাম গাই গ্রন্থ মাঝে, নাশাইতে মনের বিভ্রম ॥  
 সকল বৈষ্ণবগণ, দৃষ্টাদৃষ্ট যত জন, সবার চরণ ধূলি যত ।  
 আপন মস্তকে করি, হরষিত ইঞা ধরি, প্রত্যেকে বন্দিব  
 আর কত । আচার্য্য প্রভুর গণ, পরিবার যত জন, প্রণমহ  
 সবার চরণে । আমি অতি সুপামর, মোরে রূপা দৃষ্টি কর,  
 দন্তে তুল করে । নিবেদনে ॥ পণ্ডিত তারণ কায়ে, সবে  
 আইলা ক্ষতি মাঝে, সবে হয় দয়ার সাগর । সংসার সাগ-  
 রানলে, পাড়িয়া কাকুতি করে, এ ষড়নন্দনে পার কর ॥

শ্রীগুরু শ্রীপদদ্বন্দ করিয়া বন্দন । সংক্ষেপে কহিব  
 কিছু কৃষ্ণ লীলাক্রম ॥ বুদ্ধি হীন মূর্থ শাস্ত্র জ্ঞানশূন্য বড় ।  
 ভাল মন্দ বিচারের না জানিয়ে দড় ॥ তথাপিহ চিত্ত  
 মোর করে ধকধকী । মনের প্রবোধ লাগি যত্ন নতে লিখি  
 বৈষ্ণব গৌসাক্ষিপায় কোটি নমস্কার । অদোষ দরশী  
 চিত্ত সদাই যাঁহার ॥ যদি মুঞি অতিশয় জড় অতি ছার  
 না জানিয়ে শুদ্ধ স্বত্বগতের বিচার ॥ তথাপিহ অন্য না  
 লিখি কৃষ্ণগুণ । আশ্বাদয়নে বাড়ে মুখ পাপ হয় ন্যূন  
 নেজ দোষ কত মুঞি লিখিব বিস্তার । চলিতে না পারে  
 ত পাতকের ভার । কৃষ্ণলীলা এ জন লিখিতে সাধ কহে  
 বিচার করিতে পড়ে লজ্জার সাগরে । অনন্ত সহস্র মুখে  
 বর্ণিতে না পারে । ব্রহ্মা শিব সনকাদি চিন্তরে অন্তরে ।  
 আরদ প্রহ্লাদ আদি অনন্ত ভকত । ব্যাস উদ্ধব আদি  
 আর কত শত ॥ ইহারা না পায় অন্ত হেন লীলা যার  
 ঐ ক্ষুদ্র কীট হৈয়া কি পাইব পার । শুকদেব ঠাকু  
 ই লীলা রসময় । কিছু প্রকাশিল তিহৌ ভাগবতে কয়  
 :স্বরে স্বর কৃষ্ণ এই সবার জ্ঞান । ব্রজবাসি জনের প্রে

ভক্তি অনুপাম । কে কহিতে পারে তাহা বিনা ব্রজবাসী ।  
 অহর্নিশি রহে যেই কৃষ্ণ প্রেম ভাসি । সর্ব সুখ স্থল কৃষ্ণের  
 রন্দাবন ধাম । সুখময় সঙ্গে তব তাঁহার সমান ॥  
 ইচ্ছা লীলা করে কৃষ্ণ মায়াগন্ধ হীন । পিতা মাতা দাস  
 মথা ভাবেতে প্রবান ॥ প্রেয়সী সহিতে সুখ বিলাস অপার ।  
 গোবিন্দলীলামৃতে এই লীলার বিস্তার ॥ উপপতি ভাব  
 কৃষ্ণের রাধিকাদি গণে । পরপত্নী ভাব ইহা সর্ব জন জানে  
 পরকীয় বিলাস কৃষ্ণের রাধিকাদি লৈয়া । রসিক শেখর  
 খেলে রসলোভি হৈয়া ॥ কৃষ্ণের প্রেয়সী তবে কেহ নহে পর  
 রসের কারণে হয় লীলা স্বতন্ত্র ॥ সাধন জানিতে ইহা জা-  
 নিবে সক্ষম । কিন্তু ব্রজবাসী জনে পরকীয় তথা ॥ এইমত  
 মিত্য লীলা যার নাহি নাশ । রসিক ভকত যাহা পাইতে  
 করে আশ । কৃষ্ণের অচিন্ত্য শক্তি ইহার নিত্যতা । অদ্ভুত  
 ইহাতে নাহি দুর্ভাবনা ব্যথা ॥ কৃষ্ণদাস কবিরাজের কৃষ্ণ  
 সংক্বেতি । অতএব ব্যক্ত কৈল সে নব চরিত ॥ তাহার  
 চরণে করি কোটি নমস্কার । প্রকাশিল যেহৌ কৃষ্ণ লীলার  
 ভাণ্ডার ॥ প্রাকৃতে লিখিয়া বুঝি এই মোর সাধ । এসব সংপূর্ণ  
 হয় বৈষ্ণব প্রসাদে ~~উজ্জ্বল~~ কৃষ্ণ ভক্তি যেহৌ তাঁর প্রাণধন ॥  
 প্রেমময় লীলা এই সকোত্তমোত্তম । অত্যন্ত নিগূঢ় কথা প্র-  
 কাশ করিতে । আনন্দ বিবাদ ভয় পূর্ণ হৈল চিত্তে ॥ অথবা  
 কৃষ্ণের লীলা অনন্ত অপার । কে আছে এমন যেই করে অন্ত  
 তার ॥ এক দিনের লীলাক্রম সংক্ষেপ করিয়া । লিখি মন  
 বুঝাইব এই মোর হিয়া ॥ কিন্তু এই পরিবার সঙ্গে অনুক্ষণ  
 প্রকটি প্রকট লীলা নাহি বিশ্রম ॥ প্রকটেও পরকীয়া  
 অপ্রকটে সেই । পরিবার ভিন্ন নহে নিত্যরূপ যেই ॥ গু-  
 হ্যাতি গুহ্য এই পরকীয়া রস । সদা কৃষ্ণ আনন্দয় হৈয়া  
 যার বশ ॥

তথাহি ।

মধুরাশ্চর্যা মাধুর্য্য মানন্দামৃত সাগরং ।

পরকীয়া মহাভাবা মনস্যা মুররীকৃতা ॥

পাষণ্ড লাগিয়া সদা ভয় লাগে চিত্তে । পাষণ্ড না রহে  
যথা গোবিন্দ চরিতে ॥ তবে যদি তবোকে ~~হু~~ করে উপহাস  
সর্বথায় গলে সে বাক্কিল যমপাশ ॥ কৃষ্ণ কৃষ্ণ ভক্তগণের  
যে করয়ে ঘেঘ । নিন্দা কৈলে পিহনঙ্গে পায় ঘোর ক্লেশ ॥  
বহু জন্ম নরক ভোগয়ে সেই পাপি । ঐছে কৃষ্ণ কৃষ্ণ ভক্ত  
পরম প্রতাপী ॥ এই কথা শাস্ত্রে শুনি বাড়িল আশ্রয় ।  
আরভু করিলু গ্রন্থ ভাঙ্গিল বিবাদ ॥ দোষ না লইল প্রভু  
বৈষ্ণব গোসাঞি । তোমা সবা বিনা মোর অন্য গাঁতনাহি  
শ্রীগুরু শ্রীপাদ পদ এই মাত্র জানি । যেই উঠে মনে সেই  
সত্য করি মানি ॥ তাঁর পদে বিশ্বাস লব নাহিক আমার ।  
তথাপিহ লোভ বাড়ে চরিত তাহার ॥ শ্রীগুরু বৈষ্ণব পদ  
করিয়া বন্দন । সৎক্ষেপে কহিয়ে কিছু কৃষ্ণলীলাক্রম ॥ কাম  
ক্রোধ লোভ মোহ মদ অভিমান । ইহাতে জড়িত চিত্ত  
নাহি সমাধান ॥ ইহা সমাধান বিনু নহে কৃষ্ণ ভ  
ভক্তিহীন জনের লীলা বর্ণনে কি শক্তি ॥ চিত্ত প্রবোধ  
যে তোমাতে করি । যাতে মুখী হয় মন সেই অনুসার  
যেই লীলা ব্রজা শিব শেষ অগোচর । ব্রজবানী জনে  
সমুখ গোচর ॥ বিধি তন্ত্রে না মিলয়ে এই কৃষ্ণলীলা । র  
তিকা জনে মাত্র করে নানা খেলা ॥ কৃষ্ণকে ঈশ্বর ভ  
কতু নাহি করে । দেখিলে সে জীয়ে সব না দেখিলে মনে  
আত্মমুখ দুঃখে কার নাহিক বিচার । কৃষ্ণ মুখ লাগি  
করয়ে আচার ॥ আশ্চর্য্য প্রেমের কথা কহিলে কি হয় ।  
মনে উপজয়ে সেই সে বুঝয় ॥ বড় রসময় কথা লে  
অগোচর । ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুর্বার পর ॥ পরম লাভ  
মূল্যে সেই প্রেম মিলে । বেদ অগোচর কথা মহাজনে বা  
দন্তে ভণ ধরি মুঞি কহি বারবার । যত্ন করি এই গ্রন্থ

রিবে বিচার ॥ পয়ার বলিয়া মনে না করিবে হেলা ।  
 শ্লোক প্রবন্ধে কহে এইমত খেলা ॥ শ্লোকের অর্থের কথা  
 কিছুই না জানো । যেই উঠে মনে সেই মত করি মানো ॥  
 অত্যন্ত নিগূঢ় কথা বহির্মুখ স্থানে । যত্ন করি রাখিবে ইহা  
 করিয়া গোপনে ॥ আপন সংপ্রদা বিনে অন্য না কহিবে  
 এই মোর নিবেদন বিচার করিবে ॥ বৈষ্ণব চরণে মোর  
 নিতান্ত শরণ । সেই সে ভরসা হবে সংসার তারণ ॥ আমি  
 লিখি কহি মাত্র অভিমান করি ! যেই কহান কৃষ্ণ তাহা  
 উঠয়ে উচ্চারি ॥ রাধাকৃষ্ণ পাদ পদ্ম সেবা অভিলাষে । এ  
 যন্ত্রনন কহে গোবিন্দ বিলাসে ॥

তথাহি ।

ব্রাহ্ম্যন্তে তন্তু রক্তরিত বহুবিররৈর্বোধিতৌ কীর শারী ।  
 পদৈ হৃদৈরহৃদ্য রক্তিমুখশয়নাহুখিতৌতোমখীভিঃ ।  
 দৃষ্টৌহৃষ্টৌ তদাত্মাদিতরতি লালিতৌ ককথটীগীঃশশঃ-  
 কৌ রাধাকৃষ্ণৌস তৃষ্ণাবপি নিজধাম্যাপ্ত তম্পীশ্বরামি ॥  
 অস্যার্থঃ । রাত্রি শেষ শুক শারি আদি পক্ষ গণ ।  
 'র নিদেশে শব্দ করে বিলক্ষণ ॥ রাধাকৃষ্ণ জাগিলেন  
 নি শুনিঞা । রসের আবেশে তবু রহিলা শুইয়া ॥ নানা  
 হৃদ্য আর অহৃদ্য বচন । কহি শুক শারি জাগাইল  
 দন ॥ শয্যায় বসিলা উঠি কিশোর কিশোরী । আ-  
 গুন্মুন দোহে দোহামুখ হেরি ॥ সেইকালে সখীগণ  
 লা প্রবেশ । দরশনে বাড়ি গেল আনন্দ বিশেষ ॥ নানা  
 হাস কথা নানান চাহুরি । নিমগন হৈলা দেখি সে রস  
 রি ॥ ককথটী কহিলা তবে জটীলা আইলা । তার  
 য় রাধাকৃষ্ণ সখী চমকিলা ॥ তবেদোহে গেলা নিজ  
 পায়ে । তৃষিত অন্তরে দোহে স্মৃতে নিজ মেজে ॥ রসের  
 ন দুহু মুখে নিদ্রা যায় । হেম মণি মরকত জন্ম এক  
 ॥ সেবা পরা যেই সেই সময় জানিঞা । যার যেইসেবা  
 করে ইষাইয়া ॥ দিশাঅবসানে পক্ষী জাগিল সকলে ।

মুক হৈয়া আছে তবে নিজ নিজ স্থলে । রাধাকৃষ্ণে জাগা-  
 ইতে উৎকণ্ঠা অন্তরে । রন্দা আঞ্জা বিনা শব্দ করিতে না  
 পারে ॥ তবে রন্দাদেবী যবে আঞ্জা দিন তারে । ক্রীড়ার  
 নিকুঞ্জ বেড়ি তবে শব্দ করে ॥ ডাক্ষা রক্ষে শারী আর দা-  
 ডিম্ব রক্ষে কীর ॥ কোকিলা কোকিল ডাকে আম্ররক্ষে স্থির-  
 পিলু রক্ষে কপোত আর পিয়কে ময়ূর । লতাতে ভ্রমরী  
 গুঞ্জ ভুবিভামুচুড় ॥ ভ্রমরার শব্দ যেন মদনের শব্দ । ভ্রমর  
 বাক্যুতি রতিবল্লরী প্রবন্ধ ॥ কুশমিত কুঞ্জেশয়া কুম্মরচিতে  
 মকরন্দ লুকা অলি ফিরে চারি ভিতে ॥ পিকশ্রেণী গান  
 যেন মন্মথের বীণা । তারস্বরে শব্দ মধুরস পরবীণা ॥ কোকি-  
 লীর গান যেন বিপক্ষীর ধ্বনি ॥ কোকিলার কাছে গানমন  
 মোহে শূনি ॥ আম্রের মুকুল খাওয়া কণ্ঠ পুষ্ট হৈয়া । গান  
 করে রাধাকৃষ্ণ প্রবোধ লাগিয়া ॥ কন্দর্প ব্যাত্তরাজ কপোত  
 ফুৎকার । মান মৃগি লাজ বুক ভাঙ্গে গোপীকার ॥ গোপী  
 গণ ধৈর্য্য ধর্ম্ম চার্য্য্য দূর করে ॥ এইন মধুর ধ্বনি কপোত  
 আচরে ॥ ময়ূর ময়ূরী কথা কহে রসময় । রাধা ধৈর্য্য ধর  
 ধর কে আছে চালয় ॥ কৃষ্ণ বিনা অন্য কেহো নাহি চা-  
 লি-বারে । কৃষ্ণ মত্ত হস্তি বশ করে প্রেমডোরে ॥ রাধা বিনা  
 কৃষ্ণ আর কারো বশ নয় । কেকা কেকা শব্দে তারা এই  
 কথা কয় । ক্রীষ দীঘম্পুত উচ্চারে বেদধ্বনি পারা । কু-  
 কু শব্দ ছলে কহে ভামুচুড়া ॥ এইমত পক্ষীগণের কো-  
 লাহল হৈতে । জাগিলেন রাধাকৃষ্ণ দুই অবিদিতে ॥ দুট  
 আলিঙ্গন ভঙ্গে কাতর হইয়া । কপট নিদ্রার ছলে রহিলা  
 স্মৃতিয়া ॥ সুবর্ণ পিঙ্গরে আছে গৃহের শারিক । অতি মৃপ-  
 ণ্ডিতা সেই দয়িত রাধিকা ॥ নিশাকেলি সাক্ষী সেই নব  
 লীলা জানে । কহিতে লাগিল কিছু মধুর বচনে ॥ জয়-  
 চন্দ্র গোকুলের বন্ধু । জয় রন্দাবন নাথ জয় রসমিস্রু ।  
 ভায়ে আনু কান্তা জাগিয়া জাগাও । শশিকম্প শয্যাছাড়ি  
 নিজ গৃহে যাও ॥ উদয় হইল পূর্বের তৎকাল অরুণ । ত

নিচয়ে যেই বড় অকরণ ॥ অতএব যমুনার তটশয্যা হৈতে  
 নিভূতে উচিত হয় নিজ গৃহে যাইতে ॥ কমল বদনী তুরা  
 কিছু দোষ নাই। নিশীথে শয়ন অঙ্গ অলস যুচেনাই ॥ তো-  
 মার সুখের বৈরি অরুণ উদয় । চন্দ্রাবলী মথী প্রায় মৌর  
 মনে লয় ॥ রজনী গমন কৈল প্রভাত হইল । সূর্য্যের মণ্ডল  
 নীত্রে উদয় করিল ॥ শীতল পল্লব শয্যা শয়ন ছাড়িয়া । স্ব-  
 গৃহে শয়ন কর তৎকাল যাইয়া । তবে কীর্ত্তি কহে  
 কৃষ্ণ জাগাইতে । প্রগাঢ় গরিমা প্রেম লাগিল কহিতে ॥  
 বিচক্ষণ নাম তার বাক্য পুট বড় । দীপ্ত প্রসন্ন কথা পদ্ম  
 কথা দড় ॥ কৃষ্ণ প্রবোধন দক্ষ উদ্ভট বচনে । অতি হৃষ্টি হয়  
 কৃষ্ণ সে কথা শ্রবণে ॥ জয় জয় গোকুল মঙ্গল সর্ব্ব মূল ।  
 জয় ব্রজ রমণীর প্রাণ সমতুল ॥ জয় ব্রজাঙ্গনা অলি কমল  
 বিরাজ । জয় জয় অচ্যুতানন্দ জয় ব্রজরাজ ॥ জয় জয়  
 লতাগণ সকল আনন্দ । জয় বৃন্দাবন চন্দ্র সর্ব্ব রসকন্দ ॥  
 প্রাতঃকাল হৈল জানি সব ব্রজবাসী । হৃষিত নয়ান তোমা  
 দেখিবারে আসি ॥ সকল গোষ্ঠের তুমি জীবনের জীবন ।  
 তোমা না দেখিলে প্রাণ না যায় ধরন ॥ দেখ পূর্ষদিগে  
 কৃষ্ণ নাটিকা সমানে । সূর্য্যের মণ্ডল যেন নায়ক গমনে ॥  
 দেখিয়া পাইল লজ্জা আপন অন্তর । তৎকাল উত্থান  
 কৈল অরুণ অম্বর ॥ অতএব কুঞ্জশয্যা নিদ্রা তেয়াগিয়া । গৃ-  
 হেতে গমন কর প্রিয়ারে লইয়া ॥ সূর্য্যের উদয় মনে  
 চমৎকার পাঞা । চন্দ্রের মণ্ডল গেল বনিতা লইয়া ॥  
 রজনী চলিয়া গেল আপন আলয় । বিহঙ্গ বনিতা সঙ্গে  
 নদী তটশয়া ॥ চক্রবাকী এক নেত্র চক্রবাকে ধরে । আর এক  
 নেত্র ধরে অরুণ উপরে ॥ সূর্য্যের কিরণে পেচা তরুর কো-  
 টয়ে । প্রবিষ্ট হইব করি অনুবন্ধ করে ॥ অতএব কৃষ্ণ কুঞ্জ  
 নিদ্রা তেয়াগিয়া । ঘরেতে গমন কর কাস্তারে লইয়া । বৃন্দা-  
 ড়াঞিছে শারী পদ্ম কথা মার । রাধিকাতে স্নেহ বড়  
 কহে বার বার ॥ কলবাক সুলভাধীমার প্রেমোৎফুল্ল ভনু ।

পাটু বাক্য কহে অতি বেদধ্বনি জন্ম ॥ জিহ্বা রঙ্গ ভূমে বাণী  
 নৃত্য করাইতে । স্নেহ মধু মত্ত হৈয়া লাগিলা কহিতে ॥  
 নিজ নিজ ঘরে দোহে করহ দ্রমন । এই মনে করি কহে ম-  
 ধুর বচন ॥ ব্রজপথে ব্রজবাসী যাবৎ না যায় । তাবৎ রা-  
 ধিকা শীত্র যাহ নিজালয় ॥ সুন্দর বদনী তেজ ত্বরিতে শ-  
 যন । তৎকাল গমন কর আপন ভবন ॥ উদয় পৰ্বতে সূর্য্য  
 গমন করিল । ত্বরিতে কিরণ তার উদয় হইল ॥ অলস নি-  
 কুঞ্জ ছাড়ি নিজ গৃহে যাহ । প্রাতঃকালোচিত কৃত্য করি-  
 বারে চাহ ॥ কৃষ্ণকে জাগাই রাত অলসল অঙ্গ । অতি শীত্র  
 তেজ ধনী নিদ্রা সুখে রঙ্গ ॥ রাখাক্ষ জাগিয়াছে দুহো  
 অগোচর । দুহু দুহা ত্যাগ ইচ্ছা না হয় অন্তর ॥ কৃষ্ণ  
 জানুপরি রাই নিতম্ব আলম্ব । বক্ষস্থলে কুচযুগ যুখে  
 মুখালাম্ব ॥ কণ্ঠে ধরি ভুজলতা কৃষ্ণ ভুজে ধীর । রহিয়াছে  
 যেন মেঘে বিদ্যুলতা স্থির ॥ গোষ্ঠ গন্তুমনা কৃষ্ণ উৎকণ্ঠা  
 অন্তরে । রাই অঙ্গ সঙ্গ গাঢ় আলিঙ্গন করে ॥ সঙ্গ ভঙ্গ কা-  
 তরকৃষ্ণ বিশৃঙ্খল মন । কপট নিদ্রার ছলে করেন শয়ন ॥  
 দক্ষ নামে কীর কৃষ্ণ লীলা যে রচয় । লক্ষ লক্ষ শ্লোক পড়ে  
 পাণ্ডিত সে হয় ॥ প্রফুল্লিত পাখী কৃষ্ণ প্রেমের আনন্দে ।  
 কহিতে লাগিলা তিহো নানা পত্ন ছন্দে ॥ যাবৎ জননী  
 তোমার গৃহেতে যাইয়া । এই সব কর্ম করে সচকিত হৈয়া  
 তোমার নিদ্রা ভঙ্গ ভূয় দধির মন্তনে ॥ দানীকে নিষেধকরে  
 করিয়া যতনে ॥ তাবৎ নিভূতে তুমি যাহ নিজ ঘরে ।  
 সেখানে শয়ন কর আনন্দ অন্তরে ॥ কালিন্দী আদি করি যত  
 আছে গাভিগণ । সবই করিছে তব পথ নিরীক্ষণ ॥ স্তম্ভ কর-  
 উর্দ্ধমুখে স্তন দুক্ষতরে । পীড়াপায়তবু বৎস আস্থান নাকরে  
 তুমি গেলে তা সবার দুঃখ যায় দূর । হৃষীক বাহুরে পীয়ে  
 তব দুক্ষপূর ॥ প্রাতঃকৃত্য করি পৌর্বনাসী ঠাকুরাণী । যাবৎ  
 মিলিতে না যায় তোমার জননী ॥ তোমাকে দেখিতে  
 যাবৎ তোমার মন্দিরে । প্রবিক্ট না হয় তাবৎ যাহ নিজ



ঘরে ॥ কীর বাক্য শুনি গোষ্ঠ গমনে সত্তর । উঠিলেন  
শয্যা হৈতে শ্যামল সুন্দর ॥ অঙ্গে অঙ্গে প্রিয় অঙ্গ হৈতে  
অঙ্গ লৈয়া । প্রিয়া অঙ্গ শোভা দেখে শয্যাতে বসিয়া ॥  
পূর্বেই জাগিয়াছেন সব সখীগণ । রুদ্রা সঙ্গে দেখে কুঞ্জ  
ছিদ্রেতে আনন ॥ প্রাতঃকাল হৈল দেখি সশঙ্ক হইয়া ।  
দেখয়ে দৌহার শোভা নয়ন ভরিয়া । রাধিকার রতিতরে  
উদ্ধত কলাপিনী । সুন্দরী নাম তার ময়ূর রমণী ॥ ময়ূরের  
সঙ্গ ছাড়ি নীত্রে তাহা আইল । রাত মন্দিরাজনে সে আ-  
সিয়া রাহিল ॥ কদম্বের বক্ষ হৈতে ময়ূর নাখিল । তাণ্ডবিক  
নাম তার নাচিতে লাগিল ॥ কুঞ্জেতে তাহার প্রেম कहনে  
না যায় । কৃষ্ণকর্ণ দেখি নাচে আনন্দ হিয়ায় ॥ রাঙ্গণী হ-  
রিণী নাম রাধার সহচরী । কুঞ্জদ্বারে আইলা নিজ পতি  
পরিহারি ॥ চঞ্চল নয়নে দেখে দুহুঁ মুখ শোভা । মাধুর্য্য  
দেখিয়া বাড়ে হৃদয়ের লোভা ॥ মুরঙ্গ হরিণী আইলা কৃষ্ণ  
প্রাণ যার । কুঞ্জদ্বারে দেখে কৃষ্ণ মাধুর্য্যের সার ॥ তবে  
সখীগণে দেখি দুহুঁকো সুসমা । অন্যান্যে কহে কথা মা-  
ধুরী ঘটনা ॥

ত্রিপদী । তবে কৃষ্ণ উঠি বৈসে, মৃদু মন্দ হাঁসে, করি  
নিজ বাহু প্রসারণে । রাইরে আনিয়া কোলে, আঁখিতরে  
চর্চলে, মাধুরী দেখয়ে দুনয়নে ॥ সখিহে দেখ রাধামা-  
ধব পিরিতি । সব রাজি বিহরিলা, তথাপি হৃষিত ভেলা,  
প্রতিফল নবীন আরতি ॥ ধ্রু ॥ ছলে রাই নিদ্রা যায়, চক্ষু  
নাহি প্রকাশয়, জাগিয়া আছেয়ে অনুমানি । কৃষ্ণ নিরীক্ষয়ে  
শোভা, সঘন নয়ন লোভা, ধনী চক্ষু প্রকাশে তখনি ॥ প্র-  
ভাত কমল পারা, মুখপদ্ম মনোহরা, তাতে চক্ষু খঞ্জন  
যুগল ॥ তাহাতে ঘূর্ণায়মান, রসের অলস কাম, অলিকে  
অলকা ভ্রুচল ॥ কৃষ্ণচন্দ্র তাহা দেখি, দিয়া আপনার  
আঁখি, ভ্রমর যুগল মত্তরাজ । পান করে মুখ শোভা, মক

রন্দ মনোলোভা, অতিশয় মত্ফার কাষ ॥ তবে রাই  
 উঠি বৈসে, বাছ দুই পরকাশে, অঙ্গুলী মোড়িয়া অঙ্গ  
 মোড়ে। বদনে উঠয়ে হাই, দশন কিরণ চাই, দেখি কৃষ্ণ  
 হরিষ বিহ্বলে ॥ তবে পুনঃ কৃষ্ণচন্দ্র, হাসে মৃদু মন্দ ২, রাই  
 লগ্না আপনার কোলে। উত্তান শয়নে রাখি, দেখে শোভা  
 দিয়া আখি, নিমগন আনন্দ হিল্লোলে ॥ রাই মিথ্যা করি  
 কান্দে, হাসে মৃদু মন্দ ছান্দে, কেশ অর্দ্ধ খসে অগ্রভাগে।  
 বিমর্দিত পুষ্পমালা, চন্দন কুমকুম ধুলা, মণিহার চিণ্ডি  
 রহে অঙ্গে ॥ অলসে ঘূর্ণি আখি, মিলি ক্ষণে মৃদু দেখি, এই  
 মত বদন সুসমা। একে কেলি শ্রান্ত অঙ্গ, তাহাতে লাবণি  
 তঙ্গ, দেখি কৃষ্ণ আখি নাহি ক্ষমা ॥ স্বর্ণপদ্ম জিনি অঙ্গ,  
 আছে কৃষ্ণ অঙ্গ মঙ্গ, সুরত অলস তেল তায়। নবীন তমাল  
 জিনি, কৃষ্ণ অঙ্গ সুসাজনি, তাহে রাই ঘূর্ণলতা প্রায় ॥ দা-  
 মিনী জলদে যদি, স্থির রহে নিরবধি, তবে রাধা কৃষ্ণের  
 সুসমা ॥ ব্যগ্রতা করিয়া কহি, দিতে আর স্থান নাহি, তবে  
 সে কহিয়ে সেই সমা ॥ মকর কুণ্ডল দোলে, কৃষ্ণের আবণ  
 মূলে, ঢল ২ গণ্ডের লাবণি। মুখে মৃদু মন্দ হাসি, উগরে  
 অমিয়া রাশি, মদাগসে নয়ন মোহনি ॥ ললাটে অলকা  
 লোল, যেন ভূঙ্গ পাতি ভোল, মুখপদ্ম শোভা মধুপানে ॥  
 মুখ দশনেতে ক্ষত, অঞ্জে মলিন মত, ওষ্ঠাধর ভৈগেল র-  
 ঙ্গনে ॥ এইরূপে কৃষ্ণের মুখ, দেখি ধনী পাইল মুখ, পুনঃ  
 উনমনা বিলসিতে। নয়নে নয়নে দ্রুত, অবলোক লভ ২,  
 লজ্জা পাণ্ডা করিল কুঞ্চিত ॥ তাহাতে ঈষৎ হাসি, দেখি  
 রাই মুখশলী, গোবিন্দের অতিতৃষ্ণাইল। পুনঃ বিলাসের  
 লাগি, মনে মনমথ জাগি। তাহে তাহা আরম্ভ করিল ॥  
 নিজ বামহস্ত তলে, ধরে রাই বেণী মূলে, চিবুক ধরয়ে  
 অন্য করে। রাই হাস্যগণ্ড শোভা, দেখি কৃষ্ণ হৈল লোভা  
 হাসি ২ চুম্বয়ে কপোলে ॥ কৃষ্ণাধর সুপরশ, কেবল আমিয়া  
 রস, পাইয়া আনন্দ সিক্ত মাঝে। মগন হইল ধনী, ঢুল'য়

সঘন পাণি, অলস কুঞ্চিত চক্কুলাঞ্জে ॥ নহিহঁ কহে ধনী,  
আনন্দে গদগদা বাণী, মুচকিহঁ হাসি তায় । দেখিয়া সখীর  
আখি, হইল পরম সুখী, এজ্জ্বলনন্দন দাসে গায় ॥

পর্যায় । প্রাতঃকাল হৈল দেখি শঙ্কা সখীগণে । প্র-  
বিশি হইলা কুঞ্জে সহান্য বদনে ॥ কেহহঁ আগে চলে কেহ  
কেহ মাঝে । এইরূপে হরিষে সখী হাসাবার কায়ে ॥ এ-  
কত্র আছয়ে দৌহে নিগূঢ় বিলাসে । হেনই সময়ে তাহা  
সবেই প্রবেশে ॥ সখীগণের হাস্য দেখি রাখা সুবদনী । চ-  
ঞ্চল নয়ন ভেল কৃষ্ণ ইহা জানি ॥ দ্বিগুণ ধরিল তারে ডুল  
লতা দিয়া । কৃষ্ণ বক্ষস্থলে রাই রহিল লাগিয়া ॥ ভরাতে  
উঠিল ধনী পীত বস্ত্র লয়া । আচ্ছাদন কৈল বপু সেই বস্ত্র  
দিয়া ॥ কৃষ্ণ বামপার্শ্বে রাই রহে লজ্জা পায়া । সখী মুখ  
নিরীক্ষয় চঞ্চল হইয়া ॥ তবে সব সখী দেখি দুহক মুসমা ।  
সে সব শোভার মাত্র তারাই উপমা ॥ দুহক অধরে শোভে  
দশনের চিহ্ন । বিলাসে অলস দৃষ্টি দুহ পর বীণ ॥ নথাক্ষুণ  
শোভে ভাল দুহ কলেবর । পত্রাবলি বিগলিত কৈল শ্রম-  
লজ্জ ॥ শ্রুতবস্ত্র কুন্তল টুটল দুহ হার । পুষ্পমালা ছিড়-  
য়াছে যত যত্নমাল ॥ এই শোভা দেখি মবে হরিষ পাইল  
সেই সে মুখের সাক্ষী যে তাহা দেখিল ॥ তবেত শয্যার  
শোভা দেখি সখীগণ । বিপরীত কেলি কথা কহিল তখন  
মধ্যে কৃষ্ণ অঙ্গ তাতে কুঙ্কুম লাগয় । দুইপার্শ্বে রাখা পদ  
যাবক শোভয় ॥ মিন্দুরে চন্দনকণা কাজলের বিন্দু । নানা  
চিহ্ন কৈল যেন তম্প পূর্ব ইন্দু ॥ পুষ্প সব ম্লান আর তাম্ব  
লের রাগ । অঞ্জল শোভয়ে আর কুঙ্কুমের দাগ ॥ শ্রীরাম  
কার অঙ্গে যেন কৃষ্ণ অঙ্গ চিহ্ন ॥ এইমত পুষ্পাণঘ্যা বিলা  
সের সীম ॥ অক্ষুণ্ণরে সখী কাছে কহয়ে গোবিন্দ । শু  
নিয়া মগন ধনী লজ্জায় আনন্দ ॥ আপনার বক্ষ কৃষ্ণ ই  
ঙ্গিতে দেখায় । রাই ভাব সারল্যতা দেখিবারে চায় ।  
অন্য উপদেশ কহে চাতুরী বচন । দেখ দেখ সখীগণে

আর বিলক্ষণ ॥ চন্দ্র যদি দিবা ছাড়ি করিল গমনে ।  
 ভয়ে শত চন্দ্র রেখা লেখয়ে গগনে ॥ সখী আগে কৃষ্ণ  
 কথা শুনি বিনোদিনী । কুণ্ঠিত চঞ্চল চক্ষু হর্ষিত বয়ানা ॥  
 বিকসিত গণ্ডস্থল জতঙ্গি করিয়া । হানিল কটাক্ষবাণ  
 কৃষ্ণে নিরক্ষিয়া ॥ হইল উল্লাস আর বাষ্প মুকুলিত ।  
 স্বেদ আর্দ্র অরুণাক্ত লজ্জার পূরিত ॥ শঙ্কা চাপল্য  
 আর চকিত ভঙ্কুর । ঈর্ষা স্নেহ আদি সব ভাবের অঙ্কুর ॥  
 এইমত রাধা দৃষ্টি ক্ষণেক হইল । দেখিয়া গোবিন্দ  
 মনে আনন্দ বাঢ়িল ॥ প্রাতঃকালে এঁছে দূহ অ-  
 ক্ষের মাধুরী । নানারঙ্গে ভঙ্গি কত বচনাচাতুরী ॥ সখীগণ  
 সঙ্গে মগ্ন সুখাক্তি তরঙ্গে । বিস্মৃত হইল গোষ্ঠ গমন প্রসঙ্গে  
 তবে রুদাদেবী চিত্তে সঙ্কোচ পাইলা । শুভাখ্যা শারিকে  
 দৃষ্টে ইঙ্গিত করিল ॥ ইঙ্গিতজ্ঞা বড় সেই শারিঙ্গ পঙ্কিত ।  
 কহে গুরুপতি হাম্ব নিবারণ কথা ॥ গোষ্ঠ হৈতে তুরা পতি  
 ক্ষীর ভাণ্ড লৈয়া । আইলেন উঠ রাধে বাস্তু পূজ গিয়া ॥ এই  
 কথা যাবৎ তোমার পতির জননী । নাহি কহে তাবৎ হও  
 ভ্রমিত গমনী ॥ কুঞ্জশয্যা ছাড়িয়াও আপন আলয় । কালো  
 চিত কর্ম কর যেই বাহা হয় ॥ তারা নিজ পতি লঞা র-  
 জনী বিলাস । করি লুকাইল গিঞা সৎপ্রতি আকাশ ॥ চন্দ্র  
 পথ অরুণ কৈল রবির কিরণে । রাজপথে হৈল এবে জনের  
 গমনে ॥ কুঞ্জপথ ছাড়ি এবে শুনহ শরলা । ঘরপথে যাইতে  
 দেখি এই ভাল বেলা ॥ শুন শুন অহে কৃষ্ণ কি তুরা চরিত  
 লোকলজ্জা ধর্ম কর্মে নাহি মান ভীত ॥ পতি কটুমতি  
 অতি শাস্ত্রী দূজনা ॥ শঙ্কাপক্ষে থাকে ধনী সঘন মগনা  
 মনদী কণ্টকী আর দুজনের বাণী । প্রাতে নাহি ছাড়  
 রাধা কি বিচার জানি ॥ শারিকা বচন শুনি রাধা বিনো-  
 দিনী । সঙ্কোচ হইল মনে প্রাতঃকাল জানি । মন্দর পঙ্কত  
 নীর সমুদ্র পতনে । ক্ষুব্ধ হয় তাতে এঁছে মহামীন গণে ॥  
 ইছন রাধিকা মন নয়ন ঘুরায় । বিচ্ছেদে দুঃখিতা শয্যা

হইতে উঠয় ॥ চঞ্চল নয়ন যুগ দেখিয়া রাধার । তৎকাল  
 উঠিল কৃষ্ণ জানিয়া বিচার ॥ অতি সুন্দর নীলবস্ত্র অঙ্গেতে  
 ধরিয়া । চলিলেন নিজ গৃহে বিমানা হইয়া ॥ দুই বস্ত্র প-  
 রিবর্ত্ত দৌহার হইলা । হস্ত অবলম্বি কুঞ্জ বাহিরে আইলা ॥  
 বামহস্ত পদ্ম রাধার হস্তপদ্মধরি । দক্ষিণ হস্তেতে বেণু  
 ধরয়ে মুরারি ॥ এই মত চলে দুই উপমা কি হয় । বিদ্যুৎ  
 হামলা সঙ্গে যেন মেঘের উদয় । সুবর্ণ ভূঙ্গার কেহ তাহাতে  
 ধরিল । স্বর্ণ দণ্ড জীবন অন্য কোন সখী লিল । দর্পণ লইল  
 কেহ মলয়জরপাত্র । কুঙ্কুমের পাত্র কেহ তাঘুলের পাত্র ॥  
 পিঞ্জরহু শারিকা লইল কোনসখী । হরষিত হঞা সবেচলে  
 গৃহোন্মুখী ॥ সিন্দুরের পাত্র তবে লয় অন্যজন । অদ্যুত  
 গঠন তার গুন বিবরণ ॥ কাঞ্চনের তলা তার ঢাকনি নিল-  
 মণি । কুচযুগ শোভে যেন প্রথম গুণ্ধিনী ॥ আলিঙ্গনে ছিন্ন  
 যেই মুকুতার হার । কুড়ায়ে অঞ্চলে বাক্ষে কোন সখী আর  
 বিহারে খনিয়াছে তাড়ক শয্যায় । লঞা রাই কর্ণে রতি  
 মঞ্জরী পরায় ॥ শয্যামধ্যে কঞ্চুলিকা লইয়া অরিত । প্রিয়  
 নম্র সখীগণে করিয়া গোপিত ॥ শ্রীরূপ মঞ্জরী দিল রাধি-  
 কার করে । তাহা পাঞা রাই মুখী তার মুখ হেরে ॥ চ-  
 র্জিত তাঘূল ছিল শয্যার সমীপে । গুণ মঞ্জরিকা মুখি  
 লইল নিভূতে ॥ ভক্ষণ করিলা সবে আনন্দিত হঞা । এই  
 রূপে মুখে মগ্ন হৈল তার হিয়া ॥ কুঙ্কুম চন্দন পঙ্ক আর  
 পুষ্প মালা । শয্যাতে পড়িল যেই লইল মঞ্জরা ॥ তাহা  
 আনি দিল সেই প্রতি সখী অঙ্গে । এই মত কুঞ্জ দ্বারে সবে  
 আইলা রঞ্জে ॥ মেঘাঘর দেখি সবে কৃষ্ণের শরীরে । পী-  
 তাঘর দেখে রাধা বিনোদিনী ধরে ॥ অন্যান্যে হাসে হসে  
 আচ্ছাদিয়া মুখ । চঞ্চল চক্ষের ভঙ্গী কথা রস মুখ ॥ সখী  
 পরিচাস ভঙ্গী দেখি রাধা কৃষ্ণ । অন্যান্য প্রফুল্ল মুখ দেখি  
 নেত্র তৃষ্ণ ॥ উথলিল প্রেম মুখ সমুদ্র তরঙ্গ । নিমগন ভে-  
 দুই হর্ষস্তকঅঙ্গ ॥ ঘন শ্যামবর্ণ কৃষ্ণের সুন্দর নীলবাস । সখী  
 লৈল

নাহি যায় অঙ্গ বস্ত্র একভাষা । গৌর রঙ্গ রাধিকার পীতবস্ত্র  
 চীর । পরিচয় নহে অঙ্গ বস্ত্র ভেল মিল ॥ শঙ্খ মধ্যে দুক  
 যৈছে নহে ভিন্ন জ্ঞান । ঐহন দুহুক অঙ্গে বস্ত্র সন্নিধান ॥  
 রাধাকৃষ্ণ লীলামৃত আশ্বাদ করিতে । বিষ কৈল প্রাতঃকাল  
 অরুণ উদিত । জানিয়া ললিতা সখী নিন্দয়ে অরুণা না জান  
 নয়ে রস কথা না জানে করুণা ॥ পতি সঙ্গে প্রাতে লীলা  
 করে শ্রেষ্ঠ নারী । ভঙ্গ পাপে হৈল পাদ গলিত তাহারি ॥  
 তথাপিও প্রতি দিন করে রস ভঙ্গ । জানিল দুষ্টজ্য নিজ  
 স্বভাব তরঙ্গ ॥ শুনিয়া ললিতাদেশী উপহাস বাণী । কহিতে  
 লাগিলা তবে রাধা বিনোদিনী ॥ অরুণে অরুণ দৃষ্টি আ-  
 কাশে করিয়া । মৃদু মন্দ বাক্য কহে ঈষৎ হাসিয়া । পদ  
 হীন তথাপিহ আকাশ লংঘিয়া । উদয় করে অতি প্রভাতে  
 আসিয়া ॥ দুই উরু অরুণের থাকিত বা যবে । রজনী বলিয়া  
 নাম না থাকিত তবে ॥ ননোরম প্রাতঃকালের শোভা  
 দেখি হরি । পান কৈল রাধিকার বচন মাধুরী ॥ হর্ষ উ-  
 ন্মাদে গোর্ধ গমন পাসরি । কহিতে লাগিলা কুট রাধা  
 মুখ হেরি ॥ দেখে রাধে প্রাতঃকালে পূর্ষদিগ রাগ । অন্য  
 কান্তা সঙ্গে কান্ত কান্তা অনুরাগ ॥ দেখিয়া ঘেমন হয় অ-  
 রুণ বয়ান । এইমত পূর্ষদিগ অরুণ সন্ধান ॥ অন্য দিগ সঙ্গে  
 করি সূর্য আইলা প্রাতে । দেখিয়া কষায় ঈর্ষা পূর্ষদিগ  
 তাতে ॥ নলিনীর উপহাসে লাজে কুমুদিনী । সঙ্কোচ হই-  
 লপত্র মান অনুমানি । কহয়ে নলিনী শুন ওহে কুমুদিনী ॥  
 চন্দ্র তুয়া কান্ত এবে থাইল বাকুনি ॥ পড়িয়া রহিল গিয়া  
 সেই অস্তাচলে । তমোহন্তা শান্ত হৈয়া কাহে এই করে ॥  
 চমঃ ক্ষয় চন্দ্র দেখি কোকিল চকিত । পুনঃ দেখে পূর্ষ-  
 দগে অরুণ উদিত ॥ কুহু শব্দ সমাবস্থা ফুরয়ে নিত ।  
 নিজ বর্ণ অঙ্গকার বুহু এক মিত ॥ রাহু সঙ্গে চন্দ্র সূর্য  
 রাসের কারণে । ডাকে পিক কুহু২ তেঞি সে কারণে ॥  
 আর দেখে বিক্ষলতা প্রকুলিত হৈল । ইহার কারণ শুন

মনে যে লইল ॥ নিজ কান্ত বসন্ত কাল সঙ্গ হৈল যবে ।  
 আনন্দ পাইল সব তরু লতা তবে ॥ কপোত ফুৎকার সহ  
 বনের শীৎকার । কহিতে বাঢ়য়ে সুখ কুন্তের অপার ॥  
 কুমুদিনী সঙ্গে অলি রজনী বঞ্চিয়া । প্রভাতে বিলাস চিহ্ন  
 অঙ্গেতে করিয়া ॥ আসিয়া করয়ে নতি নলিনীর কোষে ।  
 অন্য কান্তা ভুক্ত কান্ত যেন কৈল দোষে ॥ অরুণের ছটা-  
 লাগে অরুণ কমলে । দ্বিগুণ অরুণ তেল দেখে মনোহরে ॥  
 দেখে চক্রে বাকী মনে আনন্দ পাইয়া । চঞ্চুতে চুষয়ে চক্রে-  
 বাক অনুমিয়া ॥ কলহন নাম হংস নিজ হংসী তেজি ।  
 শব্দ করি যায় নদীতটে যাই তজি ॥ তুণ্ডকেরি নাম  
 হংসী স্বামী ভুক্ত শেষ । মৃণাল ভঙ্গয়ে শব্দ করয়ে বিশেষ ।  
 তুরা মুখ পদ্মে দৃষ্টি করিয়া একান্ত । যাইতে উৎকণ্ঠা করে  
 যথা নিজ কান্ত ॥ মলয় পবন বহে পদ্মগন্ধ লঞা । লতিকা  
 কুমারি নৃত্য শিক্ষায় গুরু হঞা ॥ শীতল জলের সঙ্গে ক-  
 রয়ে বিহার । রমণীর মন স্বেদ আয়াস বিদার । এইমত  
 রাখা কৃষ্ণ বাক্যের বিলাস । সহচরী সঙ্গে মগ্ন বিছুলরল বাস  
 বনেশ্বরী চিত্তে প্রাণ হৈল চমৎকার । কক্‌থগীকে কহে  
 দৃষ্টি ইঙ্গিত আকার ॥ বন্দার ইঙ্গিত কথা কক্‌থগী ভাল  
 জানে । কক্‌থগী বানর কহে সুপাত্র বন্ধানে ॥ রক্তবস্ত্র ধরি  
 এই জটীলা আইলা । প্রাতঃসন্ধ্যা তপস্বিনী সত্যা বন্দ্যা  
 হৈলা ॥ উর্দ্ধ প্রসর্গে যেন সূর্য্যের কিরণ । এইমত ক্রোধ-  
 রূপে অরিত গমন ॥ জটীলা কুটীলা দুই নাম শুনাইতে ।  
 পড়িলেন রাখাকৃষ্ণ শঙ্কার পঙ্কেতে ॥ বস্ত্র শ্লথ কেশ শ্লথ  
 মালা ছিন্ন গলে । ভয় পাঞা সখীগণ ইতস্তত চলে ।  
 বামে চন্দ্রাবলীগণে করে এক দৃষ্টি । ডাহিনে সভয় কান্ত  
 নিরীক্ষয়ে ইষ্টি ॥ সম্মুখে রুদ্ধগণ আর পশ্চাতে জটীলা  
 সশঙ্ক হইয়া কৃষ্ণ এমত চলিলা ॥ রাই মনে জটীলা  
 হৈল আগমন । দ্রুতগতি ইচ্ছা হয় সঙ্কোচিত মন ॥ উন্নত  
 নিতম্ব আর পীন স্তন ভার । হৃদয় সঙ্কোচ তাহে স্থ

মের সঞ্চার ॥ তৎকাল চলিতে নারে আকুল বিহারে ।  
 কেশ বস্ত্রপ্লথ তাহা ধরে নিজ করে ॥ ভয়ে অনুরাগে ধুমু  
 চঞ্চল লোচনে । আগে রূপ মঞ্জরী চলে লোক নিবারণে ॥  
তার আগে যায় রত্নমঞ্জরী সহায় । ভয়ে দৃষ্ট চঞ্চল চকু  
 সৈন্য আগে যায় ॥ ইত্যন্ত ক্ষেপে নেত্র সেনাপতি রাজ  
 এই রূপে গেলা নিজ নিকেতন মাঝ ॥ নিজ নিজাজনে সবে  
 চকিত হইয়া । পাদ বিপেক্ষণ করে মত্তর করিয়া ॥ গুরুজন  
 গৃহে দ্বারে সতর চঞ্চল <sup>ক্ষেন</sup> নয়নে নিরুখে আর গমন মত্তর ॥  
 এই রূপে গেলা সবে না জানিল পরে । নিভয়ে প্রবেশ কৈল  
 নিজ নিজ ঘরে ॥ নিজ নিজ শয্যাতে রাখা কক্ষের শয়ন ।  
 অন্যান্য তৃষ্ণা পুনঃ মিলনের মন ॥ সখীগণ শয়ন কৈল  
 নিজ নিজ ঘরে । অলসে আকুল হঞা সহস্র অন্তরে ॥ প্র-  
 তিক্ষেপে যেন হরি করেন শয়ন । সেখানে শয়ন করে যেন  
 দেবগণ ॥ গোবিন্দচরিতামৃত কথা অনুপম । অপূৰ্ণ রহস্য  
 শুনি জুড়ায় কান মন ॥ বিশ্বাস করিয়া যেই করয়ে শ্রবণ ।  
 ইহাতেই মিলে রাখাক্ষের চরণ ॥ নিকুঞ্জে নিশান্তে কোল  
 মধুর বিলাস । সংক্ষেপে কহয়ে কিছু যত্নাথ দাস ॥

ইতি গোবিন্দলীলামৃতে প্রথম সর্গঃ ।



রাখাংস্মাত বিভূষিতাং ব্রজপাশুতাং সখীভিঃ প্র-  
 গেতক্ষোহে বিহিতম্ পা করচনাং কৃষাবলৈ যশনাং ।  
 কৃষ্ণং বুদ্ধমবাপ্তধেনুসদনং নিবর্ত্তুং গোদোহনং  
 সুস্নাতং কৃতভোজনং সহচরৈস্তৃপ্তাধিজ্ঞাশ্রয়ে ॥

জয়২ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য কৃপাময় । পতিত পাবন প্রভু সদয়  
 হৃদয় ॥ জয় জয় ব্রজবাসি কৃষ্ণ ভক্ত রন্দ । জয় জয় রাখা



কৃষ্ণ নিত্য সুখানন্দ ॥ শুন সব লোক এই অদ্ভুত কথা ।  
রাধাকৃষ্ণ বিলাসের সুখাময় গাথা ॥

যথা রাগঃ । রাধাস্নাত বিভূষণ, নানা চিত্র বিলেপন,  
ব্রজেশ্বরীর আজ্ঞার পালন । সঙ্গে করি সখীগণ, গেলা তা-  
হার ভবন, প্রাতে কৈল কৃষ্ণের রঞ্জন ॥ কৃষ্ণচন্দ্র জাগি তথা  
গেলা ধেনু শালা যথা, কৈলা তাহা গো দাহন কাষে । সব  
সখীগণ মেলা, নানান কৌতুক কলা, পুন আইলা স্নানবেদী  
মাঝে ॥ তাহা কৈলা স্নান কান, সঙ্গে নন্দ সখা যান, ভো-  
জন করয়ে রসময় । শয়ন হইল তব্ধে, দাসগণ পদ সেবে,  
নানান কৌতুক তাব হয় ॥ রাই নিজ সখী মনে, কৃষ্ণের  
শেবাশ্রমশনে, ভোজন করিলা এই রঙ্গে । তাহাতে বিশেষ  
যত, বিস্তার কহিব কত, শ্রীগোবিন্দলীলামৃত ছন্দে ॥

পয়ার । প্রাতঃকালে নিত্যকৃত্য করি পৌর্বমাসী । অ-  
চ্যুত জননী স্থানে মিলিলেন আসি ॥ আসি দেখে নন্দা-  
লয় অতি মনোহর । প্রেমাম্বলে পূর্ব পৌর্বমাসী কলেবর ॥  
গোবৎস পুরিত স্থল নানা রত্নময় । গব্যের মন্থন বিন্দু  
লাগিয়াছে গায়া ॥ দুঃখফণ সম শয্যা কোমল নির্মল । তাতে  
সুইয়াছেন কৃষ্ণশ্যামলমুন্দর ॥ 'সুন্দর' শ্বেতদ্বীপ প্রায়সেই আ-  
লয় দেখিয়া ॥ রহিয়াছেন পৌর্বমাসী হরষিত হঞা ॥ ব্রজ-  
েশ্বরী দেখি পৌর্বমাসী আগমন । অভ্যর্থান করি তথা ক-  
রিল গমন ॥ ব্রজেশ্বরী যায়ে তাঁরে প্রণতি করিল ॥ কৃষ্ণের  
মাতাকে তেহো আলিঙ্গন কৈল ॥ আশীর্বাদ করি তারে  
পৌর্বমাসী বলে । পতি পুত্র ধেনুগণের পুছয়ে কুশলে ।  
তেহো কহেন কুশল সব তোমার প্রসাদে । চল পুত্র দেখি  
ভাঙ্গি মনের বিবাদে ॥ এত বলি দৌছে অতি উৎকণ্ঠিত  
হয়ে ॥ কৃষ্ণ শয্যালয় গেলা দর্শন লাগিয়ে ॥ হেনই সময়ে  
সব কৃষ্ণ সখীগণে । আসিয়া ডাকয়ে কৃষ্ণে রহিয়া অঙ্গ-  
গোঃ ভদ্রসেন সুবল স্তোককৃষ্ণ । অঙ্গুন শ্রীদাম আ-  
উজ্জ্বল সহস্র ॥ সুদাম কাকিনী আর সুদামাদি সখা । ৩

বেই আইল তার কে করিবে লেখা ॥ বলরাম অঙ্গনে তো-  
 মার এখন <sup>ও</sup>শরন । প্রভাত হইল তবু না হয় চেতন । সখাগন  
 বাক্যে কৃষ্ণের নিদ্রা ভঙ্গ হইল । জানিলেন সব সখা অঙ্গনে  
 আইল ॥ হিহি হিহি শব্দে মধুমঙ্গল উঠিল । গগন স্থলনে  
 কৃষ্ণ নিকটে আইল ॥ নিকটে যাইয়া বটু উচ্ছকরি ডাকে  
 উঠ উঠ উঠ কৃষ্ণ চলহ গোষ্ঠকে ॥ তার বাক্যে গত নিদ্রা-  
 কৃষ্ণের হইল । যুব পূর্ব চক্ষে তবু উঠিতে নারিল ॥ ক্ষী-  
 রোদ কশারী যেন রতন মন্দিরে । অনন্ত রতন শয্যায়  
 যোগ নিদ্রা ছলে ॥ প্রলয়কাল অবসানে বেদমাতা যায়ে ।  
 চেতন করায় তারে স্তবন করিয়ে ॥ এইমত ইহা এই ব্রহ্ম-  
 স্বরী মাতা । জাগায়েন কৃষ্ণচন্দ্রে সুস্নেহ মমতা ॥ পর্যাঙ্ক  
 উপরে দিল নিজ বাসকর । অঙ্গ তার দিল সেই হস্তের উ-  
 পর ॥ অন্যহস্ত পদ্মনালে কৃষ্ণ প্রতি অঙ্গ । ও মুখ দর্শনে  
 বাড়ে প্রেমের তরঙ্গ ॥ নয়নে আনন্দ জল বহে অবিরাম ।  
 স্তন <sup>দু</sup>ধ ধারায় সেই শয্যা কৈল ঘ্রান ॥ বাৎসল্যে ব্যাকুলা  
 হয়ে গদ গদ বাণী । উঠ পুত্র মুখ পদ্ম দেখক জননী ॥ তো-  
 মার নিদ্রার ভঙ্গ ভয়েছুরা পিতা ॥ আপনেই গোষ্ঠে গেলা  
 গাভীবৎস যথা ॥ উঠ পুত্র কর নিজ মুখ প্রক্ষালন । সখা  
 সঙ্গে যায়ে কর গাভীর দোহন ॥ বলরামের নীলবস্ত্র কেনে  
 তোমার অঙ্গে । এত বলি সেই বস্ত্র নিরখরে রঞ্জে ॥ অঙ্গ  
 হৈতে নীলবস্ত্র ধনিষ্ঠাকে দিলা । নথক্ষত অঙ্গ দেখি ক-  
 হিতে লাগিলা ॥ দেখ পৌরবাসী অঙ্গ অতি সুকোমল । ভু-  
 লনা না করি নীল নলিনীর দল ॥ ঝামুর হয়েছে অঙ্গ কণ্ট-  
 কের চিহ্ন । চঞ্চল বালক মনে খেলে রাত্রি দিন ॥ নানা ধাতু  
 ধাগ চিহ্ন অঙ্গে লাগিয়াছে । হাঃ কি করিব ইহার উপায়  
 কে আছে ॥ স্নেহতরে জননীর চিত্র পদ বাণী । লজ্জা সচ-  
 কিত তবে কৃষ্ণ তাহা শুনি । কৃষ্ণের সঙ্কোচ দেখি শ্রীমধু ম-  
 ল । কহিতে লাগিলা কিহু মাতার গোচর ॥ সত্য  
 তা কত কেলি চঞ্চল হইয়া । বনে২ ভ্রমণে কৃষ্ণ

ফুল উঠাইয়া ॥ বুজের তিতরে কত করে নানা খেলা ।  
 আমার নিশেধ কথায় হাসে করি হেলা ॥ এইমত বচন  
 কৃষ্ণ শুনয়া সকল । মাতার আগে করে বাল্য প্রকাশের  
 ছল ॥ ঈষৎ হাসিয়া যত্নে চক্ষু প্রকাশয় । পুনঃ চক্ষু মেলে  
 পুনঃ নিজালাস হয় ॥ তবে পৌর্বমাসী শূনি ব্রজেশ্বরী বাণী  
 দেখি কৃষ্ণে বাল্য চেষ্টা মনে অনুমানি ॥ ব্রজেশ্বরীর ভা-  
 বান্তুরাচ্ছাদন করিতে । হাসি পৌর্বমাসী কিছু লাগিল ক-  
 হিতে ॥ নিরন্তর সখা সঙ্গে বিহার করিতে । আনন্দ হয়ে মুখে  
 আছে এইত প্রভাতে ॥ তাহাতে তোমারে আর কিবা দিব  
 দোষ । কিন্তু তোমার দরশনে সবার মন্তোষ ॥ ধেনুগণ কৃষ্ণ  
 ভরে শুনে পায় পীড়া । হৃষিত আছে বৎস ত্যজি নিজ  
 ক্রীড়া ॥ সঙ্কর্ষণ অঙ্গনেতে সখাগণ লঞা । আছে তো-  
 মার সবে মুখ নিরখিয়া ॥ অতএব উঠ কৃষ্ণ গোদোহন কর  
 জাগিয়া করহ যত প্রাতঃ কৃত্য আর ॥ এইমত কত কব প্র-  
 ণয় বচনে । জাগাইলা কৃষ্ণ চন্দ্রে উঠিলা তখনে ॥ দুই হস্তে  
 যুক্তি বান্ধি অঙ্গ বিমোড়ন । রসালস অঙ্গ করে জুতা বিসর্পণ  
 দশনাংশু যেন চন্দ্র চন্দ্রিকামোহন । নূতন তমাল তনু  
 মদন মোহন ॥ পালঙ্কের এক দিগে বসিলেন আসি ।  
 পদাঙ্গুগল তরু পৃথিবী পরশি ॥ জুতা বিসর্পণ করে গ-  
 দাদ বচন । যোড় হস্তে কৈল পৌর্বমাসীকে বন্দন ॥ এ-  
 লাইল কেশ মঞ্জু অঙ্গনের পুঞ্জ । খসিল কুমুমা বলি সব  
 মনোরঞ্জ ॥ মেহভরে ব্রজেশ্বরী সেইত কুন্তল । সঘরণ করি  
 বান্ধে ঝুটী মনোহর ॥ নিকটে স্বর্ণের ঝারি জল স্নানীতল ।  
 মুখ প্রক্ষালন কৈল আনন্দ অন্তর ॥ মাতা নিজ পট্টফলে  
 বদন মুছিল । অলসে ঘূণিত চক্ষু দেখি মুখ পাইল ॥  
 মধু মঙ্গলের কর ধরি বাম করে । ডাহিনে ধরিল বংগী  
 অতি মনোহরে ॥ মাতা পৌর্বমাসী সঙ্গে শয্যালয়  
 হৈতে । অঙ্গনে আইল কৃষ্ণ অতি হরষিতে ॥ দেখি সখা-  
 গণ সব আইগ ধাইয়া । কৃষ্ণাঙ্গ পরশ কৈল হরষিত

হঞা ॥ কেহুহ আমি করম্পর্শে কেহত পাটান্ত । কেহ  
অঙ্গস্পর্শে কেহ দর্শনে মুশান্ত ॥ প্রেমোন্মাদ সাহ সবাকার প্র  
ফুল বয়ান । এইমত বেড়িল সখা কমল বয়ান ॥ ব্রজেশ্বরী  
কহে কৃষ্ণ গোষ্ঠকে যাইঞা । তৎকাল আইস ঘরে গাভী  
দোহাইঞা ॥ কৃষ্ণ কহে শীঘ্রমাতা আসিতেছি ঘরে । এত  
কহি সখাসঙ্গে নানা লীলা করে ॥ এতবলি ব্রজেশ্বরী গেলা  
নিজ ঘর । পৌর্বমাসী কৃষ্ণ লঞা গেলা নিজ স্থল ॥ তবে  
কৃষ্ণ সখা সঙ্গে গাভী দোহাইতে । গোষ্ঠকে চলিলা কৃষ্ণ  
অত্যন্ত ভরাতে ॥ কহিতে লাগিল কিছু মধুমঙ্গল বটু । পরি  
হাস করে সেই বাক্য অতি পটু ॥ গগণে ঘটনা কৈল বয়ন  
যুগল । কহে কৃষ্ণ দেখ আর অদ্ভুত সকল ॥ আকাশ দী-  
র্ঘিতে সব তারা মৎস্যগণ । আদিত্য কৈবর্ত তার করিতে  
বন্ধন ॥ কিরণেরজাল যবে প্রসারন কৈল । সঙ্কেচ পাইয়া  
তারা মৎস্য লুকাইল ॥ আর দেখ সূর্যব্যাধ যুগের কারণে  
জাল প্রসারিল সেই আপন কিরণে ॥ তাহা দেখি চন্দ্র  
নিজ যুগ তারা হৈতে । এবিটু হইল গিয়া পার্শ্বত গুহাতে ॥  
আর এক আশ্চর্য দেখি চমৎকার হৈল । আকাশ রমণী  
গর্ভে চন্দ্র নিকসিল ॥ অঙ্গের ভূষণ তারা তেজিল এখন ।  
কপোত ফুৎকৃতছলে করয়ে ক্রন্দন ॥ শুন চন্দ্রমুখ তোমার  
চন্দ্র মুখ তেরি । আকাশ তেজিয়া চন্দ্র গেলা গিরোদরি ॥  
চন্দ্রতুচ্ছ কৈল এই তোমার বদন । দেখিয়া হাসয়ে সব ন-  
লিনীরগণ ॥ যত্নপিও চন্দ্র পদ্ম অহিতের স্থল । তথাপিও  
চন্দ্র মুখ পদ্মাহিত স্থল ॥ গোপাল গোপাল যে পশুপা-  
লের বালক । গোপাল মানাতে তারা ভেল প্রবেশক ॥  
এই মতমু মধু মঙ্গল করে পরিহাস । হাসে কৃষ্ণ  
সব সখা পরম উল্লাস ॥ রাম মধু মঙ্গল আর  
সকল গোপাল । মধ্যে করি যার কৃষ্ণ আনন্দ বি-  
শাল ॥ কৈলাশ গগু শৈল যেন মণ্ডলীর মাঝে । মহা  
ঐরাবত যেন কৃষ্ণচন্দ্র মাজে ॥ ধবল ধবলী মধ্যে কৃষ্ণ

প্রবেশিলা । তাহাতে সুন্দর শোভা অতিশয় হৈলা ॥  
 শ্বেতপদ্ম বনে যেন মত্ত ভৃঙ্গযুরে । হিহি গম্ভীর শব্দে প্রিয়  
 গোপ ফুকারে ॥ গঙ্গা গোদাবরী নাম ধবলি মাউলি । কা-  
 লিন্দী ধুম্রাভুঙ্গী যমুনা কমলী ॥ হংসী ভ্রমরী নাম হরিণী  
 করিণী । রস্তা চম্পা করি কৃষ্ণ করে হিহি ধ্বনি ॥ দুই জানু  
 মধ্যে কৃষ্ণ ধরয়ে দোহানি । পাদ পদ্ম অগ্রে ভর করিয়া  
 আপনি ॥ দেখিয়ে গাতীর দুখ দোহায় সখারে । বাছুরে  
 পিয়ায় স্তন হরিষ অন্তরে ॥ লালন করয়ে যত খেনু বৎস-  
 গণে । অঙ্গ মুছে করে কৃষ্ণ অঙ্গকণ্ঠ্যনে । এইরূপে করে  
 কৃষ্ণ গোদোহন লীলা । বৎসচারণ আর সখা সঙ্গে খেলা ॥  
 তবে ওথা শ্রীরাধিকা করিয়া শয়নে । রসাল সে নিদ্রা আর  
 কুঞ্জ পথশ্রমে ॥ মুখরা জাগিঞা যায় নাত্তী জাগাইতে ।  
 জটিল আইসে তথা দেখা হইল পথে ॥ স্বভাব কুটিলার্ভি  
 মন্মুর জননী । পুণ্ড্রের সম্পত্তি বাঞ্ছে দিবস রজনী ॥ মুখ-  
 রাকে কহে যত পৌৰ্ণমাসী আজ্ঞা । নিত্যকর্ম্মে পৌৰ্ণমাসী  
 অতি বড় বিজ্ঞা ॥ ব্রজেশ্বরীর আজ্ঞা ভূমি সদাই পালিবে  
 অগ্রে বধু প্রাতঃকালে স্নান করাইবে ॥ বস্ত্র আভরণ তার  
 অঙ্গে পরাইবে । গোকোটি বৃদ্ধের লাগি সূর্য্য পূজাইবে ॥  
 এই সব আজ্ঞা তার তোমার নাতিনী । শয়নেই রাহিয়াছে  
 প্রভাত রজনী ॥ অতএব যাঞা তারে জাগাও আপনি ।  
 করাও মঙ্গল বাতে পূজা হয় ধনী ॥ তাহাকে কহিয়া তবে  
 বধু প্রতি কহে । উঠ বাছা স্নান কর যেন দিন নহে । বাস্ত  
 পূজা কর সূর্য্য পূজা উপহার । করিয়া তৎকাল যাও পূজা  
 করিবার ॥ এত কহি গেলা তেহৌ আপন নিলয় । মুখরা  
 আইলা নাত্তী শয়ন আলয় ॥ আমি কহে উঠ পুত্রী প্রভাত  
 হৈল । দেখ তোমার গুরু বুল সবাই জাগিল ॥ মুখরার  
 ক্ষেত্রাধার অমৃত প্রদীপ । অতি স্নেহ মানে কোটি আপ-  
 র জীব ॥ অমৃত আশ্বাদি কথা কহে ধীরে ॥ উঠ পুত্রী

পাসরিজে আজি রবিবারে ॥ স্নান মঙ্গল করি পূজার অব্য  
লঞা । পূজা গিয়া সূর্য্য নিজ অতীষ্ট লাগিয়া ॥

যথা রাগঃ । রতন মন্দিরে, রসালাস ভরে, শয়নে  
আছে রাই । মুখরা বচনে, জাগিয়া বিশাখা, জাগায়ে তা  
হারে জাই ॥ অতি ভরা ডাক, কহে উঠ সখী, ঘুচাহ অ-  
লস কাজ । তার বাণী শুনি, তখান সুধনী, জাগে ঘুমে দিটি  
রাজ ॥ রাজহুসী যেন, নদীতে শয়ন, তরঙ্গে চালায়ে যন  
রতন পালঙ্কে, রাই এই রঙ্গে, ~~হিলে~~ হুই নয়ান ॥ হেন-  
কালে রতি, মঞ্জুরী সুমতি, জানে অবসর কাল । বন্দাবনে-  
শ্বরী, পদযুগ ধরি, সে বন করয়ে ভাল ॥ কতক প্রকার,  
করি বারে, জাগায় সকল সখী । উঠি ভরাকরি, বসিলা সু-  
ন্দরী, ক্রিতিতলে পদ রাখি ॥ হেনই সময়ে, মুখরা দেখয়ে  
উড়নি পিয়ল বাস । বিশাখাকে কহে, কিবা দেখি ওহে,  
দেখিয়া লাগয়ে আস ॥ হাহা পরমাদ, করিয়া বিবাদ, এক  
পরমাদ হায় । দেখি হেম কান্তি, বসনের ভ্রান্তি, তোমার  
সখীর গায় ॥ সন্ধ্যাকালে কালি, উরে বনমালী, দেখি-  
য়াছি পীতবাস । সতী কুল হঞা, সেরূপে ভুলিঞা, ধরন  
করিল নাশ ॥ মুখরা বচন, করিয়া শ্রবণ, বিশাখা চকিত  
হঞা । দেখি পীতবাস, আছে রাই পাশ, একি কহে খীর  
হঞা ॥ মুখরাকে তবে, কহে শুন এবে, স্বভাব অন্ধতা তুষা  
একে আর দেখ, আনে আন লেখ, নাহি কহ বিচারিয়া ॥  
রাইর বরণ, অব হেম সম, পিঙ্কন এ নীল বাস । তাহাতে  
বিহানে, রবির কিরণে, সে যেন পিয়ল বাস ॥ গবাক্স জা-  
লেত, দেখহ বিদিত, রবির কিরণ লাগে । ইহার কারণে,  
তোমার মরমে, শঙ্কা উঠি কোন জাগে ॥ শুদ্ধমতি জনে,  
হেন কহ কেনে, অবোধ জরতি মতি । এ যদুনন্দন, কহে  
বিভ্রম, বড়ই প্রমাদ অতি ॥

শুনিঞা বিশাখা বাক্য মুখরা লজ্জিতা । নিজা-  
গেলা গৃহ কৰ্ম্ম আকুলিতা ॥ লালতা প্রভৃতি আর যত সখ

চয়। রাধিকা নিকটে আইলা হৈতে নিজালয় ॥ স্নানবেদি  
কাছে আইলা যত সখীগণ। স্নান দ্রব্য লঞা করে পথ  
নিরীক্ষণ ॥ রতন আসন আগে ধরিয়াছে যথা। উঠিয়া রা-  
ধিকা আসি বসিলেন তথা ॥ খমাইল অঙ্গভূষা ললিতা অ-  
সিঞা। হরিষ পাইল অঙ্গ সুসমা দেখিঞা ॥ সুবর্ণ লতার  
পুষ্প পল্লব তোটন। প্রণয়ে করয়ে তেন রাধাক ভূষণ ॥  
মঞ্জিষ্ঠা রক্তবৃত্তী নাম রজকের কন্যা। বস্ত্রলঞা রাধা আগে  
ধরে অতি ধন্যা ॥ তবে মুখ প্রক্ষালন কৈল সুবদনী। দন্ত  
ধাবন কৈল অম্রপত্র আনি ॥ গন্ধ চূর্ণে পরিপূর্ণে মাজিল  
দশন। পদ্মরাগ স্ফটিকমণি নিন্দি মনোরম ॥ স্বর্ণ জিহ্বা  
শোধনী নিজ করে ধরি। শোধন করিল জিহ্বা কৃষ্ণ মুখ-  
কারি ॥ সুবর্ণ ভূষার জল দাসীগণে দিল। গগুণে মুখ  
প্রক্ষালন কৈল ॥ সুস্ন জল বাসে মুখ আর্জুন করিল। স্নান  
যোগ্য বস্ত্র তবে পরিধান কৈল ॥ স্বর্ণ কুম্ভ পূর্ণ জল সুগন্ধি  
শীতল। স্নানবেদী বেড়ি তাহা আছে বহুতর ॥ মণিবেদী  
উপরে মূর কাঞ্চন আসন ॥ তাহার উপরে সুস্ন মঞ্জুল ব-  
সন ॥ তাহাতে বসিল গিয়া রাধা সুবদনী। স্নান যোগ্য দ্রব্য  
ধরে পরিজনে আনি ॥ সুগন্ধা নলিনী নাম নাপিতের  
কন্যা। মর্দন উদ্বর্তন কেশ সংস্কারে ধন্যা ॥ নারায়ণ তৈল  
অঙ্গে মর্দন করিল। অতি ম্লিক্স উজ্জ্বল উদ্বর্তন দিল ॥ আম  
লকী সুগন্ধে কৈল কেশের সংস্কার। ক্ষালন করিতে পুনঃ  
দিল জলধার ॥ সুস্ন বস্ত্র দিঞা জল যুটাইল তার। এই-  
রূপে উজ্জল কৈলা কেশের সংস্কার ॥ **মিষ্ট** গন্ধ সুবাসিত  
জলকুম্ভ শ্রেণী। জল পূর্ণ স্বর্ণ যটী সখীগণে আনি ॥ সেই  
জল লঞা সবে স্নান করাইল। প্রত্যঙ্গ গামছা দিঞা অঙ্গ  
শুষ্ক হইল ॥ অতিসুস্ন জলবাসে কেশ সন্মাজিল। সুস্ন শুষ্ক  
হইল তবে পরিধান কৈল ॥ ভূষণ বেদীকোপরি আসিয়া  
নালা। প্রভাতকালের যোগ্য ভূষা সখী কৈলা ॥ তরুণ ব-  
সি অঙ্গ অনঙ্গ মোহন। তাব হাব অলঙ্কারে শ্রীঅঙ্গ শোভন

স্বাস্থ্যদাক্ষ নাম রত্ন কাকই লইঞা । ললিতা করয়ে বেশ  
 কেশ বিনাইয়া ॥ ধূপ ধূম দিঞা সেই কেশ শুকাইল । স্নিক্ত  
 মুকুঞ্জিত কেশ মৃগন্ধিত কৈল ॥ সহজে মৃগন্ধি কেশ অণু-  
 রের গন্ধ । তাহাতে দিলেন আর অনেক মৃগন্ধ ॥ বেণী  
 বিনাইঞা দিল শঙ্খচূড়মণি ॥ কালসর্প ফণে যেন শোভে  
 দিব্যমণি ॥ বকুলের দিব্য মালা মুকুতার মালা । তাতে  
 দিল যেন ভেল ত্রিবেণীর মেলা ॥ সমষ্টি করিয়া পুনঃ স্বর্ণ  
 সুত্র দিঞা ॥ মূলেতে বান্ধিল পাউ ~~জাম্বুদ্বীপ~~ <sup>সুত্র</sup> দিয়া ॥ মূল  
 রক্তবস্ত্র ধনী ভিতরে পারিল । তাহার উপরে নীল বসন ধ-  
 রিল । ভ্রমরের বর্ণ বস্ত্র অতি মূল্যবতর । মেঘানুর নাম তার  
 অতি মনোহর ॥ আশ্চর্য্যকোচয় শোভা নাহিক উপমা ।  
 যে শোভা দেখিতে লাজ পায় ব্রহ্মরানা ॥ সমষ্টি করিয়া  
 মধ্যে স্বর্ণসুত্র দিঞা ॥ রক্ত পাউ ~~রক্ত~~ <sup>সুত্র</sup> দিল সুছান্দ করিয়া  
 স্বর্ণসুত্রে করি মণি কিঙ্কণীর জাল । রত্ন বস্ত্র জাল তাতে  
 শোভায় বিশাল ॥ নিতম্ব দেশেতে ~~কম্বুজ~~ <sup>কম্বুজ</sup> করিল যোজনা ।  
 যে শোভা হইল তার নাহিক উপমা ॥ চন্দন কপূর আর  
 অগুরু কাশ্মীর । পঙ্ক করিলয়া আইলা বিশাখা সুধীর ॥  
 পৃষ্ঠে বক্ষে বাহু আর কুচযুগ দেশে । লেপন করিল সেই  
 পরম হারিষে ॥ উরজের দুই পাশে মৃগ মদ চিত্র । লি-  
 খিয়া দেখেন শোভা পরম বিচিত্র ॥ কস্তুরীর পত্রাবলি লি-  
 খন কপোলে । সুন্দর সিন্দূর বিন্দু রচিলেক ভালে ॥ তার  
 তলে চন্দনের বিন্দু যে রচিল । তার মধ্যে পুনঃ কস্তুরীর  
 বিন্দু দিল ॥ কামযন্ত্র নাম সেই ললাটে তিলক । তাহা  
 দেখি রুষ্ট হয় সর্ষাপে পুলক । লিখির উপরে দিল সিন্দূ-  
 রের রেখা ॥ মদন কাঁপনি কিবা নবঘন লেখা ॥ তবে চিত্রা  
 ঠাকুরাণী রাই বক্ষস্থলে । লিখিল আশ্চর্য্য চিত্র বক্ষের উ-  
 পরে ॥ পুষ্প গুচ্ছ ইন্দুরেখা নবীন পল্লব । লিখিল আ-  
 শ্চর্য্য চিত্র পদ্ম আদি সব ॥ মীন পুষ্প পল্লব আর  
 নবচন্দ্র রেখা । কন্দর্পের বাণ গুণ ধনুকের দেখা ॥ রাধি-



কার জ্বলন্ত তপ্তির তরাসে । কাম নিজ বাণ খুইল ধনী কুচ  
 কোষে ॥ রক্ত বস্ত্রে মুক্তা রচিত অনেক রতন । দিব্য চুনি  
 দিল কুচে করিয়া যতন ॥ ইন্দ্র ধনু প্রায় সেই সুবর্ণ পর্কতে  
 রক্তসন্ধ্যা আসি যেন করিল উদিতে ॥ সুবর্ণের তাল-  
 পত্র বলয় করিঞা । কর্ণে দিল নীলমণি পুষ্প তাতে দিঞা  
 আশ্চর্য্য তড়িৎ তার কি কহিব শোভা । স্বর্ণ পদ্ম কল্পিতে  
 যেন মধুকর লোভা ॥ সুবর্ণের চক্রি উর্দ্ধে অবগেতে দিল ।  
 প্রভাতের সূর্য্য যেন উদয় করিল ॥ চকুর্দিকে মুক্তা তার  
 মধ্যে নীলমণি । রক্তমণি উপরে শোভে হীরার সাজনি ॥  
 আশ্চর্য্য শলাকা শোভে কহিলে না হয় । যাহা দরশনে ক্র  
 ষের মন উল্লাসয় ॥ তবেত বিশাখা আনি মৃগ মদ বিন্দু ।  
 চিবুকেতে দিঞা হেরে রাই মুখইন্দু ॥ কি কহিব সেই  
 শোভা অতি মনোহর স্বর্ণ পদ্ম দল আগে যৈছে মধুকর  
 সুবর্ণ বেসরে শোভে মুকুতার ফল । নাসা অগ্রভাগে সেই  
 করে ঝলমল ॥ বোঁট সঙ্গে শুক মুখে নেয়ালের ফল । ঐ-  
 ছন যেমন তেন নাসার উপর ॥ সূদীর্ঘ নয়নে দিল দলিত  
 অঞ্জম । কি কহিব সেই শোভা অতি মনোরম ॥ কৃষ্ণ মুখ-  
 চন্দ্র সূখা পানের লালনা । চকোরী রহিল যেন করি বহু  
 আশা ॥ নির্মল স্বর্ণের পাতি বিশাখা আনিয়া । রাধিকার  
 কণ্ঠে দিল শ্রীকণ্ঠ ঢাকিয়া ॥ হরি করে আছে শঙ্খ চিহ্ন ম-  
 নোহর । আচ্ছা দিল কষু কণ্ঠ পাঞা কৃষ্ণ ডর ॥ স্বর্ণ হংস  
 দিল রাধা কণ্ঠের উপরে । যে শোভা হইল তাহা কে ক-  
 হিতে পারে ॥ মধ্যে স্থল সূক্ষ্ম আগে নীলরক্ত মণি । স্বর্ণ  
 সূত্র দিল তাহে হীরার খেচনি ॥ অতি সূক্ষ্ম মুক্তাফুলে গুচ্ছ  
 নিরমিয়া । হিবার উপরে দিল হরবিত হঞা ॥ গুচ্ছের মধ্যে  
 মধ্যে দিল স্বর্কাকাঠি । স্বর্ণ কাঁটির দুই পাশে দিল মণিকাঠি  
 তবে রক্তমালা দিল হিয়ার উপরে । গোলকাঠি সব সেই  
 অতি মনোহরে ॥ ইন্দ্র নীলমণি আর পদ্মরাগ মণি । হেম  
 মণি স্থল মুক্তা প্রবল গাথনি ॥ তবেত হৃদয়ে দিল মুক্তা গুচ্ছ

মাল । মধ্যে স্বর্ণ কাঠি পাশে যুগল প্রবাল ॥ রামে নৃত্য  
 গান কৈল রাধা বিনোদিনী । সুখি হঞা কৃষ্ণ দিল গুঞ্জা-  
 মালা আনি ॥ গুঞ্জামালা **এহে** সেই হৃদয়ের রাগে । সম-  
 পণ কৈল কৃষ্ণ অতি অনুরাগে ॥ সেই মালা আনি ধনী ধ-  
 রিল হিয়ায় । তাহার পরশে কৃষ্ণ পরশ জাগায় ॥ তবে  
 একাবলি হার নাযক সহিতে । স্তূল তারাবলি যেন অম্বর  
 উদিত ॥ চতুষ্কি আনিঞা তার হৃদয়েতে দিল । সুবর্ণ শি-  
 কলি দিঞা চতুষ্কি গাখিল ॥ ইন্দ্র নীচরত্নে সেই চতুষ্কি  
 রচিল । পদ্মরাগ হীরা মণি কনকে খাচিল ॥ পটুথোপ  
 পুষ্ঠে দেশে ক্রমে নাশিয়াছে । আকণ্ঠ হইতে শোভে নিত-  
 ঘের কাছে ॥ নিতম্ব পঙ্কজ হৈতে বেণী ভুজঙ্গিনী । মস্তকে  
 উঠিতে কৈল সোপান সাজনি ॥ স্বর্ণাঙ্গদ ভুজে দিল বি-  
 শাখা আনিঞা । কাল পটুডোরি রত্ন মালাতে রচিয়া ॥  
 তাহা দেখি কৃষ্ণচন্দ্র মহামুখ পায় । হেন সে অঙ্গদ শোভা  
 কহেন না যায় ॥ নীলরত্ন বলয়া তবে দিল দুই করে ।  
 যে শোভা হইল তাহা কে কহিতে পারে ॥ রক্ত পদ্ম  
 মৃণালে যেন মধু বিগলিত । তাহাতে রঞ্জিল যেন ভ্রমর  
 বেষ্টিত ॥ সুবর্ণ কঙ্কণ দিল তাহার উপরে । মুকু-  
 বালি শোভে তাহে অতি মনোহরে ॥ সূর্য্যের মণ্ডলে যেন  
 চন্দ্র বিষগণ । উদয় সময়ে যেন শোভা এই মন ॥ সুবর্ণ মা-  
 ছলি অতি শোভিয়াছে করে । পটুথোপ নাশিয়াছে তা-  
 হার অন্তরে ॥ অনেক রতনে কৈল খোপের সাজনি । এই  
 রূপ হস্তে মণি বন্ধের বন্ধনি ॥ অদ্ভুদ রত্ন মুদ্রিকা অঙ্ক-  
 লিতে দিল । বিপক্ষ মর্দন নাম তাহাতে লিখিল ॥ আশ্চর্য্য  
 কটক দিল চরণ যুগলে । নানা রত্ন অংশ তাতে করে ঝল-  
 মলে ॥ তার ধ্বনি যেন মত হংস ধ্বনি করে । শুনি কৃষ্ণ হং-  
 সতি স্ততি ধৃতি করে ॥ মৃদু পাদ পদ্মে দিল রতন মঞ্জীর ।  
 কালিন্দীর হংস পাঠে যার ধ্বনি ধীর ॥ পায়ের অঙ্গুলে রত্ন  
 উজ্জ্বলিকা দিল । তাহা দেখি বিশাখার বিস্ময় জন্মিল ॥

নন্দদা মালির কন্যা দিল লীলপদ্ম । কৃষ্ণ মনোহরে যাহা  
 হেরি শোভা সন্ম ॥ সেই পদ্ম হস্তে দিল বিশাখা আনিঞা  
 পদ্ম দৃশ্য পদ্মহস্তে সঁক্খিপলা আশিয়া ॥ নন্দদা মালির কন্যা  
 দিল পুষ্পমালা । হাসিয়া বিশাখা তাহে ধনী গলে দিল ॥  
 নাপিতের কন্যা সে সুগন্ধা নাম তার । মণি দরপণ দিল  
 আগতে তাহার ॥ দর্পণে আপন অঙ্গ দেখি বিনোদিনী ।  
 কৃষ্ণ মুখ যোগ্য বেশ মনে অনুমানি ॥ কৃষ্ণের মিলন লাগি  
 হইলা চঞ্চল । নারীবেশ কান্ত প্রাপ্তি এই আর কল ॥ সং-  
 ক্ষেপে কহিল এই রাধিকার বেশ । অনন্ত কহিতে না রে ই-  
 হার বিশেষ ॥ গোবিন্দ চরিতামৃত শুরু সুধাময় । শুনিতে  
 মধুর ধারা তাপ বিনাশয় ॥ শুদ্ধ প্রেমভক্তি গণ করয়ে উ-  
 দয় । রাধাকৃষ্ণ পাদপদ্ম সেবা সে মিলয় ॥ পাষণ্ড না শুনে  
 যেন করিবে সে কায । এই ভিক্ষা মাগি মুঞি বৈষ্ণব স-  
 মাজ ॥ রাধা কৃষ্ণ পাদপদ্ম সেবা অভিলাষ । গোবিন্দচরিত  
 কহে যৎনাথ দাস ॥

ইতি শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে স্নান ভূষাদি দ্বিতয়ঃ সর্গঃ ।

তাবক্ষোষ্ঠেশ্বরী গোষ্ঠং গতে গোষ্ঠকুলনন্দনে ।  
 নন্দান্ গ্রহজনানাহ তন্তক্ষেপাদনাকুলা ॥

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য গোসাঞি । তোমার চরণ বিনে  
 আর গতি নাই ॥ অতঃপর কহি কিছু রক্তনের কথা । অ-  
 তান্ত আশ্চর্য্য এই রসময় গাঁথা ॥ ওথা ব্রজেশ্বরী কৃষ্ণ ভো-  
 জন লাগিয়া । করেন সামগ্রী চেঁচা উৎকণ্ঠিতা হঞা ॥ যত্ন-  
 পিহ নিজ নিজ কার্য্য দাস দাসী । ব্যগ্র আছে তথাপিহ  
 ব্রজেশ্বরী আসি ॥ কহিডে লাগিলা দাসী আস্থান করিয়া

কৃষ্ণ স্নেহ পরিপাকে স্নপিত হইয়া ॥ রন্ধন সামগ্রী কর  
 শীত্ৰ হয় বাতে । এখনি আসিবে কৃষ্ণ গোষ্ঠে হইতে ॥  
 প্রাতঃকালে দেখিয়াছি বড়কৃষ্ণ অঙ্গ ॥ অতএব শীত্ৰ কর র-  
 ন্দন প্রবর্ত ॥ শাক মূল ফুল ফল আদ্র'কাদি করি । আম্র-  
 চূর্ণ ছাঁকাগুণ্ঠী হরিদ্রাদি করি ॥ মরিচ কপূর চিনি জিরা  
 ক্ষীরসার ॥ তিতিড়ী হিঙ্গুলি জাত সুমথিত আর ॥ সৈন্ধব  
 বটিকা আর নারিকেল শস্ত ॥ তৈল গোধূমচূর্ণ লইবে অবশ্য  
 মৃত দধি আর তুলসী ধান্যের তণ্ডুল । সকল লইয়া যাহ  
 রন্ধনের পুর ॥ বকনা গাভীর দুগ্ধ আছয়ে প্রচুর । ব্রহ্মেন্দ্র  
 পাঠান যাহা পায়সানুকুল ॥ এইসব দ্রব্য লইয়া যাও পাক  
 স্থলে । সেই সেই কার্য্য তারা যত্ন করি করে ॥ বাৎসল্যে  
 প্রেমিত চিত্ত সদা নেত্র বারে । রোহিনীকে ডাকি তবে  
 ব্রজেশ্বরী বলে ॥ রামকৃষ্ণ পৃষ্ঠে যাই উদর লাগিল । দেখি  
 য়াছি প্রাতঃকালে বড়ই দুর্বল ॥ বলিষ্ঠ বালক সঙ্গে বাহুবুদ্ধ  
 খেলা । নানা পরিশ্রমে স্লুধা তৃষ্ণা হইয়া গেলা ॥ তাতে  
 কালি রাতে কিছু না কৈল ভোজন । দুর্বল ভ্রম্মেন্দ্রলয়ে সব  
 সখাগণ ॥ ক্ষীণযুক্তি দেখি মনে লাগিয়াছে ডর । ভাল মতে  
 কর পাক যাতে মিততর ॥ অতি শীত্ৰ গিয়া তুমি করহ  
 রন্ধন । অধূক পিষ্টক আদি উত্তম ব্যঞ্জন ॥ হেন সে করিবে  
 পাক যেন রামকৃষ্ণ । পরম রুচিতে ভুঞ্জে হইয়া সতৃষ্ণ ।  
 এত কহি দাসীগণ দিল তার সঙ্গে । রন্ধন সামগ্রী লৈয়া  
 গেলা তেহঁ রন্ধে ॥ কৃষ্ণ রুচিদ্রব্য লাগি ব্যস্ত ব্রজেশ্বরী ।  
 নিষ্টন্ন করিতে আন রাধিকা সুন্দরী ॥ উপনন্দের পুত্র  
 হয় সুভদ্র আখ্যান । তার পত্নী কুন্দলতা আইলা তাঁর  
 স্থান ॥ ব্রজেশ্বরী পান পান্নে করেন প্রণাম । তিহঁ কহে  
 আইস বাছা বাটুক কল্যাণ ॥ তারে কহে ব্রজেশ্বরী আইস  
 কুন্দলতা । তুমি বাঞ্ছা আন গিয়া রঘুভানু সূতা ॥ অমৃত  
 মধুর তার হস্তের রন্ধন । রুচি জন্মাইয়া কৃষ্ণ করিবে ভো-  
 জন ॥ দুর্দাসা স্নানির বর পূর্বে আছে তারে । স্লুধা সম হয়

সেই যেই পাক করে ॥ যে তাহা ভুঞ্জয়ে তার আয়ু বৃদ্ধি  
 হয়ে । এত সব লাভ আর কার পাকে নহে ॥ শান্তুড়ীকে  
 বলি তার আমার সম্বাদ । জানহ করিতে রাই যত্নক বিবাদ  
 এইমত প্রতি দিন কুন্দলতা দ্বারে । আশ্রয়ে রাখি তেহে  
 রন্ধনের তরে ॥ ব্রজেশ্বরী বাক্যে আনন্দিত কুন্দলতা । প-  
 রম আনন্দে ভেল তনু প্রফুল্লিতা ॥ রাখি অমরী মধুমু-  
 দনের মঙ্গ । করিতে বাড়িল তার উৎকণ্ঠা তরঙ্গ ॥ তৎ-  
 কাল আইলা তেহে জটিলার স্থানে । যশোদা সন্দেশ কথা  
 কহিলা যতনে ॥ ব্রজেশ্বরী আজ্ঞা শুনি জটীলা চিন্তিত । ক্র-  
 ষ্ণকে বধুর শঙ্কা করে বিপরীত ॥ কহিতে লাগিল তিহে  
 কুন্দলতা প্রতি । ছিড়া ঘেঁষি লোক দেখি শঙ্কা পাই অতি  
 বধু মোর সাধী গুণ গরিমা প্রচুরা । সৌন্দর্য্য নবীন বয়স মা-  
 ধুর্য্য মধুরা ॥ বড়ই চঞ্চল সেই ব্রজেন্দ্রনন্দন । লজ্জিতে না  
 পারি ব্রজেশ্বরীর বচন ॥ এইত কারণে চিত্ত না চলে আ-  
 মার । নিশ্চয় করিতে নারি হৃদয় বিচার ॥ এত শুনি কহে  
 কুন্দলতা তারে বাণী । যে কহিলে সেই সত্য শুনহ জননী  
 ব্রজেন্দ্র নন্দন ধর্ম্ম স্বরূপ মঙ্গল । খল লোকে তোমারেত  
 কহে এই কথা ॥ সূর্য্যর উদয় যেন কৃষ্ণের চরিত । ধর্ম্ম পদ্ম  
 গগন দাকরে প্রফুল্লিত ॥ অধর্ম্ম তিমিরগগন সব নাশ করে ।  
 খললোক যুক যায় কৃষ্ণের কোটরে ॥ ব্রজবাসী চক্র বাকী  
 আনন্দ বাঢ়ায় । এই মত কৃষ্ণ অঙ্গ হয় মাধুর্য্যময় ॥ কিন্তু  
 কৃষ্ণ অঙ্গ হয় মাধুর্য্য আলয় । জগত যুবতী চিত্ত মদ্য আক-  
 র্ষয় ॥ তোমার নবীন বধু পালন উচিত । কৃষ্ণ প্রতি ভূমি  
 কিছু না করিহ ভীত ॥ রাখিকার ছায়া কৃষ্ণ না দেখে যে-  
 মনে । এইমত লৈয়া যাব ব্রজেশ্বরীর স্থানে ॥ পুনর্বার  
 আশ্রিতোমার করি সমর্পণ । তবে নিজ গৃহে আমি করিব  
 গমন । এত শুনি সুখী হঞা জটীলা কহয় । সাধী প্রগল্ভা  
 ভূমি সবে ইহা কয় ॥ অবলা আমার বধু সমর্পিলু তোরে ।  
 চঞ্চল কৃষ্ণের নেত্র যেন নাহি পড়ে ॥ এত কহি বধু প্রতি

কহিতে লাগিল। যাও ব্রজেশ্বরী স্থানে তোমা হুঁলেইলা ॥  
তৎকাল আমিহ পুনঃ কুন্দলতা মঞ্চে । সূর্য্য পূজিবারে  
যাবে যে আছে নিরীক্কে ॥ শুনিয়া রাধিকা মনে উল্লাস হ-  
ইলা । অনিচ্ছার প্রায় হৈয়া কহিতে লাগিল। ॥ যাইতে না-  
রিব গৃহে আছে প্রয়োজন । যরে যরে ফিরে কেবা কুলাঙ্গনা  
গণ ॥ জটীলাহ পুনঃ কহে আগ্রহ করিয়া । যাও বাছা ব্রজে-  
শ্বরী আজ্ঞা পাল গিয়া ॥ তবে কুন্দলতা তারে আগ্রহ  
করিয়া । কহিতে লাগিল। রাই হস্ত আকর্ষিয়া ॥ আমি তুয়া  
মঞ্চে যাব কেন কর ডর । চল লঞা যাব ব্রজেশ্বরীর গোচর  
শুনিয়া উঠিলা রাই আনন্দ অন্তর । প্রফুল্ল হইল তনু অতি  
মনোহর ॥ কৃষ্ণের ভক্ষণ দ্রব্য লড্ডুকাদি গণ । লইল ল-  
লিতা দেবী করিয়া যতন ॥ আউলারে রাধা অঙ্গ আনন্দ  
আবেশে । মন্তর গমনে চলে অত্যন্ত হরিষে ॥ রজনী বি-  
লাস চিহ্ন অঙ্গেতে দখিয়া । উপহাস করে কুন্দলতা যে  
হাসিয়া ॥

যথা রাগঃ । দেখিয়া রাধিকা বুক, কুন্দলতা পায় সুখ,  
পরিহাস করিতে লাগিল। চিরদিন তুয়া প্লাতি, গোষ্ঠেতে  
গমন সতী, নথিচিহ্ন কেবা বুক দিলা ॥ তুহু ধনী সতী  
কুলনারী । অন্তর সহিতে হাস, সদা গদ গদ ভাষ, সব তনু  
ভোগ চিহ্ন ধারি ॥ ৩৮ ॥

চরিত

অধর হঞাছে ক্ষত, সাধুী হয় এ রচিত, দেখি মনে  
লাগয়ে অগ্রাস । শুনি কুন্দলতা বাণী, হরষিত, হইলা ধনী,  
কুঞ্চিত নয়ন মূহূহাস ॥ ললিতা কহয়ে শুন, কারণ আছয়ে  
পুনঃ, কাছে কহ সন্দেহ বিচারি । করক ফলের ভ্রমে, রা,  
ধিকা যুগল স্তনে, বৈসে কীর নখাঙ্গ তাহারি ॥ অধর  
বাকুলী শোভা, দেখি কীর হৈল লোভা, বিষভ্রমে দশনে  
দাশিল । তাহার আছয়ে চিহ্ন, সন্দেহ না কর ভিন্ন, সেই  
সে কারণে ক্ষত হৈল ॥ শুনিয়া রাধা হুঁলে বাণী, কৃষ্ণ লীলা  
মনে আনি, কম্পা হৈল সমুদয় অঙ্গে ॥ কুন্দলতা হাসে,

কথা সুখময়ী হইল রাধা

৩৭

রসময় প্রকাশে, কহে বাক্য আনন্দ তরঙ্গে ॥ কুন্দলা তরি  
 দেবর, মধুসূদন নাম ধর, শুন পদাঙ্গিনী মধু পিল । পুনঃ  
 আসিবেন এথা, শুনহ আমার কথা, রথা কম্প তোহে  
 কেন ভেল । পদ্মা কহে পদ্ম ছলে, এমতি রাইরেব বোলে,  
 শুনি চিত্তে আনন্দ বাড়ায় । কহয়ে ললিতা তবে, শুন কুন্দ-  
 লতা এবে, এলাগি পদ্বিনী কম্প নয় ॥ সংপন্নিনী মধু  
 অতি, ভ্রমরা উন্মত্ত মতি, চঞ্চল দেখিয়া তনু কাঁপে । ব্রজে  
 অনুরাগি সদা, জানিয়া তাহাতে রাখা, এ যদুনন্দন মনে  
 ছপে ॥

এই মত নন্দ ভজি করি চলি যায় । চলিতে না পারে  
 রাই উল্লাসল গায় ॥ ভাবের উদ্ভাবে ভেল বিভাবিত চিত ।  
 গাঢ় অনুরাগ ভেল হৃদয়ে উদ্ভিত ॥ কৃষ্ণ দরশনে ভেল  
 লালসা অনুর । তরলিত চিত্তে আইল ব্রজেশ্বরীর ঘর ॥  
 আসিয়া করিল ব্রজেশ্বরীকে প্রণতি । উঠাইএণ কোলে  
 কৈল মাতা শুদ্ধ মতি ॥ মস্তকে আশ্রণ লঞা চুষ দেই  
 মুখে । মাতাধিক ম্লিক্ স্নেহ অশ্রু বহে মুখে ॥ চিবুক ধ-  
 রিয়া মুখ দেখে পুনঃ পুনঃ । মুখ শোভা দেখে আঁজি বা-  
 ড়িল দ্বিগুণ ॥ নয়ন পুতলি মাঝে রাখে হেন সাধ । নয়নের  
 জলে করে দরশন বাদ । এই মত রাখা সঙ্গে যত সখীগণ  
 কুশল সুধাঞা সবকৈল আলিঙ্গন ॥ কৃষ্ণের ভোজন কার্য  
 সদা ব্যগ্র মাতা । কহিতে লাগিল পুনঃ স্নেহ মমতা ॥  
 সবাই কহেন রাখে তুষা মিষ্টপাকে । আশ্চর্য্য করিয়া কর  
 কৃষ্ণস্পৃহা যাকে ॥ লষণ সংযোগ যেই তাহা যাঞা কর ।  
 মৃত পাক যেন হই তাহা তিন্ন ধর ॥ শর্করা মিশ্রিত যেন  
 তাহা কর আর । সকল রন্ধন কার্য্য যে জান প্রকার ॥  
 রোহিণী দেবীকে লঞা পাককর তুমি । আপনে যে কর  
 আর যে কহিয়ে আমি ॥ অমৃতকৈলি কপূরে বটক চিকণ ।  
 নির্মাণ করহ স্বাদু নাহি যার সম ॥ পুষ্প গন্ধ কপূরে এ-  
 লাচি মিশ্রিত । অপূৰ্ণ করিয়া পান্য কর মনোনাতি ॥ এই

সব তোমা বিনু কেহ বেতা নয় । অতএব সজ্জা কর যাতে  
 ভাল হয় ॥ ললিতা রসালো তুমি করহ যতনে । শিখরিণী  
 কর বিশাখিকা নিরমাণে ॥ শশীরেখা বাছা আর চম্পক-  
 লতিকা । ছেনা কর যাতে যোগ পাকের অধিকা ॥ ভুজ-  
 বিত্তা চিত্রা কর দৌহে মিশ্রিপানা । রত্নদেবী বাছা কর  
 খণ্ডের মণ্ডনা ॥ ক্ষীরমা করহ তুমি সূদেবী জননী । বাসন্তী  
 করহ শুভ্র অতি মৃদুফণী ॥ মঙ্গলা করহ তুমি জিলেবি বি-  
 ধান । কাদম্বরী কর চন্দ্রকান্তি নিরমান ॥ ~~নারদী~~ করহ  
 পিঠা চালু চূর্ণকরি । কৌমুদিনী কর তুমি সুমিষ্ট সস্তু লি ॥  
 চন্দ্রমুখী কর বহু প্রকার বটক । ইন্দুলেখা মদালসা করহ  
 পিষ্টক ॥ দধিবড়া যত্নে কর মাধুর্যের সার । সূমুখী রচনা  
 কর শর্করা পাউ আর ॥ মিষ্ট পূয়া সজ্জ কর ~~আর~~ মণি  
 মতি ॥ কাঞ্চন লতিকা ঝুরি কর মিষ্ট অতি ॥ মনোরমা কর  
 তুমি লাড্ডু মনোহরা । মৌক্তিকাখ্য লাড্ডু কর বাছা রত্ন  
 মালা ॥ মাধবী তিলের লাড্ডু সজ্জ কর তুমি । ভিলগণ্ড  
 পাটি কর অমৃতের খনি ॥ তিলের কদম্ব লাড্ডু কর ভাল  
 মতে । চিকণকরিবা কৃষ্ণ রুচি হয় যাতে । ঘূতে ভাজাচিড়া  
 আর ঘটভ্রষ্ট যব । চিনিপাকে রন্ধা কর মোদকানুভব ॥  
 রক্তা মনোজ্ঞা দৌহে দধি ছাত্ত লঞা । সুবর্ণ কুণ্ডিতে তাহা  
 একত্র করিঞা ॥ অনুপান কদলক আর আম্ররস ॥ নিতাম্বন  
 দুগ্ধ দিয়া করহ সুরস ॥ সুগন্ধা গাভীর দুগ্ধে দধি উত্থাপিত  
 আঙ্গি মথিয়াছি প্রাতে সেই নবনীত ॥ কিলিয়া যাইয়া  
 তুমি ঘট কর তার । পরম সুগন্ধি ~~যুই~~ তেমন প্রকার ॥ অ-  
 য়িকা করহ তুমি দুগ্ধ আবর্তন । খবলীর দুগ্ধ সেই অতি  
 মিষ্ট তম ॥ দুগ্ধশালা যাও যাই চুলার সমাজ । হাতা  
 কড়া বহু আছে বার যেই কাষ ॥ মৃত্তিকার কুন্ত কুণ্ডি অ-  
 নেক আছে । তবে যাঞা কর কাষ্য বার যেই হয় ॥ আত্ম-  
 তক আম্র আর জম্বীর আচার । আমলকী টেঠী আর বি-  
 বিধ প্রকার ॥ রুচকাদি ফল তৈল লবণ সহিতো আড্রিকাদি



আছে কৃষ্ণ রুচির নিমিত্তে ॥ ধনিষ্ঠা আনিয়া দেহ ভুগসীর  
স্থানে । রক্তন মালিকা সহ পাঞ্জে করি আনে । আনিং  
দাসী করে কর সমপণে । এসব আচার কৃষ্ণ রুচির কারণে  
তিত্তিড়িকা রস মিশ্রি সহিতে আছয় । রসাল বদরী ধাত্রী  
পূর্ব কুম্ভ হয় ॥ ইন্দুলেখা কর তাহা কাঞ্চন ভাজনে । আনি  
আনি দিবে কৃষ্ণ বসিলে ভোজনে ॥ মনেন্দ্র শ্রিয়ান লাগি  
শুভামিষ্ট হস্তা । অতিশীঘ্র যাও তুমি দৃষ্টি শালা যথা ॥  
ভারিগণে দৃষ্টি আনি ধরিয়াছে তাতে । দৃষ্টি আবর্তন কর  
ভাল হয় যাতে ॥ ওথা শ্রীরাধিকা যাঞা রক্তন মন্দিরে ।  
প্রবিষ্ট হইতে পাদ প্রক্ষালন করে । হেমঝারি জল ভরি  
ধনিষ্ঠা আনিলা রক্তন করিতে গৃহে প্রবেশ করিলা ॥ রোহি  
ণীর পদে যাই কৈলা নমস্কারে । তেঁহো নববধু প্রায় আলি  
ঙ্গন করে ॥ রক্তনে প্রবেশ তবে কৈলা সুবদনী । অধিষ্ঠাত্রী  
গৃহে মাত্র রামের জননী ॥ তবে ব্রজেশ্বরী কৈলা সবা নিয়ো  
জনে । যার যেই কার্য্য সেই করয়ে যতনে ॥ তবে দাসগণে  
কহে কৃষ্ণর জননী । মন্ত্রাকালে কালি যেই জল তার  
আনি ॥ ভারিগণ রাখিয়াছে চন্দ্ৰের কিরণে । শীতল  
হঞাছে জল সুগন্ধ পবনে ॥ পায়োদ যাইয়া তাহা সৎস্কার  
কর । কপূর কুঙ্কমাগুরু চন্দন তাতে ধর ॥ চন্দ্রকান্ত শিলা  
মণি বেদীর উপরে । আনিয়া আনিয়া তাহা রাখ থরে  
বাঞ্ছিত করহ তুমি জল সুবাসিত । কৃষ্ণ পান করে তাহা  
যাতে করে হিত ॥ ঘটগণে অগুরু ধূম বাসিত করিঞা ।  
মল্লিকা কপূর লঙ্কা রাখ তাতে দিঞা ॥ নারায়ণ তৈল কৈল  
কল্যাণদ বৈত্ৰ । অশেষ দোষ নাশে বপু পুষ্টি হয় সদ্য ॥  
সুগন্ধ নাপিত পুত্র তৈল আন এথা । মর্দন করাবে কৃষ্ণমুখ  
হয় যথা ॥ সুগন্ধ কপূর দুই নাপিত তনয় । আমলকী  
কলে কেশ উদ্বর্তন হয় ॥ তৎকাল আনহ দোঁহে কৃষ্ণ অঙ্গ  
বেশ । সৎস্কার করিতে চাহু করিয়া বিশেষ ॥ শারঙ্গ রা-

বি

থহ তুমি বস্ত্র কোচাইঞা । সুন্দর শুক্লাবাস স্নান করিবে পা-  
 ডিঞা ॥ হেম কান্তি কোবে হয় যুগ্ম পাউবাস । স্নানোত্তর  
 পারি করে ভোজন বিলাস ॥ পাগ জামা নিমা আর নবীন  
 পাটুকা । রক্ত হেমাক্ষ চিত্রবর্ণ যে অধিকা ॥ চারি রূপ বস্ত্র  
 এই ব্রজযোগ্য হয় । তৎকালে কোঁচাই তাহা যাতে শোভা  
 ময় ॥ নটবর বেশ বস্ত্র খণ্ড বিখণ্ডিত । অত্যন্ত সুসুন্দর বস্ত্র  
 ভুবন মোহিত ॥ শিরা বস্ত্র সজ্জ কর রৌচিক সৌচিক । যার  
 শোভা বল মল করে অলৌকিক ॥ সেই বস্ত্র সুকুণ্ডিত ক-  
 রহ বকুল । কৃষ্ণ বেশ করিবারে যেহঁ অনুকুল ॥ কুসুম  
 চন্দন আর অগুরু কল্লুরী । কপূরের সঙ্গে তাহা রাখ এক  
 করি ॥ সুবাস বিলাস দোঁহে করহ যতন । স্নান কৈলে কৃষ্ণ  
 অঙ্গে করিবে লেপন ॥ চতুঃসম নাম এই বড়ই সুগন্ধ ।  
 সর্বদা শীতল হয়ে যায় অনুবন্ধ ॥ পুষ্পহাসি সহ মঙ্গ মধুকন্দ  
 বাছা । পুষ্পমালা কর কক্ষে সদা যাতে ইচ্ছা ॥ চাতুর্য  
 মাধবীলতা কাঞ্চন যুথিকা ॥ কালাগুরু ডবে কর বাণিত  
 অধিকা ॥ রত্নাবলি খচিত হেম ভূষা সব আন । যত্নে গড়া  
 ইল যাহা রঙ্গ টঙ্কণ ॥ সৌরিন্দ্র মালিন আর মকরন্দ  
 ভূজ । কোষালয় হৈতে আন আভরণ রন্দ ॥ পুষ্যানক্ষত্র  
 আজি শুভ বিবিধারে । ভাল দিন আজি কৃষ্ণ ভূষা করি-  
 বারে ॥ শান্নীক আনহ তুমি নীলকণ্ঠ পাখা । গুঞ্জাহার  
 আন মণি সিতাক্ষ গাঁথা ॥ তাঘুল রচহ তুমি হেমবর্ণ পাগ  
 সুন্দর বস্ত্রে মাজি রাখ মিষ্ট অনুপাম ॥ কাতারিতে ত্যাগ  
 কর ত্যজ্য ভাগ যত । সুবর্ণ সম্পূটে তাহা কর শুদ্ধ মত ॥  
 বল্লক দূক্ষে ভিজা আছয়ে কপূর । জাঁতি দিয়া কাট তাহা  
 পান্নীপত্র তুল ॥ কপূর বাসিত করি রাখহ ত্রিভুজ । সুবি-  
 লাস এই কায্য করহ ললিত ॥ রাসাল্যবিলাস করি বিরাট  
 প্রবন্ধ । বস্ত্রে চূনা চূর্ণ তাতে খদির লবঙ্গ ॥ এই সব কায্য  
 মাতা মতা নিয়োজিয়া । কৃষ্ণ আগমন পথে রহে দৃষ্টিদিয়া  
 এই কালে তারি আইলা দৃষ্ট তার লঞা ॥ তারে পুছে কৃষ্ণ

কোথা যতন করিঞা ॥ ~~কহ~~ কহে রবে রবে যুদ্ধ করাইলা  
 কেহ কহে সখা সঙ্গে করে নানা খেলা ॥ ইহা শুনি ব্রজ-  
 শ্রী নিজ দাসে বলে । রক্তক তৎকাল যাঞা আনহ কৃ-  
 ষ্ণেরে ॥ তারে পাঠাইঞা মাতা পাকশালা গেলা । যতক  
 ব্যঞ্জন তাহা দেখিতে লাগিল ॥ রোহিণীকে কহে কহ  
 কোন কোন ব্যঞ্জন । উত্তম করিয়া কৈলা দেখাই এখন ॥  
 শুনিয়া রোহিণী কহে রাধা প্রশংসিয়া । অপূর্ব ব্যঞ্জন সব  
 দেখহ আসিয়া ॥ চিকণ পায়স দেখ বেদীর উপরি । কল-  
 মিতে ভরা এই দেখ সারি সারি ॥ রাধিকা হস্তের পাক  
 মধু মিষ্ট গুণ ॥ অত্যন্ত সুগন্ধি রস পৃষ্টির কারণ ॥ রস্তা  
 পিঠা ক্ষীরপিঠা বিবিধ প্রকার । সঙ্কুলিকা আদি করি যত  
 দেখ আর ॥ পায়ুষ গ্রন্থি কেলি অমৃতকেলি আর । রা-  
 ধিকা করিল সজ্জ অদৃশ্য আমার ॥ মাষবড়া দুধবড়া এ দুই  
 প্রকার । মিতালবণ যোগে চারি পরকার ॥ চক্রাম্র আম্র-  
 তক তিস্তিড়ী যোগ করি । ইহলা অনেক অম্ল দেখ ব্রজ-  
 শ্রী ॥ জৈবদম্ব মধুরম্ব বড় অম্ল আর । দ্বাদশ প্রকার হৈল  
 অম্বরস ভাল ॥ ~~বঁপ~~ কলার খোড় নবীন মুকুল ॥ মানকচু  
 আলু আদি নাহি যার তুল ॥ জালিকু আণ্ডের চাকি ছোলা  
 পক্ক দিয়া । ঘূতে ভাজা ধরা আছে পৃথক করিয়া ॥ বটিকা  
 সংযোগে আর ফলমূল দিয়া । ত্রিজাত মরিচ তাতে সুপক্ক  
 করিয়া ॥ আলাবু কাঁকুড়ি আর ফলাদি যতক । রাই দধি  
 যোগে হৈল সংস্কার ~~মৃত~~ তেক ॥ পুষ্পের কলিকাগণ আনি  
 কত কত । ঘূতে ভাজা দধিক্রিয়া কৃষ্ণ অতিমত ॥ ফুলবড়ি  
 ঘূতে ভাজা দধির সংযোগে । দ্বিবিধ ইহলা এই কৃষ্ণ যোগ্য  
 ভোগে ॥ পটোলের ফল কত ঘূতে ভাজা গেল । পৃথক পৃ-  
 থক তাহা পাক্রেতে রাখিল ॥ মান আলু কচু আর কুম্ভাগু  
 বটিকা ॥ তাহাহে সুকতা চূর্ণ আছয়ে অধিকা । অপূর্ব সু-  
 জ্ঞানি দেখ সুধা বিনিন্দিতা । তাতে হস্ত পরশিলা রসভানু  
 সুতা ॥ দুধ তুষী হৈল মিতা মরিচাদি দিয়া । এই যোগে

কুম্ভাণ্ড দ্বন্দ্ব দেহুত আসিয়া ॥ দধি ওল খাজি ওল অপূর্ণ  
 করিলা । মৃত্তে ভাজা দধিযোগে দ্বিবিধ হইলা ॥ মৃদুরভ্রা  
 গভথণ্ড কুম্ভাণ্ডের থণ্ড । সিঁতা দধি যোগে অম্ল মাধুর্যের থণ্ড  
 লালিতা মূলপা আর মেথি মুমছরি । পাটোল বাস্তুক শাক  
 প্রকারান্য করি ॥ নটিয়া মুসনি শাক যোগ ভেদ দিয়া ।  
 পালকপিড়িক শাক পৃথক করিয়া ॥ কাঁচা আম্র তিলিডী  
 দিয়া কলমী লালিতা । যোগ ভেদ স্বাত্ত ভেদ অমৃত বঞ্চিতা  
 মোটমুদা মাষ মূপ বিবিধ প্রকার । অমৃত কুপ নিন্দে সে  
 মিস্তিতে ইহার ॥ গোধূমের রুটি হৈল পূর্বচন্দ্রাকার । অতি  
 মৃদু অতি শুভ্র মাধুর্যের সার ॥ সূক্ষ্ম শাল্য মৃতপুল সূক্ষ্ম-  
 বাসে করি । জ্বলে জাল দিতে আছে কৃষ্ণ মুখ হেরি ।  
 শ্রীঅন্ন ব্যঞ্জন সব প্রস্তুত হইল । যেবা নাই হয় সেই জা-  
 নিতে হইল ॥ এ রূপে রোহিণী ক্রমে সব দেখাইলা । দেখি  
 শুনি ব্রজেশ্বরী বহু মুখ পাইলা ॥ সৌরভ্য মদ্বর্ণ দেখি ব্রজ-  
 েশ্বরী মাতা । জিজ্ঞাসে কেমনে হৈল হইয়া বিস্মিতা ॥ ক-  
 হেন রোহিণী দেবী সবিস্ময় চিত । কি কহিব রাধিকার  
 কৌশল রচিত ॥ সেই সব সামিগ্রী মাত্র অন্য কিছু নয় ।  
 গান্ধী পারেশে সব মুখাময় হয় ॥ তবে ব্রজেশ্বরী স্নেহে রা-  
 ধিকা দেখিলা । গায়ে ঘর্ম্ম শান্ত দেখি ব্যথা বড় পাইলা ॥  
 দাসী গণে কহে শীত্র ব্যঞ্জন করিতে । অবনত মুখি রাই  
 হৈলা লজ্জাতে ॥ তবে ব্রজেশ্বরী মাতা গেলা দ্বন্দ্ব ঘরে ।  
 তাহা দেখি আইলা মাতা লঘু বহির্জারে ॥ ব্যগ্র হঞা কিরে  
 মাতা কৃষ্ণ স্নেহ ভরে । এমত স্নেহের কথা কে কহিতে পারে  
 এইত কহিল কৃষ্ণ রুক্মণের কর্ম্ম । যাহা শুনি হৃষ্টি হয় অব-  
 গের মর্ম্ম ॥ সংক্ষেপে লিখিল ইহা কে করে বিস্তার । গো-  
 বিন্দ লীলামৃতে আছে এ সব প্রচার ॥ কৃষ্ণদাস কবির-  
 জের ব্রজতে বসতি । মাংসতে দেখিয়া তেঁহো বিস্তারিল  
 অতি ॥ তাঁহার চরণে করি প্রণতিঅপার । যাহা হৈতে হৈল  
 গোবিন্দ লীলার প্রচার ॥ তাহার শ্লোকের অর্থ কিছু নাহি

জ্ঞান । যেই উঠে মনে তাহা মৃত্যু করি গান ॥ অপটু তটস্থ  
বুদ্ধি অন্তর হৃদয় । হেন জনার <sup>মনে</sup> কুঁকিবা করিবেক উদয় ॥ গো-  
বিন্দ চরিতামৃত কথা সুখাময় । ভাগ্যবান জন যেই সেই  
আদ্যদয় ॥ রাখাকুষ পাদপদ্ম সেবা অভিলাষে । এ যত্ন-  
ন্দন কহে রক্তন বিলাসে ॥

ইতি শ্রীগোবিন্দ লীলামৃতে রক্তন বিলাসো নাম  
তৃতীয়ঃ সর্গঃ ॥ ৩ ॥

অথ ব্রজেন্দ্রেন কৃতাগ্রহোৎকরেঃ কৃষ্ণঃ সগোষ্ঠাৎ  
প্রহিতোঃ নিজোন্মখীম্ ॥ সুন্যাগ্রবিক্রিয়পূরোধ-  
রাশুঃ ॥ রামশ্যামিলতীঃ পুরতো দদর্শ সঃ ॥

১৫২

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য গৌররায় । কৃপাকরি প্রেমভক্তি  
দেহ নিজ পায় ॥ কৰ্মদোষে পড়িয়া ছোঁএ সব সংসারে ।  
তোমা বিনে মোরে কেহ উদ্ধারিতে নাারে ॥ অধমের অধম  
মুণ্ডি তোমা জ্ঞানবলে । তোমা পারিয়া মরো সংসার অ-  
নলে ॥ হাহা কৃপাময় প্রভু কৃপা কর মোরে । যেখানে  
সেখানে রহেঁ না পাসরি তোরে ॥ স্নেহে অশ্রু পড়ে মা-  
তার স্তনে শ্রু বারে । বসন ভিজিল তাহে কৃষ্ণ স্নেহ ভরে ॥  
বিলম্ব দেখিয়া তথা ব্রজেন্দ্রঠাকুর । পাঠাইলা আনিতে কৃষ্ণ  
আগ্রহ প্রচুর ॥ মাতা আগে কৃষ্ণ যবে দিলা দরশন । দুঃখ  
গেল মাতা হৈল আনন্দিত মন ॥ আইস আইস বাছা  
ব্যাজ কেন কর এত । শীতল হৈল অন্ন ব্যাজনা দি যত ॥ কৃষ্ণ  
হৃদয় পীড়া পাও আইস কাল । মোরে দুঃখ দিতে কর  
এই ব্যবহার ॥ এত কহি কৃষ্ণ অঙ্গ করে সম্মার্জন । বাৎসল্যে  
ব্যাকুল হঞা অনেক লালয় ॥ তবে সব সখাগণে কহে ব্র-

জেশ্বরী । এথাই ভোজন আজি আইস স্নান করি । তোমা  
 সব বিম্ব কৃষ্ণ না করে ভোজন । বড়ই চঞ্চল সদা খেলা-  
 ইতে মন ॥ এই লাগি কহ শীত্র আইস এই ঘরে । কহিয়া  
 বিদায় দিলা বলাই বটুরে ॥ তারা সব নিজ নিজ গৃহে সবে  
 গেলা । গোবিন্দ লইয়া মাতা নিজ গৃহে আইলা ॥ বল্লভী  
 গণের নেত্র হৃষিত চাতকী । কৃষ্ণক মাধুরী ধারে কৈলা  
 তারে সুখী ॥ গোবিন্দ নয়ন যেন হৃষিত চকোর । বল্লভী  
 মুখেন্দু মুখাপানে হৈলা ভোর ॥ ইহা আচরিয়া কৃষ্ণ আ-  
 ইলানিজ ঘর । আসিয়া বসিলা স্নানবেদীর উপর ॥ ভৃত্যগণ  
 আসি অঙ্গ ভুবণ থমায় । শারঙ্গ আসিয়া স্নান বসন যো-  
 গায় ॥ সে বাস পরিয়া কৃষ্ণ বসিলা আসনে । পত্নী আসি  
 কৈল পাদপদ্ম প্রক্ষালনে ॥ পত্রক আনিয়া দেন ভূঙ্গারে  
 পানী । পাখালে বাসিত জলে কৃষ্ণপদ পানী ॥ সূক্ষ্ম জল  
 বাসে কৈল পাদসম্মার্জন । সুগন্ধ নাপিত পুত্র আইলা ত-  
 খন ॥ নারায়ণ তৈল অঙ্গে করায় মর্দন । নানান প্রবন্ধ  
 করি অতি বিহ্বল ॥ সুগন্ধ আসিয়া দিলা অঙ্গে উদ্বর্তন ।  
 শীতল নির্মল তনু হৈলা মনোরম ॥ সহজে শীতল অতি  
 নিরমল তনু ॥ নবনী নবীন এক কৈল কেছ জনু ॥ ধাত্রী  
 কেশের সংস্কার । কপূর সেবক তাহা রচি  
 রাছে ভাল ॥ শীতল সুগন্ধি জলে পুনঃ পাখালিলা । প-  
 য়োদ সেবক সূক্ষ্ম বসনে মাঞ্জিলা ॥ সুবাসিত জল স্বর্ণ ঘ-  
 টিতে ঢালিয়া । স্নান করাইলা কৃষ্ণে আনন্দ পাইয়া ॥ মৃদু  
 জলবাসে অঙ্গ কেশ সন্মার্জিলা । কাঞ্চনের ত্র্যতি শুশ্ব বস্ত্র  
 পরাইলা ॥ দাসগণ এই সেবা করে এই থানে । তবে আসি  
 বৈসে কৃষ্ণ রতন আসনে ॥ অগুরু ধূমে তবে কেশ শুকা-  
 ইলা । কঙ্কতি শোধিয়া কেশ জুট বাুনাইলা ॥ কুমদ আ-  
 নিয়া বাক্সে দিয়া চিত্র দাম । রোচনা তিলক ভালে দিলা  
 মনুপম ॥ কঙ্কণটুকু নাম দিলা দুই ভুজে । সুবর্ণ অঙ্গদ সেই  
 মন্তুত মাজে ॥ কর্ণে দিলা দুই স্বর্ণ মকর কুণ্ডল । চরণে ম-

জরী দিলা অতি মনোহর ॥ সুবর্ণ নুপুর সেই হংসধ্বনি করে  
 তারা মণিহার দিলা হিয়ার উপরে ॥ প্রেমকন্দ ভৃত্য এই  
 ভূষণ পরায় । স্নেহেতে ব্যাকুল মাতা তাহা নিরীক্ষয় ॥  
 অতি শীঘ্র করি মাতা কহে দাসগণে । বটু সখা সঙ্গে রাম  
 আইলা সেই ক্ষণে ॥ স্নান লেপন তারা করিয়া আইলা ।  
 সখা সঙ্গে কৃষ্ণচন্দ্র ভোজনে বসিলা ॥ কাঞ্চনের বেদী সেই  
 মোরভ্য পুরিতে । কাঞ্চন আসন পাতি আছেয়ে তাহাতে ।  
 তাহার নিকটে হেম ভূঙ্গারের জল । তিজা শুক্লাবাসে তাহা  
 বান্ধিলা সকল ॥ আসন উপরে কৃষ্ণ বসিলেন রঞ্জে । ভো-  
 জন করেন তথা সখাগণ সঙ্গে ॥ শ্রীদাম সূবল দোঁহে বৈলে  
 কৃষ্ণ বামে । শ্রীমধুমঙ্গল রাম বসিলা দক্ষিণে ॥ এই রূপে  
 কৃষ্ণ বেড়ি বৈসে সখাগণ । অনেক বসিলা তার কে করে গ-  
 গন ॥ স্বর্ণপায়ে পান্য আনি ব্রজেশ্বরী মাতা । পরি বেশন  
 করেন কৃষ্ণ অধিক মমতা ॥ কৃষ্ণ সঙ্গে বসিয়াছে যত সখা-  
 গণ । তার তার মাতা আনে পক্ষ্মাদি গণ ॥ ব্রজেশ্বরী  
 লঞা তাহা ক্রমে পরিবেশে । ভোজন করেন কৃষ্ণ পরম  
 হরিষে ॥ খণ্ডোদ্ভবা লাড্ডু আর গঙ্গাজল নাম । রাধিকা  
 আনিয়া সজ্জ করিয়া বিহান ॥ রাধিকা ইঙ্গিতে রত্নবেদীতে  
 তাহা আনে । যত্ন করি দিলা লয়ে ব্রজেশ্বরী স্থানে ॥ বড়  
 স্বর্ণপায়ে তাহা ব্রজেশ্বরী লঞা । সবাকৈ দিলেন তাহা ব-  
 ন্টন করিয়া ॥ তাহা আশ্বাদনে কৃষ্ণ পরম হরিষে । কত  
 করে তারাস পরিহাষে ॥ নয়ন অঞ্চলে কৃষ্ণ দেখে  
 রাই মুখ । তাহা দেখি সখীগণ পায় বহু সুখ ॥ তর্কনী অ-  
 ঙ্গলি দিয়া ব্রজেশ্বরী মাতা । দেখাঞ দেখাঞ ভুঞ্জামঅ-  
 ধিক মমতা ॥ এই দ্রব্য ভাল ইহা কর আশ্বাদন । এই দ্রব্য-  
 খানি দেখ বড় বিলক্ষণ ॥ এইদ্রব্য খানি হয় অতি সুশীতল  
 এই দ্রব্য আছে দেখ মিষ্টতা বিস্তর ॥ এইখানি সকল  
 খাও অতি মনোরম । এই রূপে প্রীতি দ্রব্য করান ভক্ষণ ॥  
 যে সখার যে দ্রব্যে বড় রুচি জানে । কৃষ্ণ তাহা তারে

দেন নিজ পাত্র <sup>খাই</sup>নে ॥ কৃষ্ণ মন্দরুচি দেখি যত্ন করে  
 মাতা । তাহা দেখি বটু কহে পারিহাস কথা ॥ বিস্তার না  
 দিহ কৃষ্ণে শুনহ জননী । আমাকে সকল দেও ভূঞ্জি সব  
 আমি ॥ ভক্ষণ করিয়া কৃষ্ণে করিব আলিঙ্গন । সক্ষাৎ পু-  
 ষ্টিতা কৃষ্ণের হইবে তখন ॥ মন্দরুচি হয় কৃষ্ণের পক্ষান্ন  
 ভোজনে । লঘুপাক অন্ন তারে করাহ ভোজনে ॥ শুনি  
 হাসি কৃষ্ণ নিজ পাত্রেত হইতে । বটুর পাত্রে পক্ষান্ন দিলা  
 অঞ্জলি সহিতে ॥ পূর্বপাত্র দেখি বটু আনন্দ পাইলা । আ-  
 পনার বামকক্ষ বহু বাজাইলা ॥ সকলি খাবার তবে অনু-  
 বন্ধ কৈলা । এত কহি গ্রাস দুই <sup>স্বাদু</sup> ~~আম~~ খাইলা ॥ মাতাকে  
 কহয়ে মিষ্ট দধিদেহ মোরে । মাতা গ্রহে গেলা দধি আনি  
 বার তরে ॥ ছল কথা উঠাইয়া কহে নথাগণে । দেখত নথা  
 গণ আর বিলক্ষণে ॥ দধি চোর বানর আইল পক্ষান্ন খা-  
 ইতে । তাহা শুনি নথা ফিরি লাগিল দেখিতে ॥ হেন-  
 কালে নিজ পাত্রের পক্ষান্ন লইয়া । নথা পাত্রে দিলা  
 আনি খাইলাম কহিঞা ॥ এইকালে মাতা যদি দধি লঞা  
 আইলা । তাঁরে বটু কহে মাতা পাত্র শূন্য হৈলা ॥ বিনা  
 দধি সব মুঞি করিষু ভক্ষণ । পরমান্ন আনি মাতা দেহত  
 এখন ॥ হেম পাত্রে লব রস্তাদলের নারুতে । শীতল  
 করিয়া রাই অতি মনোনীতে ॥ অন্ন পরমান্ন আদি  
 রাধিকা লইয়া । রোহিনীর হাতে দিলা যতন করিয়া ॥  
 তবেত রোহিণী দেবী পারিবেশে কত । শাক আদি অন্ন  
 শেষ করোঁছিলা যত । গোবরু রোটিকা আনি পারিবেশে স  
 কল । রস্তার উদর পাত্র হৈতে ও কোমল ॥ স্মৃতিসজ্জ সুগ-  
 ক্তিত বড়ই চিকণ । অতি হৃষ্ট হয়ে কৃষ্ণ করেন ভক্ষণ ॥  
 প্রাতঃকালে রসমালাদি ললিতা আনিল । মাতাকে আনিয়া  
 তাহা ধনিষ্ঠীকা দিল ॥ মাতা তাহা দিলা ক্রমে সবাকে  
 বাঁটিয়া । ভোজন করেন কৃষ্ণ আনন্দ পাইয়া । কৃষ্ণমুখ  
 মধুরিমা দেখি সুবদনী । হরিষে ব্যাকুল চিত্ত কিছুই না



জানি ॥ অমৃত উদ্ভব লাড়ু চারিমত হয় । ভুঞ্জে কৃষ্ণ সখা  
 মনে আনন্দ হৃদয় ॥ চব্য চোষ্য লেহ্য পোয় ভোজন ক-  
 রিলা ॥ কত নন্দ ভক্তি হাম্র তাহাতে মাখিলা ॥ রাধিকার  
 হস্ত স্পর্শে সর্গীয় ব্যঞ্জে ॥ ভোজন করেন কৃষ্ণ অমৃতাস্বা-  
 দনে ॥ স্বাদু পায়ৈ নিজ নেত্র ভুজ পাঠাইয়া । রাই মুখপদ্ম  
 মধু পিয়ে ছুটে হইয়া ॥ নিগূঢ় করেন কৃষ্ণ মনের সঞ্চার ।  
 দেখি ব্রজেশ্বরী মনে আনন্দ অপার ॥ রাধিকাহ নিজ নেত্র  
 কটাক্ষ প্রণালী । পাঠাইয়া পিয়ে কৃষ্ণ লাবণ্য সকলি ॥ লা-  
 বণ্য অমৃতে তাহা কৈলা অতিপুষ্ট । আচ্ছাদেন তাবোল্লাস  
 হয়ে বড় ভুট ॥ রোহিণী দেবীকে ধনি অহঃপট করি ।  
 নাচান খঞ্জন আঁখি কৃষ্ণমুখ হোরি ॥ রোহিণীকে সমর্পয়ে  
 মিষ্ট মধুরাশে । দেখি মন্দরুচি ভেল কৃষ্ণের পক্ষাশে ॥  
 অর্দ্ধ ছাড়ি কৃষ্ণ ভোজন করয় । দেখি তার মন্দরুচি মাতা  
 ব্যগ্র হয় । যত্ন করি আনাইলু রুচভানু সুতা । শ্রীঅন্ন ব্যঞ্জন  
 হৈলা অমৃতনিন্দিতা ॥ যতনে নিৰ্ম্মাণ কৈলা সামগ্রী সকল  
 ক্ষুধার্ত না খাও প্রাণ করিছে বিকল ॥ মোর দিব্য লাগে  
 বাছা করহ ভোজন । যুচাহ জননী দুঃখ আর যত জন ॥  
 কৃষ্ণ কহে যথেষ্ট ভোজন হৈল মাতা । ক্ষুধা গেল এবে হৈল  
 উদর পূর্বতা ॥ অনেক শপথ মাতা তবু দেন তাঁরে । শুনি  
 পুনঃ মন্দর ভোজন আচারে ॥ রসাল পক্ষাশ্রব্য আর  
 শিখরিণী । দধি ছাতু আর যত সব দ্রব্য আনি ॥ অঞ্জনাদি  
 যত আর দধি দুগ্ধফল । পুরা বড়া আদি যত দিলেন সকল  
 অশ্রুযুক্ত নেত্র ব্রজেশ্বরী স্নেহরূপা ॥ ভোজন করান কৃষ্ণে অ-  
 মৃত স্বরূপা ॥ ভোজন করিয়া কৃষ্ণ সখাগণ সঙ্গে । সুবাসিত  
 জলপান কৈলু বৃহৎ রঞ্জে ॥ আচমন লাগি স্বর্ষ ডাবর আ-  
 নিলা । সুবাস মৃত্তিকা আনি খড়িকাদি দিলা ॥ দাসগণ  
 আসি কৃষ্ণের এই সেবা কৈলা । দিব্য সুবাসিত জলে আচ-  
 মন কৈলা ॥ সূক্ষ্ম জল বাসে চন্দ্র বদন মাজিলা । বামহর  
 দিয়া কৃষ্ণ উদর শোধিলা ॥ এলাচ লবঙ্গ তাতে কপূর মি

শ্রিত । খদির গোলিকা চূর্ণ সহিত ॥ চূর্ণ সহিত বীড়া  
 তাষুল আনি দিলা । সেই স্থানে কৃষ্ণ তাহা মুখবাস কৈলা  
 অত্যন্ত সুপাক পাণ স্বর্ণবর্ণ সম । ভক্ষণ করেন কৃষ্ণ আন-  
 ন্দিত মন ॥ শত পদান্তরে আছে শয়ন আলয় । রতন পা-  
 লক্ষে কৃষ্ণ বিশ্রাম করয় ॥ বোজন করেন তথা দাসগণ  
 আসি । ওমুখ দরশনে মুখাসিকু মাঝে তাঁসি ॥ ময়ুর পা-  
 থার বায়ু কোন দাসে করে । তাষুল যোগান কেহ আনন্দ  
 অন্তরে ॥ কেহ পাদপদ্ম করে মধ্যাহ্ন । কেহ মুখে করে  
 কৃষ্ণ মুখ নিরীক্ষণ ॥ হর্ষজলে কৈল কেহ সর্ষপ স্নপন । কেহ  
 আনন্দিত করে মধুর আলাপন ॥ হেথা শ্রীরাধিকা পাক  
 আলয় হইতে । পাদ প্রক্ষালন করি গেলা প্রকোষ্ঠেতে ॥  
 গবাক্ষ দ্বারেতে কৃষ্ণ করেন নিরীক্ষণ । হর্ষ ঘর্ম্ম জলে কৈল  
 সর্ষপে স্নপন ॥ দামিগণ করে অতি শীতল বাতাস । এই  
 কালে ব্রজেশ্বরী আইল তাঁর পাশ ॥ ব্রজেশ্বরী মনে রাই  
 রক্তন করিতে । শ্রমজলে হঞাছেন সর্ষাপ পূরিতে ॥ রো-  
 হিণীকে কহে দেবী অরিত হইয়া । ভোজন করহ শীঘ্র রা-  
 ধিকা লইয়া ॥ তবে ধনিষ্ঠীকা দ্বারে রামের জননী । অন্ন  
 ব্যঞ্জন পাঠায় করিরা সাজনি ॥ ধনিষ্ঠা গোপনে আনে  
 কৃষ্ণের শেবান্ন । একত্র করিয়া দিল মিষ্টান্ন পকান্ন ॥ ল-  
 জ্জাতে রাধিকা তাহা না করে ভোজন । পট্টাঙ্কলে ঝাপি  
 ধনী রহিলা বদন ॥ দেখি স্নেহে ব্যাকুলিতা কৃষ্ণের জননী  
 অধিক বাৎসল্যে কহে অতি মিষ্টবানী ॥ আমাকে এতক  
 লজ্জা কর কেনে তুমি । এমত জানিহ আমি তোমার  
 জননী ॥ কৃষ্ণকে দেখিতে যত মুখ পাই আমি । তত মুখ  
 তোমা দেখি জুড়ায় পরানী ॥ আমার সাক্ষাতে আজি ক-  
 রহ ভোজন । দেখিয়া জুড়ায় যেন আমার নয়ন ॥ নিছনি  
 ঘাইয়ে তোমার রূপ গুণ কাষে । আমার শপথ যদি আর  
 কর লাজে ॥ ললিতা বিশাখা বাছা চম্পকলতিকা । তোমা  
 বা প্রতি মোর বাৎসল্য রাধিকা ॥ লজ্জা ছাড়ি সবেমেলি

করহ ভোজন । তোমরা ভোজন কৈলে স্থির হয় মন ॥ এই  
মত বাৎসল্যে শত২ দিব্য দিলা । সুমিষ্টে বচনে মিষ্টান্ন  
খাওয়াইলা ॥ ভোজন করিয়া তারা আচমন কৈল । তাম্বুল  
কপূর মাল্য সবাকারে দিল ॥ কৃষ্ণের বিবাহ দিতে বাঞ্ছা  
ব্রজেশ্বরী । নববধু লাগি রত্ন অলঙ্কার করি ॥ রাখিছিল  
তাহা এবে ব্রজেশ্বরী মাতা । আশায় ধনিষ্ঠা দ্বারে অতি  
হরষিতা ॥ তাম্বুল চন্দন পান মূতন অম্বর । হেমপাত্রে  
করি দেন রাইএর গোচর ॥ নবীন বধুর প্রায় করেন লালন  
ব্রজেশ্বরী স্নেহ কথা না যায় কখন ॥ তবে রাজে পারিবর্ত্ত  
যে বস্ত্র হইল । নীলবস্ত্র বিশাখারে ধনিষ্ঠীকা দিল ॥ বিশা-  
খাত পীতবাস সুবলেরে দিল । এইরূপে হাশুরসে কতক্ষণ  
গেল ॥ ওথা কৃষ্ণ গন্ধমালা অম্বর ভূষণ । পরাইল দাসগণ  
আনন্দিত মন ॥ চন্দন কপূর আদি অঙ্গেত রচিত । খাতু  
চিত্রভূষা বাস সব পরাইল ॥ বরিষা মুকুট আর মুদ্রিকা কু-  
ণ্ডল গুঞ্জাহার রত্নমালা ধারিণী ~~সুভাগ্য~~ কীন্তুত ধরিল আর  
বৈজয়ন্তী মাল ॥ কেয়ূর কঙ্কণ বকুলয়াদি আর । নূপুর  
কিঙ্কণী আদি বিবিধ ভূষণ । ভূষিত হইলা অঙ্গ অতিমনো-  
রম ॥ স্থূল মুজহার গলে দিল যত্ন করি । রাই অঙ্গ প্রতি-  
বিম্ব যাতে দেখে হরি ॥ বামোকরে শৃঙ্গ আর দক্ষিণে মু-  
রলী । নানা রত্নে বন্ধ সেই ছন্দে বন্দে ধরি ॥ পীতবর্ণ লগ্ন  
ড়িকা বামহস্তে কৈল । দক্ষিণ হস্তেতে নীলকমল ধরিল ॥  
বৎসী বিশাল আর দলযষ্টি ধরি । সখার সঙ্কেতে আছে  
নন্দ ভাজ করি ॥ বনেতে যাইতে ভেল উৎকণ্ঠা অপার ।  
ধেনু বৎস স্তূধার্ত্ত মহীষ্যাди আর ॥ এই যে কহিল কৃষ্ণ  
ভোজন <sup>বিলাস</sup> । বেদগুহ্য কথা এই রসময় ভাষ ॥ হৃদয়  
গোবিন্দ <sup>সমুদ্র</sup> গম্ভীর । কে বুঝিতে পারে তাহা বিনা ভক্ত  
ধীর ॥ গোবিন্দ চরিতামৃত পরামৃত রসে । সদাই বিহরে  
কৃষ্ণ তকতি পিয়াসে ॥ বাহিষ্মণগণে যেন ইহা নাহি শুনে

এলাগি বিনয় করি বৈষ্ণব চরণে ॥ রাধাকৃষ্ণ পাদপদ্ম  
সেবা অভিলাষে । গোবিন্দচরিত কহে যত্ননন্দন দাসে ॥

ইতি শ্রীগোবিন্দ লীলামৃতে ভোজনবিলাসো নাম

চতুর্থঃ সর্গঃ ॥ ৪ ॥

— (কৃষ্ণ)

পূর্বাহ্নে ধেনুমিজৈর্বিপিন মনুসৃতং গোষ্ঠলোকা-  
(যা) নুজাতং, কৃষ্ণং রাধাপ্তিলোলং তদভিসুতিকৃতে  
প্রাপ্তি তৎকুণ্ডতীরং । রাধাক্ষালোক্য লক্ষ্মীকৃৎগৃহ-  
গমনা মাৰ্ঘয়া ~~শাচ্~~ নায়ৈ, দিক্টাং কৃষ্ণপ্ররতি  
প্রহিত নিজ সখী বত্নে নৈত্রং স্মরামি ॥

১২

জয় জয় রাধাকান্ত ভকত একান্ত । জয় জয় ব্রজবাসিন  
সর্ব রস প্রান্ত ॥ জয়২ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য কৃপানিধি । জয়২  
গৌরভক্ত সুখের অবধি ॥ তবে কৃপা কর মোরে মো বড়  
অধম । যে উঠয়ে লিখি মনে নাহিক নিয়ম ॥ গোবিন্দ-  
লীলামৃত যে শ্লোকার্থগণ । পরশিতে না পারিয়ে তার এক  
কণ ॥ শুনহ অপূৰ্ব কথা কৃষ্ণের বিহার । বনের গমন রঙ্গ  
করিয়া বিস্তার ॥ শৃঙ্গ ধ্বনি গণে ঘোষ সন্তোষ করিঞা ।  
ব্রজ সুন্দরীর প্রেম অন্তরে ভাবিয়া ॥ বাহিরে আইলা কৃষ্ণ  
সঙ্গে সব সখা । কতক হইল তার কে করিবে লেখা ॥ গো  
ময় উপলাপুঞ্জ পৰ্বত আকার । দেখিতে পৰ্বত জ্ঞান হয়  
সবাকার ॥ ঋতু গাভী লাগি বস্তু যন্তোতে সংগ্রাম । কোন  
খানে এইরূপ অতি অনুপম ॥ গোপদাসী শতশত গোময়  
কুড়ায় । মহাশয় বদনে তবে কৃষ্ণলীলা গায় ॥ শত শত গোপ  
করে বৎস আবরণ । গাভী মনে বনে বৎস যায় তে কারণ ॥  
বৃদ্ধ গোপীগণ করে গোময় উপলা ॥ (সবে কৃষ্ণ কথা কহে)

সবে কৃষ্ণ কথা কহে হঞা এক মেলা ॥ ধেনুগণ রহে সেই  
 স্থল মনোরম । চৌদিগে আরত অতি সুন্দর গঠন ॥ অ-  
 নেক রক্ষের তলে বৎসের আবাস । ঘসিচূর্ণে মূর্তিস্থান দে-  
 খিতে উল্লাস ॥ ব্রজ ধন জন পূর্ণ হৈলা সেই স্থলে । দেখি  
 কৃষ্ণচন্দ্র হৈল আনন্দ অন্তরে । গবালয় দেখে যেন দেব  
 নদী প্রায় । গোদুক্ষে পিছল স্থল সেই <sup>তলে</sup> ~~যেন~~ প্রায় ॥ দৃষ্টভাণ্ড  
 শ্রেণী যেন কল্পিত ভাসয় । গোপী মুখ যেন সব পদ্মবগ্ন মর  
 শ্বেতারূপ বৎস সব যেন হংস কোক । জলজন্তু প্রায় সব  
 আবরণ লোক ॥ ধবলার পাঁতি যেন শ্রোত বহি যায় ।  
 গোদুগের পুচ্ছ সব <sup>সিঁদুর</sup> ~~সিঁদুর~~ লির প্রায় ॥ এইমত স্থান দেখি  
 কৃষ্ণ হৈলা ॥ ব্রজেন্দ্র ঠাকুর কৃষ্ণ অনুব্রজি আইলা ॥  
 কৃষ্ণ <sup>দুক্ষে</sup> ~~দুক্ষে~~ চলে সব ব্রজবাসী যত ধেনুগণ হৈলা কৃষ্ণ সঙ্গ  
 অনুগত ॥ গো রজে ভরিল সব এ ভূমি আকাশ । ব্রজাশিব  
 ইন্দ্র চিত্তে বিস্ময় বিকাশ ॥ মহীষের পাতি দেখি কহয়ে  
 যখনা । ধবলার পংক্তি কহে গঙ্গার ঘটনা ॥ গোরুজ দে  
 খিয়া কহে এই মরশ্বতী । সব দেবগণ মনে জিবেণীর গতি  
 যেখানে কৃষ্ণ পাদপদ্ম পড়ে । সেখানে ব্রজভূমি সেবা  
 করে ॥ হৃদয় কমল নিজ করে পরকাশে । তাতে পদধরি  
 কৃষ্ণ চলেন হরিষে ॥ কৃষ্ণ পাদম্পর্শে ভূমি আনন্দ পা-  
 ইলা ॥ পরম হরিষে অঙ্গে রোমাঞ্চ হইলা ॥ তৃণ আদি  
 রোম সব নবীন হইলা । খুরেক্ত অঙ্গভূমি সোমর ভৈগেলা  
 রুদ্ধ যুবা বালকাদি যত ব্রজবাসী । ব্রজাচল হইতে কৃষ্ণ  
 সিন্ধু মধ্যে আসি ॥ প্রীতরূপ জলে শোভে নেত্র পদ্মগণ ।  
 পরম সৎস্রম গতি সেই শ্রোত সম ॥ তবে ব্রজেশ্বরী স্থন  
 নয়নাঙ্ক বয় । অম্বা কিলিষা সঞ্জে ধাত্রী যত হয় ॥ রোহিণী  
 ঠাকুরাণী আইলা সেই সঞ্জে । সবার নয়নে বহে অশ্রুর ত-  
 রঞ্জে ॥ রাধিকা আইলা নিজ সখী গণ সঞ্জে । কৃষ্ণ রসার্ণবে  
 পৈশে নয়ন তরঞ্জে ॥ মঙ্গলা শামলা ভদ্রা পালি চন্দ্রাবলী

নিজ সখী সঙ্গে সব আইলা যুথেশ্বরী ॥ ব্রজের বসতি স্থল  
 শূন্য হৈল সব । পতি দূরে গেলে যেন নারী অনুভব ॥ ব্র-  
 জের বসতি স্থল নিঃশব্দ হইলা । শ্রীকৃষ্ণ বিচ্ছেদে সব বিহ্বল  
 হইলা ॥ জন গতি হীন হৈল স্পন্দন আলাপ । গোরজে  
 মলিন অঙ্গ বিরহের তাপ ॥ গ্রীবা ফিরি দেখি কৃষ্ণ রহি-  
 লেন যবে । সকল গোধন স্থির হঞা রহে তবে ॥ দেখি কৃষ্ণ  
 মাতা পিতা আইসে ধাইয়া । জড়াকার তারা পাছে অভয়  
 লাগিয়া ॥ অনন্ত শনন্ত শঙ্কিতে ভীত নন্দ যশোমতী ।  
 অশ্রু জলে পূর্ণ নেত্র চলে শীঘ্রগতি ॥ দেখি মাতা পিতা  
 কৃষ্ণ মহাভুখি হৈলা । তা সবারে দেখি কৃষ্ণ চলিতে না-  
 রিলা ॥ ব্রজাঙ্গনা নেত্রগণ ভ্রমরীর পাঁতি । কৃষ্ণ মুখপদ্মে  
 আসি পাড়ে মধুমাতি ॥ লজ্জা রূপ মহাবায়ু লজ্জন করিয়া  
 কৃষ্ণ মুখমধু পিয়ে হরষিত হৈয়া ॥ যৈছম ভ্রমরী মধু হ-  
 বার্ত্ত হইয়া । পান করে পদ্মমধু বাতাস লঙ্ঘিয়া ॥ রাই  
 মুখপদ্মে নাচে নয়ন খঞ্জন । দেখি কৃষ্ণ মনে কহে যাত্রা  
 বিলম্বন ॥ অতি সুমঙ্গল মানি আনন্দ হইলা । যাহা লাগি  
 যাত্রা কৈল সে ফল পাইলা ॥ কৃষ্ণের সখার মাতা সবেই  
 আইলা । অশ্রুনেত্রে দেখি কৃষ্ণ স্নেহেতে বিহ্বলা ॥ নিজ  
 পুত্র সব কেহ নাহি দেখে । সবে নিঃসঙ্গন হৈলা কৃষ্ণ স্নেহ  
 সুখে ॥ এ রূপে বেষ্টিত সব অন্তঃপট করি । নাচান খঞ্জন  
 আঁখি কৃষ্ণ মুখ হোরি । (রোহিণীকে সমর্পয়ে মিস্ট মধুরান্নে  
 দেখি মন্দ রুচি ভেল কৃষ্ণের পক্ষাঘ্নে ॥ অর্দ্ধ ছাড়ি কৃষ্ণ  
 ভোজন করয়ে । দেখি তার মন্দরুচি মাতা ব্যগ্র হয় ॥ যত্ন  
 করি আনাইলু রসভানু সূতা । শ্রীঅন্ন ব্যঞ্জন হৈলা অমৃত-  
 ন্দিতা ॥ যতনে নির্মাণ কৈলা সামগ্রী সকল । ক্ষুধার্ত্ত না  
 খাও প্রাণ করিছে বিকল ॥ মোর দিব্য লাগে বাছা করহ  
 ভোজন । ঘুচাই জননী দুঃখ আর যত জন ॥ কৃষ্ণ কহে য-  
 থেট ভোজন হৈল মাতা । ক্ষুধা গেল এবে হৈল উদর পূর্ণতা  
 অনেক শপথ মাতা তবু দেন তাঁরে । শুনি পুনঃ মন্দ মন্দ

ভোজন আচারে ॥ রসাল পাক্কান্দ্ৰব্য আর শিখরিণী । দধি  
ছাত্ত আর যত সব দ্রব্য আনি ॥ ব্যঞ্জনাদি যত আর দধি  
দুগ্ধ ফল । পুষ্যাবড়া আদি যত দিলেন সকল ॥ অশ্রুযুক্ত  
নেত্র ব্রজেশ্বরী স্নেহরূপা । ভোজন করান কৃষ্ণে অমৃত স্ব-  
রূপা । ভোজন করিয়া কৃষ্ণে সখাগণ সঙ্গে । সুবাসিত জল  
পান কৈলা বহু রঙ্গে ॥ আচমন লাগি স্বর্ণ ডাবর আনিলা  
সুবাস মৃত্তিকা আর খড়িকাদি দিলা ॥ দাসগণ আসি কৃ-  
ষ্ণের এই সেবা কৈলা । দিব্য সুবাসিত জলে আচমন কৈলা  
সুস্ন জলবাসে চন্দ্র বদন মাজিলা । বামহস্ত দিয়া কৃষ্ণ  
উদর শোধিলা । এলাচ লবঙ্গ তাতে কপূর মিশ্রিত । খ-  
দির গোলিকা চূর্ণ খপুর সহিত ॥ চূর্ণ সহিত বীড়া তাম্বুল  
আনি দিলা । সেই স্থানে কৃষ্ণ তাহা মুগবাস কৈলা ॥ অ-  
ত্যন্ত সুপাক্ক পাণ স্বর্ণবর্ণ সম । তক্ষণ করেন কৃষ্ণ আনন্দিত  
মন ॥ শত পদান্তরে আছে শরন আসয় । রতন পালকে  
কৃষ্ণ বিশ্রাম করয় ॥ বীজন করেন তথা দাসগণ  
আসি । ওমুখ দরশনে মুখমিলু মাঝে তাসী ॥  
যদি বিসম্মা হওছে যদি ব্রজেশ্বরী মাতা ॥  
তথাপি অন্তরে করে কৃষ্ণ শুভচিন্তা ॥ অত্যন্ত স্নেহেতে য  
হস্তাদি অবশে । তথাপিহ হস্তে লালৈ শ্রীমঙ্গ পরশে ॥  
মাতা কহে শতঃ আছে গোপগণে । বড়ই নিপুণ তারা  
গোধন চরণে ॥ তথাপিহ বাছা ভূমি আগ্রহ করিয়া । গো  
ধন পালন কর বনে প্রবেশিয়া ॥ অতি মৃদু তনু তাতে এ  
বাল্য বয়স । নিশ্চয় পাটুকা তাতে হয় মহাক্লেশ ॥ সমস্ত  
দিবস বনে করহ ভ্রমণ । কৈছে রহে ভুয়া মাতা পিতার  
জীবন ॥ এই ছত্র পাটুকা পূজ কর অঙ্গীকার । এরূপ আ-  
গ্রহ মাতা করে বারং ॥ শুনি কৃষ্ণ কহে তারে সব নীত-  
কর্ম্ম । সছত্র পাটুকা নহে গোচারণ ধর্ম্ম ॥ গোগতি যেমন  
তেন আপনার গতি । গোরক্ষণ ক্রিয়া এই অতি শুদ্ধমতি ॥  
ধর্ম্ম হৈতে আয়ু বৃদ্ধি ধনাদি বাড়য় । ধর্ম্মকে রাখিলে ধর্ম্ম

রক্ষাও করয় ॥ তবে যদি বল বনে শঙ্কা বড় দেখি । ধর্ম্মেই  
 রাখিবে আমি তারে যদি রাখি ॥ এইমত কৃষ্ণকথা সঙ্গায়  
 শুনিয়া । কহে পিতা মাতা মনে হরষিত হঞা ॥ অনিষ্ট  
 আশঙ্কা তবু না যায় দোঁহার । গোপগণে কহে মাতা রক্ষা  
 করিবার ॥ সুভদ্রা মণ্ডলী ভদ্র বাছারে বলাই । কৃষ্ণ সমর্পি-  
 লাম আমি তোমা সব ঠাঞি ॥ বালক চক্ষু মতি অতি  
 সুকোমল । নিরন্তর নীতিশিক্ষা করাবে সকল ॥ একা যেন  
 কোন বনে না করে গমন । স্বতন্ত্র করিয়ে মোরে কহিও  
 তখন ॥ খজ্র ধনুর্ধর বাছা বিজয়াদিগণ । প্রমত্ত হইবে কৃষ্ণ  
 রক্ষার কারণ ॥ তবে মাতা কৃষ্ণ অঙ্গ হস্তে পরশিয়া । ঈশ্ব-  
 রের নাম মন্ত্র পাড়ে হৃষ্ট হৈয়া ॥ নৃসিংহ বীজের তবে রক্ষা  
 বন্ধ মণি । বহিলা কৃষ্ণর করে অতি যত্নে আনি ॥ তবে  
 কৃষ্ণ পিতা মাতার আজ্ঞা লাগিয়া । প্রণতি করিলা তাঁর  
 চরণে ধরিয়া ॥ তারা দোঁহে উঠাইয়া কৃষ্ণে কৈলা কোলে ।  
 স্নান করাইলা তাঁরে নয়নের জলে ॥ স্তনে দুগ্ধ ধরে মাতা  
 বাৎসল্যের ভরে । কত চুষ দেন কৃষ্ণ বদন কমলে ॥ শিরে  
 ত্রাণ লয়ে মাতা হস্তমুখমাজে । কাঁপয়ে সর্দাঙ্গ স্নেহে পরি-  
 পূর্ণ কাঁখে ॥ পৃথিবী আকাশ আর দশদিক্ পথে । নর-  
 সিংহ রক্ষা তোমা করু ভালমতে ॥ সর্দভ মঙ্গল হঞা পুন  
 আইস গৃহে । এত কহি হস্ত দেন দোঁহে কৃষ্ণ দেহে ॥ বে-  
 মত বাৎসল্য স্নেহ কৈল ব্রজেশ্বরী । ব্রজেশ্বর সেই মত  
 কৈলাবহু বেরি ॥ অশ্বা কিলিষা উপমাতাও এমতি । ব-  
 ছত লালন কৈলা রোহিণী শুমতী ॥ গোপ গোপী শ্রেণী  
 কৃষ্ণ এমতি লাগিলা । যৈছে কৃষ্ণে কৈলা তৈছে রামে স্নেহ  
 কৈলা ॥ তবে কৃষ্ণ দেখে সব ব্রজাঙ্গনা যত । ভষিত নয়ন  
 যেন চাতকের মত ॥ কটাক্ষ অমৃত ধারে তাহারে সিঞ্চিলা  
 বনে যাইতে নেত্রদ্বারে আদেশ মাগিলা ॥ তারাও কাতর  
 দৃষ্টে দিল অনুমতি । এইমতে কৈল কৃষ্ণ তাঁসবা পিরিতি  
 গোপাঙ্গনা মনোহুঃখী হরিণী সকল । সঞ্জনিয়া দিল নিজ



কুচি স্থপল্লব ॥ কটাক্ষ শৃঙ্খল দিয়া সে সব বান্ধিল। চারু  
 লাগিয়া কৃষ্ণ নিজ সঙ্গে নিল। রাধিকার অনুমতি গ্রহণ  
 লইতে। তাঁরে কহে আপনার নয়নের পথে ॥ দণ্ড দুই তিন  
 নেত্র মুদিত হইয়া। রহিবে স্মৃখী চিত্তে দুঃখ তেয়াগিয়া ॥  
 আপনার কুণ্ডলুমি আসিবে সঙ্গী। তথাই হইবে দৌহা  
 মিলনের কথা ॥ এমত কাতর কৃষ্ণ করে অনুনয়। রাধিকা  
 কাতর নেত্রে তাহানু মোদয় ॥ কটাক্ষ বাণেতে কৃষ্ণ বি-  
 ক্লিষ্ট। রাধিকা। রাধিকা কটাক্ষ কৃষ্ণে বিক্লিষ্ট অধিকা ॥  
 শূন্যে যার বাণ অতি বিলক্ষণ। অলক্ষিতে যাঞ বিক্লিষ্ট  
 দৌহার মরম ॥ আশ্চর্য্য প্রেমের কথা कहেনে না যায়।  
 বাণে ঠেকিলেও ছেদন না হয় ॥ রাধা চিত্তমীন কৃষ্ণ নিজ  
 কান্তিজালে। বদ্ধ করি নিলা সঙ্গে গমনের কালে ॥ কৃষ্ণ  
 চিত্তহংস হঞ রাধা সুবদনী। কটাক্ষ পিঞ্জর মাঝে রাখ-  
 লেন আনি ॥ ধেনুগণ আগে চলে পাছে ব্রজবাসী। সব  
 মিত্র সঙ্গে কৃষ্ণ বনেতে প্রবেশি ॥ পুনর্বার ফিরে কৃষ্ণ সু-  
 স্থির হইল। পিতা মাতা ব্রজবাসী প্রবোধ করিল। ॥ অতঃ  
 পর স্থির হঞ সবে যাহ ব্রজে। যাইঞ করহ গৃহে নিজ  
 নিজ কাষে ॥ মাতা যাঞ রসালাদি শীঘ্র পাঠাইবে। বন  
 প্রমে সবাংকার সূখা তৃপ্তি হবে ॥ পিতা গৃহে যাইয়া গেড়য়া  
 সজ্জা করি। পাঠাইবে মোর ঠাঞি ব্যাজ পরিহরি ॥ গো  
 নকল আছে মোর অপেক্ষা করিয়া। দেখ নাতা সূখা তৃপ্তি  
 ব্যাকুল হইয়া ॥ তবে মাতা কহে শুন পুত্র মহামতি। ভক্ত  
 সজ্জ পাঠাব করিহ তাতে প্রীতি ॥ মধ্যাহ্নে ভক্ষণ করি  
 অপরাহ্ন কালে। আসিহ তৎকাল গৃহে সব সজ্জা মিলে ॥  
 কৃষ্ণ কহে তোমরা স্নান ভোজন করিয়া। সুখে থাক শুনি  
 যদি দুঃখ তেয়াগিয়া ॥ তবে সে ভক্ষণ আমি স্বচ্ছন্দে করিব  
 তবে সে সকালে আমি গৃহেতে আসিব ॥ ইহা না শুনিলে  
 মাতা যে পাঠাবে তুমি। না থাইব না আসিব গৃহে তবে  
 আমি ॥ কারমনোবাক্যে পিতা মাতা দুই জনে। কৃষ্ণের

কল্যাণ লাগি করেন যতনে ॥ অশ্রুজলে স্তনদুগ্ধে করাইলা  
 স্নান । পুনঃ চুয়ে মুখ দেখেন বয়ান ॥ বিয়োগ উদয় উঠে  
 রবির প্রতাপে । ব্রজাঙ্গনা দুঃখ দেখি নিজ দৃষ্টি তাপে ॥  
 কটাক্ষ শীতল ধারা পান করাইলা । বিমনা হইয়া কৃষ্ণ ব-  
 নেতে চলিলা ॥ কৃষ্ণ দরশনে যত ব্রজবাসীগণ । সন্মোহিত  
 ইচ্ছা হয়ে হইতে নয়ন ॥ কৃষ্ণ বনে গেলে এবে সে সব নয়ন  
 অন্ধ প্রায় হৈলা সবে মলিন বয়ান ॥ জড় প্রায় হৈলা সবে  
 চলিতে না পারে । এ সব বিচার সবে করেন অন্তরে ॥ জ-  
 জ্ঞম হইতে রক্ষ জন্ম দেখি ভাল । জজ্ঞম ছাড়িয়া কৃষ্ণ বনে  
 প্রবেশিল ॥ এইমত লাগিয়া সবে রক্তের আকার । শুদ্ধ  
 ইণ্ড্র রহে সবে নাহিক সঞ্চার ॥ আহীরীরগণ হৈলা শুদ্ধ  
 নদী প্রায় । কৃষ্ণের বিরহনলে সকল শুকাইয়া ॥ মন মীন কৃষ্ণ  
 ভুরূ ছিলে লণ্ডা গেলা । মুখপদ্ম স্নান নেত্র অলি দুঃখে  
 হৈলা ॥ তনু হংস বিচ্ছেদের পঙ্কেত পড়িলা । এইমত  
 ব্রজাঙ্গনা সবেই রাইলা ॥ অভ্যাস কারণে সবে গৃহেতে আ-  
 ইলা । দেহ মন হীন সবে চোটা হীন হৈলা ॥ যুচ্ছা প্রায়  
 যুথেশ্বরীগণ সখীসঙ্গে । প্রতি পায় প্রতিমা চলে হেন গতি  
 রঙ্গে ॥ রাই সখীগণ মনে কুন্দলতা লণ্ডা । গৃহেতে আইলা  
 অতি বিমনা হইয়া ॥ না দেখিয়া কৃষ্ণ যদি ব্রজবাসীগণ ।  
 জ্ঞান শূন্য ইণ্ড্র আছে নাহিক চেতন ॥ তথাপিহ ঘরে  
 আছে যার ঘেহ কর্ম । জীবন্মুক্ত যৈছে দেহ সংস্কারের  
 ধর্ম ॥ ওথা পাথে জটিল করে উপলা নিম্মাণ । রাধিকার  
 পাথে রাখি আপন নয়ন ॥ কৃষ্ণ অদর্শনে রাই অচেতন হ-  
 ইয়া । ললিতার অঙ্গে অঙ্গ মিলন করিয়া ॥ চলিয়া আইসে  
 রাই দেখি কুন্দলতা । রাইকে চেতন কৈল কহি নানা কথা  
 হেনকালে কুন্দলতা দেখিল জটিল ॥ কুন্দলতা জটিলকে  
 কহিতে লাগিলা ॥ তোমার বধূকে লও শুন বুদ্ধমাতা ॥ তোমার  
 বধুর গুণ কি কহিব কথা ॥ রাধিকার ছাড়া কৃষ্ণ নয়ন গোচরে  
 নাই হয় হেন রূপে সমর্পিল তোরে ॥ সপ্ত দীপ পৃথিবীতে

মপ্তনযুজেরে । ইহার যতেকরত্ন মূল্যাদি ধরে ॥ এক অলঙ্কা-  
 রের মূল্য তবু নাহি হয় । এত অলঙ্কার দিলা নাহি সমুচ্চয়  
 রক্তনে নিপুণা দেখি বধু যে তোমার । ব্রজে স্বরী দিলা রত্ন  
 মণি অলঙ্কার ॥ ধর্ম অর্থ লাভ পাইলা জটীলা আনন্দ ।  
 আশীর্বাদ করে কুন্দলতাকে হৃদয় ॥ পুণ্যবতী হও বাছা  
 নক্ষত্র কুশল । নিছনী যাইয়া তোমার সুশীল সকল ॥  
 সাধী প্রগল্ভা তুমি ধর্মাদর্ম জান । তোমাকে প্রতীত  
 মোর নিজ মনঃ যেন ॥ পৌণমাসী কহিয়াছে নক্ষত্র মর্ম  
 পতিরূপে যদি পত্নী পালে ধর্ম । ধর্ম হৈতে অর্থ হয়  
 মহাজনে বোলে । সত্য করি আজি তাহা জানিল সকলে  
 পৌণমাসী আজ্ঞা ধর্ম বধু যে পালিলা । তেকারণে এত অর্থ  
 প্রত্যক্ষ পাইলা ॥ অতএব বধু কৈল তোহে সমর্পণে । সূর্য  
 পূজা করাইয়া আনিবে এখানে ॥ এক পুত্র হয় মোর অক-  
 লঙ্ক কুল । কলঙ্ক না হয় যাতে সেই কার্য্য মূল ॥ তবে কহে  
 শুন রাধে আমার বচন । পূজার সামগ্রী কর করিয়া যতন  
 অরুণ কর্ণিলা যত দধি তৃষ্ণ আর । পঙ্কায় করহ যাঞ বি-  
 বিধ প্রকার ॥ অক্ষত কপূর লও সুরত চন্দন । পদ্মমালা  
 জবাপুষ্প করহ রচন ॥ সখীগণ সঙ্গে করি নিজ কুণ্ডলীরে  
 অতীন্দ্র বাহ সূর্য পূজা করিবারে । গর্গকন্যা পাও কিবা  
 বিপ্রপূজা বটু । তারে লঞা যাও শীঘ্র যেই কার্য্য পটু ॥  
 এতকহি ললিতাকে কহেন জটীলা । সাধী প্রগল্ভা তুমি  
 হঞা এক মেলা ॥ কৃষ্ণ অঙ্গ গন্ধ তুমি যে দিগে পাইবা ।  
 যত্ন করি সেই দিগে তৃণাঞ্জলি দিবা ॥ বধুর রক্ষার ভার  
 দিল দুই জনে । উপলা করিতে এবে করিয়ে গমনে ॥ এক  
 রাশি গোময় আছে দিন বহু হৈলা । তাহা শুনি কুন্দলতা  
 ললিতা কহিলা ॥ গৃহকর্ম করতুমি আনন্দে যাইয়া । আমরা  
 আছি যে রাই রক্ষার লাগিয়া ॥ নেত্র তারার রক্ষা পদ্ম যে  
 মন করে । এমতি আমরা দোহে রাখিব রাধারে ॥ জটিলার  
 বাক্য শুধু সবে পান করি । আনন্দে আইলা গৃহে মনে

দৈর্ঘ্য ধরি ॥ রাধিকা আসিয়া বস্তু পালঙ্ক উপরে । বলি-  
 লেন দাসীগণ ব্যজনাদি করে ॥ কেহ পাদ প্রক্ষালয় কেহ ত  
 মাজ্জিয় । বিশ্রাম শয়নে কেহ পাদ স্নান হয় ॥ তাহুল যো-  
 গায় কেহ আনন্দ অন্তরে । নানা সেবা করি সব শ্রম কৈলা  
 দুরে ॥ নন্দদা মালীর কন্যা রন্দা হস্তে দিয়া । পাঠাইলা  
 বহু পুষ্প রাইর লাগিয়া ॥ মল্লিকা রঙ্গ পুষ্প আর কর্ণি-  
 কার । জাতি যুথি আর নবমল্লিকা অপার ॥ বকুল চম্পক  
 আর পুন্নাগ কেশর ॥ অমৃত লবঙ্গ আদি সৌরভ উৎকর ॥  
 ভ্রমরের অপরশ নানা পুষ্পচয় । অনিয়া ধরিলা সেই রা-  
 ধিকা আনয় ॥ আপনার হস্তে তবে রাধা গুণনি ॥ বৈজ-  
 যন্তী মালা কৈলা মুগুণ গাথনি ॥ কৃষ্ণ অঙ্গ কামালয় জয়ের  
 কারণে । নিজ নিপুণতা রাই প্রকাশে তখনে ॥ তাহাতে  
 কপূর দিলা অগুরুর মত । যাহার সৌরভে কৃষ্ণে করায় উ-  
 ন্মত ॥ স্বর্ণবর্ণ পঙ্কিপাণে বীড়া যে বান্ধিল । এনাচি কপূর  
 জাতিফল তাতে দিল ॥ খদির গোলিকা চূর্ণ কপূর সহিতে  
 সুবর্ণ সম্পূট আনি ভরিলা তাহাতে ॥ তুলশী কস্তুরী প্রতি  
 কহে তবে ধনী । মালা বীড়া লঞা যাহ যথা ব্রজমণি ॥ সু-  
 বল রন্দার মনে বিচার করিয়া । তৎকাল আনিহ স্থল স-  
 ক্ষেত জানিয়া ॥ তাহারে বিদায় দিয়া তবে সুবদনী । পঙ্কা  
 নাদি সজ্জা করে সুখা নির্মল ॥ কৃষ্ণ পঞ্চেন্দ্রিয় হস্ত  
 করে যাহা হৈতে । আশ্চর্য্য পঙ্কায় করে সহচরী মাথে ॥  
 কপূরকেলী আর অমৃতকেলী নাম । অমৃত লড্ডুকা কৈলা  
 অমৃত সমান ॥ পাঠাইলা নিজ যুথী কৃষ্ণে অনেবনে । আ-  
 পনে আছেন কৃষ্ণ কন্ঠে নিমগনে ॥ তথাপিহ কৃষ্ণ চন্দ্র  
 মুখ-দরশন । লাগি রাধা চকোরিনী চিত্ত উচাটন ॥ কৃষ্ণ  
 অদর্শনে শ্রবণ কোটি যুগ মানে । এ সব প্রেমের কথা কে  
 কহিতে জানে ॥ এইত কহিল কৃষ্ণের বনেতে গমন ।  
 যাহা হৈতে রাধা কৃষ্ণ প্রেমধন ॥ গোবিন্দচরিতা-  
 মৃত কথা মনোরম । শুনিতে বুড়ায় মনঃকর্ণের মরম ॥

পঞ্চদ্বর্গে বনাবন গমন বিহার । এ যখনন্দনা কহে অমৃতের ধার ॥

ইতি শ্রীগোবিন্দলালাহৃত বন গমনং নাম

পঞ্চমঃ সর্গঃ ।

প্রবিষ্টো<sup>২</sup> বনং পশ্চাৎ পশ্চান্ বলিতকন্দরং ।  
উজ্জ্বলজ্বন্তে হরিবীক্ষ্য নিহতান্ ব্রজবাসিনঃ ॥

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য রসধাম । তোমার চরণার বনে  
ভজি দেহ দান ॥ শুন শুন মাধুলোক গোবিন্দ চরিত । চৈ-  
তন্য থাকিতে কেনে এরসে বঞ্চিত ॥ এক্ষণে কহি যে কৃ-  
ষ্ণের বনের বিহার । অত্যন্ত অপূর্ব কথা লাগে চমৎকার ॥  
বনে কৃষ্ণচন্দ্র তবে প্রবিষ্ট হইলা । ফিরি দেখো ব্রজবাসী  
সব গৃহে গেলা ॥ দেখিয়া আনন্দ অতি পাইলেন হরি ।  
আকুপাদ<sup>২</sup> ত্যাগে যেন মুখী মত্তকরী ॥ ব্রজবাসী বন্দ নেত্র  
শৃঙ্খল হইতে । মুক্ত হঞা গেলা বনে সখার সহিতে ॥ ব্রজ  
বাসী নেত্র কৃষ্ণ চিত্রপট ছিলা । সে বন্ধন ছিড়িয়া কৃষ্ণ  
বনে প্রবেশিলা ॥ অনেক প্রকার করে বিহার মাধুরি ॥  
সখাগণ সনে কত বচন চাতুরি ॥ কোন সখা নৃত্যকরে  
কোন সখা গায় । কেহ হাসে কুঁদে কেহ গড়াগড়ি যায় ॥  
কেহ<sup>২</sup> বিচারয়ে কেহ<sup>২</sup> মত্তকরে । বন্ধন ঘুচিলে যেন মত্ত  
করিবরে । মাতার নিকটে কৃষ্ণ রহেন যেরূপে । কোন  
সখা রহে সখা কাছে এইরূপে ॥ কেহত হইলা যেন অঙ্গ-  
নার প্রায় । চঞ্চল নয়ন করি কৃষ্ণমুখ চায় ॥ কার বাক্য  
অন্যথা করয়ে কেহ আর । কেহ লতা আড়ে রহে ব্রজপ্তী  
আকার ॥ বস্ত্রে মুখ আচ্ছাদিয়া কিঞ্চিৎ প্রকাশে । চঞ্চল  
নয়ন করি অম্পা<sup>২</sup> হাসে ॥ কোন সখা হৈয়া যেন গোধন

আকারে । উর্দ্ধ মুখ উর্দ্ধ কর্ণ মহী ধরে করে ॥ বিনত হইয়া  
 কেহ পড়ে ন তথাই । কেহ শব্দ পড়ে কেহ সে সব খণ্ডাই  
 দণ্ডে যুদ্ধ করে কেহ ভুজে ॥ লগুড় ফিরায় কেহ দেখি ম-  
 নোরঞ্জে ॥ কেহ নৃত্য করে কেহ হাসয়ে অপার । এইরূপে  
 করে কৃষ্ণ সন্তোষ বিস্তার ॥ রন্দাবনে যবে কৃষ্ণ প্রবেশ  
 করিলা । দেখি রন্দাদেবী চিত্তে আনন্দ হইলা ॥ বিবশ আ-  
 ছরে বন কৃষ্ণের বিচ্ছেদে । অচেতন প্রায় সবে শ্রীকৃষ্ণের  
 খেদে ॥ স্থাবর জঙ্গম সব অচেতন প্রায় । রন্দাদেবী সবা-  
 কারে চেতন করায় ॥ ওহে বনসখী এবে শুনহ বচন । মাধব  
 আইলা বনে যুচাই যুগল ॥ বড়ই উল্লাস পাঞ নিজ গুণ  
 প্রকাশ করহ সবে করিয়া দ্বিগুণ ॥ রাধিকার স্মরণ যাতে  
 কৃষ্ণ চিত্তে হয় । যেমতে দেখেন কৃষ্ণ সব রাধাময় । যদি  
 রাধাকৃষ্ণ বিলসয়ে এই বনে । তবে সে তোমার শোভা সা-  
 কল্য কারণে ॥ নিদ্রা ত্যজ লতারঙ্গ বিকসিত হও । কুন্দন  
 করহ মৃগী পিক ভৃঙ্গ গাও ॥ শিশী সব নৃত্যকর শুক পাড়  
 পাঠ । স্থিরচরানন্দ কর যার যেই ঠাট ॥ তোমা সবা মুখ  
 দিতে কৃষ্ণ আইলা এথা । তোমা সবা প্রিয়কৃষ্ণ জানহ স-  
 কল্য ॥ তবে কৃষ্ণ রন্দাবনে যবে প্রবেশিলা । অচেতন রক্ত  
 লতা বিচ্ছেদ জানিলা ॥ নিজ প্রিয়াটবী নিজ বিরহ আগুনি  
 পোড়া দেখি কৃষ্ণ তবে করে বংশীধ্বনি ॥ সে ধ্বনি অমৃত  
 রক্তি যবে বনে হইলা । কৃষ্ণ মেঘ আগমন ধ্বনিত কহিলা  
 বংশীধ্বনি সুধারক্তি বায়ু কৃষ্ণ অঙ্গে । ~~পুইয়া~~ চেতন হৈল  
 রন্দাবন রঞ্জে ॥ প্রাণী মাত্র ধর্ম সব হৈলা বিপর্যয় । সা-  
 ত্ত্বিক বিকার সব স্থিরচরে হয় ॥ স্থাবরের অঙ্গে হইল ক-  
 ম্পোর উদয় । জঙ্গমে হইল শুদ্ধ জড় মত হয় ॥ পাষণ হ-  
 ইল জল স্বেদের আশ্রয় । মুশ্বেত কুমুম বন বিবর্ণতা হয় ॥  
 পুষ্পে মধু পড়ে সেই অক্ষর বরিষয় । পশু পক্ষী শব্দ করে  
 স্বরভঙ্গ ময় ॥ লতাতে অক্ষুর সেই পুলকে পূরিত । এই সব  
 সাত্ত্বিক বনে হৈল ব্যাপিত ॥ আনন্দে চেতন হৈল প্রণয়ের

কায । সর্বত্র জানিবে ইহা বিস্তারে কি কায ॥ কৃষ্ণ আগ  
 মন বন জানিঞা নিশ্চয় । কৃষ্ণ মুখ লাগি বেশ সর্বাঙ্গের  
 চয় ॥ প্রফুল নলিনী আর হাসে লতাগণ । নাচে পুনঃ লতা  
 বায়ু শিখায় নর্তন ॥ মৈত্রেয় মৌগন্ধ বহে ত্রিবিধ বাতাস ।  
 সর্কেন্দ্রিয়াক্লাদ করে সর্ব শ্রম নাশ ॥ ভৃঙ্গ পশু শব্দে ছলে  
 করে বহু গান । পার্কি পড়ে ফল রসের নিধান ॥ পুষ্প  
 হাসে ভৃঙ্গ সব করেন গায়ন । পত্র সব নাচে মধু পানের  
 কারণ ॥ বৃক্ষ সব ফল দেন কৃষ্ণ ভক্ষ লাগি । অভ্যাগত  
 কৃষ্ণে মান করে অনুরাগী ॥ লতাগণ কৃষ্ণ দাসী আপ-  
 নাকে মানে । কৃষ্ণ দেখি নৃত্য হাশ্ব করে লজ্জা গানে ॥  
 ভৃঙ্গ সব পুষ্প মুখে করেন চুষন । পত্র পাউবাস দিয়া হাসে  
 লতাগণ ॥ কুরঞ্জিণী রহে নিজ কুরঙ্গ সহিতে । হৃণের কবল  
 মুখে শুনে বেনুগীতে ॥ চঞ্চল নয়নে কৃষ্ণ বঞ্ছন দেখায় ।  
 দেখি কৃষ্ণ মনে রাই কটাক্ষ উদয় ॥ রাধার কটাক্ষ স্মৃতি  
 কৃষ্ণে হৈল যবে । রাধা ভাবে কৃষ্ণ মন বিদ্ধ হৈল তবে ।  
 কৃষ্ণ দেখি নৃত্য করে মরুর মরুরী । পিচ্ছ প্রমারিয়া নাচে  
 করিয়া মণ্ডলী ॥ তাহা দেখি কৃষ্ণ মনে উৎকণ্ঠা বাড়িল ।  
 রতি মুক্ত রাই কেশ মনে স্মৃতি হৈল ॥ হংস সারস আর  
 চটকের ধ্বনি । শূনি কৃষ্ণ সবিস্ময় চিত্তে অনুমানি ॥ রা-  
 ধিকা বলয় কাঞ্চি নূপুর বাজায় । রাই আগমন ভ্রমে চিত্ত  
 চমকর ॥ নদী মাঝে ঘণপদ্ম অঙ্গ বিকসিল । অত্যন্ত সু-  
 গন্ধি তাতে ভ্রমর বসিল ॥ দেখি কৃষ্ণ রাই মুখ পদ্ম স্মৃতি  
 হৈল । মহাশ্ব কটাক্ষ গন্ধে প্রিয়া ভ্রম হৈল ॥ ছোলঙ্গ না-  
 রঙ্গ বিলু দাড়িয়াদি যত । সুপক্ক হইয়া তাহা আছে কত  
 দেখি কৃষ্ণ প্রিয়া কুচযুগ স্মৃতি হৈল । বৃন্দাবন ময়ূরবে রা-  
 ধিকা মানিলা ॥ যেখানে পড়ে কৃষ্ণের লোচন । সেখানে  
 দেখে রাধা অঙ্গ সম ॥ এ কিছু আশ্চর্য্য নহে শুনহ কারণ ।  
 কৃষ্ণ মুখে রাধালতা হৈলা বৃন্দাবন ॥ রাধা ভাবাবেশে  
 কৃষ্ণ চিত্ত উড়াইলা । কাসিয়ার ফুল যেন বাতাসে চানিলা

যত তত করেন কৃষ্ণ চিত্ত স্থির নয় । যেখানে সেখানে  
 দেখে সব রাধাময় ॥ তবে কৃষ্ণ দেখে যত স্থির চরগণ ।  
 বিহ্বল হইঞা মহাপ্রেমে অচেতন ॥ তাহা সবাকারে কৃষ্ণ  
 কহে মিষ্ট কথা । বন্ধু দেখি বন্ধু যেন ইষ্ট প্রিয় বার্তা ॥  
 ওহে রুক্ম লতাগণ কুশল সবার । মৃগ মৃগী পক্ষিনী পক্ষ  
 মঙ্গল তোমার ॥ ভ্রমর ভ্রমরীগণ স্থিরচর-যত । সবেত কু-  
 শলে আছ নিজ অভিমত ॥ এই মত অতিশয় প্রেমের বি-  
 হ্বলে । স্থিরচরে পুছে কৃষ্ণ আনন্দ মঙ্গলে ॥ তবে কৃষ্ণ  
 নিজ মন স্থির করাইতে । গোবর্দ্ধন তটে গেলা সখার স-  
 হিতে ॥ সখাগণ অন্যান্য মল্লযুদ্ধ করি । গোধন চরণে  
 শ্রম হইয়াছে ভারি ॥ তাঁর ক্ষুধা তৃষ্ণা দেখি কৃষ্ণ তবে  
 শুক্ল লাগি মনে কিছু করে অনুভবে ॥ আপন কল্পিত  
 খেলা সখাগণ লঞা । মন স্থির লাগি খেলে যতন করিঞা  
 রাই ভাবে কৃষ্ণ চিত্ত অতি উচাটন । করিতে নারিল যত্নে  
 ধৈর্য্য একক্ষণ ॥ হেন কালে ধনিষ্ঠীকা গোকুল হইতে । আই-  
 লেন তেঁহো ব্রজশরীর প্রেরিতে ॥ প্রাতঃকালে কৃষ্ণ গৃহে  
 ললিতাদি যাঞা । রম্যলাঙ্গি সজ্জ কৈল যতন করিঞা ॥  
 সেই সব দ্রব্য লঞা দামীগণ সঙ্গে । আইলা কৃষ্ণের কাছে  
 অতি বড় রঞ্জে ॥ তাঁরে দেখি কৃষ্ণ পুছে হরষিত মনে ।  
 কহ পিতা মাতা স্নান করিলা ভোজনে ॥ তেঁহো কহে তাঁরা  
 তুষা মঙ্গল লাগিয়া । দ্বিজে অর্থ দিল বহু ভোজন করিঞা  
 আপনারা স্নান পান ভোজন করিলা । তোমার কারণে এই  
 দ্রব্য পাঠাইল ॥ শুনি কৃষ্ণ সুখী হঞা মনে বিহ্বল  
 নিজ চিত্তে রুক্ম রাধিকা আশ্রয় ॥ কহিতে ধনিষ্ঠী হৈলা  
 পরম সহায় । ধনিষ্ঠা সৰ্ব্বত্রগম্য কারু ভিন্ন নয় ॥ এত অনু-  
 মানি কৃষ্ণ রহিলেন চিত্তে । বেনুধ্বনি কৈলা ধেনু একত্র  
 করিতে ॥ সখা মনে কৃষ্ণ আইলা মানস গজাতে । জল  
 পিয়াইয়া ধেনু সুখি কৈলা তাতে ॥ সখা লঞা  
 কৃষ্ণ বহু খেলাইল জলে । শুক্লবাস পরে সবে আসিয়া



উপরে ॥ মিষ্টান্ন পঙ্কায় আর রসালাদি যত । সখা সনে  
ভোজন করিলা বহু মত ॥ ভোজন করিয়া কৃষ্ণ কহে সখা-  
গণে গোধন পালই হবে অগ্রজের সনে ॥ সুবল বটুকে কহে  
দেখ বনশোভা । বনস্ত সময়ে বন হয় মনোলোভা ॥ বল-  
রাম সঙ্গে কৃষ্ণ সখাগণ দিলা । বন বিহরণ লাগি আপানে  
চলিলা ॥ তবে ধনিষ্ঠীকা দেবী কহে দাসীগণে । ভাজন  
লইয়া গৃহে যাই সর্বজন ॥ নারায়ণ সেবা লাগি কুমুম  
লাগিয়া । আনিতেছি পাছে তুমি যাই <sup>বরা</sup> ~~বরা~~ ইয়া ॥ এই  
কালে রন্দা দুই চম্পক লইয়া । আনি দিলা কৃষ্ণ করে হর  
ষিতা ইঞা ॥ চম্পক দেখিয়া কৃষ্ণে রাই স্মৃতি হৈলা । কাঁ-  
পিতে লাগিলা হস্ত বটু তাহা নিলা ॥ সেই দুই পুষ্প লঞা  
কৃষ্ণ কর্ণে দিলা । মনে কৃষ্ণচন্দ্র তবে বিচার করিলা ॥ রন্দা  
ধনিষ্ঠীকা মধুমঙ্গল সুবল । সবাই গঙ্গাণ মিত্র জানে বহু  
ছল ॥ রাধিকার অঙ্গ রাজ্য লভিবার তরে । এসব সহায়  
ভাল ইঞা গেল মোরে ॥ এত চিন্তি বটু কর ধরি বাসকরে  
রন্দা ধনিষ্ঠা সুবল সহ কৃষ্ণ চলে ॥ সুমন সরোবর তটে  
নিলিয়া আসিয়া । রাই আগমন চক্ষো করেন বাসিয়া ॥ কু-  
সুমিত তরুলতা দুই দিগে বুঞ্জ । মধ্যে পথ স্থল জল বিহ-  
গালি পুঞ্জ ॥ দেখিয়া কৃষ্ণের চিত্তে উৎকণ্ঠা বাড়িল । সবার  
সহিতে যুক্তি করিতে লাগিল ॥ রন্দাকে পাঠাই কিবা সু-  
বলে পাঠাই । রাধিকা নিকটে কিবা বটুকে পাঠাই ॥ জ-  
টিলা দেখিয়া শঙ্কা করিবে অত্যন্ত । কলহ করিবে সেই ব-  
ড়ই দুরন্ত ॥ অথবা বধূরে নিজ গৃহে রুদ্ধ করে । ইহা সব  
পাঠাইলে এই ফল ধরে ॥ মুরলীর গান করি কবি আকর্ষণ  
সবেই আসিবে সব গোপাক্ষনাগণ । অন্যান্যে ঈর্ষা তবে  
হইবে কন্দল । ইস্ট সিদ্ধি না হইবে হইবে বিফল ॥ অতএব  
ধনিষ্ঠা যাও কুন্দলতা ঠাই । আমার রত্তান্ত তারে कह সব  
যাই ॥ জটিলা বঞ্চনা রীত তোহো ভাল জানে । জটিলা প্র

তীত তাঁরে করে কায়মনে ॥ আমরা দোঁহাকে তার স্নেহ  
 আচরণ । এই সে বিচার দেখি অতি বিলক্ষণ ॥ শুনি কহে  
 রুদ্রাদেবী এই সত্য হয় । আর এক সুবিচার মোর মনে  
 লয় ॥ রাধিকার সখী যদি পুষ্প তুলিবারে । কেহ বা আ-  
 সিয়া থাকে বনের ভিতরে ॥ তাহার বিশেষ তত্ত্ব জানি ভাল  
 মতে । তবে সে যাইব তেহ রাই অনুমিতে । তুলসী আ-  
 ইলা তথা হেনই সময় । সঙ্গে যে না ছাড়ে রাই সঙ্গ সুখময়  
 তাঁরে দেখি কৃষ্ণ হৈলা অতি হরষিত । রাধিকা আইলা  
 হেন করে অনুমিত ॥ রাই লাগি কৃষ্ণ রহে পথে নেত্রিয়া  
 দর্শন লাগি অতি উৎকণ্ঠিত হিয়া ॥ তুলসী আসিয়া স্বর্ণ  
 সম্পট খুলিয়া । বৈজ্যন্তী মালা মধুমঙ্গলে দিলা ॥ তা  
 শুলের বীড়া দিলা সুবলের হাতে । বটু আনি মালা দিলা  
 কৃষ্ণের গলাতে ॥ সুবল আনিয়া বীড়া দিলা কৃষ্ণ করে ।  
 পরশিতে ভরে তার পুলক শরীরে । রাধিকার হস্ত গন্ধ  
 লাগিয়াছে তার । মালার পরশে রাই পরশ জাগায় ॥  
 কৃষ্ণ মনে জানে রাই আসিয়াছে এথা । পরিহাস করি  
 কুঞ্জে আছেন সঙ্গীত । তাহার দর্শন লাগি উৎকণ্ঠিত হঞা  
 কহেন মৎলাপ কথা শ্রীকৃষ্ণ হাসিয়া ॥ তুলসীকে কহে তবে  
 সখীর কুশল । তেঁহো কহে সখী হয় সকল কুশল ॥ পুনঃ  
 কৃষ্ণ কহে তেঁহো আছেন কোথায় । তেঁহো কহে বাসিয়াছে  
 আপন আলয় ॥ কৃষ্ণচন্দ্র কহে কেন বনে না আইলা ।  
 তেঁহো কহে গুরু জন স্বকর্ণে রাখিলা ॥ পুনঃ কৃষ্ণ কহে  
 আছে কিরূপ বেষ্টিত । তেঁহো কহে জল ঘট করেন মথিত  
 কৃষ্ণ কহে তার পর আর কিবা হৈল । তেঁহো কহে রুদ্রা  
 কহে ভাসিয়া রাখিল ॥ কৃষ্ণ কহে রুদ্রাসনে যুক্তি করি আন  
 তেঁহো কহে রুদ্রা বঞ্চ না যায় কখন ॥ শুনিকৃষ্ণ কহে দ্বিক  
 বিধির ঘটনা । প্রণয়ী মিলনে এত করয়ে বঞ্চনা ॥ এতকহি  
 কৃষ্ণ হৈলা বিরস বয়ান । সদাই তুলসীরাই স্কুরে এই জ্ঞান  
 হাথ কথা তুলসীর এইত কারণে । সেই কথা সত্যকরি কৃষ্ণ

মনে জানে ॥ কৃষ্ণকে বিষম দেখি তুলসী ব্যাকুল । রন্দা  
 ধনিষ্ঠিকা নেত্রে ভৎসিতে লাগিল ॥ তবেত তুলসী কহে  
 শুন ব্রজানন্দ । নির্মলজুন যাও চিতে করহ আনন্দ । পরি-  
 হাস করি কথা কহিল তোমারে । সত্য কথা কহি এবে শুন  
 সে বিচারে ॥ রাধিকা আইলা হেন সৰ্ব্বথা জানিবে । তা-  
 হার কারণে অতি উৎকণ্ঠা নহিবে ॥ কৃষ্ণ যদি শুনিল রা-  
 ধিকা আগমন । পরম উৎসুক্যে দেখে তুলসী <sup>বদন</sup> তদন ॥ চ-  
 ম্পক কুমুম দুই শ্রবণ হইতে । খমাইয়া দিলা কৃষ্ণ তুলসীর  
 হাতে ॥ তাহা দিয়া তারে পুছে কোথা শ্রীরাধিকা । আমা  
 প্রতি ক্রোধ কিবা হঞাছে অধিকা ॥ মোর অপরাধ কিছু  
 নাই তার স্থানে । কিয়া লুকাইয়া আছে পরিহাস মনে ॥  
 দুঃখি জনে <sup>পরি</sup>হাসে কিবা আছে ফল । প্রিয়া আনি যু-  
 চাই শীঘ্র মনের বিকল । তুলসী চতুরা বড় কৃষ্ণ মন জানে  
 কহয়ে নিশ্চয় কথা রাধা আগমনে ॥ তোমারে দেখিতে ।  
 রাই উৎকণ্ঠিত চিতে । জটিল পাঠান তাঁরে সূর্য পূজা-  
 ইতে ॥ কুন্দলতা হাতে তাঁরে সমর্পণ কৈলা । তবে রাই  
 মোরে ডাকি তুরিতে কহিল ॥ কৃষ্ণ পাশে যাঞা তুমি স-  
 ন্ধেত জানিয়া । শীঘ্র আসিবে এথা বিলম্ব তেজিয়া ॥ এইত  
 কারণে আমি আসিয়াছি এথা । কহত শঙ্কত কুঞ্জেরাই  
 আনি তথা ॥ শুনি কৃষ্ণ চিতে অতি উল্লাস হইলা । গলা  
 হৈতে গুঞ্জামালা তুলসীকে দিলা ॥ শঙ্কত কুঞ্জের লাগি  
 রন্দাকে কহিল ॥ তবে রন্দাদেবী তাঁরে শঙ্কত বলিলা ॥  
 রাই কুণ্ডে যাঞা তুমি আনহ রাধিকা । কামকলী সুখদা  
 বুজ সেই সৰ্ব্বাধিকা ॥ চলহ তোমার সঙ্গে আমিহ যাইব  
 সে কুঞ্জ যাইয়া কলী সামগ্রী করিব ॥ এইত সময়ে শৈব্যা  
 তথাই আইলা । চন্দ্রাবলী সঙ্গে পদ্মা শঙ্কত রাখিলা ॥  
 আসিয়া দেখয়ে শৈব্যা শিখিগুঞ্জমালা । তুলসীর করে তাঁর  
 সখী দিয়াছিল ॥ রন্দার সহিতে আছে তুলসী দেখিয়া ।  
 অতি দুঃখি হৈলা মনে রাধিকা মানিয়া ॥ ছলে কিছু কহি-

বাবে মনে যুক্তি করে । চন্দ্রাবলী পাঠাইল নিমন্ত্রিতে  
 তোরে ॥ তৎকালী ব্রত আজি মহোৎসব তাঁর । কহিতে  
 তুলসী দেখি কিরায় আকার ॥ ভাল হৈল তুলসী যে তো-  
 মারে দেখিল । গৃহে বনে রাধিকাকে বহু অনুষিল । কো-  
 থাও না পাই তারে কহ সমাচার । জানিয়া তুলসী কুট  
 শৈব্যা ব্যবহার ॥ শঠেতে শঠ্যতা করি এইত নিয়ম । বু-  
 ঝিয়া তাহারে কহে সচল বচন । শ্যামাসখী নিমন্ত্রিতা রাধা  
 সুবদনী । সর্ব ভার দিলা তাঁরে সখীমনে আনি ॥ অশ্বিকা  
 পূজা আজি করিবেন শ্যামা ॥ তে কারণে রাইকে যে নিম-  
 ত্রিতা রামা ॥ ললিতা পাঠায় মোরে বন্দার আনয় । পুষ্প  
 ফল লঞা আমি যাই ~~যা~~ নিলয় ॥ এইত কথাতে শৈব্যা  
 প্রত্যারে তুলসী । বন্দা ধনিষ্ঠীকা সঙ্গে চলিলা হরষি ॥  
 কৃষ্ণের নিকটে যেন কেহু আইসেনাই । নীত্ৰগতি চলে যেন  
 শৈব্যা জানে নাই ॥ শৈব্যা কিছু কহিবার উদ্যম করিতে ।  
 কৃষ্ণ তাঁরে নিবারিলা নয়ন ইঙ্গিতে ॥ আপন এদাস্য কৃষ্ণ  
 তারে জানাইলা । চন্দ্রাবলী সমাচার পুছিতে লাগিলা ॥  
 কহ শৈব্যা চন্দ্রাবলী কেমন আছয় । কিবা করে কোন  
 খানে করিয়া নিশ্চয় ॥ শুনি শৈব্যা হৃষ্ট হঞা কহিতে লা-  
 গিলা । তাহার শাস্ত্রী তাঁরে ধরিয়া রাখিলা ॥ আমি দুর্গা  
 ব্রত ছদ্ম করি তারে লঞা । আইলাম সঙ্কত বুঞ্জে পদ্মাকে  
 রাখিয়া ॥ অতিনীত্ৰ আইনু তোমারে অনুষিতে । অতএব  
 কি করিব কহত স্বরিতে ॥ শুনি কৃষ্ণ মনে চিন্তা বাছে মুখি  
 হঞা । কহিতে লাগিলা তাঁরে বঞ্চনা করিঞা ॥ চন্দ্রাবলী  
 লাগি মোর উৎকণ্ঠিত মন । ভাল হৈল আইলা তেঁহো স-  
 ক্কেত কানন ॥ তাঁরে লঞা যাহ ভূমি গৌরীতীর্থ দেশে ।  
 দূর স্থলে যাহ যেন গুরুজন না আইসে ॥ গোধন সম্ভাষ  
 করি যাবৎ আমি আমি । তাবৎ তথাই যাও লঞা তারে  
 ভূমি ॥ এইকালে বটু আমি কহেন তাহারে । ধনিষ্ঠা ক-  
 হিলা যাহা করহ স্বতরে ॥ কৃষ্ণ কহে বটু ভাল স্মৃতি করা-

ইলে । গোচোর পাঠাবে কংস চুরি করিবারে ॥ তাহা শুনি  
বমুদেব মথুরা হইতে । কহি পাঠাইলা তাহা মোর নিজ  
তাতে ॥ পিতা কহি পাঠাইলা সে সব আমাতে । ধনিষ্ঠা  
আদিয়া ছিলা তাহাই কহিতে ॥ অতএব সেই বিঘ্নে ব্যাজ  
যদি হয় । চন্দ্রাবলী তাতে যেন দুঃখ না ভাবয় ॥ এই  
রূপে শৈব্যাঙ্কেত প্রতারণা করি । অরাতে চলিলা সঙ্গে  
বটুয়ায় চলি ॥ শৈব্যাও অরাতে গেলা চন্দ্রাবলী স্থানে ।  
এইত কহিলা কৃষ্ণের বনেতে পয়ানে ॥ সহস্রমুখে কহিলেও  
অন্ত নাহি হয় । দিগ দরশন কৈল জানিতে নির্বয় ॥ গো-  
বিন্দ লীলামৃতে সব আছে সংস্কৃতে । আপনা বুঝাই ইহা  
লিখিয়া প্রাকৃতে ॥ তাহার শ্লোকের অর্থ কিছুই না জানি ।  
লজ্জা খণ্ডি মূঢ় তাতে করি টানাটানি ॥ সকল বৈষ্ণবপাদে  
প্রণাম আগার । রাখাকৃষ্ণ পাদপদ্ম প্রাণধন যার ॥ আমি  
অতি তুচ্ছবুদ্ধি দোষ না লইবে । নিগূঢ় কথাতে সব বিচার  
করিবে ॥ আশ্বাদন না করিলে কোন সুখ নয় । এই মত  
কহে সবে প্রেমভক্তি ময় ॥ আপন সংপ্রদা বিনে অন্য  
না কহিবে । বহিমুখ স্থানে কথা গোপন করিবে । কথার  
লালিত্য নাই না জানি ঘটনা । যৈছে তৈছে লিখি মাত্র  
অক্ষর যোটনা ॥ গোবিন্দচরিতামৃত রসের কল্লোলে । বি-  
হরয়ে ব্রজবাসী ভকত চকোরে ॥ রাখাকৃষ্ণ পাদপদ্ম সেবা  
অভিলাষে । গোবিন্দ চরিত কহে যদুনন্দন দাসে ॥

ইতি শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে বন বিহারণে রাখাকৃষ্ণ  
মিলন পরামর্শো নাম ষষ্ঠঃ সর্গঃ ।

কিরদূরং ততো গতা নিবর্তোবঅনো হরি ।  
রাখাকৃষ্ণং সমায়াতঃ প্রিয়ানঙ্গোৎসুকঃ প্রিয়ঃ ॥

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য দীনপ্রাণ । তোমার চরণার  
 বিন্দে ভক্তি দেহ দান ॥ জয় জয় সুদ্ধ হেম প্রকাশি শরীর ।  
 জয় জয় চন্দ্রমুখ অন্তর গভীর ॥ জয় রাধা ভাবানন্দময়  
 কলেবর । কি লাগি কি কর প্রভু কে জানে অন্তর ॥ আপা  
 নাকে যবে তুমি জানাও আপনি । তবে তোমা জানা যায়  
 যেবা রূপ তুমি ॥ যেন অন্ধ কূপে অতি তৃণাদি দেখিয়া ।  
 লোভি পশু তাতে যেন রহয়ে পড়িয়া ॥ তেমতি গৃহীত  
 কূপে বিষয় ভুঙ্টিতে । পড়িয়াছি ওহে প্রভু না পার উঠিতে  
 কৃপাতোর অবলম্ব দেহ দয়া করি । পতিতপাবন নাম রত্ন  
 ক্ষিত্তিভরি ॥ এবে কহ শ্রীরাধিকা কুণ্ডের বর্ণন । যাহা শুনি  
 সুখ হয় ব্রজবাসীগণ ॥ এইমতে কৃষ্ণচন্দ্র কত দূর যাঞ ।  
 নিরুত্তি হইয়া শীঘ্র আইলা কিরিঞ ॥ রাধিকার মঙ্গ লাগি  
 উৎকণ্ঠিত মন । তার কুণ্ড তটে কৃষ্ণ কৈলা আগমন ॥ আসি  
 দেখে কুণ্ড শোভা অতি বিলক্ষণ । দেখিয়া হইলা তার আন  
 ন্দিত মন ॥ চারি দিগে চারি ঘাট মণি রত্ন নানা । সর্ব  
 দিগে রত্নবন্ধ আশ্চর্য ঘটনা ॥ প্রতি ঘাটে দিব্য রত্ন ম-  
 গুপ শোভয় । সব রত্নময় সেই অনঙ্গ আলয় ॥ ঘাটের দুই  
 পাশে আছে মণির কুণ্ডিয়া । অতি মনোহর শোভা নাহিক  
 উপমা ॥ মগুপের পার্শ্বে আছে তরু শাখাগণ । নানা  
 পুষ্প নানা বস্ত্র হিন্দোলা সাজন ॥ দক্ষিণে চাঁপার রক্ষে  
 রত্ন হিন্দোলিকা । পূর্বেতে কদম্বে দোলা নানা রত্নাধিকা ॥  
 পশ্চিমে রসালে রত্ন হিন্দোলার সাজে । উত্তরে বকুলে  
 হিন্দোলা বিরাজে ॥ পূর্ব অগ্নিদিগে মধ্যে শ্যাম কুণ্ড মঙ্গে  
 রত্নস্তম্ভে অবলম্ব রত্ন সেতুবন্ধে ॥ রাধাকুণ্ড বেড়ি যত আছে  
 রক্ষরন্দ । প্রতি বৃক্ষমূলে নানা রত্ন কৈল বন্ধ ॥ চারা সব  
 আছে সেই বৃক্ষের নিকটে । আশ্চর্য তাহার শোভা হয়  
 নীর তটে ॥ রত্নবেদী আছে রাধাকৃষ্ণ বসিবারে । নখীগণ  
 লঞা সুখে যেখানে বিহরে ॥ কুণ্ডিনা মণিতে বান্ধা প্রতি  
 বৃক্ষতলে । তথায় বসি রাধাকৃষ্ণ চৌদিকে নেহালে ॥ গলা

সম উচ্চ কাহৌঁ কাহৌঁ বক্ষ সম । কাহৌঁ নাতি সম কাহৌঁ  
 হয়ে জানু সম । কাহৌঁ উরুসম বেদী আর যে কুঁড়িমা ।  
 চতুর্দিকে আছে রত্ন সোপান ঘটনা । সে সব বৃক্ষের তল  
 অতি মনোহর । যেখানে বিহরে রাই শ্যামল সুন্দর ॥ শ্বেত  
 রত্ন চারি ঘাটে রত্নবেদী আর । বিচিত্র কুঁড়িমা <sup>ভিত্তিকা</sup> কে  
 করিবে পার ॥ এইত কহিল কিছু শুন এবে আর । যাহা  
 শুনি লাগে চিতে অতি চমৎকার ॥ কুণ্ড চারি কোণে আছে  
 মাধবীর কুঞ্জ । বাসন্তীর চতুঃশালা অতি মনোরঞ্জন ॥ সেই  
 চতুঃশালা বেড়ি কুঞ্জ বহুতর । কাঙ্জন কেশর আর অশোক  
 বিস্তর ॥ তার বাহে কুণ্ড বেড়ি কদলীর বৃক্ষ । পল্ল অপল্ল  
 ফল পুষ্প সহ লক্ষ । তাহার বাহিরে পুনঃ সেকুণ্ড বেড়িয়া ।  
 উপবন পুষ্প বন একত মিলিয়া ॥ কুণ্ড মধ্যে অতি শোভা  
 জলের উপরি । রত্ন মন্দির আছে সেতুবন্ধ করি ॥ ঋতুরাজ  
 আদি করি যত ঋতুগণ । শ্রীকুণ্ড কাননে সেবা করে অনুক্ষণ  
 বৃন্দাদেবী সেবাকরে শ্রীকুণ্ড আলয় । সুগন্ধি মালিলে <sup>সী</sup>জ  
 অঙ্গনের চয় ॥ হিন্দোলিকা কুঞ্জ পথ মণ্ডপাদি যত । চা-  
 ন্দোয়া পতাকা পুষ্প <sup>কী</sup>ছে কত ॥ লীলা কুঞ্জে আছে  
 শয্যা কমলে রচিত । বেঁট ত্যাগি নানা পুষ্প অতি সুগ-  
 ন্ধিত ॥ পুষ্প চন্দ্র উপাধান আছেয়েকোমল । নধু পাত্র তা-  
 যুল পাত্র আছে মনোহর ॥ কুঞ্জদাম্প্রী শত শত আছেন  
 তথাই । পুষ্পতোলা সেবা যোগ্য সামগ্রী বানাই ॥ কুঞ্জ  
 বেড়ি পুষ্পবাটী উপবন মাঝে । সেবার সামগ্রী ঘর অনেক  
 বিরাজে ॥ বৃন্দাদেবী সেইখানে নিজগণ লঞা । রাধাকৃষ্ণ  
 সেবা করে আনন্দ পাইঞ ॥ কল্লার রক্তোৎপল পুণ্ডরীক  
 করি । পঙ্কেত ইন্দীবর কৈরতাদি ভরি ॥ আছেয়ে কুণ্ডের  
 জল সৌরভ্য করিয়া । মকরন্দ পরাগচয় আছেয়ে ভরিয়া ॥  
 কলহংস হংসী চক্রবাকী চক্রবাক । সারস সারসী কোক  
 ডালুকী ডালুক ॥ শবণের প্রিয় যাতে সে শব্দ করয় । কত  
 আছে তাহা কথিত না হয় ॥ শুক শারী অন্যান্যে আশঙ্ক

করিয়া । কৃষ্ণলীলা রস কাব্য গায় সুখ পাঞা ॥ নাচে শি-  
খীগণ যাহা দেখে কৃষ্ণকান্তি । কুণ্ডতট অঙ্গনাদি করি কত  
ভাঁতি ॥ পারাবত হরিতাল চাতকাদি যত । কৃষ্ণ দেখি  
কর্ণামৃত ধ্বনিকরে কত ॥ কৃষ্ণ মুখ শোভা কোটিচন্দ্র বিনি-  
ন্দিত । দেখিয়া চকোরগণ অতি হরষিত ॥ অবজ্ঞা করিয়া-  
সব চন্দ্র তেয়াগিয়া । কৃষ্ণ মুখচন্দ্র রশ্মি পিয়ে সুখ পাঞা ॥  
লতাবৃক্ষ সব পুষ্প ফলে পূর্ব হৈলা । পঙ্কাপক্ক ফল জানি  
তরে নক্ষ কৈলা । অনেক নদীর তীর নীর চারি পাশে ।  
শ্রীকৃষ্ণ বিলাস যোগ্য শোভা কুণ্ডে ভাসে ॥ নানা পদ্মকা-  
ন্তিগণে করে বালমল । গুণেত জিনিল ক্ষীর সমুদ্র সকল ॥  
ধেমত কহিল এই রাধিকার কুণ্ড । শ্যামকুণ্ড এইমত গুণে  
অতি চণ্ড ॥ রাধাকুণ্ড পাশে সেই আছে বিরাজ । তীর  
নীর সম সর্ব রত্নের সমাজ ॥ কুণ্ড তীরে অষ্ট দিগে অষ্ট  
কুঞ্জ আর । অষ্ট সখী নামে আছে নানান প্রকার ॥ নিজ  
হস্তে তাহা করেন সংস্কার । যাতে রাধাকৃষ্ণ ক্রীড়া সুখ-  
ময়াগার ॥ সেই সীমাতে আছে যত উপবন । তাহার নি-  
কটে আছে শিল্পশালাগণ ॥ সেই সীমাতে বৃক্ষগণ  
আছে কত । দুইদিগে বন মধ্যে আছে রত্নযুত ॥ পরিণর  
পথগণ মরকতমণি । ভিতরে রচিল বহু করিয়া সাজনি ॥  
পথের দুই পাশে মণি স্ফটিকের ভিত । উপরে স্ফটিকমণি  
তাহাতে রচিত ॥ ছোট তরঙ্গ যেন নদীতে বহয় । এমতি  
স্ফটিক মণি চিত্র তাতে হয় ॥ অন্য লোক প্রবেশ যদি ক-  
রয়ে তাহাতে । ভিত্তে পথ জ্ঞান হয় পথ হয় ভিত্তে ॥ এই  
মত দ্বারবৃন্দ উপবন মাঝে । কত রত্ন বৃন্দ করিয়াছে  
সাজে ॥ কুণ্ডের উত্তর দিগে ললিতার কুঞ্জ । অনঙ্গ অম্বুজ  
নাম চতুর সুছন্দ ॥ অষ্টদল পদ্ম তুল্য তাহার ঘটনা । হেম  
রক্তাবলি তার কেশর সুসমা ॥ অষ্ট দলে অষ্ট কুঞ্জে আছে  
বিলক্ষণ । পশ্চাৎ বিস্তারি তার করিব লক্ষণ । আগে কহি  
কর্ণিকার যে কুঞ্জ ঘটনা । আশ্চর্য্য কুটুমা সেই সর্ব মনো-



রমা ॥ কর্ণিকাতে সুবর্ণের কুটিমা বিরাজে । মহত্ৰ পত্র পদ্ম  
 তুল্য তাহা ভাল জাজে ॥ রাধাকৃষ্ণ যে সময়ে যে  
 লীলা করয় । তখনি তেমতি লঘু বিস্তারিত হয় ॥ ললিতা-  
 দেবীর শিষ্য নাম কলাবতী । সংস্কার করে তেহঁ। সেই  
 কুঞ্জ নিতি ॥ ছর ঋতু সংপূর্ণ তাহা সর্ব কেলি মূল । রাধা-  
 কৃষ্ণ লীলা তাতে মথী অনুকূল ॥ ললিতা নন্দদা কুঞ্জ রাজ  
 পাউ নাম । যত শোভা আছে তার সেই মূল স্থান ॥ সুবর্ণ  
 কর্ণিকা তার মাণিক কেশর । ক্রমে মণ্ডলিকা দ্বিগুণ অন্তর  
 এক বর্ন রত্নে তার সম পত্র কৈলা । পক্ষেত্রিয়াঙ্গাদ  
 তুল্য পঞ্চ গুণ নৈলা ॥ অতি সুশীতল মৃদু সৌরভ্য  
 পূরিত । পরম নির্মল আর মাধুর্য্যতা নিত ॥ তাহার  
 বাহিরে বন্ধ শুবর্ণ মণ্ডলী ॥ তাহার বাহিরে বান্ধা প্র-  
 বাল মণ্ডলী ॥ তাহার বাহিরে শোভে মণি পদ্মরাগ ।  
 তাহার বাহিরে মণি স্ফটিকের ভাগ ॥ তাহার বাহিরে  
 বান্ধা ইন্দ্র নীলমণি । পঞ্চ রত্ন মণ্ডলীতে ভিতর সাজনি ॥  
 তাহার ভিতরে নানা রত্নে বিনির্মিত । দেবতা মনুষ্য পক্ষী  
 মৃগাদি চিত্রিত । স্ত্রী পুরুষ বিনির্মিত দোঁহে এক ভাব । রস  
 উদ্দীপনা করে যার যেই ভাব ॥ জানুদগ্ধ তুল্য সেই  
 কুটিমা ভিতর । মহত্ৰ পত্র কর্ণিকার রসের আকর ॥ বা-  
 যব্য দিশাতে তার অষ্ট কুঞ্জ আর । অষ্ট দল যেন পদ্ম পু-  
 স্পের আকার ॥ অশোকলতার পুষ্প আমূল হইতে ॥ শ্বে-  
 তারঙ্গ হরিত পীত শ্যাম পুষ্প যাতে ॥ প্রবীণ অশোক রক্ত  
 পুষ্প মনোরম । মধ্যে এক কুঞ্জ হয় কর্ণিকার সম ॥ বসন্ত  
 সুখদা নাম অতি অনুপম । এইত কহিল নয় কুঞ্জের বিধান  
 ভ্রমর গুঞ্জরে তথা কোকিলের ধ্বনি । অতি সুখ পান রাধা-  
 কৃষ্ণ বাহা শুনি ॥ ললিতা নন্দদা কুঞ্জের নৈঋত কোণেতে  
 শ্রী পদ্ম মন্দির আছে অপূর্ণ নির্মিতে ॥ বোল পদ্ম পদ্ম  
 তুল্য তাহার রচনা । কহিতে না জানি শোভা মাধুর্য্য ঘটনা  
 নানা মণি বিরচিত তার চারি ভিত । বিচিত্র রচনা চতু-  
 হা

দ্বার বিনির্মিত ॥ চারি দ্বার পাশে তার আছে গবাক্ষণ  
 সেই দ্বারে গুটলীলা দেখে সখীগণ ॥ পূৰ্ব রাগ চেটা হয়ে  
 মন্দির ভিতরে। রাসকুঞ্জ বিলানাদি বিচিত্র প্রকারে ॥ পুত-  
 নাদি বৈরিগণ বধ আদি যত। এই মত ভিতরে চিত্রিত আছে  
 নানা মত ॥ নানারত্ন বাহে তার কেশর সমান । মধ্যে যে  
 মন্দির সেই কর্ণিকার ভান ॥ ষোল রত্ন কোঠা তাতে শোভে  
 ষোল পত্র । এই মত অপূৰ্ব শোভা না শুনি অন্যত্র ॥ দুই  
 কোঠার সেই উপর বিভাগে। ষোল রত্ন কোঠা আছে দৃষ্টি-  
 শর্যা লাগে ॥ রত্ন অউলিকা আছে অতি উচ্চতর । রত্ন-  
 স্তম্ভ পাঁতি তাতে ভিত্তিহীন ঘর ॥ ক্ষটিক মন্দির স্তম্ভ প্রবা-  
 লাদি করি। চিত্র রত্ন চাল শোভে তাহার উপরি ॥ রত্ন বৃন্ত  
 শোভে তার শিখর উপরে । তাতে থাকি রাধাকৃষ্ণ দূরবন  
 হেরে ॥ অতি উচ্চ অউলিকা তিনতলা যার । তিন পার্শ্বে  
 যুক্ত গেহ অনেক বিস্তার ॥ তলের উপরে কুঁড়িমাতে চৌ-  
 দিগ বেষ্টিত । নানারত্নে ভেল সেই অতি সুচিত্রিত ॥ কণ্ঠ-  
 সম উচ্চ সেই কুঁড়িমার গণ । চারি দিগে শোভে রত্ন সো-  
 পান সুসম ॥ তাহা বেড়ি উচ্চ রক্ষ অউলি সমান । ফল  
 পুষ্প যুক্ত সেই অতি অনুপাম ॥ রাধাকৃষ্ণ কেলি করে  
 তাহার উপর । বর্নন না হয় স্থল অতি মনোহর ॥ ললিতা  
 নন্দদা কুঁড়ির অগ্নিকোণ দিগে । হিন্দোলা কুঁড়িমা রত্ন  
 আছে সেই ভাগে ॥ বকুলের রক্ষ আছে পূর্বেতে পশ্চিমে ।  
 তাহার ঘটনা এবে কহি কিছু ক্রমে ॥ উচ্চ রক্ষ পুষ্প পূর্ব  
 বক্র গতি হৈয়া । শাখা মিলিয়াছে সুসমা করিঞা ॥ রত্ন  
 নগুপের প্রার দেখি আচ্ছাদিত । তার মাঝে হিন্দোলিকা  
 আছে মনোনীত ॥ শাখা মূল বদ্ধ পটু রজ্জু চারিদিয়া ।  
 হিন্দোলিকা চারিকোণে আছে বন্ধ হৈয়া । নাতি মাত্র উচ্চ  
 স্থল অতি মনোহর । তাহার বর্ননা কেবা করিবারে পারে  
 পদ্মরাগমণি আট পাটির হিন্দোলা । প্রবাল মণির কুরা  
 আট তাতে দিলা ॥ এক হস্ত উচ্চ পাটি পদ্মরাগমণি । কে-

পর বেষ্টিত সেই সুন্দর শোভনি ॥ ষোল পত্র পদ্ম প্রায় র-  
 চনা তাহার । রত্নের সমূহ চিত্রকর্ণিকা বাহার ॥ দুই দুই  
 খুরার কাছে একেক দলতার । বাহিরে আছয়ে অষ্টদলের  
 আকার ॥ রত্ন পট্ট কেশর চারি পাশে শোভা করে । অষ্ট-  
 দিকে শোভা তার করে অষ্ট দ্বারে ॥ দক্ষিণ দলের পাশে  
 আছে দুই দ্বার । আরোহণ লাগি দ্বার অতি মনোহর ॥  
 লঘু স্তম্ভ আছে দুই পৃষ্ঠাবলম্বন । মধ্যপট্ট তুলি তাতে ব-  
 সিতে আসন ॥ পাশ্বেতে বালিশ তাহে আছে বিলক্ষণ ।  
 উর্দ্ধে স্বর্ণ সূক্ষ্ম তাতে চান্দোয়া গঠন ॥ নানা চিত্র শোভে  
 তাতে চন্দ্রাবলি ছান্দে । মুক্তাদাম গুচ্ছ তাতে কতকুপ্র-  
 বন্ধে ॥ অষ্ট সখী অষ্ট দলে রাধাকৃষ্ণ মাঝে । তলে গায়  
 সখী বৃন্দ দোলাবার কাষে ॥ সেখানে আশ্চর্য আর এক  
 দল হয় । সব জ্ঞানে রাধাকৃষ্ণ সন্মুখে আছয় ॥ মদনান্দো-  
 লনা নাম সেইত হিন্দোলা । রাধাকৃষ্ণ ইহাতেই করে দো-  
 লালীলা ॥ ললিতা নন্দদা কুঞ্জের ঈশানকোণেতে । মাধবীর  
 কুঞ্জশালা আছয়ে সুমতে ॥ অষ্ট পত্র পদ্ম প্রায় তাহার  
 গণন । অষ্ট পত্রে কুঞ্জ আছে মনোরম ॥ মধ্যতে কর্ণিকা  
 তাতে আর এক কুঞ্জ । নবকুঞ্জ আছে রাধাকৃষ্ণ মনোরম ॥  
 আমূল ইহাতে পুষ্প ধরিলা তাহার । মাধবা নন্দদা নাম ধ-  
 রিয়াছে ভাল ॥ এই কুঞ্জে রাধাকৃষ্ণ নানা লীলা করে । সব  
 সখী সঙ্গে লীলা অতি মনোহরে ॥ ললিতা নন্দদা কুঞ্জের  
 উত্তর দিশাতে । শ্বেত পদ্ম অষ্টকুঞ্জ আছয়ে তাহাতে ॥  
 অষ্ট দলে অষ্ট কুঞ্জ কর্ণিকার এক । আশ্চর্য কুঞ্জের শোভা  
 নয় পরতেক ॥ কর্ণিকারে কুঞ্জে সেই স্বর্ণ বর্ণ সম । তাহা  
 বেড়ি অষ্ট শ্বেত অতি অনুপমা ॥ শ্বেতবর্ণ পুন্নাগ বৃক্ষে শ্বেত  
 মল্লীলতা । শ্বেতবর্ণ যুক্ত শাখা পাইল পূর্ণিতা ॥ চন্দ্রকান্ত  
 মণিশোভে তাহার তিতর । কিঞ্জল্কর চিতমনি শোভে মনোহর  
 লীলিতা নন্দদা কুঞ্জ পূর্ষদিকে আর । নীলপদ্ম অষ্টদলে অ-  
 পূর্ষ প্রকার ॥ অষ্ট নীল কুঞ্জ তাতে সুবর্ণ কর্ণিকার । ভিত

রেতে নীলগানি ঘটনা অধিকা ॥ তমালের বৃক্ষ বেড়া স্বর্ণ-  
 লতা গণ । কুমুদিত বৃক্ষলতা সুগন্ধি ভবন ॥ অষ্ট উপকুঞ্জ  
 নীল পদ্মদলসাকার । এককুঞ্জ স্বর্ণবর্ণ সেই কর্ণিকার ॥ এইনব  
 কুঞ্জ হয় অতি বিলক্ষণে । এবে কহি ললিতার কুঞ্জের দ-  
 ক্ষিণে ॥ রক্তবর্ণ পদ্ম স্থল অষ্ট পত্র তার । অষ্ট উপকুঞ্জ  
 মাঝে এক কর্ণিকার ॥ পদ্মরাগমণিতার ভিতরে বাহিরে  
 লবঙ্গ লতিকা বেড়া অতি মনোহরে ॥ সুগন্ধি কুমুদে পূর্ণ  
 গন্ধে আয়োদিত । রাধাকৃষ্ণ লীলা করে সখী সঙ্গে নিত ।  
 ললীতা নন্দদা কুঞ্জের পশ্চিম দিশাতে । হেমাম্বুজ নাম  
 কুঞ্জ সদা বিরাজিতে ॥ অষ্ট দল স্বর্ণ পদ্মে অষ্ট উপকুঞ্জ ।  
 মধ্যে আছে কর্ণিকাতে আর এক কুঞ্জ ॥ চম্পক তরুতে  
 শোভে হেমলতাগণ । হেমবর্ণ পুষ্প তাতে অতি বিলক্ষণ ॥  
 বাহির অন্তর তার সুবর্ণে রচিত । রাধাকৃষ্ণ লীলা যাতে  
 করে হরষিত । এই কহিলাম রাধাকুঞ্জের বর্ণন । ললীতা ন-  
 ন্দদা কুঞ্জ অতি বিলক্ষণ ॥ কুঞ্জের ঈশান কোণে বিশাখার  
 কুঞ্জ । অতিমনোহর সেই রাধাকৃষ্ণরঞ্জ ॥ ঘোলপত্র পদ্মহেন  
 তাহার রচনা । চারিকোণে চম্পকের বৃক্ষের ঘটনা ॥ চারি  
 বর্ণ পুষ্প তাতে শ্যাম পীত ধরে । অরুণ হরিতবর্ণ অতি  
 মনোহরে ॥ মাধবী মল্লিকা লতা প্রকুল হইয়া । অষ্ট দিকে  
 বেড়ি আছে ভিত মত হইয়া ॥ প্রতি বৃক্ষে সব শাখা একত্র  
 হইয়া । মগুপ হইয়া আছে উপরে মালিয়া ॥ শুক পিক ভ্র-  
 মরাদি তাতে শব্দ করে । আশ্চর্য্য মধুর ধ্বনি যাতে কর্ণ  
 হরে ॥ তাহার ভিতরে দিব্যশয্যার ঘটনা । স্থল পুষ্প জল  
 পুষ্প করিয়া যোজনা ॥ নানাবর্ণে চিত্র সেই চান্দোয়া  
 উপরে । শ্বেতাক্ষর শ্যাম পীত পদ্মের আকারে ॥ চারি  
 দ্বারে সেই কুঞ্জে কপাট সহিতে । পুষ্প পত্র শলাকা সব  
 চিত্রিত তাহাতে ॥ চপল ভ্রমরাগণ সেনা পতি সঙ্গে । সে  
 দ্বারে পালন করে দ্বারী হঞা রঞ্জে ॥ চারি দিকে ভিত  
 তার নগর লাজনি । চারিপিড়া আছে বৃক্ষ শাখা আচ্ছা-

দনি ॥ বিশাখার শিষ্যা মঞ্জুমুখী তাঁর নাম । সংস্কার করে  
 তেঁহো সেই কুঞ্জধাম ॥ রাধাকৃষ্ণ কেলি রস বন্যায়ে প্রাবিত  
 মদন সুখদা নাম নয়ন রঞ্জিত ॥ বিশাখা নন্দদা নাম কুঞ্জ  
 বিলক্ষণ । রাধাকৃষ্ণ লীলা ইহা হয় সর্বক্ষণ ॥ কুঞ্জ পুষ্পে চিত্রা  
 দেবীর মনোহর কুঞ্জ । কি কহিব সেই শোভা সর্বচিত্ত রঞ্জ  
 চিত্রবৃক্ষ চিত্রলতা চিত্র পুষ্পাশ্রয় । অন্তর বাহিরে তার বি-  
 চিত্র রতন ॥ চিত্রবর্ণ পক্ষীভৃঙ্গ কুটিমা অঙ্গন । বিচিত্র  
 মণ্ডপ চিত্র হিন্দোলিকাগণ ॥ কুণ্ডলয়িকোণ আছে ই-  
 ন্দুলেখার কুঞ্জ । অপূৰ্ণ তাহার শোভা সর্ব শুভ্র পুঞ্জ ॥  
 চন্দ্রকান্ত মণি আর স্ফটিকাঙ্গি মণি । কুটিমা চিত্রের স্থল  
 বিচিত্র মাজনি ॥ শ্বেত পদ্ম মল্লিকাঙ্গি কৈরবাদি কত ।  
 শ্বেতবৃক্ষ শ্বেতলতা পুষ্প পত্র যত ॥ শুক পিক ভ্রমরাদি  
 শ্বেতবর্ণ সব । যেহ পক্ষী জানা যায় শব্দ অনুভব ॥ পৌৰ-  
 ন্দ্রমাসী রাত্রে রাধাকৃষ্ণ সখী সনে । শুভ্রবেশ করি করে নানা  
 লীলা গণে ॥ ক্রীড়া কালে কেহ যদি যায় সেই স্থানে ।  
 চিন্তিতে না পারে সেই অত্যন্ত যতনে ॥ শুভ্র কেলি শয্যা  
 তাতে অতি মনোহর । <sup>পূর্ণ</sup>চন্দ্র কুঞ্জ নাম ইন্দু লেখা ঘর ॥  
 চম্পকলতার কুঞ্জ কুণ্ডের দক্ষিণে । হেমবর্ণময় সেই অতি  
 মনোরমে ॥ হেমবৃক্ষ হেমলতা পুষ্প হেমবর্ণ । হেমবর্ণ শুক  
 পিক ভ্রমরাদি পূর্ণ ॥ স্বর্ণের মণ্ডপ আর কুটিমা প্রাঙ্গন ।  
 স্বর্ণ নীল পরিচ্ছিন্ন হিন্দোলাঙ্গিগণ ॥ হেমবর্ণ বস্ত্র আর সু-  
 বর্ণ ভূষণ । হেমবর্ণ কুসুমাদি করিয়া লেপন ॥ গৌরাজীর  
 বেশ কৃষ্ণ করিয়া আপনে । প্রেম আলাপন শুনে সখীগণ  
 সনে ॥ জীবাকরি পদ্মাযাত্রা জটিল পাঠায় । একাসনে রাধা  
 কৃষ্ণ দেখিতে না পায় ॥ চম্পকা নন্দদা নাম কুঞ্জের সময় ।  
 চাঁপার কুঞ্জের মাঝে পাকশালা হয় ॥ ভোজন বেদিকা  
 তাহা আছে মনোহরে । নিজসখী সঙ্গে তেঁহো পাক কার্য  
 করে ॥ কদাচিত্ত কোন দিন কুঞ্জেতে ভোজন । করে কৃষ্ণ

রাধা সহ সজে সখীগণ ॥ রঙ্গদেবীর কুঞ্জ আছে কুণ্ডের নৈ-  
 শ্বতে । শ্যামবর্ণ কুঞ্জ রাধাকৃষ্ণ মনোনীতে । তমাল তরুতে  
 শ্যামলতার মাজনি । কুড়িমা চতুরে ভূমি ইন্দ্র নীলমণি ॥  
 মুখরাদি যান যদি কভু সেইখানে । চিনিতে না পারে রা-  
 ধাকৃষ্ণ একামনে ॥ রঙ্গদেবী সুখপ্রদ নাম হয় তার । নর  
 শ্যামময় কুঞ্জ নীলাম্বুজাকার ॥ তুঙ্গবিছা কুঞ্জ আছে কুণ্ডের  
 পশ্চিমে । রক্তবর্ণময় সব অতি মনোরমে ॥ রক্তবর্ণ  
 লতা পুষ্পাদিক যত । মণ্ডপ কুড়িমা রক্ত হিন্দোলাদি কত  
 বাহিরে ভিতরে যত অঙ্গনাদি করি । রক্তমণি রত্নে সব হুল  
 আছে তারি ॥ তুঙ্গবিছা নন্দদাখ্যা কুঞ্জ বিনক্ষণ । রাধাকৃষ্ণ  
 লীলা বেশ অরুণ বরণ ॥ সুদেবরী কুঞ্জ হয় বায়ব্য দিগে ॥  
 হরিদ্বর্ণ নর কুঞ্জ অতি সুশোভিত ॥ হরিদ্বল্লী বৃক্ষগণ পুষ্প  
 পত্র যত । হরিদ্বর্ণ পক্ষি আর ভ্রমরাদি কত ॥ হরিণ্যনি  
 ভূমি বাহু অন্তর চতুর ॥ রাধাকৃষ্ণ পাশা খেলা সে কুঞ্জ ভি-  
 তর ॥ সুদেবী সুখদা নাম কুঞ্জ মনোহর । সব হয় হরিদ্বর্ণ  
 পরম সুন্দর ॥ কুঞ্জ মধ্যে পুষ্পাদিগ চন্দ্রকান্তি মণি । আ-  
 শ্চর্য্য মন্দির আছে মোহর গঠনি ॥ নীলবর্ণ সে মন্দির উজ্জ্ব-  
 ল চিত্র সজ । তাহা দেখি মনে হয় নদীর তরঙ্গ ॥ মন্দির ভি-  
 তর সব মরুকতময় । মণি হংস পদ্ম চিত্র উপরে আছয় ।  
 বোল পত্র পদ্ম প্রায় সেইত আলয় । রাধাকৃষ্ণ ক্রীড়া করি  
 তাতে সুখী হয় ॥ উত্তরদিগাতে তার সেতু বন্ধ হয় । তাহা  
 জল জ্ঞান হয় এঁছে স্বচ্ছময় ॥ যৈছে হয় রাধাকৃষ্ণের পরম  
 প্রেমসী । তৈছেন মানেন কৃষ্ণ তাহার সরসি ॥ রাজি দিনে  
 প্রেমে কৃষ্ণ তাতে ক্রীড়া করে । এ কুণ্ড মহিমা কেবা বর্ণি-  
 বাক্যে পারে ॥ সে কুণ্ডে সকল তত্ত্ব জান করে যেই জন । তার কৃষ্ণ  
 প্রেম হয় রাধিকার সম ॥ অতএব কহিবারে কেপারে মহিমা  
 সহস্রযুগেতে যার দিতে নাহে সীমা ॥ কবে সুপ্রভাত হবে  
 পোহাইবে রাতি । নয়নে দেখিব কুণ্ড শোভা এই তাঁতি ॥  
 এইরূপে রাধাকৃষ্ণ দেখিয়া গোবিন্দ । বহু উল্লীপনা তৃষ্ণা বা-

তরে আনন্দ ॥ রাধিকার প্রাপ্তি লাগি উৎকণ্ঠা বাড়িল ।  
 ভ্রমেত উৎপেক্ষা বহু দেখিতে লাগিল ॥ চক্রবাক চক্রবাকী  
 মধ্য কুণ্ডে খেল । রাই কুচযুগ স্মৃতি তাতে করাইলে ॥ কুণ্ড  
 মধ্যে ফেণ মানে রাই মুক্তা হার । তরঙ্গ দেখেন যেন রমের  
 বিস্তার ॥ প্রিয়া বক্ষ সম কুণ্ড হৈলা কৃষ্ণ জ্ঞান । পদ্ম দেখি  
 রাধিকার মুখ পদ্ম ভান ॥ ভঙ্গ দেখি মনে করে অলকার  
 পাঁতি । খঞ্জন দোঁখিতে নেত্র খঞ্জনের তাঁতি ॥ হংস শব্দ মানে  
 প্রিয়া নূপুরের ধ্বনি । প্রিয়া কুণ্ড দেখি কৃষ্ণ প্রিয়া অনুমানি  
 শ্যামকুণ্ড কৃষ্ণ প্রেষ্ঠ সে কুণ্ডের কাছে । রক্তপদ্ম গণ তাতে  
 বহু ফুটিয়াছে ॥ যোন কৃষ্ণ বাহু মেলি প্রিয়া আলিঙ্গিতে । হস্ত  
 পদ্ম তোলে রাই নিবেধ করিতে ॥ হেম পদ্মগণ যেই সমীরে  
 চালায় । নীলপদ্ম তাহা মনে আসিয়া মিশায় ॥ হেম পদ্ম  
 উলটিতে পাড়ে ঝালি ষোড় । তাহা দেখি কৃষ্ণ মনে হইলা  
 বিভোর ॥ যেন কৃষ্ণ রাই মুখে বলে চুষ দিতে । কটাক্ষ ব-  
 ক্ততা মুখ যেন কৃষ্ণ চিত্তে ॥ ভঙ্গীর ঝঙ্কার যেন রাধিকা লীৎ-  
 কার । গল্লিধিক কুড়িমিত যতেক প্রকার ॥ এসব দেখিয়া  
 কৃষ্ণের উৎকণ্ঠা বাড়য় । মনে বিচারয়ে রাই সঙ্গ কৈছে হয়  
 দুই কুণ্ড দেখি কৃষ্ণ মনে বিচারয় । কুণ্ড নহে গোবর্দ্ধনের দুই  
 নেত্র হয় ॥ নীলপদ্ম গণ সদা পাবনে ঘুরায় । নেত্র তারাগণ  
 সদা যেন উলটায় ॥ আমাকে দেখিয়া গিরির প্রেম উথলিল  
 কুণ্ড জল ছলে এই অক্ষপাত হৈল ॥ সর্বাঙ্গ প্রণতি কিবা ক-  
 রিয়াছে মোরে । উদ্‌ঘূর্ণ বৈবশ্য চেষ্টা দেখিয়ে ইহারে ॥ এই  
 সব অনুমান করে কুণ্ড দেখি । রাধিকা প্রত্যঙ্গ বিনু নাই  
 দেখে আঁখি ॥ তবে কৃষ্ণ এইরূপ দেখে নিজ কুণ্ড । তাহা **কুণ্ড**  
 যে আছে এঁছে নন্দ সখা কুঞ্জ ॥ সুবল মধুমঙ্গল উজ্জ্বল অ-  
 ঙ্গনাগন্ধক কোকিল আর বিক্রাদিগণ ॥ দক্ষ সনন্দন আদি  
 যত সখাচর । নিজ নিজ নাম স্মরণ সখা কুঞ্জ হয় ॥ রাধিকা  
 ললীতা আদি যত সখীগণে । সব কুঞ্জ দিয়াছেন করিয়া  
 বণ্টনে ॥ শ্যামকুণ্ডের বায়ুকোণে সুবলের কুঞ্জ । মানস পা-

বন নাম ঘাট মনোরঞ্জন ॥ সে কুঞ্জ লইলা বাঁটি রাখা সুবদনী  
 প্রত্যহ আগ্রহে স্নান করেন আপনি ॥ কৃষ্ণ পদে জন্ম কুণ্ডের  
 সেই তুল্য মাধুরী । কৃষ্ণ স্পর্শ মুখ পায় তাতে স্নান করি  
 মধুমঙ্গলের কুঞ্জ কুণ্ডের উত্তরে । পরম সুন্দর কুঞ্জ ললিতাঙ্গী  
 কুণ্ডে ॥ উজ্জ্বলা নন্দদা কুঞ্জ কুণ্ডের দৈশানে । বিশাখাঙ্গী কৃত  
 কৈলা সে কুঞ্জ আপনে ॥ এই ক্রমে কুণ্ডের যত সখা কুঞ্জগণ  
 সব সখী নৈল তাহা বিভাগ কারণ ॥ শ্যামকুণ্ড পূর রাখা-  
 কুণ্ডের পশ্চিমে । দুই ঘাটে নর শিশু করে স্নান পানে ॥  
 লীলা অনুরুল জন সাধকাদিগণে । যে রূপ कहিল এই পায়  
 দরশনে ॥ অন্য লোকে ক্ষুরে এই সাধকের সম । এইত ক-  
 হিল দুই কুণ্ডের বর্ণন । অতঃপর বৃন্দাদেবী দেখি কৃষ্ণচন্দ্র  
 দুই পুষ্প আনি দিলা পাইঞ আনন্দ ॥ তবে বৃন্দাদেবী  
 নিজ কৌশলহানি যত কৃষ্ণকে দেখায় কুঞ্জ সামগ্র্যাди কত  
 সামগ্রী দেখিয়া রাই স্মৃতি করাইল । কুণ্ডের দৈশান কুণ্ডে  
 কৃষ্ণ লঞা গেল ॥ মদনানন্দদা নাম বিশাখার কুঞ্জ । পুষ্প-  
 ময় সব স্থল ভ্রমরাদি গুঞ্জ ॥ কৃষ্ণ মনে হৃষ্ট হৈলা সে কুঞ্জ  
 দেখিয়া । রহিলা কর্তব্য লীলা সংকল্প করিয়া ॥ বিশাখার  
 শিষ্যা মঞ্জুমুখী বৃন্দা সনোকরিয়াজে বহু বিধি সামগ্রী সা-  
 ধনে ॥ তাহাদেখি কৃষ্ণচন্দ্র উৎকণ্ঠিত হৈলা । বৃন্দাদেবী  
 প্রতি কিছুর কহিতে লাগিল ॥ ভাগ্যে যদি <sup>দেখি</sup> আইসে  
 বিঘ্ন বিনে । তবে সে সাফল্য কুঞ্জ সামগ্র্যাदिগণে । তুলসী  
 দেখিয়া গেল শৈব্যা মোর কাছে । শুনিয়া রাধিকা এথা  
 না আইসে পাছে ॥ অতএব কেহ যাঞ কহয়ে তাঁহারে ।  
 শৈব্যা এথা নাই আমি আছি একেশ্বরে ॥ ধনিষ্ঠা তৎকাল  
 তুমি করহ গমনে । আমার অবস্থা এই কহ তার স্থানে ॥  
 যাতে হৈতে কন্দর্পের উদ্দীপন হয় । যাতে হৈতে মনে  
 অতি লালসা বাড়য় ॥ প্রণয়ে ব্যাকুল করি হৃদ্য বাড়াইয়ানি  
 নীত্রে এথা আন রাই বিলয় ত্যজিয়া । বৃন্দা তুমি এক সখী  
 রাখ গোষ্ঠ পথোকোনসখা আইসে পাছে মোচর অনেঘিতে



তবে তাঁরে প্রতারণা করিয়া ফিরায় । এই কার্য্য কর ভূমি  
বড়ই স্বরায় ॥ গৌরী কুণ্ড পথে রাখ সখী এক আর । শৈব্যা  
আদি আইলে করে বঞ্চনা প্রকার ॥ পঞ্চ রত্না ফলে মধুম-  
জলের আঁখি । রন্দাকে কহেন কৃষ্ণ তার লোভ দেখি ॥ ব-  
টুর উদর ভর পঞ্চ রত্না ফলে । এত শূনি বটু কিছু হাসি  
কৃষ্ণে বোলে ॥ রন্দার কি দায় তোমার আজ্ঞা প্রমাণ ।  
এত কহি থায় রত্না যত মনোমান ॥ যথা যথা কহে কৃষ্ণ সখী  
নিয়োজিতে । তথা তথা রন্দাদেবী লাগে পাঠাইতে ॥ তা  
সবা পাঠাঞ কৃষ্ণ রহে উৎকর্থাতে । নেত্র আরোপিয়া রহে  
রাধিকার পথে ॥ হাত্ত সহ মুখ পদ্ম দেখিতে তাহার । কৃষ্ণ  
চিত্ত উৎকর্থাতে ভরিল অপার ॥ শতেক জলধি প্রায় গভী-  
রতা যার । সে কৃষ্ণ অধৈর্য্য ক্ষণে লক্ষ যুগাকার ॥ এইত  
বিচিত্র নহে প্রণয় স্বভাব । সহজেই এই মত অন্যোন্মিতে  
ভাব ॥ এইত কহিল রাধাকুণ্ডের বর্ণন । সৎক্ষেপ করিয়া  
কৈল দিগ দরশন ॥ গোবিন্দ লীলামৃতে আছে এসব বর্ণন  
প্রাকৃত বুঝিতে কিছু কহিল কখন ॥ এই কথা যেই শুনে  
সেই তাহা পায় । চিন্তে বৈসে রাধাকৃষ্ণ পাবার উপায় ॥  
এইত পূর্বাঙ্ক লীলা কৃষ্ণের কহিল । মহাজন মুখে কথা যে-  
মত শুনিল ॥ গোবিন্দ চরিতামৃত সদা যেই শুনে । তাহার  
চরণ ধূয়া মুই কর পানে ॥ রাধাকৃষ্ণ পাদপদ্ম সেবা অভি-  
লাষে । এ যত্ননন্দন কহে পূর্বাঙ্ক বিলাসে ॥

ইতি শ্রীগোবিন্দ লীলামৃতে শ্রীরাধাকুণ্ড বর্ণনো  
নাম সপ্তমঃ সর্গ ॥ ৭ ॥

মধ্যাঙ্ক হনোন্ম্যন্য সঙ্কোদিত বিবিধ বিকারাদিভূষা  
প্রমুখৌ, বামোন্ম্যৎ কণ্ঠাতিলোলৌ স্মরমথলি-

তাঁতালি নন্দাপ্রসাদে । দোলারণ্যায়, বংশীহৃদিত  
রতি মধুপানার্ক পূজাদিলীলো, রাধাকৃষ্ণে স-  
হৃদে পারিজননির্ভয়ে সেব্যমানো স্মরাম ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য প্রভু করুণা সাগর । জয় রূপ সনাতন  
এ দিন বৎসল ॥ জয় রঘুনাথ ভট্ট রঘুনাথ দাস । জয় শ্রীগো-  
পাল ভট্ট কৃষ্ণ প্রেমোন্মাদ ॥ জয় জয় শ্রীজীব গোদামী  
দয়াল । জয় জয় ব্রজবাসী ভকত রসাল ॥ এবে কহি কৃ-  
ষ্ণের মধ্যাহ্ন লীলাগণ । বাহা শুনি সুখী হয় প্রেমী ভজগণ  
মধ্যাহ্ন লীলার কথা বাছল্য বিস্তার । সংক্ষেপে কহিয়া  
বুঝি আপন অন্তর ॥ তথা শ্রীরাধিকা চিও কৃষ্ণের বিচ্ছেদে  
উৎকণ্ঠাতে সর্ষোল্লসিত করে বহু খেদে ॥ বিশাখাকে কহে  
ধনী সেই সব কথা । প্রথম ইন্দ্রিয় চেঁচা হঞা আছে স্থখা ॥

যথারাগঃ । সৌন্দর্য্য অমৃত সিন্ধু, তাহার তরঙ্গ বিন্দু,  
তরুণীর চিত্তাঙ্গি ডুবায় । কৃষ্ণের মন নন্দ কথ্য, মধু সুধাময়  
গাথা, তরুণীর কর্ণানন্দ ময় ॥ সখী হে কহ এবি কি করি  
উপায় । কৃষ্ণের মাধুরী ছান্দে, সর্ষোল্লসিত গণ বাক্সে, বলে  
পাশোল্লসিত আকর্ষয় ॥ ক্র ॥ কোটি চন্দ্র সুশীতল, অঙ্গ ক্রিতি  
তাপ হর, গন্ধ সুধা জগৎপ্রাবিত । অধর অমৃতসার, কি ক-  
হিব সখী আর, বিচারিতে সব বিপরীত ॥ নবীন জলদ  
দ্রুতি, বসন বিজুলি ভাঁতি, ত্রিভঙ্গি বন্যবৈশ তায় । মুখ  
পদ্ম জিনি চান্দ, নয়ন কমল ছান্দ, মোর নেত্র সেই আক-  
র্ষয় ॥ মেঘ জিনি কণ্ঠ ধ্বনি, নূপুর কিঙ্কণী গণি, মুরলী মধুর  
ধ্বনি তায় । সনন্দ বচন ভাঁতি, রমাদির মোহে মতি, কর্ণ  
স্পৃহা তাহাতে বাঢ়ায় ॥ কৃষ্ণের অঙ্গের গন্ধ, মৃগমদ করে  
অঙ্গ, কুসুম চন্দন দিল তায় । অগুরু কপূর তাতে, বা-  
হাতে যুবতী মাতে, মোর নাসা সেই আকর্ষয় ॥ বক্ষস্থল  
পারিশর, ইন্দ্র নীলমণি বর, কপাট জিনিয়া তার শোভা ।  
সুবাহু অর্গল ছন্দ, কোটীন্দ্র শীতল অঙ্গ, আকর্ষয়ে সেই  
বক্ষ লোভা ॥ কৃষ্ণের অমৃতময়, যার হয় ভাগ্যোদয়, তার

বুল সেই জন পায় । কৃষ্ণ চব্য পান শেষ, জিনিয়া  
অমৃত দেশ, জিহ্বা মোর সেই আকর্ষয় ॥ রাধার উৎকণ্ঠা  
বাণী, বিশাখিকা তাহা শুনি, কৃষ্ণে সঙ্গ উপায় চিন্তিতে ।  
হেন কালে শুন কথা, তুলসী আইলা তথা, গন্ধ পুষ্প গু-  
ঞ্জার সহিতে ॥ কৃষ্ণ মাল্য পুষ্প লঞা, তুলসী আনন্দ  
পাঞা, আইলা অতি ত্বরিত গমনে । তারে প্রফুল্লিত দেখি,  
রাই মনে হৈলা মুখি, কহে দাস এ যত্ননন্দনে ॥

তুলসী আনিয়া কহে সব বিবরণ । শুনিতাই রাই হৈলা  
মহার্ষ মন ॥ ললিতার হাতে দিলা পুষ্প গুঞ্জহার । তাহা  
পায়ে তেহোঁ হৈলা প্রফুল্ল অপার ॥ ধনী কণ্ঠে গুঞ্জামালা  
সমর্পি লগিতা । চম্পক যুগল দুই কর্ণাবতংসিতা ॥ কৃষ্ণাঙ্গ  
মৌরভ্যাগণ লাগিয়াছে তাতে । তার স্পর্শ রাধিকাজ তেল  
পুলকিতে ॥ প্রফুল্ল সরোজ নেত্র সরসহইলা । যেনকৃষ্ণ সর্ব  
অঙ্গ পরশা পাইলা ॥ সর্বাঙ্গকাঁপয়ে ধনী আনন্দ হিল্লোলে  
গন্ত কামা হয়ে রাই রহে নিজ স্থলে । ধীরতা বাসতা সখী  
মুগ্ধবুদ্ধি দিলা । তেই সে কারণে ধৈর্য্য হইয়া রহিলা ॥ ত-  
বেত তুলসী আনি কহে ভঙ্গি কথা । শৈব্য বাক্য জালে  
বদ্ধ কৃষ্ণসার তথা ॥ চন্দ্রাবলী সখী অকু বদ্ধ কৃষ্ণ করি । উ-  
দ্ধার করিতে যুক্ত ব্যাজ পরিহারি ॥ তথাপি হঠাৎ কর্ম  
কভু না করিবে । তবেষদি কর তবে অনর্থ হইবে ॥ পণ্ডিত  
যে হয় কর্মে বিচার করয় । তবে সে সে সব কর্মে ভাল  
ফল হয় ॥ ললিতা কহেন ভাল কহিলা তুলসী । কৃষ্ণের নি-  
কটে যবে শৈবা থাকে আনি ॥ সঙ্কেত ভবনে কৃষ্ণ না থা-  
কয়ে যবে । আচার ঘরের মান্য হানি হবে তবে ॥ ইহা  
শুনি নিতম্বিনী উৎকণ্ঠিত মূর্তি । অন্তরে হইলা কৃষ্ণ দুঃখ-  
ভতা ক্ষুণ্ণ ॥ শাশুড়ী ননদী আদি সদা দ্বেষ করে । পতি  
কটুবাণী কহে অত্যন্ত প্রথরে ॥ পদ্মা আদি বৈরিগণ অতি  
বলবান । গোধন সখাতে ব্যাপ্ত সব বন্দাবন ॥ ~~বায়ু~~ কৈছে  
কৃষ্ণ মিলন দিবসে । এত অনুমানি ধনী ছাড়েন নিশ্বাসে

হাহা দুই বিধি আর কি বলিব তোরে । তুল্লভ করিলে কৃষ্ণ  
 দুঃখ দিতে মোরে ॥ একপ রাধিকা চেঁচা ব্যাকুল মানসে ।  
 এই কালে সুকুশল দেখিলা হরিষে ॥ বাহিরে দৈবজ্ঞ কহে  
 রূপ আজি মূলভ । কেছপ্রতি কহে রাই মুখ অনুভব ॥ বাম  
 স্তন উরু বাহু নয়ন নাচয় । দেখি সুধামুখী মনে আনন্দ বা  
 ড়য় । যতাপি আপন অঙ্গে মঙ্গল দেখিল । বাহিরে মঙ্গল  
 কথা সকল শুনিল ॥ তথাপিও নহে কৃষ্ণ প্রাপ্তির প্রতীতে  
 প্রণয়ে অনিষ্ট চিন্তা হইয়াছে চিন্তে ॥ কৃষ্ণ বার্তা প্রাপ্তি  
 হৃদয় যবে হৈল তারে । ধনিষ্ঠিকা সেই স্থানে আইলা সেই  
 কালে ॥ কৃষ্ণের প্রেরিতা ইহো জানিল রাধিকা । হর্ষআদি  
 ভাবে অঙ্গ তরিল অধিকা ॥ কৃষ্ণ বার্তা শুনিবারে ব্যাকুল  
 আছয় । ছল করি পুছে তারে হর্ষানন্দময় ॥ রাধিকা পু-  
 ছেন সখী আইলা কোথা হৈতে । ধনিষ্ঠিকা কহেন শ্রীরূপ  
 বন হইতে ॥ সুধামুখী কহে গিরোমাধব সুসমা । কেমন  
 দেখিলা তার কহত মহিমা ॥ গোবিন্দশ্রেষ্ঠ ধরাধর কেমন  
 দেখিলা । যাহা হৈতে ব্রজজন ধন রক্ষা পাইলা ॥ দুই প্রশ্ন  
 কৈলা যুব রাধাসুন্দরী । ধনিষ্ঠিকা কহে তারে তৈছে ছল  
 বাণী ॥ বনমালা গন্ধে সব অলিরূপ ধার । তিলক কপালে  
 শোভা মনোহর তার ॥ যুবতী জনের মনে কাম বৃদ্ধি করে  
 এইমত পূর্ণ উৎকর্ষিত হৈতে ॥ নাথকৈ শোভাগণ এই  
 মত হয় । বর্ণনা করয়ে তাহা হেন কে আছয় । ধরাধর সীত  
 চর রচিয়াছে ভাল । চিত্ত আকর্ষণ বেণু ধ্বনি সুবিশাল ॥  
 মেঘ হৈতে ধেনু তয় সব দূর কৈল । সখা ধেনু শব্দ মঙ্গল এ-  
 কত্র মিলিল ॥ এইমত গোবর্দ্ধন ধরের সুসমা । কে কহিতে  
 পারে যেই তাহার উপমা ॥ ধনিষ্ঠার বাক্য ভঞ্জন মধু পান  
 হৈতে । রাধিকার চিত্ত বিস্ত হৈল উৎসাহে ॥ ব্যক্ত কথা  
 শুনিবারে উৎকর্ষিত বাড়িল । তবে ক্রমে ব্যক্ত কথা পুছিতে  
 লাগিল ॥ সুধামুখী কহে কোথা করিবে গমন । ধনিষ্ঠা  
 কহয়ে প্রায় এথা আগমন ॥ রাই কহে কি কারণে কহ সু-

নিশ্চয় । তেহোঁ কহে সমাচার কোন এক হয় ॥ রাই কহে  
 সমাচার কহবা কাহার । তেহোঁ কহে কহিয়াছে ব্রজেন্দ্র  
 কুমার ॥ রাই কহে কি কহিলা কহত নিশ্চয় । তেহোঁ কহে  
 কামবৈরী বাণ বরিষয় । কৃষ্ণের সহায় হীন সঙ্গে মাত্র ছায়া  
 ধনুকাণ নাই তাতে যুক্ত সব কায়া ॥ তাহার সহিত বহু সা  
 মন্ত আইলা । ফুলি ধনু নিজ করে আপনে ধরিল ॥ কৃষ্ণ  
 রূপ মদনের কৈল পরাজয় । তে কারণে ক্রোধ তার হৈল  
 অতিশয় ॥ সঙ্গে ভৃঙ্গ পিক আর বসন্ত বাতাস । তোমার  
 কুণ্ডের বন বেড়িল চৌপাশ ॥ এই সব সেনা লয়ে কৃষ্ণ বিদ্র  
 করে । শাহা লাগি তুরা সঙ্গ সদা বাঁচি ধরে ॥ তোমা সব  
 রক্ষা তেহো অনেক করিলা । দৈব বলে এইবার শঙ্কটে  
 পড়িলা ॥ তোমার সঙ্গতি মাত্র তারণ তাহার । অন্তএ  
 তারণ কর তাহার তৎকাল ॥ না করিলে কৃতঘ্নতা তোমার  
 হইবে । পুনর্বার সে শঙ্কটে আপনে পড়িবে ॥ মদনমো  
 হন করি যদি বল তাঁরে । তোমাবিনু মদনেরে জিনিবারে  
 নারে ॥ কৃষ্ণরূপে জগমন মোহন করয় । আপনে মদন  
 স্থানে বিমোহন হয় ॥ তোমার সহিতে যবে সঙ্গ হবে তার  
 তবে সে মদনে মুচ্ছা পাবে করিবার ॥ প্রফুল্ল কুমুম কুঞ্জে  
 বসিয়া আছরে । ভৃঙ্গ পিক সব তারা মুগ্ধনি করয়ে । হৃদয়ে  
 মল্লম্প মাত্র নানা লীলা করে । বসিয়াছে পদ্মতম্প মুগন্ধি  
 উপরে ॥ কহয়ে তোমার কথা কৃষ্ণ বলবান । কন্দর্প  
 মদনে তাঁর ধৈর্য কৈল আন ॥ নবীন জলদ ত্যক্তি কনক ব  
 সন । মকর কুণ্ডল কানে কমল বয়ান ॥ চন্দন চর্চিত অ  
 শ্রীপদ্ম নয়ন । স্বর্ণ যুথি মালা গলে ত্রিভঙ্গিম ঠাম ॥ চূড়া  
 উপরে শিখীপিচ্ছ তাল সাজে । এইরূপে বসিয়াছে কৃষ্ণ  
 কুঞ্জ মাঝে ॥ শ্রীঅঙ্গ তারুণ্য লক্ষ্মী অমৃত সাগর । সে অ  
 সৌন্দর্য্য জল অতি নোহর ॥ অঙ্গের লাবণ্য হেন সমু  
 তরঙ্গ । কন্দর্প ভালের ভূমি আছে কত ভঙ্গ ॥ বংশীধ্বা  
 বায় তাতে অত্যন্ত শ্রবল । যুবতীর চিত্ত বিত্ত করয়ে তর

তরুণীর চিত্ত নেত্র হণ ডুবাইল । ডুবিয়া রহিল তাতে উ-  
 ঠিতে নারিল ॥ হেন কৃষ্ণ মনমথ বাণে বিদ্ধ করে । কুয়া  
 পথ নিরীথরে কাতর অন্তরে ॥ বিদগ্ধ শেখর কৃষ্ণ ভূমি বৈদ  
 গদী । কৃষ্ণ নবযুবা ভূমি তরুণ অবধি ॥ তোমার লাগিয়া  
 কৃষ্ণ ভষিত অন্তরে । কৃষ্ণ লাগি কুয়া ভষি বুঝি যে বিচারে  
 কৃষ্ণের সুবেশ অঙ্গ মাধুর্য্যের মীমা । ভূমিহ সুবেশ তঙ্গী  
 রূপ অনুপমা ॥ অতএব তার স্থানে তৎকাল চলহ । তারে  
 সমর্পিয়া বেশ সাফল্য করহ ॥ প্রেমোদ্ভূত কৃষ্ণচন্দ্র স্মরা-  
 ক্রান্ত মন । স্বেচ্ছান্ত করিল চিত্ত তোহে সমর্পণ ॥ নিজ চিত্ত  
 রাখে তেহৌ তোমার আশ্রয়ে । নিবে দিল এই তার যত  
 দশা হয়ে ॥ ধনিষ্ঠা বচনামৃত রাই কৈলা পান । উৎসুক্য  
 জড়তা ভেল চিত্তের পয়ান ॥ সর্ব ভাব প্রকট হইল প্রতি  
 অঙ্গে । ভাব স্বরূপিণী ধনী বিভাব তরঙ্গে ॥ গমন ত্রিভা  
 ভেল যবে নিতম্বিনী ॥ কুন্দলতা আসিতারে কহে মধুবাণী  
 সূর্য্য পূজা ছলে বহু ত্বরা প্রকাশিয়া । উঠাইলা রাই করে  
 যতনে ধরিয়া ॥ কুন্দলতা হস্ত রাই বাম হস্তে ধরে । দক্ষিণ  
 হস্তেতে নিলা কমল যে করে ॥ তুলসী ধনিষ্ঠা আগে বি-  
 শাখিকা পাশে । ললিতান্য পাশে আর সখী চারিপাশে  
 চলিলা সূন্দরী কৃষ্ণ দরশন আশে । মিজ সম সখী সঙ্গে গ  
 মন হরিবে ॥ রাধা কৃষ্ণ পাদপদ্ম সেবন কারণে । দাসীগণ  
 লয়ে বহু সেবোপকরণে ॥ শ্রীরূপ মুঞ্জর সঙ্গে বহু দাসীগণ  
 তা সবার হাতে সূর্য্য পূজোপকরণ ॥ ব্রজের বাহির হৈতে  
 মঙ্গল দেখিলা । কৃষ্ণ পাব করি মনে আনন্দ বাড়িলা ॥  
 রাধি পাত্র লয়ে এক সূন্দরী যুবতী । ধেনু বৎন এক ঠাগ্রি  
 দখে শুদ্ধমতি ॥ চাষপক্ষী দ্বিজ আর নকুলাদিগণ । মৃগা  
 লি হুয দেখি আনন্দিত মন । নদী মধ্যে পদ্ম তাতে ভ্রম  
 ার পাঁতি । খঞ্জম যুগল নাচে তাতে মদে মাতি ॥ দে-  
 খেতে কৃষ্ণের মুখপদ্ম স্মৃতি হৈল । মুখ নেত্র অলকাদি ক-  
 ায়া মানিল ॥ মঙ্গল শকুনগণ এমতি দেখিয়া । বিবিধ কু

টিল হাথ উল্লাসিত হয়্যা । সহচরী সঙ্কেচলে গজেন্দ্রশমনী  
কানন নিকটে গেলা সূচন্দ্রবদনী । মখীগণ কহে দেখ ব-  
নের মাধুরী । মাধুরীর শোভা আছে পরবেশ করি ॥ রক্ত  
লতা প্রফুল্লিত সৌরভ পুরিত । চটকের ধ্বনি অলি পিক  
গায় গীত ॥ শ্যামলতাজ্জ্বল আর তিলক বিকাশ । বিশাখা  
অঙ্কন হলি প্রিয় পরকাশ । শিখীদল শ্রেণীভূষা চম্পক  
কেশর । কাঞ্চন বিক্রমমালা অতি মনোহর ॥ তমালের কা  
ন্তিগণ দেখিতে সুন্দর । গুঞ্জাপুষ্প বিরাজিত ছায়া অমহর ॥  
বেণুধ্বনি মনোহর চন্দ্রনাদিগণ । মন্থথ শঙ্কুল নব বয়স ল-  
ক্ষণ ॥ দেখ লখী বন নতে কৃষ্ণ তনুসম । অতএব কহি নহে  
অতি অনুপম ॥ যেখানে দেখে সূচন্দ্রবদনী । সেখানেই  
সব কৃষ্ণ তনুমানি ॥ সেখানেই হৃদি বিক্রে মনোরথে । সে  
বাণে বিহ্বল হয়ে চলে সেই পথে ॥ রাই মখীগণ সহ ঐছন  
বেষ্টিত । তৈতেন দেখিয়ে বন শোভায়ে রচিত ॥ প্রফুল্ল সহ  
চরী সহ অলি বনমালা । বিশাখাদি করে ছায়া মদন আ-  
কুল ॥ প্রফুল্ল মঞ্জুল সব স্বরূপ শোভিতা । সূনীতল কুঞ্জ  
কৃষ্ণ ইন্দ্রিয় ভর্ণিত ॥ সুরয় সুসমা পূর্ব বৈকল্য বাসকা ।  
সব বন শোভা বেন সুখী রাখিকা ॥ বন দেখি রাই মনে স  
ন্দেহ জন্মিল । বিচার করিতে অতি চিন্তিত হইলা ॥ যুথে  
স্বরী বন্দা মখী সঙ্কেত করিয়া । কৃষ্ণের উদ্দেশ করে বনে  
প্রবেশিয়া ॥ সবাই নিপুনা কেন কৃষ্ণনা পাইবে । রসলোভি  
কৃষ্ণ পাইলে কেন বা ছাড়িবে ॥ এইকালে পথে দেখে  
মৃগ আর শিখী । কৃষ্ণ মৃগী শিখী বুদ্ধি হৈলা তাহা দেখি ॥  
তমাল রক্তের মূলে সুবর্ণের চারা । হেমযুথি লতা তাহা বে  
ড়িয়া উঠিলা ॥ শাখা অগ্রভাগে নাচে বহু শিখীগণ । দেখি  
বিচিকীর্ষা হৈলা রাখিকার মন ॥ প্রেম ঈর্ষা মর্পে আসি  
করিলা দংশন । নষ্ট হৈল যত যত বুদ্ধি বিচক্ষণ ॥ ভ্রতজি  
করিয়া দেখে অতি রোষচিহ্নে । ধনিষ্ঠাকে নিভস্বিনী লা-  
গিলা কহিতে ॥ কি দেখিয়ে ধনিষ্ঠীকা সন্মুখে আগার ।

তেহো কহে কোথা কিবা দেখ ভূমি আর ॥ রাই কহে দেখ  
 আগে কি কহিব আমি । তেহো কহে বন মাত্র এই সত্য  
 জানি ॥ রাই কহে তবে এই সন্মুখে কি হয়ে । তেহো কহে  
 বন বিনু অন্য কিছু নহে । রাই কহে ধূর্তে নেত্র মিলিয়া না  
 চাও । অপূর্ব শঠেন্দ্র নৃত্য দেখিতে না পাও ॥ লসিতা প্র-  
 ভৃতি গণে কহে তবে রাখা । বিরস বদনে কহে পাঞা যেন  
 রাখা ॥ কৃষ্ণ নট নটী সঙ্গে দেখ সখীগণ । ধনিষ্ঠা আনিলা  
 যাহা দর্শন কারণ ॥ রাত চোর কৃষ্ণ তার দূতী ধনিষ্ঠীকা ।  
 এই সব দেখাইয়া সুখী কৈলাধিকা । রক্ষের মুরঙ্গ দেখ র-  
 জিনী ছাড়িয়া । বিলাস করিছে অন্য হারিণী লইয়া ॥ আ-  
 মারে দেখিয়া তারে ত্যাগ নাহি করে । শঠ সঙ্গে সঙ্গী হঞা  
 শঠতা আচারে ॥ কৃষ্ণের ময়ূর দেখ তাণ্ডবী ধূমতা । আ-  
 মার সঙ্গিনী সখী ত্যজিয়া সৰ্বথা ॥ অন্য ময়ূরীর মনে বি-  
 লাস করয়ে । আমারে দেখিছে তবু তারে না ছাড়য়ে । এই  
 সব কথা শুনি হাসে ধনিষ্ঠীকা । কহয়ে তোমার নাট দে-  
 খিল অধিকা ॥ যে সব শুনিল এই তুরা নাট কথা । শুনিল  
 সব সখী সুখ পাইলা সৰ্বথা ॥ রক্ষের নিকটে সব কহিব  
 যাইঞা । অতি সুখী হবে তেহো এ নাট শুনিয়া । গুণজ্ঞ নি-  
 কটে যদি গুণ কথা হয় । শুনিতৈ তার চিত্তে সুখ উপজয়  
 যেখানে অবস্থ্য রাগ তার এই রীতি । মূলভ হইলে কৃষ্ণ দু-  
 ল্লভতা স্মৃতি ॥ কৃষ্ণ প্রাপ্তি সৰ্ব রাই দুল্লভ মানয়ে । নানা  
 বিধ বিঘ্ন শঙ্কা মনে উপজয়ে । সখী বন্দ মুখে হাস্য দেখি  
 সুবদনী । সবিস্ময় হঞা মনে তবে অনুমানি ॥ পুনরবার  
 দেখে ধনী তরু সঙ্গে লতা । তাহাতে হইলা রাই অতি মল-  
 জ্জিতা ॥ এইরূপে কৃষ্ণ সঙ্গ লাগি ধনী । প্রেমত উ-  
 ন্মত্তা মনে নানা ভ্রম মানি ॥ বন্দাবন দেখি কৃষ্ণ মাধুর্য্য  
 লালসা উদ্দীপনাগণ বহু বাড়াইল আশা ॥ এইরূপে গেলা  
 রাই সূর্য্যের ভবন । কামরূপ বাটী নাম কুঞ্জবিলক্ষণ ॥ পুষ্পময়  
 কুঞ্জ তাতে আছে সূর্য্যমুখি । তথা যাই কৈলা ধনী তাহাকে



প্রণতি ॥ বন্ধাঞ্জলি হঞ বর মাগেন তাহারে । নির্ঝিঘে  
কৃষ্ণচন্দ্র সঙ্গ হউক মোরে ॥ প্রাতিমা দেখিল অতি প্রফুল্ল  
বদন । তাহা দেখি হৈল রাই প্রফুল্লিত মন ॥ পুনঃ তাঁরে  
প্রণাম করিয়া চলে ধনী । পূজার সামগ্রী সঙ্গে রাখে কত  
জানি ॥ ললিতার আঞ্জা পাঞ দাসীরা রহিল । তবে সব  
সখী সঙ্গে কুঞ্জে প্রবেশিল ॥ কৃষ্ণ সৌরভে পূর্ণ হৈল  
সেই স্থল । যুগ মদ সহ যৈছে নীল উৎপল ॥ সে গন্ধ পা-  
ইয়া রাই আপনা পাসরে । উনমত্ত ভঙ্গ প্রায় ইতস্তত চলে  
ওথা কৃষ্ণ রাধিকাজ সৌরভ্য পাইলা । কামীর অম্বুজ লিপ্ত  
সুগন্ধি ভরিলা ॥ সখী বনময় গন্ধে ব্যাপ্ত হঞ রহে । গো-  
বিন্দ নামার ঘূণা তাতে নীত্ৰ হয়ে ॥ পুনঃ ভরিলা অঙ্গ  
জড়তা হইলা । রাই আগমন জানি রন্দা পাঠাইলা ॥ র-  
ন্দাদেবী আইলা যদি রাইর নিকটে । নবাখ্যা কুঞ্জ রাজ-  
ধাম নবতটে ॥ রন্দাকে দেখিয়া রাই মহোৎসুকা হৈলা ।  
স্বঅভীষ্ট সিদ্ধি স্মৃতি তাহারে দেখিল ॥ কৃষ্ণোত্তম ইন্দী-  
বর যুগল আনিয়া রাই হস্তে দিল রন্দা আনন্দ পাইয়া ॥  
কৃষ্ণ অঙ্গ সঙ্গ গন্ধ তাহাতে লাগিল । তাহার পরনে কৃষ্ণ  
পরস জাগিল ॥ তাহাতে উদ্ভব হৈল যত ভাবগণ । যত  
করি রাই তাহা কৈল আরণ ॥ রন্দাদেবী দেখি পুছে তবে  
সুনয়নী । সংলাপ আখ্যান এই শাস্ত্রেত বাখানি ॥ রাই  
কহে রন্দা তুমি আইলা কোথা হৈতে । রন্দা কহে কৃষ্ণ  
পাদ নিকট হইতে ॥ সুখামুখী কহে তেঁহো আছে কোন  
স্থানে । তেঁহো কহে বসিয়াছে ভূয়া কুণ্ডবনে । নিভম্বিনী  
কহে তেঁহো কি কৰ্ম করয় । তেঁহো কহে নৃত্য শিক্ষা আ-  
বেশে রহয় ॥ রাই কহে গুরু কেবা করাইছে শিক্ষা । তেঁহো  
কহে দশদিকে ভূয়া মূর্তি দীক্ষা ॥ তরলতা আগে২ নটী  
হঞ নাচে । কৃষ্ণচন্দ্র নাচি ফিরে তাঁর পাছে২ ॥ রাই  
কহে রন্দা তুমি না জান বিশেষ । চন্দ্রাবলী লাগি তার

এতেক আবেশ ॥ শৈব্যা বায়ু পদ্মাসখী গন্ধ আনি দিল ।  
 সেই গন্ধে কৃষ্ণ ভূঙ্গ উন্মত্ত হইল ॥ বৃন্দা কহে সত্য রাধে  
 যে কহিলা তুমি ॥ ভাহার বিশেষ শুন যে কহিয়ে আমি ॥  
 কৃষ্ণবাণী বন্ধুনা বায়ু শৈব্যা উড়াইলা ॥ চন্দ্রাবলী সহ গৌরী  
 তীর্থে লঞা গেল ॥ তবে সুধামুখী কহে কি কায সে কথা  
 স্নানার্থ যাইব শ্যামকুণ্ড আছে যথা ॥ পাতাল গঙ্গার জলে  
 স্নানাদি করিয়া ॥ বৃন্দা আজ্ঞা মিজ পূজা করিব যাইয়া ॥  
 পূজা করি নীত্ৰ নিজ গৃহে যাইতে চাই ॥ তবে বৃন্দা  
 দেবী প্রতি পুনঃ পুছে রাই ॥ বৃন্দা তুমি কোথা যাবে বল  
 সুনিশ্চয় ॥ বৃন্দা কহে তুয়া পাদপদ্ম যে আশ্রয় ॥ নিত্যদিনী  
 কহে কিবা আছে প্রয়োজন ॥ বৃন্দা কহে কহি তুয়া রাজ্য  
 বিবরণ ॥ রাই কহে কহ শুনি কেমন বৃন্দান্তান্ত ॥ বৃন্দা কহে  
 শ্রীমাধব শোভাতে নিতান্ত ॥ বৃন্দাবন বাঞ্ছে তুয়া রূপাবল  
 কন ॥ এই সব সমাচার কৈনু নিবেদন ॥ শুনি কহে কুন্দ-  
 লতা প্রগলভচরিতা ॥ নিজকুট দৌত্য বৃন্দা যুচাই সর্বথা  
 জটিল আমাকে রাই কৈলা সমর্পণ ॥ সূর্য্য পূজিবারে যাব  
 সূর্য্যের তবন ॥ পাতাল গঙ্গার জলে স্নান করাইয়া ॥ সূর্য্য-  
**দেবী** যাব ইহা নিভুতে লইয়া ॥ কৃষ্ণগন্ধ যাহা আছে তাঁহা  
 না যাইব ॥ জটিলার আজ্ঞা আমি যতনে পালিব ॥ মানস  
 গঙ্গাতে আঁজি না যাব সর্বথা ॥ সখা সঙ্গে খেনু লয়ে কৃষ্ণ  
 আছে তথা ॥ বৃন্দা কহে শুন কুন্দলতা নাই ভয় ॥ কৃষ্ণচিহ্ন  
 গঙ্গায় কভু নহেত নিশ্চয় ॥ উপায় সুন্দর কহি শুন মন  
 দিয়া ॥ কৃষ্ণ নাই দেখে আর স্নান কর গিয়া ॥ রাই কুণ্ডে  
 আছে কৃষ্ণ মদন কদনে ॥ বসিয়া রহিয়াছেন সমাধি নয়নে  
 বাসন্তীর বন পথে তোমরা যাইয়া ॥ পরম পবিত্র তীর্থে  
 স্নান কর গিয়া ॥ সঙ্কথায় তথা কৃষ্ণ দেখিতে না পাবে ॥  
 স্নানকরি তবে সূর্য্য বেদিকে আসিবে ॥ শুনিয়া ললিতাকহে  
 শুন কুন্দলতা ॥ তোমার দেবীর কৃষ্ণ কর কেন চিন্তা ॥ প্রগ-  
 লভা হইয়া তুমি অপ্রগলভা প্রায় ॥ প্রোঢ়া হয়ে কেনে কর

মুক্ত ব্যবসার ॥ আপনার কুণ্ডে যায়ে স্নানাদি করিব । মা-  
 ধবীর বন শোভা সমস্ত দেখিব ॥ কি করিতে পারে কৃষ্ণ  
 আমা সবাকারে । পূজা আদি করি যাব আপনার ঘরে ॥  
 নারী ক্রীড়া স্থান পুরুষ দেখিতে নাপায় । সেখানে যে তার  
 স্থিতি অযোগ্যর প্রায় ॥ বৃন্দা ভূমি আগে যাঞ তারে নি-  
 বেধহ । সেখান হইতে শীঘ্র বাহির করহ ॥ গোপ তেহো  
 গোপ মনে করুন বসতি । তৎকাল হইয়া ভূমি কহিবে এ-  
 মতি ॥ বৃন্দা কহে আমি মৃত কৃষ্ণ মহাচণ্ড । আমি কি ক-  
 রিতে পারি দুর্জনের দণ্ড ॥ তুমি অতিচণ্ডী তুমি যাহ তার  
 পাশ । বাইয়া শিখণ্ডী প্রতি কহ ~~এই~~ তাব ॥ কুন্দলতা  
 কহে বৃন্দা ভ্রান্ত হৈলা তুমি । বিচারিয়া মনেবুঝ যে কহিয়ে  
 আমি ॥ চণ্ডিকা ছাড়য়ে কছু শঙ্করের সঙ্গ । ব্যাপ্ত হইয়ে  
 আছে তার অঙ্গ অঙ্গ সঙ্গ ॥ এইরূপে সখীগণ হাত্মমুখ  
 দেখি । সুধামুখী উৎকণ্ঠিতা অবনত মুখী ॥ ভাবের গাষ্ঠীয়া  
 ধৈর্য্য করি নিঃস্ব অঙ্গে । কৃষ্ণ তৃষ্ণা নিবেদন করে বাক্য  
 ভঞ্জে ॥ রাই কহে ললিতাদি শুন সব সখী । এক প্রশ্ন কথা  
 মোর কহ সবে দেখি ॥ চতুর্দিকে নবায়ুদ বৃন্দের উদয় ।  
 ত্র্যম্বক চাতকেশ্বর তথাই ফিরয় ॥ প্রতিপক্ষ ঋষ্যদি তারে  
 দুর করে । তবে সে চাতকেশ্বর কেছন আচরে ॥ বৃন্দা কহে  
 শুন কহি ইহার বিশেষ । বাহাতে চাতকেশ্বর নাহি পায়  
 ক্রেশ ॥ রাজি দিন রহে মেঘ সঙ্গিগণ লয়ে । নব নব রস  
 বৃষ্টি সেচন করিয়ে ॥ অপেক্ষা না করে কার শঙ্কা নাহি  
 মনে । চাতকেশ্বরের হৃষ্টি করে অনুক্ষণে ॥ এক নিষ্ঠা দেখি  
 হর্ষ পায় মেঘগণ । পূর্ববৃষ্টি দিয়া হৃষ্টি করে তার মন ॥  
 অত্যন্ত নিরস মেঘগণ যবে আইসে । দেখিয়া চাতকেশ্বর  
 মুখ নাহি বাসে ॥ অতএব শ্যামবুণ্ডে সবে স্নান করে । সখী  
 লয়ে মিত্র পূজা ~~স্বচ্ছন্দ~~ আচরে ॥ এথাই রহিব আমি আছে  
 প্রয়োজন । এইরূপে তারা সব করিলা গমন ॥ এথা বৃন্দা-  
 দেবী শারী পুষ্টায় ভরিতে । জটিলাদি ব্রহ্মাগণ আইসে

যে পথে ॥ কীর পাঠাইলা যথা চন্দ্রাবলীগণ । গৌরীতীর্থ  
 পথে করি করিলা গমন ॥ তবে বৃন্দাদেবী সর্ব সামগ্রী  
 দোথতে । সেগৃহে সামগ্রী দেখি হৈলা হ্রষিতে ॥ মধুকেলী  
 সামগ্র্যাদি অনেক দেখিলা । হিন্দোলার মাজ যত প্র-  
 ত্যক্ষে দেখিলা ॥ মধুপান বনলীলা রাতিলীলা করি । জল  
 লীলা দুহু বেশ সামগ্র্যাদি ধরি ॥ সুন্দর আসন শয্যা শুক  
 পাঠ লীলা । পাশাখেলা আদি যত সামগ্রী দেখিলা ॥  
 সেই স্থানে সব সামগ্রী পাঠায় । রাধাকৃষ্ণ আগমন স-  
 বারে জানায় । লীলা পরিকর আর স্বাবর জঙ্গমে । হিরা-  
 নন্দ কৈলা কহি দোহা আগমনে ॥ তবে বৃন্দাদেবী কুঞ্জে  
 লুকাইয়া রহে । রাধাকৃষ্ণ সুমিলন আনন্দে দেখায় ॥ না-  
 ন্দীমুখী তাহা আসি হৈলা উপনীত । লুকায়ে রহিলা বৃন্দা  
 দেবীর সহিত ॥ দোহা দরশনে সুখ সমুদ্র উথলে । তাব-  
 চন্দ্র দেখি ~~বহু~~ প্রেমের কল্লোলে ॥ তাহা দেখিবারে বৃন্দা  
 আর নান্দী মুখী । লুকাইয়া রহে কুঞ্জে হয়ে মহামুখী ॥ দুই  
 পাশ্বে বকুলের বন পথ মাঝে । তার অস্ত্রে সখী সঙ্গে রা-  
 ধিকা বিরাজে ॥ তারে দেখি কৃষ্ণ চিত্তে মদন বিকার । উ-  
 দয় হইলা নহে নিশ্চয় বিচার ॥ কৃষ্ণমনে কহে রাই স্ফূর্তি  
 বহুবার । হইয়া বঞ্চনা বহু হওয়াছে আমার ॥ রাধিকা হো  
 কৃষ্ণ দেখা পাইলা আচম্বিতে । স্ফূর্তি ভয়ে তেহো নারে নি-  
 বর করিতে ॥ তমাল দেখিয়া পূর্বে কৃষ্ণ জ্ঞান হৈল । সখী  
 গণে হাস্য তাতে লজ্জা বহু পাইল ॥ এইমত দুহুগুণে  
 দুহু আক্রমিলা । দর্শন আনন্দে দুহু বিতর্ক করিলা ॥

যথা রাগঃ । কৃষ্ণ কহে রাই দেখি, হইয়া বিস্ময় আঁখি  
 কি কান্তি কুলের দেবী আইলা । তারুণ্য লখিমী কিবা,  
 মাধুরি মুরতি কিবা, লাবণ্যের বন্যা কি হইলা ॥ ক্র ॥

আনন্দে ভরল মোর আঁখি । হেন বায় এই ধনী, রস  
 ময় স্বরূপিণী, মোর মন করে যাতে সুখী । আনন্দাকি  
 ন্দী কিবা অমৃত বাহিনী কিবা, কিবা আইলা রাধা চন্দ্রা-

মুখী । আমার ইন্দ্রিয়গণ, করিবারে আশ্লাদন, সঙ্গে লয়ে  
আইলা সব সখী ॥ চকোর আমার আখি, জায়শুধা পানে  
মুখি, আইলা সেও সুচন্দ্র বদনী । মোর নামা ভুঞ্জে রাজ,  
মধু পিয়ে যে সমাজ, সে পানিনি আইলা প্রাণধনী ॥ মোর  
জিহ্বা মুকোকিলা, রসাল পল্লব ধায় কব হরে যার ভূষা  
ধনী । অনঙ্গ দাহন তনু, দেখি করুণার জ্বল, মুখানদী আ-  
ইলা আপনি ॥ ভাগ্য কম্পবৃক্ষ মোর, সকল নয়ন জোর,  
রাই আইলা নিকটে আমার । এবে সে সাফল্য হৈল, মনে  
যত বিচারিল, এ যত্ননন্দন কহে ভাল ॥

পুনর্যথা রাগঃ । রাই কহে শুন সখী, সাক্ষাতে কি  
রূপ দেখি, মৃত্যু কৃষ্ণ কহ সব মোর । নবীন তমাল কিবা,  
নবীন জলদ কিবা, কিবা ইন্দ্র নীলমণিবর ॥ ধ্রু ॥ সখীহে  
দরশনে জুড়ায়নয়ন । রূপ নহে রসসিন্ধু, ইহার তরঙ্গ বিন্দু,  
ডুবায়ে ভুবন নারী প্রাণ ॥ অঙ্গন শিখর কিবা, মত্ত ভুজপুঞ্জ  
কিবা, যমুনা হইলা মূর্তিবতী । ইন্দীবর পুঞ্জ কিবা, ব্রজ প্রী  
অপাঙ্গ কিবা, কিবা দেখি মোর প্রাণপতি ॥ কিবা এ ম-  
মথ রাজ, তাহার অতনু সাজ, কিবা এই রসরাজ । সেহো-  
হয় তনু হীন, এহো রহে পরবীণ, বুঝিতে না পারি কোন  
কাষ ॥ কিবা রস মুখানিধি, সব রস মুখাবধি, তার হরে  
বিথার অপারে । কিবা প্রেমাময় তরু, প্রতি অঙ্গে প্রেম-  
ঝরু, সেহোথির চলিবারে নারে ॥ মোর নেত্র ভুজ পদ্ম,  
কি কান্তি আনন্দ মদ্য, কিবা ক্ষুণ্ণ কহত নিশ্চয় । পুহিতে  
গন্ধাদ বাণী, পুলকিতা অঙ্গ ধনী, এ যত্ননন্দন দাস গায় ॥

এই কথা শুনি তবে কহে সখীগণ । নিশ্চয় জানিহ এই  
কমল নয়ন ॥ ললাটে কস্তুরী লিখে কুচে চিত্রকরে । ন-  
য়নে অঙ্গন দেন ক্ষতি ইন্দীবরে ॥ যুগমদ বিন্দু দেন চিবুক  
উপরে । পুষ্প অবতংসে যেহো তোমার কুন্তলে । তুষা প্রাণ  
কান্ত কৃষ্ণ দেখ পুরতেক । ভাগ্য রাশি পূর্ব তুষা ফলিল এ-  
তেক ॥ এইরূপে রাধাকৃষ্ণ প্রেমের স্বভাবে । হর্ষভাব ব্রুনে

চিত্ত কৈলা অতি ক্ষোভে ॥ অন্যান্য শুদ্ধ প্রায় ক্ষণেক র-  
হিলা । কর্তব্য যতনে হুঁ প্রস্তুত হইলা ॥ এইত কহিল  
রাধাকৃষ্ণ দরশন । সংক্ষেপে কহিল করি দিগ দরশন ॥  
গোবিন্দ চরিতামৃত নবীন সর্বদা । সর্ব রসময় কথা সর্ব  
অভীষ্টদা ॥ রাধাকৃষ্ণ পাদপদ্ম সেবা অভিজাবে । এ যত্ন-  
নন্দন কহে মধ্যাহ্ন বিলাসে ॥

ইতি শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে রাধাকৃষ্ণ মিলনং  
নাম অষ্টমঃ সর্গঃ ॥ ৮ ॥

অখানয়োর্মানসনর্তকৌ তৌ, প্রেম। স্বশিষ্যৌ  
তনু নর্তকীভ্যাং । শিক্ষাগুরু নর্তয়িতুং প্র-  
রুতো, বৃন্দাসখী বৃন্দ মভানদগ্রে ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় কৃপাধাম । জয় জয় শ্রীরূপ মনা  
তনু নাম ॥ জয় রঘুনাথ তট দাস রঘুনাথ । জয় শ্রীপো-  
পাল তট জীব জীবনাথ ॥ রাধাকৃষ্ণ লীলা এই অমৃতে  
গীতা । মন দিয়া শুন এই রসময় কথা ॥ এবে কহ রাধাকৃষ্ণ  
লীলা রসময় । মধ্যাহ্ন সময়ে মহা মহা সুখ হয় ॥ এইমতে  
রাধাকৃষ্ণ দরশন হইলা । হুঁ দোঁ দরশনে আনন্দ বা-  
চিলা ॥ হুঁ দোঁ প্রেমগুরু শিষ্য তনু মন । শিখারে অ-  
ধীশ মৃত্যু অতি মমোরমা । চাপল্য ওৎসুক্য ইক ভাব অল-  
সারে ॥ হুঁ মন শিষ্য এই সব ভূষা পারে ॥ উদ্ভাসিত  
জুতা আর সুদীপ্ত সাত্ত্বিক । এই সব ভাব ভূষা রাটর অধিক  
অমৃতজ শোভা আসি মণ্ড অলঙ্কার । স্বভাবজ বিলাসাদি  
একাদশ প্রকার ॥ ভাবাদি অঙ্গদতিন মুষ্টিকার চাকিত ।  
স্বাধীন গতি অলঙ্কারে রাধাকৃষ্ণ ভূষিত । ভাব ইব শোভা রাটর

অযত্নাদি যত । স্বভাবজ আরম্ভ সান্বিতিক সুদীপ্ত ॥ উদ্ভা-  
 স্বর জুতা আদি আর কতখু । কৃষ্ণ তনু হৈলা এই তাব বিভূ  
 ষিত ॥ গৌবিন্দের অঙ্গ নষ্ট এই অলঙ্কার । পরি নৃত্য করে  
 দেখে সখী পরিবার ॥ দুজনার অঙ্গ লক্ষ্যী রঙ্গ স্থলে নৃত্য ।  
 করিতে প্ররক্ত হৈলা হর্ষ সখী চিত্ত ॥ ক্রমে ছেঁ কলা নাট্য  
 কোশল করিয়া । তুণ্ড দর্পে নিজ নিজ জয়াকাঙক্ষী হৈয়া ॥  
 পরম বিস্তার নৃত্য যবে ছুই কৈলা । তনুমন রত্ন সব সখী  
 হর্ষে দিলা ॥ নিতম্বিনী অঙ্গ নষ্ট রঙ্গস্থলে হেরি । নিজাক্ষি  
 নর্তক ছুই পাঠায়ে মুরারি ॥ তাঁর নৃত্য দেখি রাই মান্য বহু  
 কৈলা । কটাক্ষাবলোকোপল ছুই তারে দিলা । সখীগণ  
 হর্ষ পায়ে নোজোপল দিলা । এইরূপে মহা মহা আনন্দ  
 বাড়িলা ॥ আগে কৃষ্ণ দেখি রাই অতি সুখী হয়ে । হইল গ-  
 মন হীম-কুটিল হইয়ে ॥ বস্ত্রে মুখ আচ্ছাদেন বক্রতা করিয়া  
 আধেক ঝাপিলা মুখ জ্বলন্ত হালিয়া ॥ চঞ্চল নয়ন তারা  
 কিছু বক্রগতি । বিলাসমাগ্ন অলঙ্কার পরিলা এমতি ॥ এ  
 রূপ রাধিকা দেখি কৃষ্ণ লিহিলা মুখ । পুনঃ টানে আগে  
 পাছে লজ্জার উৎসুক ॥ কৃষ্ণের পরশ লাগি আগে উৎসা  
 হৈলা । সখী আগে আছে করি পাছে লজ্জা হৈলা ॥ প্রণয়  
 বামতা আসি প্রার্থ্য দেখায় । বামদিগে নিজগৃহ পথ নি-  
 রীক্ষয় ॥ ডাহিনে কুমুম বনে সঙ্কোপন আশে । এই তাব  
 কৃষ্ণ মুখ লাগি পরকাশে ॥ শ্যাম আগে গৌরাজীর তাব  
 বলবান । মনো র্ত্তি সখী স্থিতি গতি নাহি আন ॥  
 কৃষ্ণ প্রেমোল্লাসে রাই উল্লাস পাইয়া । শ্যাম আগে রহে  
 রাই শীবা ফিরাইয়া ॥ ত্রিভঙ্গ ভঙ্গী কটি চরণ মাধুরী । কা-  
 মধেনু জ্বিন ভুরু মর্ত্তক চাতুরী ॥ ললিতা ললিত তনু মা-  
 ধুরী রাধায় । তাহাতে পূরিতা হৈলা ললিতালঙ্কার ॥ দেখিয়া  
 কৃষ্ণের বাড়ে আনন্দ অন্তরে । সে আনন্দ হৈল যার নাহি  
 পূর্য্যবাসে ॥ কৃষ্ণ চিত্ত নটরাজ শ্রেষ্ঠাদি চঞ্চলে । রাই তনু  
 নটীতোষে আলিঙ্গন করে ॥ কৃষ্ণ কহে প্রিয়ে শীঘ্র আগ-

মন হৈতে । বেশ বিপর্যয় সব হয়েছে তনুতে ॥ তোমার  
চঞ্চল্য বেশ দেখি মোর মন । পুনঃ বেশ করিবারে করয়ে  
যতন ॥ আগে আইস অঙ্গবেশ ভাল মতে করি । পরশ ই-  
চ্ছায় যবে এঁছে কহে হরি ॥ সমুদ্র হইলা রাই চঞ্চল নয়নে  
দেখি সুখী হৈলা কৃষ্ণ বক্ষিম বয়ানে ॥ লজ্জা শঙ্কা বাম্য  
রাই কৈল আকর্ষণ । লুকাইয়া বাম্যে চলে কুসুম জোটন ॥  
দেখি কৃষ্ণ শীঘ্র আসি পথ রুদ্ধ কৈলা । ঈর্ষা ক্রোধ আসি  
রাই মনে উপজ্বলা ॥ অধরে চাপল্য স্মের অতর্কী করয় ।  
কিলকিঞ্চিতাদি ভাব করিলা উদয় ॥ এই রূপ রাই নেত্র  
বদন দেখিলা । সঙ্গ হৈতে কোটি মুখ কৃষ্ণ যে পাইলা ॥  
কেশর কুসুম বক্ষ নিকটে আছিল । সমুদ্রে তাহার ডাল  
রাধিকা ধরিলা ॥ কুসুম জোটন ছলে ভাবের বিকারে । অ-  
বশ হইল তনু আচ্ছাদন করে ॥ প্রফুল্ল হইল বক্ষ কৃষ্ণ প্রফু-  
ল্লিত । বক্ষ স্পর্শে হৈল কৃষ্ণ সুবাহু বিদিত ॥ তরুণ বয়স  
কাম গুরু পড়াইল । সতীর্থে বিবাদ এবে করিতে লাগিল  
ইহাতে নাহিক দোষ শুনহ বিশেষে । নৈরাশ্রিক গুরু সঙ্গ  
ন্যায় উপদেশে ॥ কৃষ্ণ কহে মোর পুষ্প তোলে কোন জন  
কেহ নহে কহে রাই আমি সে কারণ ॥ কৃষ্ণ কহে তুমি কেবা  
কহ সবিশেষ । রাধিকা কহেন আমি না জানি উদ্দেশ্য ॥ কৃষ্ণ  
কহে আমি নাহি জানিয়ে তোমার । রাই কহে তবে শুভ  
কর সঙ্গীথায় । কৃষ্ণ কহে ভ্রম আমি যাব কোন স্থানে । রা-  
ধিকা কহেন যথা ভ্রমিরিকা গণে ॥ কৃষ্ণ কহে তুমি সেই  
পুষ্প লোভি দেখি । যত কহি কাছে আমি কহে হয়ে সুখী  
মুগধি সৎকুলবধু পুষ্প চুরি কর । সাধী হয়ে পুরুষেত লজ্জা  
নাই ধর ॥ আশ্চর্য্য দেখিল আজি কিম্বা দোষ নাই । স্বাতন্ত্র্য  
সে জন বলে লজ্জা কোন ঠাঞি ॥ রাই কহে সাধারণ বনে  
কিবা কায় । মিত্র পূজা ফুল নিব মালতী সমাজ ॥ বিকচ  
পুষ্পাগ এই মালতি দেখিয়া । সঙ্গ নাই কৈল সেই রহে একা  
হৈয়া ॥ কৃষ্ণ কহে মুখা তুমি কিছুইনা জান । আমি যে ক-



হিয়ে তাহা অবধানে শুন ॥ মালতী বেষ্টিত এই পুন্নাগ  
উত্তম । করিতে উচিত হয় ইহার সঙ্গম ॥ প্রতিকূল বায়ু  
যদি করে আগমন । অন্যত্র লইয়া যাবে হবে ব্যতিক্রম ॥  
এইমত ছলে কথা অন্যান্যেতে কহে । মালতী যুবতী রক্ষ  
পুরুষ যোজয়ে ॥ কৃষ্ণ কহে এই বন অনঙ্গ রাজার । আমাকে  
রাখিতে বন আজ্ঞা হৈল তার ॥ গরু করি মোর আগে পুষ্প  
লুটকর । তারুণ্য পুষ্পকুস্ত্র নিলেকি করিতে পার । তবে যদি  
বল তোমা প্রার্থনা করিয়া । পুষ্পতুলি তাহা এবে শুনমনদিয়া  
যুবতী না দেখি আমি আলাপে কাষ কিবা । যদি বল  
নারী দেখি ধৈর্য্য রাখে কেবা ॥ হেন কেনে বল সখা সঙ্গে  
মোর স্থিতি । সেখানে কেমনে দেখা হইবে যুবতী ॥ কা-  
ননে নিতি আসি আপন সমান । লক্ষ চোর সঙ্গে করি কর  
চৌর্য্য কাম ॥ অতএব রাজদণ্ডী আজি হৈলা তুমি । সব-  
দ্রব্য লয়ে তথা লয়ে যাব আমি ॥ নিতম্বিনী বলে নিত্য  
এই বনমাঝে । পুষ্প তুলী সখী মনে মিত্র পূজা কাষে ॥  
কভু তোমা না দেখিয়ে রক্ষক বিধান । স্বপ্নে নাহি শুনি  
কাম চক্রবর্তী নাম ॥ অসত্য প্রলাপ তুমি কর কেনে এথা  
তবে কৃষ্ণ কহে তারে শুনি তার কথা ॥ গোপনে আছিলাম  
আজি তোমা ধরিবারে । ভাগ্যে মে পাইল লাগি সব  
পরিবারে ॥ সবাকৈ লইয়া যাব রাজ বিদ্যমানে । দণ্ড  
করি দেখাইব রাজ ঘর নাম ॥ তবে যদি বলে এই  
সামান্য কামন । রক্ষক আছয়ে এথা না জানি কা-  
রণ ॥ পুষ্প তুলিয়াছ তুমি ক্ষম একবার । করুণা সা-  
গর তুমি বিদিত সম্ভার ॥ ইহাতে নারিব আমি শুনহ  
বিশেষ । রাজ প্রজাগণ বনে আছয়ে অশেষ ॥ স্থিরচর  
রাদি যদি কহে রাজস্থানে । তোমা ছাড়ি দিলে রাজা রুটে  
হবে মনে ॥ তোমা লাগ না পাইয়া ডুংসিবে আমারে ।  
অতএব ছাড়িবারে নারিব তোমারে ॥ এত শুনি নিতম্বিনী  
কহে মধুবাণী । যোল কোশ বন্যাবন শাস্ত্রে ইহা শুনি ॥

এই রাজ্য বিস্তৃত তাতে সবে ভ্রমণ । প্রজা বা কেমন তার  
 কহ বিবরণ ॥ ইহা শুনি ব্রজমণি হাসি কহে ভাব । প্রজা  
 যত আছে তার শুনহ বিবরণ<sup>সেই</sup> । কিশলয় দল আদি মত্ত হংস  
 করি । করত কনক রত্না আছে বন ভরি ॥ মকর সন্দেশী  
 সিংহ মুখার হুদিনী । তাহাতে আছয়ে কত কালভূজঙ্গিনী  
 কমল মুকুল তাল বিলু কুম্ভ করিামণাল মদন পাশ অশোক  
 বল্লরী ॥ চম্পক বিজুরি আলি মুক্তো হেম যত । শুক পিক  
 শিখী ভূঙ্গী আদি করি কত ॥ মকরী চকোরী মৃগী খঞ্জনে-  
 ন্দীবর । জবা বন্ধুজীব আর রক্ত উৎপল ॥ শিখর চামর  
 মৃন্ময় বসুনা লহরী । কন্দর্পের শর ধনু আছে বন ভরি ॥ আর  
 কত কত আছে গণনা কে করে । তোমার তনুতে এই সব  
 ধন হরে ॥ নির্জন হইলা সব ব্যাকুল হইলা । তোমা অনে-  
 যিয়া তারা ফিরয়ে আকুলা । এই নন্দ ভঙ্গী শুনি রাই মুন-  
 রনী । অঙ্গের বিকার যত্নে করে আবরণি ॥ কহে কামী  
 মিছা কথা স্বকর্মে কে ধরে ॥ ছোট কহি নিতম্বিনী দ্রুতগতি  
 চলে ॥ অবজ্ঞা গমন নেত্র দেখিয়া মুরারি । কহে কথা যাঘে  
 ভূমি আমা অনাদরি ॥ মুখা বিকৌক দিকা ধনী অঙ্গে লৈলা  
 এই কালে নাগরেন্দ্র বসনে ধরিল ॥ গোবিন্দ পরশে অঙ্গে  
 আনন্দে উছলে । নানা ভাবে পূর্ব ইণ্ড তেরছে নেহালে ॥  
 কৃষ্ণ হস্ত মুখ পদ্ম দেখি নিতম্বিনী । পদ্যমধু পানে যেন  
 ভ্রমিত অলিনী ॥ নয়নে চঞ্চল নেত্র অবজ্ঞার প্রায় । অস্ত্রে  
 মুকৌটিল্য বাস্প পূর্ব হৈল তার ॥ অক্লিষ্টা দৃষ্ট হৈল দে-  
 থিয়া রাধার । আনন্দে সমুদ্রে কৃষ্ণ করেন বিহার ॥ তবেত  
 সুমুখী তার করেছে হইতে । বসন অঞ্চল কাড়ি নিলা নিজ  
 হাতে ॥ সচঞ্চল বক্র নেত্র পুষ্পকাকৈলা । তাতে বিদ্ধ হইয়ে  
 রাই বহু মুখ পাইলা ॥ তবে হাসি কহে কিছু সুপদ্যবদনী  
 পরজব্য লয়ে মাধু আপনাকে মানি ॥ যতক মাধুরী আর  
 রম্য বস্তু যতাপ্রাকৃতাপ্রাকৃতে তাহা কেগণিবে কত ॥ যার  
 যত শোভা আছে সব চুরি করি । অন্য চোর পরিবাদে

দেও মিছা বলি ॥ সাধুত্ব ধার্মিকজ্ঞাদি যতেক তোমার ।  
 নগ কুমারিকা সব সাক্ষী আছে তার ॥ চুরি করি নিলা  
 যার বসন ভূষণ । মস্তকে অঞ্জলি যারা করিলা স্তবন ॥ অ-  
 ভিনব যুবা ভূমি সর্ব গুণবানে । কতক যুবতী আছে বর-  
 জভুবনে ॥ তাঁর পিতাগণে কন্যা না দেয় তোমারে । এই  
 সব গুণ শুনি তবে ভয় করে ॥ সেই তাপে হেন বুঝি ব্রহ্ম-  
 চারী হৈলা । তুরঙ্গম ব্রহ্মচারী এবে আরম্ভিলা ॥ মিথ্যা  
 বটু আপনাকে যদি জানাইলে । বটু হয় পাপপত্নী লোভ  
 কেনে কৈলে ॥ বংশী দ্বারে চুরি করি হয় পরনারী । এ কাষে  
 বটুর নয় বুঝিতে না পারি ॥ হেন বুঝি বটু ছলে বসিয়াছে  
 এথা । মতী কন্যাগণ ধর্ম ধ্বংসনে সক্ষমা ॥ বৃন্দাবনে ব্রহ্ম-  
 ক্ষুর কড়ু রোপ নাই । বৃন্দাধীপ আমি কহি করক বড়াই ॥  
 গোচারণে সব তরু মূল কৈল নাশ । মোর বলি ধার্ট্যকর্ম  
 করহ প্রকাশ ॥ বৃন্দাবন নিজ মথী বৃন্দার বন্ধিত । অতি-  
 ষেক করি মোরে কৈলা নিবেদিত ॥ অনঙ্গ এবনের রাজা  
 মিথ্যা ভূমি কহ । এ কথা কহিতে চিত্তে লজ্জা না করহ ॥  
 নিজ কুণ্ডারণ্য এই কেবল আমার । সুখদায়ি সিংহাসন সব  
 কুঞ্জাগার ॥ পুরুষের গম্য বার্তা এই কুঞ্জে নাই । মথী সঙ্গে  
 রাই এথা আনন্দাবগাই ॥ কুসুম তুলিব হেথা মিত্র পুঞ্জিবারে  
 নিবেদন করয়ে হেন গর্ব কেবা ধরে ॥ পর রাজ্যে আসি নিজ  
 রাজ্য করি বল । লজ্জা ভগবতী বুঝি তোমারে তেজিল ॥  
 বটুহঞা এঁছে কর্ম না হয় উচিতা অবলার পুষ্প বনে বৃন্দা  
 চরিতা ॥ পশুপাল সঙ্গে ভূমি পশুর চারণে । পশুপাল সঙ্গে  
 করি যাও অন্য বনে ॥ রাই সুখশশী হাস্য মুখেরা মুখীতল  
 চঞ্চল কুরঙ্গ আঁখি সবে হর্ষ জল ॥ নর্ম মুখাণান কৈল  
 শ্রীকৃষ্ণ চকোর । মথী দৃষ্টে চকোরিণী অহুপি বিতোর ॥  
 কৃষ্ণ স্পর্শে তর পাণে রাখা কর্মালনী । কটাক উৎপল  
 মালা কৃষ্ণে দিলআনি ॥ অব্যক্তভঙ্গম উক্তি অনেক কয়িয়া  
 দুই তিন পদ চলে অবজ্ঞা করিয়া ॥ তবে কৃষ্ণ শ্রীরাধার

অঙ্কের নর্ভন। দেখিবারে করে বাঁজা কঞ্চু কাঁকর্যন ॥ তাহা  
 দেখি শ্রীরাধিকার জ্ঞ কামধনু । সোন চক্ষুকোণ বাণে  
 বিক্ষেপে কৃষ্ণ তনু ॥ বৃষ্ণ হস্ত দূরে করি কঞ্চুকা লইল । নীল  
 পদ্ম দিয়া ধনী কীকট তাড়িল ॥ সে তাড়ন পাঞা কট  
 আনন্দিত হৈল। ঘেদ বাষ্প পুলকাদি কট দেহে হৈল ॥  
 শ্রীরাধিকা <sup>কৃষ্ণপুত্র</sup> হস্ত পদনিরস, পাইয়া প্রফুল্ল হইল তনু দ্বিগুণিত  
 হঞা ॥ কঞ্চুকা আপনি পড়ে বন্ধন ছিড়িয়া । না বিস্ত্রাথ  
 বস্ত্র রহে নিতম্বে লাগিয়া ॥ অতি মৃদু রক্তবাস অন্তপৌন  
 স্তনে । লাগিয়া রহিল অঙ্কে ঘেদের কারণে ॥ কট হস্ত  
 ধরে ধনী এক হস্তে দিয়া । আর হস্তে নীবিবন্ধ রাখেন ধ-  
 রিয়া ॥ সখীগণ লোল চক্ষু হাস্যানন দেখি । নীবিবন্ধ দক্ষ  
 হস্ত বিহস্তে <sup>নির্মিত</sup> নির্মিত। আনন্দ আবেশে যত্নে বাঁকি নীবি-  
 বন্ধ । কট এই অবসরে লুটে কুচকুম্ভ ॥ শ্রীরাধিকা নীবিবন্ধ  
 কিছু বন্ধ করে । অন্য হস্তে কট হস্ত পদ্ম ধরিবারে ॥ এক  
 চক্ষে সখী মুখ ধনী নিরীক্ষর । আর চক্ষু <sup>পক্ষ</sup> পক্ষাঞ্চলে কট মুখ  
 চায় ॥ রোদনের সঙ্গে হাস্য গদগদ বাণী । তর্জন করয়ে কটে  
 তৎসে হর্ষ মানি ॥ প্রণয়ের সূত্র হৈতে বাম্য উপজিল ।  
 কট করে নিজ কর তাড়ন করিল ॥ দুই হস্ত পদ্মে শঙ্ক  
 করয়ে কক্ষণ । অনিলে চক্ষু পদ্ম শঙ্ক অলি যেন ॥ ল-  
 লিতা আসিয়া মধ্যে কটে <sup>নির্মিত</sup> নির্মিত। পঞ্চদেব পূজা  
 কটে কুন্দলতা কৈল ॥ কট কহে কন্দর্পের যজ্ঞ আচারে  
 কুন্দলতা হও তুমি পূজা অধিষ্ঠানে ॥ কুন্দলতা কহে আমি  
 পূজা নাহি জানি । নান্দীমুখী মুখে পূর্ব শুনিয়াছি আমি  
 অত্যন্ত গোপন কথা শুনি দিয়া মন । আমার দেবর  
 তুমি কহ তে কারণ ॥ রাই বাম কুচকুম্ভে হস্ত পদ্ম দিয়া ।  
 মন্ত্র পাঠ কর নমঃ গণেশায় বলিয়া ॥ অন্য কুচ তবে নিজ  
 হস্ত পদ্ম ধর । নমঃ শিবায় বলি মন্ত্র উচ্চারণ কর ॥ কৌ-  
 টিল্যাত শিব তার পূজা কর হৃদ । চণ্ডিকায়ৈ নমঃ এই মন্ত্র  
 পাঠ কর ॥ এক করে বেণী মূলে চিবুকে অন্য কর । ধনী

মুখপদ্মে নিজ মুখপদ্ম ধর ॥ নমো বিষ্ণুবে বলি মন্ত্র উচ্চ-  
 রহ । অরুণ অধর তবে অচন করহ ॥ অধর বাসুলি নিজ দন্ত দ-  
 কুন্দ দিয়া । মন্ত্র পড় নমঃ সাবিত্রায় যে বলিয়া ॥ তবে কৃষ্ণ  
 পূজা বিধি আরম্ভ করিতে । শ্রীরাধিকা লাগে কুন্দলতাকে  
 ভৎসিতে ॥ কর্ণের উৎপল দিয়া তাড়ে কুন্দলতা । তাহা  
 দেখি সখীগণে কহে কৃষ্ণে কথা ॥ কন্দর্পের যজ্ঞারামে  
 বিঘ্ন শাস্তাইতে । পঞ্চদেব পূজা আমি লাগিলাম করিতে  
 দেখ তোমার সখী অতি ক্রোধাবিষ্ট হয়্যা । ভৎসন করয়ে  
 কারে না জানিল ইহা ॥ সখী সব হাত্যাননে মিথ্যা টোপ  
 কথা । কুন্দলতা প্রতি কহে হঞা দৃগেজ্জিতা ॥ পতি পত্নী  
 বন্ধাঙ্গল যজ্ঞের বিধান । তাহা বিনু যজ্ঞারামে নহে ভাল  
 কাম ॥ ধর্মনিষ্ঠা সখী মোর এইত কারণে । কহয়ে আবিষ্ট  
 হয়ে সক্রোধ বচনে ॥ শুনি বিশাখার বাক্য রাখা সুনয়নী ॥  
 ভ্রুভঙ্গি করিয়া হেরে সক্রোধ বয়নি ॥ এথা কুন্দলতা দুই  
 বস্ত্রাঙ্গল লয়্যা । বন্ধন করিল অতি হরষিতা হয়্যা । অল-  
 ক্ষিতে কুন্দলতা সম্মুখে আসিয়া । কহয়ে প্রার্থ্যা কথা বড়  
 হৃষ্ট হয়্যা ॥ সুমঙ্গল যজ্ঞে অন্য চর্চা কিবা কায । নবগ্রহ  
 পূজা কর হইয়া অব্যাজ ॥ কৃষ্ণ কহে পূজা বিধি কৈছে কহ  
 মোরে । তেঁহ রাই অঙ্গে দেখায় দৃগেজ্জিত দ্বারে ॥ রাধিকা  
 অধর আর নয়ন যুগলে । দুই গণ্ড কুচযুগ মুখচন্দ্র ভালে ॥  
 নয় স্থান নবগ্রহ পূজন করহ । অধর বাসুলি নিজ সর্কর ধ-  
 রহ ॥ শ্রীরাধিকা কহে তুমি আচার্য্য ইহার । নিজ অঙ্গ গ্রহ  
 পূজা করাহ সবার ॥ এত কহি শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের ভয়ে ।  
 পলাইতে গ্রস্থি বন্ধ রোদন করয়ে ॥ গ্রীবা ফিরি দেখে দুই  
 অঙ্গলে বন্ধন । অন্তরীঙ্গ পূর্ণ ফুল হইল আনন ॥ কৃষ্ণ আর  
 সখীগণ কুন্দলতা প্রতি । জর্বা করি কহে গ্রস্থি খোল নীত্র-  
 গতি ॥ কৃষ্ণ ধৃষ্ট নট ধাষ্ট্য নটী বিশাখিকা । কুন্দলতা ল-  
 লিতাদি সব বিদূষিকা ॥ পত্নীর দরিদ্র অন্য পত্নীর অ-

ফলে । অঞ্চল বান্ধিয়া বাঁধা করিল সফলে ॥ নিলজ্জ হইলা  
 বহু লাভের কারণে । বহু লাভ লজ্জা মূল কৈল অন্তর্জানে ॥  
 এত কহি বজ্রাঞ্চল অগ্রেতে থমায় । শ্রীকৃষ্ণ বারণ করি মুখে  
 চুষ খায় ॥ এইরূপে হস্তে হস্ত রোধন করিতে । ব্যস্ত প্রায়  
 হৈলা ধনী নারে থমাইতে ॥ এই কালে শ্রীমলিতা মিথ্যা  
 ঈর্ষা করি । থমাইলা বন্ধন চিত্তানন্দ ভরি ॥ কহে যদি অ-  
 ঞ্চল বান্ধিতে সাধ যায় । ব্রজেত দ্বন্দ্ব ভা কন্যা বিভা নাহি  
 হয় ॥ ভ্রাতৃজায়া কুন্দলতা আছে বিদ্যমান । তাহারি অ-  
 ঞ্চলে বান্ধ অঞ্চল বিধান ॥ শ্রীরাধিকা মুক্ত হৈলা পটঙ্ক  
 হৈতে । চঞ্চল ভুরুর ভঙ্গী সহাস্য মুখেতে ॥ বৃন্দলতা প্রতি  
 দৃষ্টে উজ্জিত করিয়া । কহিতে লাগিল ধনী ঈষৎ হাসিয়া  
 উপদ্রুতি । অস্ত্র আর যজ্ঞ কর্মকর্তা । ছাড়িয়া দিক পাল  
 এই পূজার ব্যবস্থা ॥ এইত কারণে যজ্ঞ কর্মে ছিড় হৈল ।  
 এতেক শুনিয়া তারে কুন্দলতা কৈল ॥ আনি ভ্রাতৃ নহি  
 তুমি অজ্ঞা না জানহ । কাম যজ্ঞে আগে এই পূজা যে জা  
 নিহ ॥ পশ্চাৎ করবে দিকপালের পূজন । এতশুনি তাঁরে  
 পুছে ব্রজেন্দ্র নন্দন ॥ কোন স্থান দিকপালের কোন  
 নাম । বিশেষ করিয়া তার কহত বিধান ॥ তবে কুন্দলতা  
 হাসি কহয়ে তাঁহারে । বিদ্যমান সব তোমার পূজা লই-  
 বারে ॥ পূজার আরম্ভ দেখি হবেই আইলা । অতীষ্ট সি-  
 দ্ধার্থ লাগি উন্মুখ হইলা ॥ পূর্বোক্ত ললিতা বিশাখিকা যে  
 ঈশানে । সুদেব্যাকোণে তুঙ্গবিদ্যা যে দক্ষিণে ॥ নৈঋতে  
 আছরে চিত্রা পশ্চিমে রজ্জদেবী । ইন্দ্রুলেখা আছে এই বায়ু  
 কোণে সেরি ॥ চম্পকলতিকা এই উত্তরেতে হয় । শ্রীকৃষ্ণ-  
 মঞ্জরী উজ্জ আছরে নিশ্চয় ॥ অনঙ্গমঞ্জরী এই পাতাল নি-  
 বাসী । রসের উল্লাসময়ী যাতে রস রাশি ॥ এই সব পিক  
 পাল দশদিগে রহে । পূজা পাইলে তুর্য্যভীষ্ট সিদ্ধি যে  
 করয়ে ॥ শুনি সব সখী এই কুন্দলতা বানী । ক্রোশ করি  
 ভ্রাসে তবে স্বপ্নের বদনী ॥ দৃষ্টা পানরী তুমি আপনা

পূজাও । পূজা লয়ে দেবরের অভীষ্ট করাও ॥ এত কহি কৃষ্ণ  
প্রতি সর্শাক্তা হঞা । আত্ম রক্ষা লাগি রহে সাবধানে  
যাঞা ॥ ছুইত সখীতে রহে একত্র হইয়া । কৃষ্ণের চাঞ্চল্য  
কর্ম্ম বারণ লাগিয়া ॥ যেত দিগে চার কৃষ্ণ চঞ্চল নয়নে ।  
তাঁহা হৈতে ধার্যা যায় অন্য সখী স্থানে ॥ কারো অঙ্গ  
পূজা করে কাহাকে পরশে । এইরূপে কৃষ্ণচন্দ্র কিরয়ে হ-  
রিষে । কোন সখী বিনয় করে কেহত তর্জ্জনে । কার বস্ত্র  
ধরি কৃষ্ণ করে আকর্ষণে ॥ এইরূপে হাশুমুখে রোদন মি-  
শাল । নয়ন উৎফুল্ল ভুগ অরুণ চঞ্চল ॥ এইমত সখীগণের  
বদন নয়ন । দেখিঞা পাইল মুখ ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ আশ্চর্য্য  
যজ্ঞের কথা कहেনে না যায় । বিয়ু হৈল যদি কর্ম্মে তত্ব ফল  
পায় ॥ সখী পলাইয়া কৈল রাধিকা আশ্রয় । দুর্গ স্থলে  
যায়্যা সবে হইলা নিভয় ॥ সেখানে থাকিয়া নিজ নয়ন চ-  
কোরী । পাঠাইয়া পিয়ে কৃষ্ণচন্দ্রের মাধুরী ॥ রঘভানু-  
জাকে সবে আশ্রয় করিল । মুখপদ্ম প্রফুল্লিত সবার হইল  
দেখিয়া হৃষীকর্ত্ত হৈল শ্রীমধুসূদন । রাই দুর্গলংঘি যাইতে  
কৈন তবে মন ॥ তাহা দেখি শ্রীরাধিকা হুঙ্কার করয়ে ।  
ভীত প্রায় হয়ে কৃষ্ণ স্তব্ধ হয়্যা রয়ে ॥ কুন্দলতা মুখ কৃষ্ণ  
স্তব্ধ হয়্যা হেরে । যে আনন্দ হৈল তাহা কে কহিতে পারে  
এইরূপে রাধাকৃষ্ণ সখীগণ সঙ্গে । নানান বিলাস করে নানা  
রসরঙ্গে ॥ গুহ্যটিগুহ্য কথা প্রেম সুধাময় । ইহা যেই শুনে  
তারে এ প্রেম মিলয় ॥ মধ্যাহ্ন কালের লীলা রসময় কথা  
কর্ম্ম মন হৃষ্টি হুয়ে শুনি এই গাঁথা ॥ গোবিন্দ চরিতামৃত  
সদা কর পান । যাহা হৈতে পাবে সব বাঞ্ছিত বিধান ॥  
রাধাকৃষ্ণ পাদপদ্ম সেবা অতিলাষ । শ্রীগোবিন্দ চরিত  
কহে যদুনন্দন দাস ॥

ইতি শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে মধ্যাহ্নকালে রাধাকৃষ্ণ  
নবকৌতুকাদি বর্ণনা নাম নবমঃ সর্গঃ ॥ ৯ ॥

অথোক্তজ্ঞা কিল কুন্দবল্লী, সর্কেটদানেন্দ-  
মথক্রিয়ায়াং । বিদ্যা দ্বিষীদন্তমিবাভ্যুপেত্য, স্বয়ং  
বিধুর্নৈব তদাহ কৃষ্ণঃ ॥

জয় জয় গৌরচন্দ্র সর্ক রমধাম । জয় জয় দীনবন্ধু গদা-  
ধর প্রাণ ॥ জয় রূপ সনাতন এ দীন বৎসল । তোমা দোঁহা  
নামে প্রেম উপজে অন্তর ॥ জয় জয় রঘুনাথ শ্রীহট্ট গো-  
পাল । শ্রীবিজ গোসাঞি জয় এ দীনদয়াল ॥ জয় রঘুনাথ  
দাস জয় ব্রজবাসী । জয় গৌরভক্তরুন্দ সর্ক গুণরাশি ॥ জয়  
জয় রাধাকৃষ্ণ ভকত একান্ত । সব পদরজ দেহ মোর শির-  
পান্ত ॥ কহিব অপূর্ব কথা কৃষ্ণের বিহারে । অবল পরশ  
নায়ে সর্ক চিত্ত হরে ॥ কুন্দলতা জানে সব কৃষ্ণের ইচ্ছিত  
কৃষ্ণকে বিষণ্ণ দেখি হইলা বিস্মিত ॥ আপনে বিষণ্ণ প্রায়  
হইয়া চিন্তয় । সর্কেটদা যজ্ঞে কেন বিধু উপজয় ॥ কৃষ্ণকে  
কহয়ে তুমি হও পশুপতি । লীলায় কন্দর্প নাশ হৈল যজ্ঞ  
অতি ॥ দেবতার কর্ম নাশে কল লভ্য নয় । অতএব অন্য  
ধর্ম ত্যজহ নিশ্চয় ॥ প্রণয়েতে পরবশ যে ধর্ম তোমার ।  
সেই ধর্ম মন দেহ এই সে বিচার ॥ কৃষ্ণ কহে ভাল কুন্দ-  
লতা যে কহিলে । প্রাচীনলোকেতে শিব করি মোরে বলে  
আপন পত্নীকে তেঁহ নিজঅঙ্গ দিল ॥ সেইধর্ম এবে আমি  
অঙ্গীকার কৈল । কিন্তু তিঁহো দিল তারে অর্দ্ধেক শরীর ।  
সর্ক অঙ্গ দিব আমি মন করি স্থির ॥ দাতা প্রেম বশ আর  
বৈদক্ষী আমার । এই সব কীর্তি যেন ঘোষয়ে সৎসার ॥  
ইহা শুনি সাবধান শ্রীরাধিকা হৈলা । রাই আলিঙ্গিতে কৃষ্ণ  
অলিঙ্গিতে আইলা ॥ আইস২ গৌরী লও আমার শরীর ।  
শ্রীচন্দ্রশেখর আমি অত্যন্ত সুধীর ॥ শুনি রাই পলায়ন উ-  
চ্চম করিতে । হঠাৎ আসিয়া কৃষ্ণ ধরিল হস্তেতে ॥ গদা  
বচনে ভৎসে সুমুখী তাঁহারে । অঙ্গ হাশ্ব কবুধনী রোদন  
মিশালে ॥ এইরূপে ঈর্ষা করি কৃষ্ণেত হইতে । বিশ্লেষ হ-  
ইয়া রহে কৃষ্ণের অগ্রেতে ॥ রাধিকার মুখ পদ্ম পরিমলে



মাতি । বাক্তি শব্দে আসি পড়ে ভুজ তথি ॥ চকিত  
 ভাবের তবে উদয় হইল । ধৈর্য ছাড়ি আসে কৃষ্ণ আলি-  
 জ্ঞন কৈল ॥ কৃষ্ণ তাঁরে পায়ে করে দৃঢ় আলিঙ্গন । সখীগণ  
 হৈলা সবে মহাশু বদন ॥ তবেত পাইলা লজ্জা রাধা সুব-  
 দনী । পলাইতে চাহে রুষ্ট ধরিয়। আপনি ॥ ঈর্ষা লজ্জা  
 হর্ষ আর বামভাদি গুণ । কায়মনো বাক্যে ধনী হৈলা উপ-  
 নয় ॥ কভু দিব্য সেই কৃষ্ণে কভু করে নিন্দা । তর্জন আ-  
 ক্লেপ কত কভু করে বিন্দা ॥ মহাশু বোদনে কহে এই সব  
 কথা । ভুজবন্ধ ছাড়িইতে করে বহু চিন্তা ॥ রাধিকার চেষ্ঠা  
 দেখি কৃষ্ণ সুখী হৈলা । সখীগণ তাহা দেখি মহোৎসব পা-  
 ইলা ॥ কৃষ্ণ যবে রাধিকাকে আলিঙ্গন কৈল । সখীগণ  
 অঙ্গে তবে কম্পাদি হইল । তাহা দেখি বৃন্দা পুছে নান্দী-  
 মুখী স্থানে । অপারশে সখী অঙ্গে স্পর্শ ভাব কেনে ॥ বড়ই  
 আশ্চর্য্য রুষ্ট রাধা আলিঙ্গন । বিনা স্পর্শে মহাশুখ পাইলা  
 সখীগণ ॥ না দেখিলে দরশনে উৎকণ্ঠা বাড়য় । দরশন  
 স্পর্শ লাগি লালসাদি হয় ॥ কৃষ্ণ যবে স্পর্শে তবে ঈর্ষা  
 বাম্য হয় । বিচিত্র চেষ্ঠার কিছু কহত নিশ্চয় ॥ তাহা শুনি  
 নান্দিমুখী কহয়ে তাহারে । ব্রজাঙ্গনাগণ রীতি কে বুঝিতে  
 পারে ॥ লোকোত্তর চেষ্ঠা সব কৃষ্ণের সুখার্থ । কায়মনো  
 বাক্যে করে হরে মহাআর্ত ॥ কৃষ্ণ আল্লাদিনী শক্তি রাধা  
 ঠাকুরাণী । সার প্রাংশ প্রেমলতা তাহারে বাখানি ॥ সখীগণ  
 হয় তার পুষ্পপত্র সম । কি কহিব এই কথা অতি অনুপম  
 কৃষ্ণ লীলামৃতে যদি লতাকে সিঞ্চয় । নিজ সেক হৈতে  
 পল্লবাচ্চে কোটি সুখ হয় । এইত কারণে সখী বহুশুখ পায়  
 ইহাতে অধিক কিছু বিচিত্র না হয় ॥ রাধা কৃষ্ণ ব্যাপক রুতি  
 সুখের স্বরূপ । প্রতিফল নানা রস প্রকাশ অনুপ ॥ তথা-  
 পিহ সখী বিনু সুখ নাহি হয় । হেনসখী পদ কেবা না করে  
 আশ্রয় ॥ রুষ্ট রসে রসজ্ঞ যে সেই সে করয় । অরসজ্ঞ জন  
 ইহার অন্ত না জানয় ॥ প্রলয় কালেতে যেন সর্বনাশ হয় ।

অনেক বাসনা তাতে ঈশ্বর করয় ॥ এইমত রাধাকৃষ্ণ সখী  
 ভিন্ন নয় + রস আশ্বাদন লাগি ভিন্ন হয় ॥ কৃষ্ণ উৎকল ত-  
 মালুম নোরম । রাধা কুল্লা হেমলতা হইল মিলন ॥ সচে-  
 তন লোকগণ যতেক আছেয় । দৌহার দর্শনে চিত্তে কারমুখ  
 নয় ॥ রাধাকৃষ্ণ সুখ লাগি সখীর তাৎপর্য্য । কি কহিব এই  
 কথা অত্যন্ত আশ্চর্য্য ॥ ইহার বাস্যতা দেখি কৃষ্ণ সুখ পায়  
 অতএব কৃষ্ণ সজে বাস্য উপজয় ॥ এথা শ্রীরাধিকা কৃষ্ণভুজে  
 বদ্ধ হয় । বন্ধস্থল স্পর্শেবল্ল আনন্দ বাড়য় ॥ অত্যন্ত আনন্দে  
 হৈল বাস্যের উদয় । ললিতাকে তৎসে ধনী বৈমত্য বি-  
 ষয় ॥ ধৃষ্টা কুন্দলতা কৃষ্ণ দূতীর সহিতে । মিলিয়ছে কপ-  
 টিনী বুঝিয়া ললিতে ॥ নানা ছল করি আশা এখানে আ-  
 নিলা । শঠকুল গুরু হাতে আনিয়া ডারিলা ॥ খল তর্জার  
 ধাষ্ট্য নৃত্য তটস্থ হইয়া । দেখিতে আছে নেত্র ভঙ্গিমা  
 করিয়া ॥ কৃষ্ণ আলিঙ্গনে ছুয়া প্রার্থ্য্য নহিল । আত্ম মূহ  
 গুণ সব তোমাকেত দিল ॥ ইহাতে নাহিক দোষ জানিল  
 এখানে । নিজগুণ পরিবর্ত কৈলা দুইজনে ॥ শুনিয়া ললিতা-  
 দেবী অঙ্গ হাম্ব করি । রুটে প্রায় ছুটে গঙ্গা তর্জুন আচরি  
 কহে কৃষ্ণ সতীব্রত ধ্বংস ধুটেরাজ । কি আরম্ভ কৈলা এই  
 সতীর সমাজ ॥ কৃষ্ণ কহে পুছতুমি তোমার সখীরে । বলে  
 কেনে আসি এই ধরিল আমারে ॥ তবেত ললিতা কহে পু-  
 ঞ্জাগ তরুতে । মাধবী নৃতিকা বেড়ে এইত উচিত ॥ রুঞ্জে  
 বল্লী বেঞ্জে ইহা কভুনাহি শুন । সখীতোমা বেড়িতেপারে  
 যেড় কেনে তুমি ॥ কৃষ্ণ কহে নিজ অঙ্গ দিল প্রিয়া ঠাঞি ।  
 প্রিয়া আত্মস্নাত কৈল মহাহর্ষ পাই ॥ আত্ম অঙ্গ দিয়া পুনঃ  
 কেমনে লইব । যতবল দিয়া পুনঃ লইতে নারিব ॥ ললিতা  
 কহয়ে শঠ ছাড়হ শঠতা । ললিতাশোষ্য কৌর্য্য জানহ স-  
 ক্ষথা ॥ নিজাভীষ্টে সিদ্ধিযদিবাসনা আছেয় । কুন্দলতা সনেকর  
 যৈছে ইচ্ছাইয় ॥ ললিতার আগে বায়ুনা পরশে আশা । অত  
 এব ছাড়বল্ল ছাড়হ দুঃসাধা ॥ এতকহি রোষ করি সখীগণ

লঞ । চলিলা কৃষ্ণের কাছে সংগ্রামে সাজিয়া ॥ সেশোভা  
 দেখিতে কৃষ্ণের আনন্দ হইল । পুলকাক্ষ কম্প ভাবে বি-  
 বশ হইল ॥ এইত সময়ে ধনী হস্তলতাপাঞা । বাহির হইলা  
 রাই মুরলী লইয়া ॥ পরম আনন্দে কৃষ্ণ অবশ হইলা । তবে  
 জানে ললিতার তরেতে ছাড়িলা ॥ হস্ত বশ হৈল তাতে মু-  
 রলী খসিল । পট্টাঞ্চলে ধনী তাহা গোপন করিল ॥ হেন-  
 কালে বিশাখিকা আগেত আসিয়া । কহয়ে কৃষ্ণের আগে  
 পরানন্দ পাঞা ॥ রাহু বিধু<sup>দুর্জয়</sup> তুরা চন্দ্রাবলী মানি ।  
 দ্রাস্তা হঞা এসে রাধা অবিচার জানি ॥ রাধাক্ষ নক্ষত্র  
 আর তাঁ<sup>রা</sup> সখী যত । তারাকে পুরাসে রাহু এ নহে উচিত  
 রাধার অধৈত আমি বিশাখা নক্ষত্র । অনুরাধা নামে এই  
 দেখহ প্রত্যক ॥ জ্যেষ্ঠা নাম এই দেখ ধনষ্ঠিকা আর । অ-  
 পরা তারকা দেখ চি<sup>ত্রা</sup> নাম যার ॥ তিঁহোত তরুণী অন্য  
 কত কত সখী । ইন্দুলেখা আছে সেহো পূর্বনাহি লিখি ॥  
 অতএব এহনের যোগ্যা সেহো নয় । তৎকাল চলহ যাহা  
 চন্দ্রাবলী হয় ॥ কৃষ্ণ কহে বিশাখিকা সকল সুখদা । সত্য  
 শিবমূর্তি তুমি সখা অভীষ্টদা ॥ ললিতা হরেন সত্য ইন্দ্রেয়  
 মুরতি । বাক্য রূপ বজ্রাঘাতে তরানক অতি ॥ চন্দ্রাবলী  
 তেজিয়াছি বহু ভোগ করি । ভাবনীর ভোগ বাঞ্ছা রহে  
 চিত্ত ভারি ॥ প্রতি তারা ভোর রাহু ক্রমেতে করয় । ইন্দু-  
 লেখা ভোগে এবে কোতুক জন্ময় ॥ এত কহি কৃষ্ণ ইন্দুলেখা  
 আলিঙ্গিতে । নিকটেতে গেলী তার অত্যন্ত অরিতে ॥ ঈ-  
 ষৎ হাসিয়া তুর চাঞ্চল্য করিয়া । ইন্দুলেখা কহেকৃষ্ণে গর্জ  
 আচরিয়া ॥ ধূতরাহু ইন্দুলেখা ভোগযোগ্য নয় । চন্দ্রা-  
 বলী পাশে যাও সেই যোগ্য হয় ॥ কিম্বা তারা ভোগ কর  
 ক্রম যে করিয়া । হরষিত হৈল কৃষ্ণ এ কথা শুনিয়া ॥ অল-  
 ক্ষিতে ললিতাকে আসিয়া ধরিল । তবে তললিতা তারেকহিতে  
 লাগিল ॥ বিশাখা অন্তর ভোগ অনুরাধা হয় । এত শুনি  
 কৃষ্ণ বিশাখিকা পরশয় ॥ বিশাখা কহয়ে ধূট রাধা ভোগ

কৈলা । তবে কেন বিশাখাকে পুনঃ পরশিলা ॥ ক্রমভোগ  
 জ্যেষ্ঠা ভোগ হয়ত উচিত । শুনি কৃষ্ণ জ্যেষ্ঠা স্পর্শ করিলা  
 ভ্রুৱিত ॥ তঁহো রোষ করি কহে চিত্রা ভোগ বিনা । ব্যতি-  
 ক্রম করি কেন পরশিলা আনা ॥ তবে কৃষ্ণ আনি চিত্রা  
 পরশ করিলা । তবে চিত্রা বিধুমুখী কহিতে লাগিলা ॥  
 এহের উৎক্রম গতি তারা প্রাতি নয় । এত শুনি ভুঙ্গবিদ্যা  
 হাসিয়া কহয় ॥ বক্র অতিচার গতি কভু এহ হয় । শুনি  
 চিত্রাদেবী ভুঙ্গবিদ্যারে কহয় ॥ তুলারানি ছাড়ি কেন  
 চিড়া পীড়া করে । শুনিতেই কৃষ্ণ ভুঙ্গবিদ্যা আসি ধরে ॥  
 ভুঙ্গবিদ্যা কহে রঙ্গদেবীকে ছাড়িয়া । আমা পরশিলে ধৃষ্ট  
 কি কার্য লাগিয়া ॥ তবে কৃষ্ণ রঙ্গদেবী অঙ্গ পরশিলা ।  
 তঁহো কহে কন্যা রাশি ভোগ যে করিলা ॥ তাহাতে বসিয়া  
 মীন রাশি ভোগ কর । চম্পকলতিকা তাহা পূর্ব দৃষ্টিধর ॥  
 তবে চম্পবল্লী কৃষ্ণ পরশ করিতে । তঁহো কহে বৃন্তরাশি  
 সুদেবী পীড়িতে ॥ সুদেবী পরশ কৃষ্ণ আসি যবে কৈল ।  
 কাঞ্চনলতাকে তবে তঁহো দেখাইল ॥ তাঁরে পরশিতে  
 তঁহো কহেন বচনে । তুমিতচকোর যাও চন্দ্রমুখী স্থানে ॥  
 চন্দ্রমুখী চন্দ্রমুখ চুষন করিতে । চন্দ্রমুখী তবে তারে লা-  
 গিলা কহিতে ॥ শুনি কৃষ্ণ পরশীল মুখেতে চুষন । কেন কর  
 হঞা বড় হরষিত মন ॥ বংশী যে তোমার নিল চুষ দেহ  
 তারে ॥ ধৃষ্টতা করিয়া দুঃখ দেও কেন তারে ॥ তবে কৃষ্ণ  
 স্মৃতি হৈল বংশীকা করিয়া । কোথা গেল কহি রহে বি-  
 স্মিত হইয়া ॥ বহুক্ষণ বংশী নিজ হস্তে ছ্যাত হৈলা । কুন্দ-  
 লতা মুখে দৃষ্টি দিয়াত রহিলা ॥ কুন্দলতা চক্ৰদ্বারে কহে  
 রাইস্থানে । তবে শ্রীরাধিকা তাহা কৈলা অবধানে ॥ সঙ্কে-  
 পনে থুইলাম বংশী তুলসীর স্থানে । তুলসী লইয়া তাহা  
 রাখয়ে গোপনে ॥ ললিতা বিশাখা পাছে সে বংশী লইয়া ।  
 রহিলা তুলসী বনে শঙ্কিত হইয়া ॥ তবে কৃষ্ণ রাই আকর্ষণ  
 মনে করি । কহিতে লাগিলা ঈর্ষাতঙ্গী যে আচার ॥ অ-

দৃশ্য চঞ্চল মন বিশুদ্ধ আমার । কটাক্ষ কন্দর্প বাণে বি-  
 ক্ষয়ে তোমার ॥ দৃশ্য বংশী হরিবেন অদ্ভুত সে নয় । চৌ-  
 র্য্যরঙে পাটচরি মোর মনে লয় ॥ বাছ পাশে বদ্ধ করি  
 এবাস ভূষণ । কাটি লয়ে যাব কারাগ্রীকূঞ্জ তবন ॥ কন্দর্পরা-  
 জার স্থানে করিব সমর্পণ । কুণ্ড কারাগারে লয়ে থুইব ব্লে-  
 খন ॥ শুনি রাই কৃষ্ণবানী সর্ব্বভাবোদয় । অবজ্ঞাতে কৃষ্ণ  
 হেরি ছুরিতে চলয় ॥ কৃষ্ণ তাহা দেখি নিজ বংশীর লা-  
 গিয়া । ছল করি ধনী ধরি না দেন ছাড়িয়া ॥ কৃষ্ণ কহে  
 বৃথা কেন ভঙ্গী কর তুমি । বংশী না পাইলে তোমা না  
 ছাড়িব আমি ॥ শুনিয়া ললিতা মিথ্যা ক্রোধ যে করিয়া ।  
 চঞ্চল নয়ন স্মিত গর্কিতা হইঞা ॥ কৃষ্ণের নিকটে তৈহো  
 তৎকাল আইলা । সাটোপ তর্জ্জন করি কহিতে লাগিল  
 পরস্রী সঙ্গমে রত মূর্ত্তি যে তোমার । সতীত্রত ধ্বংস কার্য্য  
 কর সর্ব্বকার ॥ এথা হৈতে যাও তুমি এথা নাহি কায ।  
 ধৃষ্টতা ছাড়হ এই সতীর সমাজ ॥ স্নান করিয়াছে ধনী  
 মিত্র পূজিবারে । অপবিত্র নাহি কর পরশিয়া ছলে ॥  
 সুমানস সরোবর তটে শৈব্যা যে আসিয়া । নিজাধরা-  
 মৃত পানে তোমা উন্মাদিয়া ॥ বংশী হরি লইল সেই অরু-  
 কাশ পাঞা । তুলসী আছয়ে সাক্ষী পুছহ ডাকিয়া ॥ খল  
 লোক করে চুরি ফলে সাধু জনে । শৈব্যা চুরি করে বংশী  
 দোষ দেও আনে ॥ এত কহি দৃগেজিতে তুলসী দেখায় ।  
 রাই কে ছাড়িয়া কৃষ্ণ তুলসীকে চায় ॥ ত্রীরাধিকান্ত  
 পাঞা হইলা বাহিরে । জলদে বাহিরে যেন হৈলা সুখা-  
 করে ॥ তবেত তুলসীদেবী আসিয়া গোপনে । রূপ মঞ্জ-  
 রীকে বংশী কৈল সমর্পণে ॥ তুলসীকে কৃষ্ণ তবে আসিয়া  
 ধরিল । সকল পুলক তার শরীরে ভরিল ॥ ইস্তাঞ্জলি  
 করি নিজ বদনে ধরিয়া । কহয়ে তুলসী তবে অতি দীন  
 হঞা ॥ হাহা কৃপাময় ভূয়া নিছনি যাইয়ে । আমি তুমি  
 দাসী স্পর্শে অযোগ্য হইয়ে ॥ এতক আগ্রহ কর যাহার

লাগিয়া । বংশী নাহি মোর স্থানে কহিহু ডাকিয়া ॥ শৈব্যা  
করে সে বংশীকা দেখিয়াছি আমি । অতএব ছাড় কৃষ্ণ আ-  
মারেত তুমি ॥ এত কহি চক্ষুদ্বারে ইঙ্গিত করিল । শ্রীকৃপ  
মঞ্জরী স্থানে বংশী জামাইল ॥ ইঙ্গিত পশ্চি তা তবে শ্রীকৃপ  
মঞ্জরী ললিতা হস্তেতে বংশী সমর্পণ করি অলঙ্কিতে কৃষ্ণ  
আমি ধরিল তাহারে । নিজ বাহুপাশে তারে দৃঢ় বন্ধ-  
করে ॥ বংশী বিচারয়ে কুচ পড়িবে অন্তরে । না পাইয়া কহে  
কোথা থুইল বংশীরে ॥ কহিতে লাগিল তবে শ্রীকৃপমঞ্জরী  
মানা <sup>না</sup>নিয়া ততো আইলা অরা করি ॥ মনোরথ পূর্ণ  
হৈল ভাগ্যে যে তোমার । বংশী লয়্যা কর যায়্যা ধ্বনি  
পরচার ॥ গোপনারীগণ সব আস্থান করহ । আনিয়া  
তামবার সঙ্গে সুখে বিলসহ ॥ নিজ হর্ষে পরাকুল সতী-  
ব্রত বত । ধ্বংশন করিতে ছল কর কত কত ॥ সঙ্গোপনে  
নিজ বংশী আপনে থুইয়া । এই ছলে ফির নারীগণে পর-  
শিয়া ॥ এত কহি চক্ষুদ্বারে ইঙ্গিত করিয়া । ললিতার  
স্থানে বংশী দিলেন কহিয়া । ললিতা আনিয়া তাহা অত্যন্ত  
অরাতে । থুইলেন বংশী কুন্দলতার হস্তেতে ॥ কৃষ্ণ তারে  
ছাড়ি আইসে ললিতার ঠাঞি । হৃদয় শব্দ করে ললিতা  
তথাই ॥ ক্রোধ করি কহে এথা কেন আগমন । চাতুরি  
করিয়া আমা করিতে স্পর্শন ॥ যদি বংশী না থাকয়ে আ-  
মার স্থানেতে । তবে ধূটে তার ফল পাবে ভাল মতে ॥  
আমার সকল সহচরী রাধিকার । পাদস্পর্শ নাহি করি  
চিন্তামণি তার ॥ শুকান বাঁসের কাঠি হরিব বা কেন । কি  
কার্য আছেয়ে এক হস্ত কাঠি থান ॥ ছিড় পূর্ণ রসহীন ক-  
ঠোর অন্তর । বাহার ধ্বনিতে ব্যস্ত হয় চরাচর ॥ হেন বংশী  
যদি তোমার হস্ত হৈতে গেল । অত্যন্ত মঙ্গল তবে সবার  
হইল ॥ স্বচ্ছন্দে অবলা করু গৃহ ধর্মগণ । স্বস্থানে থাকুক  
নারী বকুলবন্ধন ॥ কুরঙ্গ কুরঙ্গী সঙ্গে হণ খাউ সুখে । নদীতে  
বাহুক স্রোত না হউক বিমুখে ॥ জলে নয় কন্যাগণ শীতে

দুঃখ দিলা । বেশ ভূষা যা সবার হরিয়া লইলা ॥ সেই অপ-  
 রাধে বাঁশী গেল হারাইয়া । পরে দুঃখ দিলে দুঃখ লভয়ে  
 আসিয়া ॥ শুকান বাঁসের কাঠি হস্তেক প্রমাণ । অন্তরে  
 বাহিরে হিড় কি তার বাখান । গোকুলাধিকারী কৃষ্ণ  
 সর্বস্ব মানিয়া । হাহাকার করি চিত্ত ইহার লাগিয়া ॥ কহ  
 এই ধন কেবা গোপনে রাখিল । কখন কহয়ে কেবা চুরি  
 করি নিল ॥ ললিতার ভক্তি কথা শ্রবণে কুন্দলতা । রাধিকার  
 হাতে বংশী রাখে সজোপিতা ॥ কৃষ্ণ বিষণ্ণতা আর ললি-  
 তা দি হাসে । দেখি কুন্দলতা কহে বচন সরোবে ॥ সচিদ্ৰ  
 জর্জরা ক্ষুদ্র বাঁসের পার্শ্বিকা । যার মূল্য না করিয়ে অর্থ ব-  
 রাটিকা । তুয়া হাত হৈতে গেল ভাল সে হইল বিষাদ  
 করিছ কেন কিবা হাত হানি হৈল ॥ গোপেন্দ্র নন্দন তুমি  
 তোমার এ কাঁচ । দেখিয়া হাসয়ে সব সখীর সমাজ ॥ হাসে  
 সব সখীগণ এ সব শুনিয়া । স্বরূপ ইংরাছি আমি মৃত প্রায়  
 ইঞা ॥ কৃষ্ণ কহে কুন্দলতা বংশীর যে গুণ । না জানিয়া বল  
 তাতে নহত নিপুণ ॥ ইহা সব প্রাতি যৈছে গুণ প্রকাশিলা  
 বিচিত্র না হয় তৈছে তেমাকে না কৈলা ॥ আমার অন্তরে  
 যবে যাহা ইচ্ছা হয় । আমার অসাধ্য কাঁচ হেলাতে করয়  
 নারায়ণের চিহ্নিত স্বরূপ বংশীকা । সর্ব শক্তি স্বরূপিণী গু-  
 ণেত অধিকা ॥ আমার সর্বার্থ সিদ্ধি করয়ে বংশীকা । অ-  
 লৌকিকী শক্তি তার জানয়ে রাধিকা ॥ ললিতা কহয়ে কেন  
 না জানিব তারে । সিংগের বল্লভতা তোমার দৌত্যকর্ম  
 করে । মুখাভাগু নারি চিত্ত করিব বন্ধনে । সেই বংশীধ্বনি  
 অজ্ঞ তারা ইহা জানে ॥ জগতে যুবতী যত মুকুতিনী গণ ।  
 সবাকার সতীধর্ম করে বিড়ম্বন ॥ লক্ষ্মী গৌরী আদি করি  
 যতেক যুবতী । চুরি করি আনে যত আছে ত্রিজগতি ॥  
 সর্বত্র প্রসিদ্ধা সিদ্ধ বংশীকা তোমার । অদ্বুত গুণে পূর্ণা  
 নাহি অন্ত তার ॥ শুনি কৃষ্ণ কহে এই ললিতার বাণী । বু-  
 টিল কণ্টক দুর্গ দৃঢ় অনুমানি ॥ শঠ চণ্ডী হরি নিল বংশীকা

আমার । পুনঃ পরিবাদ কথা উঠে তাহার ॥ এত কহি  
নাগেরেন্দ্র ললিতা অঞ্চলে । ধরি আকর্ষয়ে আর বংশী  
দেহ বোলে ॥ কাটিয়া লইয়া বাস জ্ঞপ্তি করিয়া ।  
সেই যে ললিতা আমি কহয়ে হাসিয়া ॥ বহু বেড়ি জানি  
তুমি আমার চরিত । সখী লৈয়া যাব শাঠ্য না হৈল ফ-  
লিত ॥ এত কহি গমনের উদ্যম করিয়া । পরম সমুদ্রমৈ-  
কৃষ্ণ বসনে ধরিয়া ॥ ধরিয়া কহয়ে বংশী না দিয়া গমন ॥  
মূলভ নহিল এই কহিল নিয়ম ॥ তুমি বংশী চুরি কৈলা বুঝি  
অনুমানে । নহে ভীত হৈয়া কেন কর পলায়নে ॥ নিজাঙ্গ  
শোধন কর আনা দেখাইয়া । থাক বা গমন কর যথেষ্ট ক-  
রিয়া ॥ শুনিয়া ললিতা লয়ে বস্ত্র আকর্ষিয়া । বক্র নেত্র করি  
কহে ঈষৎ হাসিয়া ॥ কামে উনমত্ত যদি হৈয়া আছে এত  
ভ্রাতৃপত্নী অঙ্গ এবে দেখ অভিমত ॥ নাহি দেখি বংশী তো-  
মার নাহি লই কভু । পরম আগ্রহ যদি না ছাড়হ তত্ব ॥  
তবে মূল্য দিব যে কহিল কুন্দলতা । নহে তার সম কাঠি  
আনি দিব এথা ॥ মল্লী ভৃঙ্গী নামে আছে পুলিন্দীর সূতা  
শৈলেন্দ্র আলয়ে রহে সখী অনুরক্তা ॥ আমার বচনে দিবে  
বংশী পক্ষ আনি । জঙ্ঘরা মিছিয়া যৈছে লৈয়া ছিল তুমি  
তবে কৃষ্ণ কহে সেই পুলিন্দীর সূতা । আমাতে তাহার রতি  
সর্বত্র বিদিতা । আমা না দেখিয়া অতি ব্যাধি হৈল তার ।  
হেন দুঃখ হৈল যার নাহি পরাবার ॥ হৃণতে লাগিল মোর  
চরণ কুঙ্কমাতাহা বক্ষে লেপি তার ॥ তাপ কৈল উন ॥ গিরি  
ধাতু গুঞ্জী আনি আমারে যোগায় । সে কেন তোমার দাসী  
মোর দাসী প্রায় ॥ বংশী হর আর মোরে কর অপমান ।  
বাহু পাশে বান্ধি দণ্ড করিতে বিধান ॥ কে তোমায়ে রক্ষা  
করে কর এবে দেখি কহিয়া সাপোট কৃষ্ণ প্রসারয়ে আঁখি  
নাগেরেন্দ্র বাণী শুনি বিশাখা হাসিয়া । ললিতাকে পাছে  
রাখি কহে সাম্য হৈয়া ॥ শুন যুবরাজ অর্থ যদি চুরি যায়  
নষ্টোদ্দেশী বিনে তার প্রাপ্তি নাহি হয় ॥ অতি উগ্রতাতে



ধন শীত্র নাহি মিলে যুক্তি করিলে তাতে ধরয়ে সুফলে  
 শুনিয়া চম্পকলতাকহে বিশাখারো অর্থলোভী নষ্টোদ্দেশী  
 বুঝিয়ে প্রকারে ॥ বহু ধন ব্যয় কৃষ্ণ বংশী পার্শ্ব বাদে । কেন  
 না করিবে ক্ষুদ্র দ্রব্য থানি সাধে ॥ শূনি তুঙ্গবিছা কহে শুন  
 মোর বানী । বংশিকা সৰ্ব্বদ্ব কৃষ্ণের আশি ইহা জানি ॥ যে  
 তার উদ্দেশ্য কহে আগে মিত্র হয়ে । আত্মীয়তা বাড়ে পাছে  
 বহু ধন পায়ে ॥ যে লইল সেই জন বহু দণ্ড পায়ে । এই  
 সব নীতিকার্য্য বুঝি সৰ্ব্বথায়ে ॥ শুনিয়া বিশাখা কহে শুন  
 কৃষ্ণ তবে । তারে কিবা দিবে যে উদ্দেশ্য করি দিবে ॥ চুরি  
 যে করিল দণ্ড কি করিবে তারে । জানিহিত উপদেশ কহি  
 যে তোমারে ॥ তাহা শূনি কৃষ্ণ কহে শুন মন, দিয়া । যে  
 আমার বংশী দিবে উদ্দেশ্য করিয়া ॥ তারে দিব এই নিজ  
 হৃদি মণি মালা । চুয়ক রতন দিব করমর্দ ফলা ॥ যে জনা  
 করিল তার ভূষণ লইব । অম্বর তারুণ্য রত্ন ঘটাদি লুঠিব ॥  
 বাহুপাশে বান্ধি তারে দণ্ড করিবারে । প্রবেশ করাব কাম  
 কুঞ্জকাণ্ডাগারে ॥ এত শূনি বিশাখিকা হাসি পুনঃ কহে ।  
 ব্রজরাজ পুত্র তুমি অযোগ্য কি হয়ে ॥ রূপগতা ইথে যদি  
 না করহ তুমি । তুষা করে আইল বংশী কহিলাম আমি ॥  
 আমার উদ্দেশ্যে বংশী প্রাপ্তিনাহি হয়ে । কুন্দলতা উপদেশে  
 তৎকাল মিলয়ে ॥ তবে কুন্দলতা প্রতি কহে বিশাখিকা ।  
 লাভ ভাগ্য তোমার আজি দেখিয়ে অধিকা ॥ নিজ দেব-  
 রের বংশী দেহ উদ্দেশিয়া । তুল্লভ উৎকোচ লহ মহা সুখী  
 হৈয়া ॥ তবে কুন্দলতা কোন কথা ছল ধরি । রাধা বিশা-  
 খিকা সনে যুক্তি যেন করি ॥ এই রূপে রাখে বংশী তুলসীর  
 করে । অতি সংগোপনে রাখে কৃষ্ণ নাহি ছেরে ॥ পরম  
 আকুতে কুন্দলতার বরান । দেখেকৃষ্ণ বংশী তত্ত্ব জানে হেন  
 জ্ঞান ॥ তবে কুন্দলতা হাসি বিশাখাকে কহে । আমি না  
 জানি যে চোর তুষা দিব্য মোহে ॥ জানিতাম আমি যদি

বংশীর উদ্দেশ্য । বিনোৎকোচে কহিতাম তাহার বিশেষ  
 দেবরের ধন হৈলে নিজ ধন মানি । তোমা সব যেন তেন  
 পর নহি আমি ॥ তোমরা জানহ যদি বংশীর বিশেষ ।  
 আগে ক্ষতি লৈয়া তার কহত উদ্দেশ্য । তোমরা অনুকূল  
 হৈলে সেই বংশিকা । আপনার প্রতিকরে রহে সুখাধিকা  
 উৎকোচ বংশিকা মাঝে আমি সন্মথায় । কেহ নাহি দিলে  
 আমি দিব তাহা তায় ॥ কহি গোবিন্দে রে নেত্র ইঙ্গিত ক  
 রিলা । কৃষ্ণমহোৎসুক হৈয়া তথাই আইলা ॥ কটাক্ষ অনঙ্গ  
 বাণে প্রিয়াবদ্ধ করি । অতি উৎসাহ বাঢ়ি গেল বংশী পাব  
 বলি ॥ তবে গোবিন্দে রে হাসি কহে কুন্দলতা । বংশী চুরি  
 কৈলা রাই জানিহ সন্মথায় ॥ বংশী বলি কৈল বিন্দু চিবুকে  
 লাগিলা । গুপতে লাগিল বিন্দু রাই না জানিলা ॥ শ্যাম  
 রূপ রাখিলে যে বংশীর আশ্রয় । দেখে সেই বিন্দু বিশ্বকুচি  
 প্রকাশয়া । নিজাধরে আগে বিন্দু গ্রহণ করহ । পাছে ন্যায়  
 জিনি দণ্ড উৎকোচ বুঝ ॥ সিদ্ধ হৈল তুয়া বংশী রাধিকার  
 স্থানে । লগ্না না লহ তাতে ক্ষতি নাহি আনো ॥ উৎকোচ-  
 চের মধ্যে মাত্র হৈয়া আছি আমি । বিশাখাকে প্রতিশ্রুত  
 ধন দেহ তুমি ॥ কৃষ্ণ কহে বংশীকার বিন্দু আগে লই ।  
 পাছেত উৎকোচ দিব বাঁশী যবে পাই ॥ কুঞ্জ কায়াগারে  
 লইয়া দণ্ড করি রাধা । পাছে ক্ষতি দিব আছে যার যেই  
 সাধা ॥ এতকহি কৃষ্ণযান রাধিকা অন্তিকে । অধর দংশনে  
 হয় উৎসাহ অধিকে ॥ দেখিয়া ললিতা দেবী মিছে রোষ  
 করি । মধ্যে হৈয়া কহে স্মের বচন চাতুরি । মিত্র পূজা না  
 করিতে ক্ষত কেন কর । দেবলোক ধর্ম্যে তুমি শঙ্কা কি না  
 ধর ॥ কৃষ্ণ কহে শুন রাধে আমার বচন । আমিহ না করি  
 দোষ না করে দশন ॥ তুমি দোষ কৈলা বিন্দু চিবুকে ধ-  
 রিলা । এত সব কথা এই কারণে হইলা ॥ চিবুকে রহিয়া  
 বিন্দু দেখিল আমারে । মিত্র বলি আইসে বিন্দু আমা মি-  
 নিবারে ॥ আমার দশনে আইসে তোমা শঙ্কা করি । দশন

দংশন এই কারণে উচ্চারি। তাহা শুনি কুন্দলতা কহেভাল  
 হৈল। করিণী করীতে দুই জনে মিলন হৈল ॥ বংশী বলি  
 দেখি ঈর্ষা করিয়া দংশন। বিন্দু আদি ধরে নাম ধরিয়া দংশ-  
 শন ॥ গুণি আগে গুণি যদি আগমন করে। মণিমালা দিয়া  
 সেই গুণি পূজা করে ॥ এইরূপে কুন্দলতা নানা ভজি করি  
 কহয়ে কতক কথা বিবিধ চাতুরি ॥ তাহা শুনি কহে তাঁরে  
 রাই সুবদনী। দৈবের শিশিরে ফুল কুন্দলতা জানি ॥ অরুণ  
 অধর তার দংশন কুমুমে। পূজা কেন নাহি কর বল কেন  
 আনে ॥ শুনি কুন্দলতা কৃষ্ণ কহে ক্রুদ্ধ হৈয়া। এথা হৈতে  
 যাহ বস্ত্র ভূষণ রাখিয়া ॥ মুখরামুখরানান্ত ললিতা প্রথরা।  
 অনেক প্রগল্ভা সঙ্গে তুমি সে একেলা। মৃদুপ্রায় ভীত তুমি  
 কি কায এখাতে। পলাইয়া রহ গিয়া সখার সহিতে ॥  
 পারের পুরুষে চিত্ত লোভিয়া সবার। তেজিয়াছে সব ধর্ম  
 অধর্ম বিচার ॥ আমাকেও নিজ ভজি করিবারে চায়। ক্ল-  
 তার্থ করিতে করে নানান উপায় ॥ ধর্ম নিষ্ঠ আমি সাধী  
 বিমল আশর। দেবর সম্ভাষা বাল্যে হৈতে যোগ্য হয় ॥  
 হেনআমি আমাকে যে দুরুক্তি করিয়া। দুঃখ সব দেনআমি  
 সহি কি লাগিয়া ॥ বিশাখাতে বদ্ধআছি উৎকোচ লাগিয়া  
 বদ্ধ বিমোচন কর তারে তাহা দিয়া ॥ শুনি কৃষ্ণ কহে হাসি  
 আইস বিশাখা। গ্রহণ করহ রত্ন উৎকোচ অধিকা ॥ ইহা  
 কহি তাঁরে হাসি কৈলা আলিঙ্গন। হাসি সব সখী আসি  
 কৈলা আবরণ ॥ অন্যান্য কলহ ভেল মহা কোলাহলে। রাই  
 লুকাইলা গিয়া কুঞ্জে এইকালে ॥ নৃপূর কিল্কিণী আদি যত্নে  
 য়ক করি। প্রবেশ করিলা রাই নিকুঞ্জ ভিতরি ॥ তাহা দেখি  
 অতি শঙ্কা পাইলা তুলসী। বংশী রাখে বৃন্দা পাশে সঙ্গে  
 পানে আসি ॥ বংশী পাঞ্জা বৃন্দাদেবী অতি সুখী হৈলা।  
 হৃদয়ে রাখিয়া বাঁশী কহিতে লাগিলা ॥ ক্ষুদ্রবংশে জন্মহৈয়া  
 বংশশ্রেষ্ঠ হৈলা। যতঃ বংশ সব সঙ্গশ করিলা ॥ তোমার  
 লাগিয়া এত কৌতুক হৈলা। রাখা কৃষ্ণ সখী সনে মহাসুখ

পাইলা ॥ এথাসখীগণ হাশু চঞ্চল নয়নে । আক্ষেপ করেন  
 কৃষ্ণে গদগদ বচনে ॥ কৃষ্ণ বাহু বদ্ধ হৈতে বাহিরে আসিয়া  
 বিশাখা কহেন কৃষ্ণে জীবৎহাসিয়া ॥ বংশীর উদ্দেশ তোমার  
 আমি না করিল । এইত কারণে আমি উৎকোচ না লৈল  
 কুন্দলতা কৈল তোমার বংশীর উদ্দেশ । তাঁহারে উৎকোচ  
 দেহ যে হয়ে বিশেষ ॥ তাঁরে কহি তবে কুন্দলতারে কহয়  
 প্রগল্ভা হইয়া কেন হৈলে মুগ্ধা প্রায় ॥ দেবরের ধন তুরা  
 অন্যথাএ যায় । জীবা মালিন্য কেন ইহাতে না হয় ॥ তাহা  
 শুনি কুন্দলতা হাসিয়া কহয় । নিজ দেবরের ধন অনেক আ  
 ছয় ॥ ধনের বদান্য হয় আমার দেবর । দ্বিজের দান করে  
 পাণ্ডা আনন্দ অন্তর ॥ তাহাতে নিবেধ কৈলে আঁত পাঁপ  
 হয় । নিবেধ না করি আমি সেই পাঁপ ভয় ॥ দান দিতে  
 কেহ যদি নিবেধ করয় । অধমের অধম সেই শাস্ত্রে এইকর  
 প্রতি গ্রহ লৈতে কেন হবে শঙ্কা কর । দ্বিগুণ করিয়া ধন কৃষ্ণ  
 আগে ধর ॥ ইহা শুনি কহে কিছু চিত্রাসুনয়নী । কুন্দলতা  
 প্রতি কহে সুমধুর বাণী ॥ আপন বেতন কেন ছাড়কুন্দলতা  
 পরজব্য বলি কেন শঙ্কা কর রথা ॥ বোল যদি ধনী আছে  
 ধনে বা কি কাঁষ । লঞা যাহ দিহ নিজ সখির সমাজ ॥ কু-  
 ন্দলতা হাসিকহে চিত্রাদেবী প্রতি । গোবিন্দেরে ধনে যদি  
 নাহি কর মতি ॥ যার ধন তার ঠাঞি আছে সর্বথা ॥  
 কিবা কল আছে আর অতিচাটু কথা ॥ তারেকহি কৃষ্ণেকহে  
 তবে কুন্দলতা । হাসিকহে যেন করিয়া আত্মতা ॥ আদান  
 প্রদান কাঁষ তোমার সহিত । অতিক্রম ইহা সঙ্গে নহে সমু-  
 চিত ॥ ধনাঢ্য যেমন ভূমি তেমন রাধিকা । তাঁহা মনে কর  
 আদান প্রদান অধিকা ॥ ইহা শুনি নাগরেন্দ্র রাই অনুষয়ে  
 দেখিবারে চাহে রাই দেখিতে না পায় ॥ ললিতাকে কহে  
 ভূমি গোপন করিয়া । কোথা রাখিয়াছ তাঁরে আনহ যাইয়া  
 ভূমিচুরি কৈলেবংশী রাই লুকাইলে । এই লাগি ভূমি দণ্ড  
 সর্বথা হইলে ॥ ললিতা কহেন কারো প্রতিভুনহিয়ে । রাই

কোথা গেলা আমি কেমনে জানিয়ে ॥ রাজ্য কর তবে ইহা  
 আমি গৃহে যাই । রাই কোথা গেলা আমি দেখি নাই  
 কোনমথী কহে রাই গৃহে চলি গেলা । কহ কহে মিত্রপূজা  
 করিতে চলিলা ॥ কহ কহে চিত্ত গঙ্গান্নান কাষে গেলা ।  
 গোবিন্দ পরশা শুদ্ধ শুদ্ধ হৈতে গেলা ॥ এইরূপ সব কথা  
 শুনিয়া গোবিন্দ । হবার্ত হইল চিত্ত রাইর নিবন্ধ ॥ যেকুঞ্জ  
 আছেন রাই কুন্দলতা জানে । জানাইলা সেই কুঞ্জ নয়নের  
 কোণে । সে ইঙ্গিতে নাগরেন্দ্র সে কুঞ্জে পশিলা । সখীগণ  
 চতুর্দ্বারে কপাট অর্পিলা । লতাপাশ দিয়া সেই কপাট বা  
 দ্বিলা । সেই ২ দ্বারে দ্বারী হইয়া রহিলা ॥ ওথা নাগরেন্দ্র  
 আইলা দেখি নিতাইনী । পলায়ে গোবিন্দ ভয়ে সুপদ্মবদনী  
 দ্বারে আসি দেখে লাগি রহিল কপাট । ভঙ্কহৈল বহির্দ্বারে  
 গমনের ঠাট ॥ শ্যামগৌরী বলে ধরি মেজে লয়্যা গেলা ।  
 দুই ২ পরশেতে আনন্দ বাড়িলা ॥ অনঙ্গঅনলে তাপি শ্যাম  
 মত্তকরী । রাই সুবদনী পাঞা আনন্দে বিহারি ॥ নীবি কঙ্ক  
 লিকা বন্ধ সব মুক্ত কৈলা । হস্তাকর্ষে কঙ্কণাদি বাজিতে লা  
 গিলা ॥ ববংবংশী দদদেহ ঘন বোলে হরি । পরম উল্লাস  
 কথা গদ্যদ উচ্চারি ॥ তারুণ্যাদি ধন কৃষ্ণ আশ্রম কৈলা  
 তাহা রক্ষা লাগি ধনী অতিব্যগ্র হৈলা ॥ কৃষ্ণ নিজ ধাফট  
 সৈন্য বাহু পরাজয় । দূরে কৈল ধৈর্য লজ্জা বামতা আনয়  
 প্রগাঢ় আনন্দ যবে হইলা দুহার । নিজ ২ পৌরুষতা আরম্ভে  
 অপার ॥ শীৎকার অকুণ্ঠিত কণ্ঠ কুজিতাদি যত । পৌষ  
 উৎকর ধারা কহে কত ২ ॥ অন্যোহন্য আগ্রহ নর্ম্ম পূর্ব্ব  
 কারি করি । দুই দোহা বেশ করে চিত্তামোদ ভরি ॥ রা  
 ধিকা মাধব সঙ্গে নিকুঞ্জ বিলাস । এইমত নানা ক্রীড়া র  
 সের উল্লাস ॥ জয়২রাধাকৃষ্ণ কেলী সুমঙ্গল । অবলম্বন মন  
 আনন্দে কেহল ॥ গোবিন্দ চরিতামৃত নিতুই নূতন । বিচা  
 রিতে মিলে মহা মহা প্রেমধন । এইমত কহিল রাধাকৃষ্ণ  
 বিলাস । সখীসঙ্গে কত ২ হাশ্য পরিহাস ॥ সদা শুন গোবিন্দ

চরিতামৃত কথা । রাধাকৃষ্ণ প্রেমধন মিলিবে সর্বথা ॥ রাধা  
কৃষ্ণ পাদপদ্ম সেবা অভিলাষে । এ যত্ননন্দন কহে মধ্যাহ্ন  
বিলাসে ॥

ইতি শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে দশমঃ স্কন্ধঃ সমাপ্তঃ । ১০ ।

নান্দিমুখী মনুষ্যতাত্ত্ব সত্যং সখীনা, মাগত্য তাং মুর-  
লিকাং হৃদি নিহুবালা । রন্দা ব্রবীৎকনুগতো ব্রজকান-  
নেসৌ সখ্যা নিবেদ্যমিহ নাবনয়োঃ পদেইতি ॥ ২

জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য দয়ানিধি । জয় সনাতন প্রিয়রূপ সুখ-  
বিধি ॥ জয় দাস গদাধর প্রাণপ্রিয় প্রাণ । জয় স্বরূপের প্রিয়  
রঘুনাথ জ্ঞান ॥ কৃপাকর কৃপানিধি লইনু শরণ । দুর্বাসনা  
ছাড়ি সেবো তোমার চরণ ॥ শুভ কর চতুর্মুখে শঙ্কর ভা-  
বক । সহস্র মুখে গায় গুণ মহেন্দ্র সেবক ॥ হেন তুমি তো-  
মাকে জানিতে শক্তিকার । তোমার মিলনহেতু করুণা তো-  
মার ॥ এমন তুল্য ভ জন্ম মনুষ্য শরীর । অহঙ্কারে রথা গেলা  
বিধাতা অধীর ॥ যে জনা সকল ছাড়ে চাই তজ্জ্বারে । তো-  
মার দারুণ মায়া সদা তারে তাড়ে ॥ কে এমন আছে ধীর  
সে তাড়না সহি । তোমা তজ্জি আপনার চিত্ত স্থির রহি ।  
অধৈর্য মানস মোর না মানয়ে বাণী । কৃপাগুণে বান্ধিরাখ  
স্বচরণে আনি ॥ এবে কহ গোবিন্দবিলাস মনোরম । যাহা  
শুন সুখী হয়ে শুদ্ধভজগণ ॥ নান্দীমুখী সঙ্গে করি রন্দা হর্ষ  
মানি । আসিয়া সখির মধ্য পুছেন কাহিনী ॥ বংশী রাখে  
নিজ হৃদি বসনে বাঁপিয়া । রাধাকৃষ্ণ কোথা গেল পুছেন  
আসিয়া ॥ নিবেদন আছে কিছু দোহার চরণে । এমতি পুছিলা  
যদি রন্দা সখী স্থানে ॥ সখীগণ কহে তাহা কলহ করিয়া  
মনস্করাজার স্থানে ন্যায় বুঝে গিয়া ॥ বল নিবেদন তোমার  
কিবা সে আছে । না কহিবে যদি অতি গোপনীয় কুঞ্জ  
পাউগ্ধে তবে কর হগমন । তথাই যাইয়া তারে কর নিবেদন  
এমতি শুনিলা যদি রন্দা সখী পুখে কহিতে লাগিল তবে

পাণ্ডা বহুস্থে ॥ রাধাকৃষ্ণ প্রাণতুল্য তোমরা সবাই । তোমা  
 সব অগোচর কোন লীলা নাই ॥ তাঁরা দোহা সঙ্গে যবে  
 থাকে একটাই । তখনিকহিব তবে <sup>অনিহ</sup>সবাই ॥ নিধুবন দর  
 শান্ত বিলাস লালসে । বেড়িলা সকলসখী কুঞ্জের চৌপাশে  
 রতি লীলা অবসান সময় জানিয়া । সহচরীগণ দেখে ছিজে  
 মুখ দিয়া ॥ ওথা আমেড়িত করে কৃষ্ণ নিজ প্রিয়া । বিভূষণ  
 করিবারে যতন করিয়া ॥ নাহি আইসে ধনী তাহা হেনই স-  
 ময়ে ॥ আনন্দ বিভ্রম আসি সব পাসরয়ে ॥ হুঁ হুঁ দোহা বেশ  
 করে অতি অপরাধাধা দেখি মুরুছয়ে মনমস্থ ভূপা ॥ তবে  
 কৃষ্ণ পদপত্রে কুঙ্কুমের ডবে । পত্রিকা লিখন কৈলা মনো-  
 ভব সেবে ॥ শিরের বেষ্টেনেরাথেন সেই সুপত্রিকা । রাখিয়া  
 কহয়ে চল বাহিরে রাধিকা ॥ সখী লজ্জা লাগি রাই বাহিরে  
 না আইসে । ন্যায় জিতি চোর প্রায় কৃষ্ণ আনে পাশে ॥  
 এই মতে ধনী হস্ত কমল ধরিয়া ॥ কুঞ্জাঙ্গনে আইলা কৃষ্ণ হর-  
 ষিত হৈয়া ॥ কুঞ্চিত নয়না রাই শ্যাম প্রফুল্লিত । দেখি মুখি  
 হৈয়া সখী বেড়িলা অরিত ॥ পরম সমুদ্রে সবে পুছেন রাইরে  
 আমা সব ছাড়ি তুমি কোথা গিয়াছিলে ॥ বহু অনুঘিল  
 তোমা লাগ না পাইল । ধৃষ্ট কৃষ্ণ মনে তুরা কোথা দেখা  
 হৈল ॥ মোসবার ভাগ্যে শীঘ্র আসিয়া মিলিলে । ধৃষ্ট তোমা  
 পরাভব ভাগ্যে না করিলে ॥ এই মত সখী বাক্য পরিহাস  
 শুনে । নিজঅঙ্গে দেখে সব রতিচিরু গণে । কৃষ্ণপ্রতি লজ্জা  
 ঈর্ষা সখী প্রতি হৈয়া । রহে ধনী ক্ষণ এক মৌন আচরিয়া  
 কৃষ্ণ হাশ্ব করি তাঁরে অভঙ্গ করিলা । গদ গদ কুঙ্ক কণ্ঠ  
 চলাধর হৈলা ॥ তর্জনি চালন করি কৃষ্ণকে <sup>ভজয়ে</sup> ॥ হাসি  
 সখীগণ তারে ভঙ্গিতে কহয়ে ॥ গৃহেতে গমন যবে করিবে  
 উত্তম । বস্ত্রে আকর্ষিয়া তবে কর নিবারণ ॥ লুকাইয়া রহি  
 যদি যায়্যা কোন স্থানে । তবে কৃষ্ণ ভঙ্গিকরি দেখাহ সে-  
 থানে ॥ সঙ্গে রহি যদি তবে কটু বাণী কৈল । অতএব তুয়া-  
 সঙ্গ কেমনে হইল ॥ লুকাইয়া ছিল গিয়া কুঞ্জের ভিতরে ।

দেখাইয়া ছিল। স্থান মত ভূজ্ঞাঙ্গরে ॥ মোর অঙ্গ পরিশিতে  
 চঞ্চল আইসে । কণ্টক তলার মাঝে করিনু প্রবেশে ॥ তবে  
 আমা রাখে সখী কণ্টক লতিকা । নাহিলে কি জালি আজি  
 হইত রাধিকা ॥ এই মত মিষ্ট কথা কহে নিতাম্বনী । শুনি  
 কুন্দলতা কহে পরিহাস বাণী ॥ যে কহিলে মত্যা রাখে অ-  
 মত্যা না হয়। কণ্টকলতিকা রক্ষা তোমারে করয় ॥ কৃষ্ণ অঙ্গে  
 তা'চিহ্ন দেখি ব্যক্ত রূপ । কণ্টক নখেত ক্ষত সকলি অনুপ  
 তোমা রক্ষা লাগি লতা কৃষ্ণাঙ্গ আচটে । অযোগ্য না হয়ে  
 সখী রাখয়ে শঙ্কটে ॥ তাহার মধ্যত আর বৈচিত্র দেখিল  
 তোমার তন্তুতে কেন বহু চিহ্নদিল ॥ গোপাঙ্গনা যুবতী ল-  
 ম্পট কৃষ্ণচন্দ্র । চন্দ্রাবলী উরে ধরে নহে কিছু মন্দ ॥ তুমি  
 তাহা কেন বা ধরিলে নিজ উরে । এ দুই বোলের মোরে ক-  
 হত উত্তরে । এইমত কুন্দলতার বচন শুনিয়া । কহয়ে ল-  
 লিতা দেবী শুন মন দিয়া ॥ পুরুষ পরশ ভয়ে ধনী ব্যগ্র  
 হৈয়া । লতা মাঝে প্রবেশয়ে শীঘ্রগতি যাঞা ॥ তাহাতে  
 কণ্টক ক্ষত দরিদ্র কি হৈলা । তাহাতে তোমার শঙ্কা কেন  
 উপজিল ॥ প্রত্যঙ্গ বর্ণন লতার অবন করিতে । কৃষ্ণ চিত্তে  
 তাব পুঞ্জ হইলা উপস্থিতে ॥ অবন উৎকণ্ঠা দেখি সব সখীগণ  
 করিতে আরম্ভ কৈলা রাধাঙ্গ বর্ণন । নিজ নিজ কবিতা যে  
 রসাল্য করিতে রাধাঙ্গ মাধুরি গন্ধ কৈলা সুবাসিতে ॥ যত-  
 পিহ নিত্যঘিনী দৃশে নিবারয় । কৃষ্ণ মুখ লাগি তছু সখ্যাঙ্গ  
 বর্ণয় ॥ গোবিন্দ মুখারবিন্দ মৃদুমন্দ হাসি। সেইমকরন্দ পানে  
 সখী সব ভাসি ॥ গোবিন্দ ইচ্ছিত তারা জানে ভাল মতে  
 তার ইচ্ছা লাগি অঙ্গ লাগিলা বর্ণিতে ॥ ভজি করি লালিতিকা  
 কুন্দলতা দেখি। বর্ণনা করয়ে লতা হৈয়া বড় সুখি ॥ কুন্দলতা  
 অঙ্গে তবে দেখি ভোগ চিহ্ন । সে মধুসূদন কৈলা ভোগ পর-  
 বন ॥ অদ্ভুত কথা এই স্থলে উপজায় । করায় বর্ণন ধনী-  
 হরষ পাইয়া । পৃথিবীতে শিবলিঙ্গ এক চন্দ্র ধরে । তাহাকে  
 জিনিতে রাই কুচকুন্তরে ॥ নখাঙ্গের ছলে কিবা ধরে চন্দ্র



গণ । উৎপ্রেক্ষা অতিশয় সুন্দর বর্ণনা। কৃষ্ণ মুখ লাগি ভাবে  
 বিশাখা সুন্দরী । কহে হাসি স্তম্ভ পংক্তি বিকশিত করি ॥  
 রাধা কুচ কুম্ভেতে যে সকলক্ষ চন্দ্রদিনে স্নান সদা ক্ষয় অ-  
 তিশয় মন্দ। সিদাপূর্ণাশুশীতল অত্যন্ত সুগন্ধা। কৃষ্ণ কর নথবিধু  
 ধরে অকলঙ্ক। বিশাখার বাক্যে অতি মুহুর্ন্ত হইয়া । চম্পক  
 পতিকা কহে কৃষ্ণে মুখ দিয়া ॥ কৃষ্ণ পাদপদ্ম নৃত্য চিহ্ন  
 নাগ মাথে । দেখি করায়ুজ্ঞে কৃষ্ণে স্পর্শাইল তাতে ॥ রা-  
 ধিকার কুচ পদ্ম নারঙ্গ উপরোনটন করিতে নথ ক্ষত চিহ্ন  
 ধরে ॥ তাহা শুনি স্ত্রীর শ্রেষ্ঠা চিত্রা সুবদনী । কহিতে লা-  
 গিল। কিছু মধুময় বাণী। আশ্চর্য্য কনকলতা তমাল আশ্রয়  
 ধরিল শ্রীফল দুই তাতে পঙ্কজ হয় ॥ তমালের শাখা উপ-  
 শাখার চালনে । কুচ শ্রীফলে কৈল বিচিত্র লিখনে ॥ তাহা  
 শুনি তুঙ্গবিদ্যা কহে হর্ষ পায়ে । সবা শ্রীত করে আর ধনী  
 লজ্জা দিয়ে ॥ রাধিকার তনু বন আশ্চর্য্য শোইনা যাছে কাম  
 গঞ্জ করে নিত্য বিহরণ ॥ কৃষ্ণ হস্তপদ্ম তাতে মাজত আছয়  
 নথাকুশ কুচ কুম্ভ সে যে আকর্ষয় ॥ তাহাতে হইল ক্ষত দেখ  
 বিদ্যমান । লেপন হইল স্বেদমদ কুম্ভ স্তান ॥ ইন্দুলেখা ইহা  
 শুনি উল্লাস পাইয়া । কহে দত্ত পংক্তি হাস্য চন্দ্র প্রকাশিয়া  
 রাই সুর তরঙ্গে নিজাক্ষ কৃষ্ণ করি। বিহার করয়ে কত নিজ  
 ইচ্ছা ভরি। হস্ত আক্ষালন তাতে কত কৈল । কুচ চক্র বাক  
 যুগে লিখন রহিল ॥ তাহা শুনি রঙ্গদেবী কহিতে লাগিল।  
 রাধা সুধামুখী দৃষ্টে নিষেধ করিল। ॥ তথাপিহ কহে কৃষ্ণ  
 অবশেষে জানি । কৃষ্ণক পূর্বকরে সুধাময় বাণী । রাই বক্ষ  
 স্থলে দুই সুবর্ণ কলসে । তরুণিমণি তাতে ভরিল অশেষে ॥  
 যতেক খুইল বিধি গোপন করিয়া । মুদিত করিল কুম্ভ সু-  
 রঙ্গাদি দিয়া ॥ কৃষ্ণ চৌর নিজ নথ খন্ডি তাতে দিয়া । থ-  
 নন করিতে চিহ্ন রহিল লাগিয়া ॥ সুদেবী কহয়ে বাণী এ-  
 কথা শুনিয়া । পরিহাস করে গিরিধরের তপিয়া ॥ সুবর্ণ দা-  
 ডিম্ব এই বনপ্রিয় অতি । সৎকল ধরিল দুই সুবর্ণের দ্যতি ॥

প্রীতাংগুক নখে তাহা খনন করিল। সেই চিহ্ন কুচযুগ দা-  
 ডিয়ে রহিল। চন্দ্রমুখী দেবী তাঁর অবসর পায়োঁসহাশ্বদনে  
 কহে অতি হৃষ্ট হয়ে ॥ ভ্রমরার ক্ষত পুষ্প দেখে বিচ্যমান  
 রাই কুচওষ্ঠাধর দন্তের বিধান ॥ তাহা শুনি হাসি কহে সুম-  
 ধুর বাণী ॥ অত্যন্ত অমৃত এই রসময় জানি ॥ রাধিকা লোচ-  
 নাঞ্জনে কৃষ্ণের অধর ॥ ইয়ে আছে যেন পাক জ্বামের সোমর-  
 রাধিকার দন্ত শুক ক্ষুধার্ত হইয়া ॥ দংশন করিল তাঁর চিহ্ন  
 দেখিয়া ॥ কৃষ্ণের ইচ্ছিতে তবে কাঞ্চনলতিকা ॥ কহয়ে বা-  
 রয়ে তবে দৃষ্টিতে রাধিকা ॥ রাধিকার নাভিলোম কুচবন্দ  
 মুখ ॥ ভ্রান্ত হয়ে বিধি ইহা কহে পায়ের মুখ ॥ সুধানদে শা-  
 মলাল পদ্ম সুধাকর ॥ এই সত্য কথা আমি জানিয়ে অহর  
 সদা মুখ বিধুকাঙ্ক্ষি লাগে কুচযুগোঁতে ॥ সদা কুচপদ্ম ক-  
 লিকার যোগে ॥ শুনিয়া মাধুরী কহে হরিষ বরান ॥ করার  
 কৃষ্ণের কর্ণ অমিয়া সেচন ॥ রাধানাভি কুণ্ডমাঝে জিবলী মে-  
 থা ॥ নিতম্ব বেদিকা লোমাবলী ক্ষুব্ধ হৈলা ॥ কুচকুম্ভ যুগ  
 তাল সুপীঠ জঘনি ॥ বসি কাম কৈল দুই ঘটেব স্থাপন ॥  
 কণ্ঠ শঙ্খ প্রায় অঙ্গ যজ্ঞশালা মানি ॥ কামযুক্ত করে কৃষ্ণ  
 চিত্ত আকর্ষণী ॥ বাসন্তী কহয়ে তবে একথা শুনিয়া ॥ রবতানু  
 কন্যা ধন্যা ব্যাখ্যান করিয়া ॥ রাধিকার অধনু কটাক্ষ  
 যে বাণ ॥ বাহু পাশ কণ্ঠ শঙ্খ অতি অনুপাম ॥ দুই গণ্ডহল  
 হেন কনক সমান ॥ নিতম্ব রথাক্ষ নখ অক্ষয় প্রমাণ ॥ অত  
 এব রাই অঙ্গ অনঙ্গ রাজারা কেবল নাজন হৈলা বহু অস্ত্রশাল  
 তাহার শুনিয়া বাণী রন্দাদেবী কহে ॥ যাহা শুনি কৃষ্ণ চিত্তে  
 অতি মুখ হয়ে ॥ রাধিকার তনু এই সুধা সুরধুনী ॥ সুবাহু  
 মণ্ডল তাতে স্থন কোক জানি ॥ মুখ নাভি হস্ত পদে পদ্ম  
 গণময় ॥ বক্রালকা দাঁথ তাতে ভ্রমর নিচর ॥ হাশ্ব কুমদিনী  
 নেত্র ইন্দীবর সম ॥ রাগাবলী শিয়লি তাতে দেখি মনো-  
 রম ॥ কৃষ্ণ চিত্ত মত্ত হস্তি সদাই বিহরে ॥ তেঁঞি সুধানদী  
 তনু মনে এই ধরে ॥ পুনর্বার নেত্র কৃষ্ণ ইচ্ছিত করিলা ॥

প্রত্যঙ্গ বর্ণনা পুনঃ অবগেছা হৈলা ॥ একে একে সব সম্মী  
 প্রেমাবিষ্ট হৈয়া । বর্ণয়ে রাধিকা অঙ্গশুন মন দিয়া ॥ শঙ্খ  
 অর্জচন্দ্র যব অশ্ব মৃকুঞ্জরে । ত্রীরথ অক্ষুশ হল ধ্বজ স্রুমধুরে  
 তোমার স্বস্তিক ধনু আদি সুলক্ষণ । পদযুগ তলে মাজে  
 এই সৈন্য গণ ॥ সৎগ্রাম করিতে লক্ষ কবচ অর্পিত । এই  
 নব সৈন্য সঙ্গে ভুবন জিনিলা ॥ রাই পাদপদ্ম কান্তি নব  
 লেশ পায়ে । কিশলয় পল্লবাখ্যা শুন মন দিয়ে । ~~পুলিনী~~লিনী  
 আখ্যান তবে হৈল পদ্মাবলী । সে সব সমান নহে মলিন  
 আচরি ॥ শোকে কোকনদ হৈল রক্তোৎপল নাম । দি-  
 বসে মলিন মেহো নাহয় সমান ॥ অতএব রাধিকার পদ  
 অববিন্দে । উপমা নাহিক এই করিল নিষক্কে ॥ অপূর্ণ রা-  
 ধিকা পদ নথ চন্দ্রাবলি । অকলঙ্ক পূর্ণ সদা রহে গঙ্গাবলি  
 গোবিন্দ হৃদয়ামুরে সদাই উদয় । অরুণ রুচিতে রহে সদা-  
 নন্দ ময় । কৃষ্ণের হৃদয়গণ কৈরব প্রকাশে । হঠে চন্দ্রাবলী  
 স্মৃতি যেহিত বিলাসে ॥ রাই পদযুগ গুলফলুকাইলা কেনে  
 তাহার কারণ শুন হৈয়া এক মনে ॥ রাধিকার তনু রাজ্য  
 তারুণ্য রাজ্যারে । আগমন হৈল করে অনীত আচারে ॥ ব-  
 ক্ষোজ জঘন দুই হস্ত্য তার মনে । মধ্যের পুষ্পতা দোঁহে  
 করে আকর্ষণে কুংকার করয়ে মধ্যদেশতাহা শুনি বাক্সিলা  
 ত্রিবিলাদিয়া বিধাতা আপনি ॥ এসব জানিয়া রাই পদের  
 যুঁটিকা । শঙ্কা পায়ে লুকাইলা বুঝি সে অধিকা ॥ রাধি-  
 কার জংঘা ছলে বিধির ঘটনা । হেম রক্তা স্তম্ভ হই করিলা  
 বোজনা ॥ অনঙ্গ উষ্ণতা আর্ত কৃষ্ণ মন্তকরী । শীতল গৃহের  
 স্তম্ভ জংঘা মনোহারি ॥ হেন স্তম্ভদ্বয় বিধি প্রার্থনা করিয়া  
 কৃষ্ণচিত্ত মন্ত হস্তী বন্ধন লাগিয়া ॥ জংঘার মাধুরি দৃঢ়  
 শৃঙ্খলিকা দিয়া । রাখিয়াছে কৃষ্ণ চিত্ত হস্তীকে বাক্সিয়া ॥  
 জানু দুই নহে এই মনে অনুমানি । কনক সম্পূর্ণ কাম  
 রাখিয়াছে আনি ॥ গোবিন্দ নয়ন চিত্তরত্ন চুরি করি । স-  
 ক্ষোপনে রাখে নিয়া জানু বাটা ভরি ॥ রাই উরুযুগ শোভা

কি দিব উপমা। যত বিচারিয়া কেহ নহে সমা ॥ হস্তীর  
 হস্তের তুল্য কহিতেহো ভয়। কর্ণ কটিন ঈর্ষ্য সেহো তুল্য  
 নয় ॥ রাম রত্না কহি যদি লজ্জা লাগে তাতে। সারথীন বস্তু  
 নহে উপমায়ে জিতে ॥ রাধিকার উরু হরি করত বিলাস  
 করিয়া কহয়ে বাহা মধুর আয়াস ॥ নিতম্ব মণ্ডল দেশ রুব-  
 তানু সূতা। কহয়ে না হয় শোভা অতি অদ্ভুতা ॥ গোবর্দ্ধন  
 কালিন্দীর তট সম মানি। নিতম্বাবলয়ে কৃষ্ণ দুই প্রাপ্তি  
 মানি ॥ রাধিকার শ্রেণীদেশ পুলিন সমান। করি সব কহে  
 সত্য মানি সে বিধান ॥ বেনী অবলয়ে সেই যমুনার ধারা  
 সহজে নিতম্ব তেল পুলিনের পারা ॥ কিঙ্কিনী করয়ে শব্দ  
 হৃৎস সম মানি। রাসে কৃষ্ণ চিত্ত নৃত্য করে যাগ শুনি ॥  
 মত্ত করী হস্ত উরু কুচ কুস্ত্রদেশ। মৈত্রতা করিয়া শাঠ্য তাতে  
 পরবেশ ॥ মধোর পুষ্টিতা যত দুঁহে চুরি করে। কুচকুস্ত্র  
 উরু নিজ পুষ্টিতা আচারে ॥ ক্ষীণতা হইলা মাঝাক্রোধশোক  
 হইতে। নিঃসঙ্গ সঙ্গ স্মিততা করিলা তুরিতে ॥ রাধিকা  
 নিতম্ব স্থান দরিদ্র আছিল। মাঝের পুষ্টিতা ধন হরিয়া  
 লইলা ॥ কলহ করয়ে দোহে দেখিরা বিধাতা। লোভি দেখি  
 নীমা দিল জিবলি জিহতা ॥ মধোর লাবণ্যতা মিত্র ছাড়ি  
 যবে গেলা তাহার ঈর্ষ্যহে কিবা মধ্য ক্ষীণ হৈলা ॥ ভাঙ্গিয়া  
 পড়য়ে জানি বিধিশঙ্কা পায়া। বাকিয়াছে বুঝি ত্রিধা গু-  
 ণাবলি দিয়া ॥ সুধার নদীতে কিবা হেমাম্বুজ দল ভুঙ্গমালা  
 বসিয়াছে ফুলজ উপর ॥ সে নহে রাধিকা নাতি তুলসী রো-  
 মা বলি। নিশ্চয়ান্ত সন্দেহ কহে সখীগণ মেলি ॥ অশ্বথের  
 দল কিম্বা হেমাম্বুজ দিল। উদর দেখিরা কম্প জড়ত  
 পাইলা ॥ লোম শ্রেণী তাতে আছে কস্তুরী সমান। রাধি-  
 কার উদর শোভা কি দিব উপমা ॥ রাই করতলে শোভে  
 সৌভাগ্যাদি যত। কৃষ্ণ পরিচর্যা লাগি ধরিয়াছে কত ॥  
 স্বার অভোজ মালা বাজনা দি করি। চন্দ্রকলা ছত্র যুগ  
 কুণ্ডলাদি ধরি ॥ শঙ্খ লঙ্কী ~~রক্ত~~ বদী আসনা দি যত। পুষ্প

লতা স্বস্তিক চাক্রাদি কত ॥ দুইহস্ত তলে আছে এসব  
লক্ষণ । কৃষ্ণ পরিচয়্য কবে সদা নিরোজন ॥ কামের অ-  
ক্ষুণ্ণ তীক্ষ্ণ শিখর শোভিত । পূর্বচন্দ্র গুণাগি কপূর নি-  
শিত ॥ গন্ধ কণীদল শ্রেণী অগ্রে এত থাকে । পান্নে যদি  
এই সব থাকে একে ॥ তবে পান্ন তুল্য কহি রাই হস্ত তল  
নহে পান্নোপমা আদি বড়ই বিফল ॥ রাধিকার কর নথ  
তীক্ষ্ণকামটক । লিখে কৃষ্ণ বক্ষ তটে নানা মুদ্রা অঙ্ক ॥ কৃষ্ণ  
বক্ষ তট নীল রত্নের কপাট । উল্লাসে লিখিল তাতে নানা  
চিত্র ঠাট ॥ রাধিকার বাছ হেম মণাল সমান । অগ্রে কর যুগ  
পান্ন ধরে অনুপাম ॥ কর্ণিকা ধরয়ে বাছমূলে অধোমুখে ।  
তার তলে কুচবিলু ধরে কৃষ্ণ মুখে ॥ কামার্থি সাগর কৃষ্ণ তা-  
রণ কারণে রাধা হেম নৌকা বিধি কৈল নিরমাণে ॥ নৌকা  
দণ্ড আছে নাভি উর্দ্ধ রোমাবলি ॥ কেরোয়াল যুগ বাছ অ-  
দ্ভূত মাধুরী ॥ রাধিকার পাশ দুই মৌন্দর্য্য কন্যকা । কৃষ্ণ  
পাশ মাধুর্য্য পাত্রবরণে উৎসুক ॥ দক্ষিণ আর বামে দুভু  
ক্রম বিপর্য্যতোবিহার লাগিয়া তৃষ্ণা বাঢ়য়ে হিরাতে ॥ রা-  
ধিকার পৃষ্ঠে ভেল বেণী লম্বমান ॥ কহেন না হয় শোভা অতি  
অনুপাম ॥ হেনবুঝি হেম পাটে কন্দর্প লিখন । কিয়া হেম  
পাটে কাম ধরে অস্ত্রগণ ॥ কিয়া লননথ হেম ভুণেত কল্লিয়া  
নাগপাশ অস্ত্র রাখে মুছন্দ করিয়া ॥ বর্ণনীয় নহে শোভা  
তৃষ্ঠালম্ব বেণী ॥ যত কিছু কহি কেহ তুল্য নাহি গনি ॥ রা-  
ধিকার অংশে দুই বর্ণি করিগণ । গিরিধর তাহে নম্র অ-  
নুক্ষণ ॥ আমার মতেতে আর বিশেষ আছেয়ে । অত্যন্ত  
সৌভাগ্য তবে অংশ নম্র হয়ে ॥ রাধিকার কণ্ঠে বিধি তিন  
রেখা দিল ॥ নাশাভেন্দ্রাও লাগি বিবাদ জাঙ্গিলা ॥ মৌ-  
ন্দর্য্য লখিমি বলি এক অঙ্ক দিল ॥ বাক্য লক্ষী বলি তাতে  
দুই অঙ্ক দিল ॥ সঙ্গীত লখিমি বলি দিল তিন রেখা ॥ তিন  
গুণ লক্ষী ॥ কৈল দুই লেখা রাধিকার কণ্ঠ উক্তি পিক

৩৩ ন সীমা বিধি

গান জিনিমুখ/তুল্য কিবা মুখা কটুহ রাখিনি॥যার শোভা  
 লাগি কদুমুখো পৈশয়ে।সেকণ্ড উপমা কহেকৈবা হেন হয়ে  
 যুগমদ বিন্দু আছে চিবুক উপরে। হেমাম্বুজ দল আছে  
 যেন মধুকরে ॥ হেম গৃহ গবাক্ষের দ্বারে পিকরাজ। এসব  
 দৃষ্টান্তে মনে লাগে বহু লাজ॥কৃষ্ণের অঙ্গুলী সঙ্গ সৌভাগ্য  
 গুণিতে। অধিক আছেয়ে গুণ রাই চিবুকেতে ॥ বন্ধু বিশ্ব  
 তুল্য ওষ্ঠাধর নাহি হয়। কৃষ্ণের জীবন সেই বহির্বিশ্ব হয় ॥  
 সর্দীনন্দ পূর্ণামৃত কৃষ্ণ সত্ত্বমূর্তি।রাধার অধর জীউ এতা-  
 বতাকীর্তি ॥ ইহাতে অধিক আর মহিমা কি হয়।রাধার  
 অধরোপম অধরেই রয় ॥কুন্দুইন্দু শিখরাদি রাধার দশন  
 জ্বিনিল দেখিয়া বিধি সবিস্ময় মন ॥ ওষ্ঠাধর দিয়া শীত  
 ঝাঁপিলা দশন। নহিলে শ্বেতিমা সব হইত ভুবন ॥ কুন্দিরে  
 আকার কিবা হীরা দন্তরাধি। শিখর হইলা কৃষ্ণাধর বিষ  
 ভজি ॥ রাধা দন্ত সুপক্ক দাড়িম্ব বীজ সম। সদা  
 কৃষ্ণাধর সেই করয়ে দংশন ॥ কিম্বা কৃষ্ণ ওষ্ঠে  
 শোণ গর্বি ভেদি বারে।রাধিকার দন্ত এইকাম টক্কবরে ॥  
 এই রাধা দন্ত পংক্তি অতি মনোরম। সদা চিত্তে স্কুরে  
 যেই ভাগ্যবান জন ॥রাধিকার জিহ্বা মনি অরুণের তাহা  
 কৃষ্ণে সদা পরিবেশে সুর্য্যরস গাঁথা ॥ সুনন্দ সঙ্গীত বাক্য  
 সদ্ধাক্য বিলাস। যাহাতে করয়ে কৃষ্ণের সদা কর্ণোজাস  
 কৃষ্ণের সৎকীর্তি হয়ে বিদগ্ধ নর্তকী।রাধা কর্ণালয়ে বৈসে  
 প্রবেশি **অনামা** ॥ তাঁর সুস্মারুণ পাটী বাহির অঞ্চলে। বা-  
 হিরে আছেয়ে সেই রসনার ছলে ॥ সুধার সমুদ্রে যেন তরঙ্গ  
 বহয়ে।পরিহাস কথা সেই প্রহেলিকা ময়ে ॥ শব্দ অর্থ দুই  
 শক্তি করয়ে বিস্তার।রসঅলঙ্কার রস্তু ধ্বনি পরকার ॥ভঙ্গী  
 ভুল পিকী পিক ধ্বনি কলা যত।রাধিকার কণ্ঠ ধ্বনি স্থানে  
 পাড়ে কত ॥ গোবিন্দের কর্ণদ্বন্দ্ব রসায়ন করে।এছন রা-  
 ধিকা বাক্য সর্গামৃত সারে ॥ প্রেমবন্ধিযুত নন্দ স্মিতাবলি  
 তাতে।রস কথা মধুস্মিত কপূর মিশ্রিতে ॥ মিথ্যাময়

ঈর্ষা তাতে মরিচ যে দিল । এইরূপ রসালায় কৃষ্ণে হৃষ্টি  
 কৈল ॥ রাধিকার হাশু সুখা নদীর সমান । কৃষ্ণ চিত্ত হংস  
 যাতে খেলে অবিরাম ॥ কিম্বা রাধা হাশু সুখা কিরণ কৌ-  
 মুদী । কৃষ্ণাঙ্গি-চকোর হৃষ্ণ যাতে নিরবধি ॥ কিম্বা রাধা  
 হাশু সুখা শ্বেত মেঘাবলি । কৃষ্ণ প্রাণ চাতকের বিশ্রামের  
 স্থলী ॥ কিম্বা কৃষ্ণগুণ ততি কম্পলতাগণ । রাধার হৃদয়েরহে  
 সেই ধননম ॥ সেই লতা প্রফুল্লিত পুষ্প বহু হয় । রাধাহাশু  
 সজ্জে সেই বাহিরে থময় ॥ রাধার বদন সুখা নদীর সমান ।  
 পঞ্চম অমৃত সুধানদী মনোরম ॥ সঙ্গীত অমৃতনদী বাহিনী  
 যে হয় । সুগন্ধ অমৃতধ্বনি তাহাই আছয় । হাশু সুধানদীসহ  
 একত্র মিলিয়া । কৃষ্ণ সুধার্ববে সবে প্রবেশয়ে যাঞা ॥ রাই  
 মুখচন্দ্র দেখি সুমেন্দ্র আকার । হাশু সুধাধ্বনি যাতে করয়ে  
 সঞ্চার ॥ গন্ধ সুধানদী তাতে বাণী সুধাধ্বনি । সঙ্গীত জাহ্নবী  
 সুখা স্বর মন্দাকিনী ॥ কৃষ্ণামৃতার্ববে সব প্রবেশ করয় । যত  
 সুধানদী আছে রাই মুখালয় ॥ কৃষ্ণের নয়ন যাত্রা মঙ্গল কা-  
 রণে । বিধিকৈল রাই নখপদ্ম নিরমাণে ॥ নয়ন খঞ্জন লোল  
 তাহাতে গড়িল । নাসা স্বর্ণবুগু লোল লাগিয়া বান্ধিল ॥  
 কৃষ্ণ দৃষ্টি চকোরের প্রীতের লাগিয়া । রাই মুখচন্দ্র বিধি  
 কৈল হর্ষ পাঞা ॥ নয়ন হরিণ দুই চঞ্চল দেখিল । স্বর্ণ পাশ  
 দিয়া নাসা দণ্ডেতে বান্ধিল ॥ রাই মুখ উপমাচন্দ্র পদ্মেকিবা  
 দিয়ৈ । সকলক্ষ ক্ষয়চন্দ্র দিনে ম্লান হয়ে ॥ চন্দ্র পদাঘাতে  
 পদ্ম ম্লান অতিশয় । অতএব রাই মুখ উপমায় নয় ॥ নদা  
 পূর্ব সুমণ্ডল সূর্য মনোরমা । অতএব রাই মুখ অতি অনুপমা  
 রাই গণ্ডযুগ জিনি সুবর্ণদর্পণ । লাবণ্য অমৃতপূর্ব কলিকামুখ  
 স্বর্ণনদীপ্রায় দুই দেখিয়ে সুসমা । সুবর্ণ তাড়কপদ্ম কলিকা  
 উপমা ॥ কলুরী রচিত তাতে শৈবানক প্রায় । মকরীকুণ্ডল  
 তাহে মকরি বেড়ায় ॥ কৃষ্ণের চিত্তের হৃষ্ণ সকল হরয়ে ।  
 অতএব রাইগণ্ডে কি উপমা দিয়ৈ ॥ কৃষ্ণের নয়নযুগ মধুকর  
 পুষ্টি । লাগি বিধি কৈল রাধা নয়ন সন্তুষ্টি ॥ রাধার বদনা-

মৃত লাবণ্যের ধুনি । লোচন উৎপল দুই প্রফুল্লতা মানি ॥  
 গগু দুই পূর্বচন্দ্র তাহার কিরণে । প্রফুল্ল নয়ন ইন্দীবর সর্ক  
 ক্ষণে ॥ রাধার ললাট দেশ পিঞ্জর ভিতরি । কীররাজ আছে  
 তনু আবরণ করি ॥ নাসা ছলে চঞ্চু তার বাহির হইল ।  
 বিষাদর দেখি হৃষ্য অধিক বাড়িল । রাধিকার ক্ষণে নাসা  
 কামবাণ । মুক্তাফল আছয়ে তার অনুপাম ॥ কৃষ্ণের ধৈ-  
 র্য্যতা দৃঢ় কবচ কাটিয়া । হৃদয়ে প্রবিষ্ট হয়ে বিলম্ব তেজিয়া  
 রাধিকার নাসা নহে মন্মথের তূণ । অশ্রুধারা রহে যৈছে  
 তিলেক কুমুম । মুখদ্বারে হাস্যছলে বাণ বরিষয় । রক্ষা চিত্ত  
 মৃগ তারে সতত বিক্রয় ॥ দুটোজনা ধরে মুক্তাগুঞ্জা হেলাইল  
 অবিধান কবি সব ঐছন কহিল ॥ আমার মতেতে শুন অ-  
 পূর্ব কথন । কৃষ্ণ রাগ হৃদয়ে আছয়ে সর্কক্ষণ ॥ যখন যৈছন  
 গুণ প্রকাশিত হয় । তখন সেই বর্ননাসা মুক্তার ধরয় ॥ সর্ক  
 সার লঞা বিধি রাইর নয়ন । যুগল গড়িল করি অতি মনো-  
 রম ॥ গাঢ় হৈতে পৃথিবীতে পাড়ে যেই শেষ । তাহাতে গ  
 ডিল সৃষ্টি সার যে বিশেষ ॥ ভ্রমর চকোর মৃগ অভ্রোজাদি  
 করি । উৎপল সফরী আদি সৃষ্টিসারে ধরি ॥ অঞ্জন লেপন  
 যুগ নয়ন খঞ্জন । নবীন কুঞ্জের গর্ক করয়ে তঞ্জন ॥ সফরী-  
 গঞ্জন করে যাহার গমন । কৃষ্ণ মন সুখানন্দ করয়ে রঞ্জন ॥  
 রাধাকৃষ্ণ কর্ণে দেখি মকর কুণ্ডল । বিবাহ লাগিয়া তার হ  
 ইলা বিকল ॥ রাধিকা বদন সুখা নদীর মাঝারে । নয়ন স-  
 ফরী যুগ সদা নৃত্য করে । চঞ্চল দেখিয়া বিধি গ্রাস পাইল  
 মনে । পাশ্বে কর্ণ জাল দিয়ে করয়ে রক্ষণে ॥ রাইচকু পদ্মা  
 লয় অলি প্রজাগণ । কটাক্ষ ধারাতে করে গমনাগমন ॥  
 রাধিকার ক্ষলতা বিষ্ণুকান্দ্য সম । নেত্র পুষ্পযুগ তাতে অতি  
 মনোরম ॥ ললাট উপরে শোভে নিবিড় কুন্তল । তলেশোভে  
 ভুরু সেই অতিমনোহর ॥ রাহু যেন অর্ধচন্দ্র গ্রাস করিয়াছে  
 দন্তের দলনে যেন মূর্ধি লাগিয়াছে ॥ রাধার ললাটে যেন  
 নবচন্দ্র রেখা । তাহার তলেতে ভুরু কামানের রেখা ॥ কা



ক্ষন মাধবী দলে ভ্রমরারপুঞ্জ । বসিয়া আছয়ে যৈছে তৈছে  
 মনোরঞ্জন ॥ রাধার ললাটে বিধি লিখিল গোপনে । বাহিরে  
 বেকত সেই সিন্দূরের সনে ॥ সিঁথিতে সিন্দূরারুণ বস্ত্রারত  
 তাতে । তাম্র অর্ঘ্য পাত্র যেন মদন করিতে ॥ রাধার কুন্তল  
 যেন নিবিড় কানন । কৃষ্ণ চিত্ত হস্তী তাতে করিল গমন ॥  
 সিঁথি পাথে যাইতে তার গণ্ডের সিন্দূর । লাগিয়াছে পাথে  
 তাতে শোভা যে মধুর ॥ রাধিকার মুখচন্দ্র কেশ অঙ্ককার  
 অন্তরে ২ ভয় আছয়ে দৌহার ॥ অঙ্ককার নিজ সীমা লংঘ-  
 নের ভয়ে । অলকা ভ্রমরাসৈন্য বৈসয়ে তাহায়ে ॥ চন্দ্র নিজ  
 কলা আগে দিল পাঠাইয়া । ললাটের ছলে তিহো আছয়ে  
 বসিয়া ॥ রাধার মুখপদ্ম মধুপান প্রতি আশে । অলকা মধু-  
 পমালা বসিল হরিষে ॥ নয়ন হরিল কৃষ্ণের বন্ধন করিতে  
 মদন যুগ যুগল জাল ফেলিল ধরিতে ॥ রাধিকার মনোরতি  
 কৃষ্ণ ভাব লতা । প্রেমামৃতে সিঞ্জে তাহা স্নেহের সংহতা ॥  
 অতিমুগ্ধ হৈল সেই ভাব লতাচয় । কুন্দনের ছলে সদা শি-  
 রেতে ব্যাপায় ॥ রুদ্রাবনেশ্বরী কেশ অতি মনোরম । চামর  
 ময়ূরপুচ্ছ নহে তার সম ॥ রাধার নয়ন সনে কৃষ্ণ অঙ্গ শোভা  
 কেশ ছলে শিরোপরে ধরে হঞা লোভা ॥ কি কহিব রাধি-  
 কার বেণীর মহিমা । জিবেণী করয়েমাত্র কিঞ্চিৎ উপমা ॥  
 রত্নাবলি সরস্বতী মুক্তা মুরধুনী । নিজ কান্তি সূর্য্যসুতা বে-  
 গীতে জিবেণী ॥ বিলাস বিস্রমকেশ রাধার দেখিয়া । আপ-  
 নার পিছ শোভান্যাকার করিঞা ॥ চামরী পালাঞা গেল  
 পার্শ্বত গহ্বরে । শিখণ্ডী প্রবেশ কৈল বনের ভিতরে ॥

যথা রাগঃ । কুঙ্কুম সৌরভ জিনি, রাধা প্রতি অঙ্গ গনি,  
 যেই গন্ধের লবে মানে হরি । নাতি ক্ষু কেশ আঁখি, যুগ-  
 মদাগুরু মাখি, নীলোৎপল গন্ধরাজ ভরি ॥ বক্ষ কবঁ নামা  
 মুখ, কর পদ গন্ধ সুখ, অমুজ কপূর গন্ধ আদি । কক্ষ নখ  
 শ্রোণী দেশ, নিন্দিয়া সৌরভাশেষ, মলয়জ কেতকীতে মাধি  
 কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়গণ, করাইতে আছাদন, শ্রীরাধিকা গুণের উ-



দারে । রাধাতেই সব গুণ, যে নহে অলপ ব্রন, রাধা তেই  
 গুণের বিস্তারে ॥ যতেক উপমা বলি, আছে সব সখীতে  
 ভরি, মর্দন কৈল শ্রীরাধার অঙ্গ । রাধার মাধুরি হেরি, অ-  
 নন্য উল্লাস হরি, রহে অনু মাধুর্য্য তরঙ্গ ॥ প্রেমের প্রমাণ  
 নাহি, গুণে অনুপম তাহি, অসমোক্ষ সৌন্দর্য্য রূচনীল ।  
 তারুণ্য অদ্ভুত তম, অন্যে নাহি রাধা সম, যে রসে ভুলিল  
 কৃষ্ণ ধীর ॥ কোথারাধাপতিব্রতা, ভুবনে বাথানে কথা, কোথা  
 পরবধু অপবাদো কোথা প্রেমাঙ্গনময়ী কোথা পরবশ রহি  
 বিঘ্ন শঙ্কা আছে পরমাদে ॥ কোথা উৎকণ্ঠিতা ধনী,  
 কোথা কৃষ্ণ গুণমণি, নিত্যসঙ্গ অলঙ্কার বিশেষ । এই তিন শুন  
 হিয়া, মূলের সহিত গিয়া, কাটে মোর না পাই উদ্দেশ ॥  
 পতিব্রতা সার আর, প্রেমোদ্বেক পরকার, উৎকণ্ঠিতা কৃষ্ণ  
 লাগি যত । গুণগায় সব সখী, পরবধু পুষ্ট লেখি, এ যত্ন-  
 নন্দন দাস মমূত ॥

কহ কৃষ্ণ প্রণয়িনী কিবা । সখী কহে রাই বিনে অন্য  
 না জানিবা ॥ পুনঃ কহে বল দেখি গোবিন্দ প্রেমসী । অনু-  
 পম গুণ কার কেবা গুণরাশি ॥ সখী কহ রাই বিনে অন্য  
 কহ নহোকৃষ্ণের যতেক সুখ রাধাতেই রহে ॥ কেশে আছে  
 মুকৌটিল্য নয়নে চাপল্য । কুচযুগে নিষ্ঠ রত্ন বড়ই প্রাবল্য  
 কৃষ্ণ বাঞ্ছা পূর্তি মাত্র সমর্থ রাধিকা । সৌন্দর্য্য প্রেম গুণে  
 সর্ব্বাধিকা । পুরুষের শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ নারী শ্রেষ্ঠা রাধা । বিহরে  
 শ্রীরন্দাবনে পুরি নিজ সাধা ॥ দীক্ষা নাহি করে রাই শিক্ষা  
 নাহি করে । গুরু মুখে অবগ পঠন না আচরে ॥ তথাপিহ  
 জিগতে অবলার গণ । রাধিকার স্থানে করে কলার শিক্ষণ  
 কলা রসকুধনী গোবিন্দ তোষণাষাহাতে বিস্ময় পায় পতি  
 ব্রতাগণ । কৃষ্ণ লাগি নিজ কুলধর্ম্ম যে তেজিলা । কৃষ্ণ লাগি  
 নারী ধর্ম্ম পতি তেয়াগিলা ॥ তথাপি সতীগণ বাঞ্ছে রাধা  
 রীত । চিত্রনীল বিধি কৈলা রাধিকা চরিত ॥ শয়ন জাগরে  
 কিবা নিদ্রাতে রাধার । মন বপু বাক্যেন্দ্রিয় কৃষ্ণময়ী যার

সফরি কুরঙ্গী আর চকোর খঞ্জন। অকৌজ ডমর আর নী-  
লোৎপলগণ ॥ মদন বিশিখ আদি কতৈক প্রকারে। কৃষ্ণ  
চিহ্নে ধৈর্য্য যত এই সব হরে ॥ রাধিকার সাহজিক নয়ন  
নর্তনে। হরে কৃষ্ণ চিত্ত আর এই সব জিনে। চকোর চাতক  
আর সরোজিনী গরু। সদা একতনু আত্মা এই অতিথর  
শুনরাধে গোবিন্দে যে তুয়া একতান। দেখি লুপ্ত হৈল তার  
যত গরু মান ॥ শ্রীশক্তি ভুশক্তি লীলাশক্তি আর। সকল  
যুবতী শ্রেষ্ঠা সঙ্গের মার ॥ তিন হৈতে শ্রীশক্তি সর্ব  
শ্রেষ্ঠা জানি। তাহা হইতেও শ্রেষ্ঠা গোপাঙ্গনা মানি ॥ তাহা  
হৈতে শ্রেষ্ঠা বুঝি সর্ব যুথনাথ ॥ তাহা হৈতে শ্রেষ্ঠা চন্দ্রাবলী  
সর্বমতা ॥ তাহা হইতেও শ্রেষ্ঠা রাধা সুবদনী। কৃষ্ণ তৃষ্ণ  
করে যারে দিবস রজনী ॥ চন্দ্রাবলী নিজ রূপ গুণ আদি  
যত। যত্নে প্রকটয়ে কৃষ্ণ ব্রসের নিমিত্ত ॥ রাধিকার সাহ-  
জিক প্রাকট্য দেখিয়া। কৃষ্ণ আত্মশ্রুতি হীন অন্য কেবা ইহা  
সর্বগুণখনি রাই দোষাদি বিহীন। একথা সত্য মনে  
দেখি লাগে চিত্ত ॥ কেশে মুকৌটিল্য লোল কান যুগল।  
কুচযুগে কাঠিন্যতা আছে যে বিস্তর ॥ রাই নেত্র চকোরিণী  
কৃষ্ণ মুখচন্দ্র। শস্য মুখাপান করে পাইয়া আনন্দ ॥ কৃষ্ণের  
নয়ন ভ্রু সঙ্ঘর্ষ হইয়া। রাই মুখপদ্মে গিয়া রহয়ে পাড়িয়া  
কৃষ্ণ কাছে রাই যদি বিনাবেশে রয়। আনন্দ উৎকল ভাব  
অলঙ্কারময় ॥ দেখি সব সখীগণ বহু মুখ পায়। কি কহিব  
সে আনন্দ কহিলনা হয় ॥ বিনা কৃষ্ণ রাই থাকে তৃষ্ণাকুলি  
হৈয়া। বিভূষণ পরে তত্ব দুঃখি সব হিয়া ॥ রাধিকার আগে  
কৃষ্ণ আছে কৃষ্ণচন্দ্র। দুই পাশে কৃষ্ণ অরিশুখে কৃষ্ণানন্দ ॥  
রাধা দুই দৃশে কৃষ্ণ দুই গণ্ডে কৃষ্ণ। কুচে কৃষ্ণ কণ্ঠে কৃষ্ণ  
বাস্তবস্তরে কৃষ্ণ। তেঞি রাধা কৃষ্ণময়ী সর্বত্র বিদিতা। কৃষ্ণ  
প্রাণময়ী রাই বেদে গায় কথা ॥ কৃষ্ণ সৌন্দর্য্য কাম  
জিনিলা সকলে। দেখিয়া কন্দর্পমনে হইলা বিহ্বলো। অত-  
এব কাম কিছু করিবারে নাহে। তেঞি কাম রাই তনু আ-

রাধনা করে। প্রীতি মতি স্থানে রহে কৃষ্ণ জিনিবারে। জি-  
নিয়া আপন মন সাফল্যতা করে। রাধিকার অঙ্গ যবে কৃষ্ণ  
পারশয়া দেখি স্বেদ অঙ্গ কম্প রোমাঞ্চ দি হয়। কৃষ্ণ যবে  
রাধাধর মধু পান করে। সখীগণ নিজ মনে মত্ততা আচরে  
বরীয়ান পুরুষ কৃষ্ণ সঙ্গের সার। নারী বরীয়নী রাই গুণে  
নাহি পার। অন্যান্য সঙ্গ বিধি করিলা যতনে। নিজ গুণ  
জ্ঞাত বশঃ করিতে ~~স্বভাব~~ কৃষ্ণ হৃদিমালা ধনী ধরিয়াছে  
গলে। কৃষ্ণে দিল রাই নিজ রুচি মণিহারে ॥ রাধাধর  
মধুকৃষ্ণ মুখে কৈলা পান। কৃষ্ণাধর পিয়া রাই দন্ত কৈলা  
দান ॥ সৌন্দর্য্য সমৃদ্ধিগণ বাড়ে কৃষ্ণ সঙ্গে। নানা ভঙ্গি রঙ্গে  
অঙ্গ দৃশের তরঙ্গে ॥ চিত্তের উল্লাস কত বাড়িল রাধার।  
রাই অন্য অন্য প্রায় নবীন আচার ॥ সৌরভে পুরিত দিগ্-  
বিদিগ্ সকলা কৌমুদ্য সৌন্দর্য্য মধুপূর্ণ নিরমল ॥ হেন রাধা  
কমলিনী ছাড়ি কৃষ্ণ অলি। কণ্টক কেতকী বনে কেন ধায়  
চলি ॥ মাধব মাধবী ফুল হরিষ বিলাস। মাধবী মাধব সহ  
করে হর্ষবাস ॥ নিজ বৈদগ্ধি বিধি প্রকট করিয়া। যোগ  
কৈলা দুহু দুহা উল্লাস লাগিয়া ॥ রাই শোভা দেখি বিধি  
বিস্মৃত হইলা। নিজ সৃষ্টি নহে জানি লজ্জা বহু পাইলা ॥  
সব সার বস্তু লৈয়া রাইর সমান। স্মরতি গড়ায় নহে সম  
নিরমান ॥ পূর্ব সৃষ্টি সার গণ নিরর্থক হৈল। পুনর্বার তাতে  
বিধি অতি লজ্জা পাইল। রাই মুখ দেখি বিধি গড়ে পদ্ম-  
চন্দ্র। বহু দোষ পূর্বচন্দ্র পান অতি মন্দ ॥ চন্দ্রে অঙ্গ মসি  
দিয়া লেপন করিলা। পদ্মে অলি মসি দিয়া সর্কাজ লে-  
পিলা। রাধিকার গুণরস গান করিবারে অন্য কেবা যাতে  
হয় বাণী অগোচরে ॥ এইরূপ সখীগণ রাধাঙ্গ বহিলা। স-  
হাস্য বদনে সালঙ্কার কৈলা ॥ নয়ন সঙ্কোচ বহু সঙ্কোচিত  
হৈলা। শুনি কৃষ্ণ তনু মন ভুঞ্জি হৈয়া গেলা। এইত কহিল  
রাধা শ্রীঅঙ্গ বর্নন। ইহা যেই শুনে পায় গন্ধর্বাচরণ ॥ ম-  
ধ্যাহ্নের লীলা কথা অমৃতের সার। কর্ত্ত মন ভুঞ্জ করে এক

বিন্দু যার। গোবিন্দ চিত্তামৃত নিত্যই নূতন । বিচারিতে  
মিলে প্রেম মহা মহাধন ॥ রাধাকৃষ্ণ পাদপদ্ম সেবা  
অভিলাষে । এ যদুনন্দন কহে মধ্যাহ্ন বিলাসে ॥

ইতি শ্রীগোবিন্দ লীলামৃতে শ্রীরাধাক্ষ বর্ণনং নাম  
একাদশ সর্গঃ সমাপ্তঃ ॥ ১১ ॥

সামুদ্রকারমুখে

অথাহিবৃন্দাং ব্রজকাননেমৌ পদাষুজেরা ব্রজ-  
কেনমুখ্যোঃ । নিবেদিতং বডভিরিহাস্তি যতং,  
সাক্ষিঃ সমাকর্ষ্যতং সখিভিঃ ॥

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য গোসাঞি । ভক্তি দেহ যেন প্রভু  
তুয়া গুণ গাই ॥ জয় জয় শ্রীরূপ গোস্বামির চরণ । যেহো  
প্রকাশিল ব্রজলীলা রসধন ॥ জয় জয় শ্রীজীব গোস্বামি  
জীবনাথ । জয় রঘুনাথ ভট্ট দাস রঘুনাথ ॥ জয় শ্রীগোপাল  
ভট্ট রমের সাগর । জয় ব্রজবাসী যত সর্ব গুণধর ॥ জয়  
রাধাকৃষ্ণ ভক্ত রন্দাঠাকুরাণী । সবার চরণ ধুলি শিরে ধরোঁ  
আমি ॥ জয় জয় রাধাকৃষ্ণ সখীরন্দ সঞ্জে । জয় রাধাকৃষ্ণ  
লীলাহন্দের তরঞ্জে ॥ অতঃপর রন্দা রাধাকৃষ্ণের চরণে ।  
নিবেদন করে তাহা শুন সর্বজনে ॥ রন্দা কহে ছয় ঋতু  
বিনয় করিয়া । পাঠায়াছে রাধাকৃষ্ণ শুন মন দিয়া ॥ সব  
সখীরন্দ মেলি কর অবধান । যৈছন কহয়ে ছয় ঋতুর বিধান।  
আমরা কিঙ্করী সব বহু যত্নকারি । সামগ্রী করিল সব রন্দাবন  
ভরি । ঈশ্বর ঈশ্বরী যদি ভ্যতেদৃষ্টি করে । তবে সর্বসামগ্রীর  
পূর্ব কলবরে ॥ ভূত্যের কৌশল যদিঠাকুরে দেখয় । তবে সে  
ভূত্যের অন্ন সাফল্যতা হয় ॥ আর শুন রন্দাবনের স্থিরচর  
গণ । লীলাস্থান আছে যত তার নিবেদন । ঈশ্বর ঈশ্বরী দোহে  
কল্পণ করিয়া । সাফল্য করহ শোভাদরশন দিয়া । এইকালে  
সুবলের সঙ্গে বটু আইলা । আসিয়া কৃষ্ণেরে কিছু কহিতে  
লাগিলা ॥ রন্দাবনে প্রজা যত কৃষ্ণ যে তোমার । নির্দীন

করিল রাই যত ছিল সার। সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য শোভাবান যত  
 ছিল । ফল পুষ্প আদি সখি সঙ্গে সব নিল । এইত সময়ে  
 নান্দীমুখী আগমন পৌর্ব্বমাসীর আশীর্বাদ জানায় তখন।  
 সবাকৈ আশিষ করি কহিতে লাগিল । পৌর্ব্বমাসী মোরে  
 এথা পাঠাইয়া দিল । আত্ম মধ্যে দুই জনা কলহে কি ফল  
 সম্ভোগের হানি রাজভয় পূর্ব্বতর ॥ আমার আজ্ঞায় দুঁহে  
 সম্প্রতি করিয়া রাজ্য সূত্রে রত্ন অতি স্বচ্ছন্দ ইহিয়া ॥ ইহা  
 কহি পুনঃ মোরে কহে পৌর্ব্বমাসী । রাধাকৃষ্ণ দুই যদি বি-  
 বাদে প্রবেশি ॥ রন্দার নহিতে তুমি বিচার করিয়া । প্রথমে  
 কাহার দোষ কহত আসিয়া ॥ শুনি নান্দীমুখি বাণী কৃষ্ণ  
 তারে কহে ॥ সর্ব্ব তত্ত্ব তুমি জান প্রীতি কৈছে হয়ে ॥ সব  
 সখী মেলি বন করিসনির্জন । শঠতা করিয়া বংশী করিল হ  
 রণ ॥ কৃষ্ণ বাক্য শুনি তবে কুন্দলতা বলে । স্বন্দ করি দুঁহে  
 রাজস্থানে গিয়াছিলে ॥ বড়গর্ব্ব কহি দুঁহে গেলা রাজস্থানে  
 রাজা কি কহিল কহ সে সব কথনে ॥ কৃষ্ণ কহে রাই লয়ে  
 রাজস্থানে যায়ে । সমর্পণ কৈল তাঁরে একথা কহিয়ে ॥ তো  
 মার বনের দ্রব্য ইহা ছুরি করে । আত্ম দ্রব্য লও মোর দ্রব্য  
 দেও মোরে ॥ এই কথা শুনি রাজা পুছিল ইহারে । ইহোঁ  
 ছিল উঠাইয়া কথা কহে তারে ॥ বহু গোপ সঙ্গে বহুধেনু  
 চরাইয়ে । কৃষ্ণ নষ্ট কৈল বন ফুল ফল লয়ে ॥ আপনার অঙ্গ  
 শোভা আমি বনে দিয়া । পুষ্ট কৈল সব বন দেখহ যাইয়া  
 এই মিথ্যা বাক্যে রাজা প্রতীত করিল । সাক্ষাতে দেখিল  
 রাজা পক্ষপাত কৈল ॥ দোষ সিদ্ধ ইহাতেই বিচারনা কৈল  
 তোমা সব নিকটেত পাঠাইয়া দিল ॥ কৃষ্ণ কথা শুনি তবে  
 কুন্দলতা কহে । পক্ষপাত যদিরাই কৈল সর্ব্বথায়ে ॥ তবে  
 ইহার তারণ্য রত্ন কেবা দণ্ড কৈল । খন লয়ে কেবা ইহার  
 বচন রোধিল । কৃষ্ণ কহে রাজ ইন্দ্রিত আমি যে পাইল ।  
 নিম্নধন লইতে আমি ইহাতে ডাড়িল ॥ দণ্ড করিবারকালে  
 আমারে ধরিয়া । দণ্ড কৈলা দেখ নথ চিহ্নাদি অর্পিয়া ॥ ইহা

শূনি নিতম্বিনী নয়নাঙ্ক বাণে । ভ্রুভঙ্গি কৌটিল্য করি বিব্ধে  
 কৃষ্ণ মনে ॥ গঙ্গাদিকা আসি বাণী করিলা রোধন । নীল  
 পদ্মে কুন্দলতা তাড়িলা তখন ॥ তবেত গোবিন্দ শিরো  
 বেষ্টন হইতে । পত্রিকা থলিয়া দিলা নান্দিমুখী হাতে ॥  
 নান্দিমুখী মনে লাগিলা পড়িতে । সখীগণ কহে ব্যক্ত  
 পড়হ তুরিতে ॥ তবে নান্দিমুখী পত্র পড়েন ডাকিয়া ।  
 সখীগণ কর্ণপাতি শ্রুনে মন দিয়া ॥ নান্দিমুখী বৃন্দা কুন্দ-  
 লতিকা প্রভৃতি । কাম সাক্ষাতোম বাণী বিজ্ঞাপন অতি ॥  
 বন প্রজাগণ ধন নীত্রে দেয় লৈয়া । রাধাকৃষ্ণ বংশী ন্যায়  
 বুঝহ বাইয়া ॥ এই পত্র শূনি সব সখীগণ মেলি । রাইরে পু  
 ছয়ে অতি হই বুতুলী ॥ শূনি রাই পাছে করি বিশাখা  
 কহয় । কিবা প্রশ্ন করসবে বুঝিল না হয় ॥ কাম রাজা আগে  
 ইহো পূর্বে কহিয়াছে । নিজ অঙ্গ শোভা রাই বনে সঁপি-  
 য়াছে ॥ ললিতা কহয়ে শুন কি কার্য্য কথায় । রাই অঙ্গ প্রতি  
 বিশ্ব বন ব্রজময় ॥ রাজস্থানে থগলোক করিল লাগানি । কি  
 করিতে পারে রাজা আসিয়া আপনি ॥ আপনার বন সবে  
 পালিব আপনি । ফল ফুল লৈয়া কার্য্য করিব যে জানি ॥  
 তবে যদি রাজ আজ্ঞা পালিতে উচিত । দেখসবে বন যায়ে  
 রাইর পালিকা সাধী ধর্ম্ম বিনাশয়ে যেই দুষ্কবংশী । কো  
 থাহ না দেখি তারে নষ্ট ধর্ম্মধ্বংসী ॥ ভাগ্যে যদি কভু তার  
 লাগালি পাইয়ে । যমুনা ভিতরে দিয়া সমুদ্রে ফেলিয়ে ॥  
 নান্দিমুখী কহে শুন রাইর বচন । নিজ কান্ত্যে বন পুষ্ট ক  
 রিলা নিয়ম ॥ আগেসত্য মিথ্যা তার বুঝিয়া বিচার । পাছে  
 বুঝি বংশী ন্যায় যেমন আচার ॥ শুনিয়া ললিতাদেবী রাই  
 আগে করি । অরণ্য বিহারে চলে সখীগণ মেলি ॥ ললিতা  
 সুন্দরী কহে দেখ সখী মেলি । রাই অঙ্গ কান্ত্যে বন বে-  
 য়াপে সকলি ॥ পাপপঙ্ক তরুলতা পুষ্প ভূমিতল । হেমবর্ণ  
 গৌরচোত হইলা সকল ॥ কৃষ্ণ আদি সখীস্বন্দ সব গৌর  
 হৈলা । রাধিকার কান্ত্যে সব গৌরব কৈলা ॥ দেখি সখী

পুরস্কারী নান্দিমুখী কহে । সব সত্য এই বসন্তানু সূতা কহে  
 নিজ কান্ত্য দিয়া বন পোষণ করিলা ॥ যা দেখি সবার  
 নেত্র উৎসব হইলা ॥ কৃষ্ণ কহে শুন ইহার কারণ আছেয়ে ।  
 কুহক জানয়ে রাই মোর মনে লরে ॥ মন্দিরে যাইতে কান্তি  
 সঙ্গে লৈয়া যায় । রাজ আগমন ভয়ে পুনঃ সমর্পয় ॥ শুন  
 সব সখী হর্ষে উৎফুল্ল বয়নী । অন্যান্য কহে সবে পরিহাস  
 বাণী ॥ অতিগর্জ করি বটু কৃষ্ণ আগে কৈলা । রাধাকৃষ্ণ অঙ্গ  
 কান্তি সমুদ্র হইলা ॥ মরকত মণি বর্ষে ব্যাপ্ত হৈল বন ।  
 দেখি বটু কহে অতি মহাশুবচন ॥ কন্দর্পের তাপ গর্জ দূর  
 করিবারে । দুহার উজ্জল কান্তি হৈলা এক স্থলে ॥ তাহা  
 শুনি হাস্যমুখে ভুজবিভা কহে । গান্ধারিকা কান্ত্য কৃষ্ণ  
 কান্তি মিশ্র হয়ে ॥ মরকত মণি কান্তি সখীগণ কৈলা । গুণ  
 অলঙ্কারে উদাহরণ অর্পিণা ॥ স্বহস্ত চালনে রন্দা আইসে  
 চলিয়া । সেই হাতে আছে বংশী বায়ু পরশিয়া ॥ বাজিতে  
 লাগিল বংশী শুনি সখীগণ । তথাই আইলা সবে চকিত  
 নয়ন ॥ সেইক্ষণে কুন্দলতা আসি রন্দা স্থানে । বংশীপায়ে  
 হুটে হৈয়া লইলা যতনে ॥ তবে সুধামুখী কহে শুন কুন্দলতা  
 রন্দাপাশে বাঁশী কৃষ্ণ রাখিলা সর্বথা ॥ কদম্ব না দিল মাত্র  
 আশা সবা কারে । এই কথা মিথ্যা নহে পুছহ রন্দারে । না  
 মানয়ে রন্দা যদি পুছে কোথা পাইলা । না কহয়ে যদি তবে  
 রন্দা দণ্ডী হৈলা ॥ এত শুনি রন্দা কহে শুন সুবদনী ॥ শৈব্যা  
 করে কাটি বংশী কক্ খটি দিলা আনি ॥ নন্দিমুখী আগে  
 বংশী ম'পিয়া আগারে বিবরিয়া কহি এই বংশীকা বিচারে  
 তবে কুন্দলতা বংশী দিলা কৃষ্ণ করে বংশী পায়্যা সুখী  
 হৈয়া বাজন আচারে ।

যথা রাগঃ । আনন্দে মুরলী ধ্বনি, কৈলা যবে ব্রজমণি,  
 প্রাণী মাত্র ধর্ম হৈল আন । ত্রিভুবনে বৈসে যত, সুন্দরী  
 তরুণী কত, বংশী কাঁঠ কৈলা তার প্রাণ ॥ সেধ্বনি অনঙ্গ যুগ  
 তাহাতে লাগিল দন, নাশ কৈল নারী মনঃপ্রাণ । যত স্থির



চরগণ, উলটা খরম বন, ছয় ঋতু বৈভব প্রকাশ ॥ অমৃতের  
কণা গণ, শ্রবণ মুরলী গান, স্থিরচর প্রাণী নিশ্চেষ্ট তায় । বংশী  
ধ্বনি বাণ ধায়্যা, অবলা হৃদয়ে যায়্যা, মাতাইয়া ধৈর্য্যতা  
ছাড়িয়া ॥ যতক পুরুষগণে, কামপীড়া হৈল মনে, কে তাতে  
অবলা জড়কামা । পর্কিত হইল পানী, শুনিয়া বেণুর ধ্বনি,  
দশদিকে বারে তেজাগমা ॥ পশু পক্ষ আদি গণ, তুষায়  
পীড়িত মন, যায়্যা জল খাইতে না পারে । নিকটে আইল  
জল, তাহে পিতে নাহি বল, জড় হৈয়া আছরে নিচলে ॥  
যতক নদীর নীর, স্রাতগণ হৈল স্থির, পাবাণ সমান তেল-  
তায় । হংস হংসীগণ তাতে, না পারে মৃগাল খাইতে, শুঙ্খল  
লাগিল তার পার । স্থগিত হইল বাত, ঘূরে সব বৃক্ষমাথ,  
পুষ্প ছলে হাসে রন্দানন্দন । এ যত্ননন্দন কহে, কেমনে  
ধৈর্য্যজ রহে, গান করে মদনমোহন ॥

তবে রন্দাদেবী আসি দৌহার অগ্রেতে । ছয় ঋতু বন  
শোভা লাগে দেখাইতে ॥ স্তম্ভ স্তম্ভ কম্প আসি চরগণে  
হৈলা ॥ স্থিরগণে অতিশয় কম্প উপজিল ॥ যতক পাবাণ  
স্বৈদ জল হৈয়া যায় । অস্পষ্ট ডাকয়ে পক্ষ গন্ধাদি কাময়  
অঙ্কুর পুলক সব লতা বৃক্ষনয় । প্রণয় বিরসেবন সখী বেশ-  
হয় ॥ বাসন্তী বকুল আর অমোঘ মল্লিকা । বুথি নাগ সিরি-  
মাদি কেতকী অধিকা ॥ জাতিপদ্ম লোধুম্বান আদি পুষ্প-  
গণ । শুকুন্দ বন্ধুক আদি বনের ভূষণ ॥ প্রফুল্ল মাধবীলতা  
রসালে যোজনা । মল্লিকার লতা সব সিরিসে ঘটনা ॥ বুথি  
লতাগণ উঠে কদম্ব তরুতে । জাতিসতা উঠে সপ্ত পুষ্পাগ  
মিলিতে ॥ প্রফুল্ল অম্বান দেখ নোধার মিলনে । কুন্দাদি  
করিয়া যতঃ পুষ্পগণে ॥ তোমা দৌহা পরিচর্যা করে এই  
মনে । ফলপুষ্প শ্রেণীপূর্ব হৈয়া আছে বনে ॥ কোকিল ভ্র-  
মর আর চাষপক্ষ কত । ধূম্রাট জাহ্নক শিথি চাতকাদি  
যক ॥ হংস মারস কীরটিট পক্ষ করি । তরিতাল ভারই

আদি নানা রাগ ধরি ॥ তোমা দৌহার যশ গুণ গাণ করে  
 অতিশয় প্রেমে সবে রোদন আঁচরে ॥ স্বশাখা মুকুল পত্র  
 কুমুম অপার । হরিদ্বর্ণ কেহ আর পাণ্ডুবর্ণকার ॥ জালি-  
 ফল কোন ফল পাকোন্মুখ হৈল । কোন ফল রসে পূর্ব সু-  
 পাক ভৈগেল ॥ এই মত ছয় ঋতু যত তরুগণ । নিজ নিজ  
 সামগ্রীতে করয়ে সেবন ॥ এই বৃন্দাবন ছয় ঋতু শোভা  
 করি । মাধুর্য্য বৈভব যত আছে ধরি ধরি ॥ প্রণয়ে বি-  
 বশ বহু সন্তাবাদি লয়ে । সাক্ষাতে সেবয়ে দেখ নথী  
 প্রায় হয়ে ॥ তোমরা আইলা গৃহে জানি বৃন্দাবন । বসন্ত  
 উড়াইয়া নাচে আনন্দিত মন ॥ কুমুমপরাগ উড়ে সেই  
 পট্টবান । বৃক্ষলতা ছলে বায়ু নৃত্য পরকাশ ॥ পত্র শয্যা  
 কৈলা নানাবর্ণ পুষ্প বাসে । তাতেপদ ধরি যাবে মনে এই  
 আশে ॥ দুই মুখচন্দ্র দেখি চন্দ্রকান্তি মণি । কুড়িমা হইল  
 জল পাত্র অনুমানি ॥ দুর্জার অঙ্কুর দৌহে অর্ঘ্য নিবেদয় ।  
 আচমন দিলা অমৃ নদীতে যে হয় ॥ জাতিফল লক্ষ জয়ন্তী  
 আদি করি । দুই আগে দিলা এই বৃক্ষ সব ভরি ॥ মকরন্দ  
 করে পদ্ম পত্রে ঢাকা জল । শীতল অনিল বহে বহু পরি-  
 মল ॥ স্নান লাগি এই অতি স্নিগ্ধ জল দিলা । দুই স্নান করি  
 বারে ধরিয়া রাখিলা ॥ স্নান করাইয়া শুষ্ক বসন পরায়ৈ ।  
 নানাবর্ণ পত্র পুষ্প চিত্রাংশুক হয়ে ॥ দুই অঙ্গ হয় মণি মুকুর  
 সম্মান । পুষ্পপত্র প্রতিবিম্ব বসন গেরান ॥ চন্দন অগুরু আর  
 বুদ্ধিম কস্তুরী । বায়ু মন্দচলে গন্ধ ভার ভারি ॥ পুষ্পের  
 পরাগ হয়ে গন্ধ চূর্ণ গণ । হরিষে আনিয়া করে তৃহাঙ্গে অ-  
 র্গণ ॥ বকুলের অর্ক গুচ্ছ **মালী** একাবলি । গোস্তন করিলা  
 যুথিপুষ্প হারাবলি ॥ কর অবতংস লাগি মালতীর ফুল ।  
 আম্বান গভক আর কুন্দঅনুকুল ॥ নানা অলঙ্কার দিলা কুমুমে  
 গাঁথিয়া । শত পুষ্প তুলসী দল মঞ্জরী রচিয়া ॥ দিব্য মালা  
 দিলা গলে অতি মনোহর । যাহাতে আছে গন্ধ মাধুরি  
 বিস্তর ॥ মৌরভে চঞ্চল অলি মালা ধূপগণ । প্রফুল্ল চম্পক

পুষ্প সেই দীপ মম ॥ মিষ্ট ফল সব দিলা নৈবেদ্য কারণ  
 এই রূপে করাইলা দোহার ভোজন । রক্তা গর্তে এই দেখ  
 মুকপূর যত । লবঙ্গ এলাচি আদি তাহাতে সংযুত ॥ গুবাক  
 সহিত পর্ব চূর্বাদি সহিতে । অপূর্ব তাম্বুল দিলা দোহার  
 পিরিতে ॥ আপনি পড়য়ে পুষ্প বকুলাদি করি । পুষ্প রুচি  
 করে এই দোহার উপরি ॥ শারী শুক শব্দ ছলে জরধ্বনি  
 করে । পক্ষ শব্দ বাত্ম অনিধ্বনি গান্ধারে ॥ চাপার শাখার  
 আগে পুষ্পের কলিকা । দীপ প্রায় শোভিয়াছে উজ্জ্বল  
 অধিকা ॥ আরতি করয়ে তাতে অনিলে চালায় । দুইর  
 আরতি করি বনধুখ পায় ॥ রক্ষ শাখাগণ পুষ্প ফলে পূর্ণ  
 হৈয়ো অনিলে মঘন তাহা উঠায়ে লাগায়ে ॥ সেই ছলে রন্দা-  
 বন দুই পদতলে । আনন্দ পাইয়া দণ্ড পরগাম করে ॥  
 পক্ষিগণ ধ্বনি ছলে স্তবন করয়ে । ভ্রমরা ঝঙ্কৃতি শব্দ বাজান  
 বাজয়ে ॥ কোকিলের ধ্বনি ছলে করয়ে গায়ন । শুক শারী  
 কথা ছলে কহয়ে কথন ॥ এইরূপে রন্দা বন সেবা আচরয়ে  
 চক্রানিলে উত্থাপিত পুষ্প ধূলি যত । দুইর উপরে ধরে  
 চন্দ্রাতপ মত ॥ পুষ্প মধু কর্ণা গণ তাহাতে পড়য় । শীতল  
 সুগন্ধি যেন চন্দ্রাতপ হয় ॥ বল্লরী চামরী জাল রক্তা পত্র  
 যত । বীজন করয়ে দেখ অনিল সঙ্গত ॥ দেখ কৃষ্ণ মন্দ রায়  
 তত্র বায় হৈয়া । বনে চন্দ্রাতপ অলি মাকু চালাইয়া ॥ পুষ্পের  
 পরাগ উড়ে নানা বর্ণ বাস । উষ্ম আবরণ চন্দ্রাতপের প্র-  
 কাশ ॥ ঈশ্বর ঈশ্বরী দেখ আগে বনভাগ । বসন্ত ঋতুর বন  
 প্রকাশানু রাগ ॥ দোহার সেবার লাগি মহোৎসুক্য হয়ে ।  
 আছে ঋতু রাজা নিজ বৈভব লইয়ে ॥ সেবন মাধুরি দেখি  
 কৃষ্ণ হর্ষ পায় । বর্ণনা করেন বন রাই শুনাইয়ে ॥ দেখি  
 প্রিয়ে কুন্দ মধু ভক্ষ পান কৈলা মধুপান করি তাতে মন্দা-  
 দর হৈলা ॥ রসাল মুকুল মধু পান করিবারে । কুন্দ ছাড়ি  
 ভুঙ্গরাজ তাহা শীঘ্র চলে ॥ কোকিলী মৌনব্রত ত্যাগ কৈলা ॥

রসাল মুকুল কণ্ঠ কষায়ে শোধিলা ॥ মাধবী মল্লিকা হাসে  
 হেম যুথি আর । চম্পক লতিকা হাসে ধরে পুষ্প ভার ॥  
 প্রফুল্ল বকুল আর তমাল পূন্নাগ । হাসয়ে তিলক তরু চুষত  
 বনভাগ ॥ বকুল কেশর তরু প্রফুল্ল হইয়া । তরুসতা এক  
 ঠাণ্ডি রহে বেয়াপিয়া ॥ নব মল্লিকতা উঠে পূন্নাগ তরুতে  
 লবঙ্গ উঠয়ে দেখ বকুল বেষ্টিতে । ~~কুল~~ বেড়ি আছে দেখ  
 কোবিদার যত । কেতকী বেড়িয়া উঠে চম্পকালি কত ॥  
 হেম যুথি বেড়িয়াছে অশোক তরুতে । কিংকর পাটলি  
 দুই ভৈগেল একত্রে । বাসন্তি রসাল তরু দেখ হের শোভা ।  
 শতদল শ্রেণী দেখ কেশরেত লোভা ॥ অতি মুক্ত অতি মুক্ত  
 নাম লবকত । মোক্ষাকাঙ্ক্ষি আদি এই বন শোভা যত  
 সেবার কারণে সবে জনম লভিলা । এই লাগি এই বন মুখ-  
 দয়ী হৈলা ॥ মদন শরের এই উৎপত্তির স্থান । লতা বৃক্ষ  
 সব শর কারাগার নাম ॥ ভৃঙ্গ মৈন্যগণ বলে প্রতি পুষ্প  
 স্থানে । ভাল মন্দ পরীক্ষিয়া ধ্বনি ছলে গানে ॥ ভ্রমরা ভ্র-  
 মরী দুই বৈসে দুই ফুলে । নিজ প্রতিবিম্ব ভৃঙ্গী ভ্রমরে দে-  
 খিলে ॥ নিজ প্রতিবিম্ব দেখি অন্য ভৃঙ্গী মানে । হবার্ত না  
 পিয়ে মধু রোষ করি মনে ॥ দেখে কমন মুখী রত্না বনগণ  
 মধু ছলে বাম্প ঝোরে দেখি দুই জন ॥ ওষ্ঠভরি বহে অতি  
 নলকোচ হইয়া । হাসে মোচা ছলে এই দন্ত বিকাসিয়া ॥  
 ভৃঙ্গ ভৃঙ্গা গণ যত মণ্ডলী বাঙ্কিয়া । হল্লীসক কেলি করে  
 মুরঙ্গী হইয়া ॥ নিজ নিজ ভৃঙ্গী ভৃঙ্গ গোপনে রাখিলা ।  
 পদ্মবনে ভৃঙ্গগণ গমন করিলা ॥ তার আগে বন ভাগ  
 দেখি বট হাসি । কহে পরিহাস্য মনে অন্তর হরষি ॥ দেখ  
 ব্রজ বনেশ্বর রাধা দামোদর । নিদাঘ ঋতুর বন অতি মনো-  
 হর ॥ তোমা দৌঁড়া দেখি সবে মহোৎসুক্য হইয়া । সেবার  
 কারণে আছে সামগ্রী লইয়া ॥ টিটিপক্ষী ধ্বনি ছলে তুষ্কতি  
 বাজায় । তেরী বাত ধুম্রাটক আনন্দে রচয় ॥ ঝিল্লি পক্ষী  
 শব্দ যেন বাজারি সমান । পিকপিকী ধ্বনি এই বিপাকির

গাণ ॥ চাষপক্ষ শব্দ ছলে ডিঙিম বাজায় । শারিকা বচনে  
 খাতু স্তবন করয় ॥ ভৃঙ্গ ধ্বনি গায় দেখ লতা তরু নাচে ।  
 তোমা দোঁহ দেখি অতি আনন্দ পাইছে ॥ পাটলি সৎপুঞ্জ  
 রন্দ বসন ধরিল। শিরীস কুমুম অবতংস লাগি দিলা ॥  
 মল্লিকার পুষ্প দিলা অঙ্গ আভরণ । একপে নিদাঘ খাতু ক-  
 রয়ে সেবন ॥ পক্ষিপিলুর খাতী থিরা আদি করি । পক্ষাম্র  
 পানস রিলু তাল জীবিত্তর ॥ তোমা দোঁহা দেখি অতি আ-  
 নন্দ পাইয়া । এইসব ফল দিলা ভক্ষণ লাগিয়া ॥ সূর্য্যমণি  
 বন্ধ ভূমি সূর্য্যের কিরণে । অতি উচ্চ স্থান তোমা স্নানি ভয়  
 মনে ॥ দেখরক্ষলতা দিয়া আচ্ছাদন কৈল । পল্লব অনিল ঘারে  
 জীবন করিল ॥ কদলীর দেখ <sup>মুদ্রা</sup> ~~সুজা~~ অজ গণে পদ্ব হস্ত দিয়া  
 সব করয়ে লালনে ॥ মোচাস্তন তবে অতি স্নেহের কারণে  
 এইমত রক্ষ সব রক্ষ উপকরণে ॥ দীর্ঘ নামা আম্রে পিক  
 চঞ্চু দিয়া রয়ে । তাহা দেখি সখীগণ স্মরমুখী হয়ে ॥ প্র-  
 শস্ত মল্লিকা লতা তমাল বেড়িল উল্লাসে চঞ্চল অলিমালা  
 তাহা গেল ॥ মণ্ডলি বন্ধনে অলি রহে চারি পাশে । দেখিয়া  
 তমাল তরু পুষ্প ছলে হাসে ॥ শুন রক্ষ যেন তুমি গোপী-  
 গণ লঞা । হল্লী মকরন্দে কেলি কর মুখ পাঞ ॥ এই মত  
 বটু বাক্য রাধাকৃষ্ণ শুনিল ॥ হাসে সব সখীমেলি প্রফুল্ল বরনী ॥  
 হেনই সময়ে তাঁহা রন্দা হর্ষমানি শিরীস কুমুম গুচ্ছ দিল  
 কৃষ্ণে আনি ॥ সেই গুচ্ছ লয়ে কৃষ্ণ উত্তংস করিলা । এই মত  
 রাধাকৃষ্ণ সে মুখে রহিল ॥ রাইর অলকাগণে পুষ্প রেণু ভরে  
 নিজ কর পান্নে কৃষ্ণ তাহা দূর করে ॥ রাধিকার নিজ বাছ  
 মূল প্রসারণে ॥ সংস্করে কৃষ্ণ চূড়া অলকাদি গণে ॥ কৃষ্ণ কহে  
 প্রিয়া তুয়া হৃদয় পরশে । আমার নিদাঘ তাপ গেল দূর  
 দেশে ॥ নিদাঘের ভয়ে লত্যা পলায়ন করি । তুয়া কুচ শৈলে  
 আছে অনুমান করি ॥ দেখ প্রিয়ে চন্দ্রকান্ত মণি তারা গণে  
 রক্ষ মূল বন্ধ পক্ষী বৈসে প্রিয়া মনে ॥ তুয়া মুখ শুভ্র কান্তি  
 সুখার নিচয় । স্নান পান করি সব তাপ কৈল ক্ষয় ॥ নিজ

কান্ধা সঙ্গে পক্ষী সেতুবন্ধ শিরে । বিলাস করয়ে দেখ আ-  
 নন্দ অন্তরে ॥ সুবল কহয়ে দেখ বর্ষা ঋতু বন । বিদ্যাম্বেষ  
 মানি দোহে নাচে শিখিগণ ॥ মল্লিকা কুমুম কোলে আছে  
 অলিগণ । যুথি নিজ গন্ধ বেগে করে আকর্ষণ ॥ বন সব এই  
 দেখ বর্ষা ঋতু সম । যুথের ভ্রূষ ভ্রূষী ঘন মেঘ যেন ॥ আকাশ  
 ভুবন দুই জলে প্লাবিত হয়ে । নীপাজুন রন্ধ পুষ্পে ব্যাপ্ত হঞ  
 রহে ॥ আনন্দে করয়ে গান পিক কুল যত । দাত্যাহু চাতক  
 সব ডাকে অবিরত ॥ টিউ পক্ষী শব্দ করে কেকাকেলী ধ্বনী  
 হরিষে ডাকয় দেখ কত বকশ্রেণী ॥ ভেক সব শব্দ করে  
 অতি উচ্চ তর । গলা পুষ্ট করি ডাকে আনন্দ অন্তর ॥ দেখ  
 বর্ষা ঋতু আইল সখী বেশ ধরি । মেঘাবলি নীল বাস পরি-  
 ধান করি ॥ বক পংক্তি ধরে অঙ্গে মুক্তাহার বেন । ইন্দ্র ধনু  
 অঙ্গে দিল অঙ্গ আভরণ ॥ এই রূপে বেশ করি সেবা করি-  
 বারে । সামগ্রী লইয়া আইল দোঁহা সেবিবারে ॥ কদম্ব কুমুম  
 মালা গভক কেশরে । কেতকী কুমুম দল কিরীট উপরে ॥  
 রন্ধন টঙ্কন যুথি পুষ্প হারগণ ॥ অর্জুন কুমুম পদে কৈল সম-  
 র্পণ ॥ তালফল জয়ফল মৃপক খজুর ॥ উরোজ অলকা তুরা  
 প্রিয়াজুলি তুল ॥ এসব দেখই আগে আনিয়া ধরিল ॥ দেখি  
 রাধাকৃষ্ণ চিত্তে আনন্দ বাড়িল ॥ কেবাকৃষ্ণ বিনু জানে লীলা  
 রসগণ ॥ কেবা লীলা স্থল জানে বিনা ব্রজজন ॥ দাত্যাহ ক-  
 রয়ে এই ধ্বনি রাজি দিবা ॥ কোথা কোবা কবায় শব্দ বোলে  
 কিবা ॥ সদা কৃষ্ণ লীলা রস বরিষয় । সদা বর্ষা ঋতু সবে  
 সর্ব সুখময় ॥ তাহা বিনু কেবা মেঘ কখন বরিষো বর্ষা কাল  
 কেবা সেই রহে দুই মানো ॥ কেবা কেবা শব্দ ছলে যত ভেক  
 গণা বর্ষা ঋতু নিন্দে আর যত মেঘগণ ॥ পুষ্প মধুস্রবে সেই  
 জল বরিষয় ॥ মধুকর পুষ্প সব মেঘাবলীময় ॥ আগে কদম্বের  
 বাঁচি দুর্দিনের প্রায় । ময়ূর ময়ূরী নাচে আনন্দ হিয়ায় ॥  
 পিচ্ছ প্রসারণ করি ময়ূরী ডাকিয়া ॥ নাচায় ময়ূর বহু হরিষ  
 পাইয়া ॥ কৃষ্ণ মেঘ সঙ্গে বিদ্যালতা স্ববদনী বর্ষা ঋতু শোভা

পূর্ব পুষ্ট কৈল জানি ॥ সখীগণ চক্ষু সব চাতক সমান । বহু  
প্রীতি পাইল লীলামৃত করি পাম ॥ এইত করিল তিন  
ঋতুর বর্ণন । বসন্ত নিদাঘ আর বর্ষা মনোরম ॥ প্রেমসী ম-  
জ্ঞেত কৃষ্ণ করে নানা লীলা । ক্ষণে ক্ষণে করে কৃষ্ণ নব নব  
খেলা ॥ মধ্যাহ্ন সময়ে এই লীলা মনোহর । যেই জন শুনে  
পায় রাধা গিরিধর ॥ গোবিন্দ চরিতামৃত অমৃতের সিন্ধু ।  
বর্নন হৃষ্টি <sup>সুখ</sup> যার এক বিন্দু ॥ রাধাকৃষ্ণ পাদপদ্ম সেবন  
বাঞ্ছিত । এ বহু নন্দন কহে গোবিন্দ চরিত ॥

ইতি শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে দ্বাদশঃ স্বর্গঃ ।

সমাপ্তঃ ॥ ১২ ॥

অতন্তৈরাগতঃ কৃষ্ণঃ সীমাং কাননভাগেষুঃ ।

ভচ্ছোভা মাহ কান্তায়ৈ, ঋতুযুগ্মাশ্রিয়ানিতাং ॥

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ । জয়দ্বৈতচন্দ্র জয়  
গৌরভক্ত রন্দ ॥ জয় রূপ সনাতন জীব জীবনাথ । জয়  
গোপাল ভট্ট ভট্ট রমুনাথ ॥ জয় শ্রীরমুনাথ দাস রাধাকুণ্ড  
বাসী । জয় রন্দাবনেশ্বরী জয় ব্রহ্মবাসী ॥ জয় রন্দাবন জয়  
রাধাকৃষ্ণ লীলা । জয় রাধা সখীরন্দ রসময় <sup>প্রেম</sup>লেখা ॥ ছোট  
বড় না জানিয়ে ক্রম লিখিবারে । আগে পাছে বন্দি মাত্র  
যোটন অক্ষরে ॥ এবে কহি শুন কৃষ্ণ লীলা মনোরম । রাধা  
কৃষ্ণ বিহরয়ে সঙ্গে সখীগণ ॥ তবে কৃষ্ণ আইলা বর্ষা  
কাননের সীমা । আনি কহে দেখ ঋতু যুগল সুসমা ॥ বর্ষা  
গেল শরতের কলিতরুনিমাকুরে । কিশোরীর প্রায় কান্তি  
দেখ রক্তপুরে ॥ জাতি পুষ্প দেখি যুথী ত্যাগ কৈল অলি ।  
মুখা প্রায় জাতি ফুলে বিহরয়ে মেলি ॥ প্রবীণ হইল গুঞ্জা  
শোণবর্ণ হয়ে । ময়ূরের পাখা সব পাড়িল খসিয়ে ॥ কানীয়ার  
ফুলে নহী শ্বেতিমা হইল । মুকহৈল শিখীসব শব্দ তেয়াগিল  
হংস পংক্তি ডাকে অতি হরবিহিত হঞা । আইলা শরত ঋতু  
এই শোভা লঞা ॥ সেকালিকা পুষ্প দেখ অতি মনোরম ।

ভ্রমরা পরশে যারে পড়ে সেইক্ষণ ॥ যেন আমি পূর্বে সখী  
 গণ পরাশিতে । চকিত হইঞা সবে যায় চারিভিতে ॥ তবে  
 কুন্দলতা বলে দেখ অদ্ভুত । সখী প্রায় এই ঋতু হৈল বিভূ  
 ষিতে ॥ চঞ্চল খঞ্জন আঁখি অযুজ বয়ানী । চঞ্চল অলকা  
 অলি কুচ কোক জানি ॥ শ্বেত মেঘ বাস রক্ত উৎপল অধরা  
 কিঙ্কিনী সারস ধূনি নীলোৎপল মালা ॥ দেখ দৌহাকার  
 সেবা লাগি শরত আইলা । নানান সামগ্রী এই আগতে ধ  
 রিলা ॥ অঙ্গনা সহিতে অলঙ্কারের কারণ । জাতিপুষ্প দেই  
 আর কৈরবাদিগণ ॥ রক্তোৎপল ইন্দ্রীবর উত্তম লাগিয়া ।  
 কুঞ্জ গৃহে শয্যা পুষ্প সেকালি পাড়িয়া ॥ শরত সামগ্রী এই  
 নিরুমাণ করি । পথ নিরীক্ষণ করে দৌহা মুখ হেরি ॥ পুষ্প  
 গন্ধ মত্ত হস্তী তম্ব শ্বেত ঘন । কাশিয়ার ফুল শ্বেত চামর  
 মোহন ॥ কন্দর্পে উন্নত যত রঘু বৃন্দ সঙ্গে । কন্দর্প বারণ  
 রূহে মনোহর রঞ্জে ॥ অঘরে সারস ধূনি কিঙ্কিনী বাজায় ।  
 মরালাদি পক্ষী ধূনি ঘণ্টা শব্দ হয় ॥ এইরূপে হৈল শরত  
 কালের বিজয় । দৌহা সেবা লাগি এই মহোৎসব হয় ॥ শ-  
 রত কাল হয় যেন এ লক্ষ্মীনাথ অঙ্গ । ললিত কমলাকরে  
 হংস কুল সঙ্গ ॥ তাতে চক্রবাক অতি বিলাস করয়ে । এই  
 রূপে কুন্দলতা ছলে সব কহে ॥ পক্ষ্যামৃত ফল বৃক্ষতলে সবে  
 গেলা । তাহার উপরে শুক শারিকা দেখা দিলা ॥ কলহ  
 লাগিয়া আছে সে শুক শারিতে । সে দৌহার কথা সবে লা  
 গিলা শুনিতে ॥ শুক কহে শারী তুমি অন্য বনে যাহ । আ  
 মার বনেতে কেন তুমি ফল খাই ॥ বেদান্তাধ্যাপক দ্বিজ  
 আমি সর্বক্ষণ । নারী অপরশ ফল করিবে ভক্ষণ ॥ বৃন্দাবনে  
 শ্বর ভুষ্ট হয়ে দিল ধন । দাসী হয়ে কর কেন এ ফল ভক্ষণ  
 শারী কহে প্রভু দ্বৈষ তুমি প্রজা সব । রাধিকার বন এই না  
 জানহ এ ভব ॥ রাধা বৃন্দাবনেশ্বরী পুরাণেতে কহে ॥ স্মৃতি  
 বাক্য কাহা হৈতে অনাদর নহে ॥ শুক কহে কৃষ্ণ বন গায়  
 শ্রুতিগণ । শ্রুতি বাক্যে স্মৃতি বাক্য হয় অকরণ ॥ ধ্রুব-



ন্দের বৃন্দাবন খ্যাত সর্ব জন । শ্রুতি স্মৃতি আছে কত প্র-  
 মাণ বচন ॥ রাধিকা সম্বন্ধ বনে দূর নাহি করি । অঙ্গ বিষ  
 যার যথা তার তথা বলি ॥ শারী বলে গোপালক বুটিল অ-  
 ন্তর । সমান না হয়ে তার বাহির তিতর ॥ বাহিরে সুন্দর হয়  
 অতি মনোহর । যৈছন দেখিয়ে পক্ষ মহাকাল ফল ॥ গোপী  
 ঠাকুরাণী যেন নারিকেল ফল । বাছে মান অতি বাম্য প্রণয়  
 বল্কল ॥ সমস্য তিতরে অতি রসময় জল । অতএব কেবা  
 হবে গোপিকা মোসর ॥ শুক কহে কৃষ্ণ হয়ে ইক্ষু খণ্ড সম  
 ধাফেঁর্য কোটিল্য সর্ব বাছে কৃষ্ণ যেন । মান নিস্পীড়নী  
 বিনা রস নাহি মিলে । অতএব কৃষ্ণ পূর্ণ রসময়ান্তরে ॥ কৃষ্ণ  
 তিল প্রায় স্নিগ্ধ কৃষ্ণ সদা রহে । বাহিরে শঠতা মাত্র বল্কল  
 আছে ॥ মান্য নিস্পীড়নী বিনা রস নাহি হয় । অতএব কৃষ্ণ  
 সম অন্য কেহ নয় ॥ গোপী শ্রেনী দেখি যেন জবা পুষ্প হেন  
 সৌরভ নাহিক মাত্র উজ্জল বরণ ॥ কৃষ্ণ নীলোৎপল আভা  
 মধুর কোমল । সুরূচি সৌরভান্বিত সর্ব মনোহর ॥ শুনি  
 শারী কহে শুকে পরিহার করি । মজ্জিষ্ঠার প্রায় রাগ আ-  
 মার ঐশ্বরী ॥ অন্তর বাহির সদা হয়ে এক রাগ । কে কহিতে  
 পারে এই রাগের মোহাগ ॥ অটিক নগির প্রায় তোমার  
 ঐশ্বর ॥ নব নব সঙ্গে রাগ বিভিন্ন অন্তর ॥ শুক কহে কৃষ্ণ  
 সম অন্য কেবা হয় । বনানলে জ্বালে কত দৈত্য কীটচয় ॥  
 মগুরাজি দিবা গিরি ধরে বাস করে । হেন কৃষ্ণ সঙ্গে কিবা  
 বরাবরি করে ॥ শারী কহে ব্রজেশ্বর বিষ্ণু আরাধিল । বিষ্ণু  
 নিজ ভুজ বল কৃষ্ণে সব দিল ॥ সেই বলে মারে কৃষ্ণ দৈত্য  
 দ্রাদিগণ । কৃষ্ণ বধ কৈল কহে বুদ্ধি হীন জন ॥ ব্রজেশ্বর  
 পূজা পাঞা গিরি তুষ্ট হয়্যা । আপনে উঠিল ব্রজ রক্ষার  
 লাগিয়া ॥ তার তলে হস্ত কৃষ্ণে দিয়া মাত্র রহে । কৃষ্ণ উদ্ধা-  
 রিল গিরি অস্ত্রলোকে কহে ॥ শুক কহে কৃষ্ণ অঙ্গ সৌন্দর্য্য  
 হইতে । তরুণীগণের ধৈর্য্য দলন বিদিত ॥ কৃষ্ণের লীলাতে  
 কহে রমা দি সন্তান । কৃষ্ণ বল দেখ গিরি ধরে কভু সম ॥

কৃষ্ণের নির্মল গুণ পারাবার হীন। কৃষ্ণশীলে সর্বজন রঞ্জন  
 প্রবীণ ॥ কৃষ্ণ কীর্ত্তে বিশ্বজন রক্ষা যে করয়। জগত মোহন  
 কৃষ্ণ কেবা নাম্য হয় ॥ শুনি শারী কহে রাধা প্রিয়তাদি যত  
 স্বরূপতা সুশীলতা নর্তকাদি কত ॥ সজ্ঞান চাতুরি গুণ কবি  
 তারি মার। জগতমোহন কৃষ্ণ মোহিনী তাহার ॥ রাধিকার  
 গুণে কৃষ্ণে সবশ করয়। সদা সেবা করি কৃষ্ণ রাইরে সেবয়  
 যদি সেবা মুখে কৃষ্ণ রাই না বসয়ে। আপন অধর তবে আ-  
 পনে চাটয়ে ॥ অলি যেন মল্লিকাতে গমন করিয়া। আ-  
 পন অধর চাটে মধু না পাইয়া ॥ শুককহে কৃষ্ণ সঙ্গ বাঞ্ছয়ে  
 রাধিকা। লব্ধ হৈতে যেন সূর্য্য তাপয়ে অধিকা ॥ কৃষ্ণপ্রীত  
 সেবনের ঈশ্বরী সমান। বন প্রাপ্তি লাগি করে কল্যাণ ধে-  
 য়ান ॥ এইছনচরিত কিছু বুঝান না যায়। শুনি শারী শুককহে  
 আনন্দ হিয়ায় ॥ কৃষ্ণের আছে দুই বংশী তার নাম। সতী  
 কুলধর্ম যত সব করে আন ॥ নদী স্তম্ভ করে বিশ্ব আকর্ষণ  
 করে। সর্ব বিমোহিনী সেই জানয়ে সংসারে ॥ শুক কহে  
 বংশীকার মহিমা কে জানে। অন্য রাগ দূর করে পুরুষের  
 গানে ॥ অবলা হৃদয়ে ধ্বনি সুধারসি করে। কৃষ্ণের দয়িতা  
 করি কৃষ্ণ পাশে ধরে ॥ তবে কীর শারিকা রাধাকৃষ্ণের  
 প্রণয়ে। নিজ গোষ্ঠে প্রমোত্তর আলাপয়ে ॥ শুক কহে  
 এক হস্তে কেবা গিরি ধরে। মহেন্দ্রের গর্ভ গিরি কেবা  
 খর্ব্ব করে ॥ কালি সর্প ফণারন্দে রঞ্জে কেবা নাচে। বল  
 দেখি এই গুণ কাহাতে বা আছে ॥ শারী কহে কৃষ্ণ আছে  
 এই গুণগণ। কাহিয়া পুছয়ে পুনঃ নিজে শ্রী গুণ ॥ বক্ষোজ  
 পর্ব্বত দুই কাহার হৃদয়। গিরিধর তথি পরি লীলা যে করয়  
 ভুজগ দমন চিত্ত ভুজঙ্গ উপরে। নৃত্য করে কেবা তাহা কহ  
 শুকবরে ॥ শুক কহে শ্রীরাধিকা বিনু নহে আন। পুনঃ পুছে  
 শারীকারে শুক পুণ্যবান ॥ সদা মুক্তি অতি যুক্ত মধুকর  
 সঙ্গ। জনম লভিল তারা কার সঙ্গ রঞ্জে ॥ কহ দেখি শারী  
 কহে কৃষ্ণ সঙ্গ রসে। কহি শুকে পুছে পুনঃ পাইয়া হরিষে

বস্ত্র লয়ে নগনারী দেখে কোন জন । সাধীগণের করে কেবা  
 স্মৃতি ভঞ্জন ॥ স্ত্রী বধ করে কেবা কেবা রুষ মাংসে । এতমব  
 করি কেবা লজ্জা নাহি করে ॥ শুক কহে এই কৰ্ম করয়ে যু  
 রারী । পুনঃ শুক পুছে কিছু কহি বলি হারি ॥ পুতনা মা  
 রিয়া কেবা মাতৃ পদ দিল । বৎসক মারিয়া কেবা বৎসকে  
 পালিল ॥ ধেনুক মারিয়া ধেনু পালে কোন জন । রুষমারি  
 কেবা করে বৃষের বন্ধন ॥ কুমারী হৃদয় নিত্য পরীক্ষয়ে  
 কেবা । সতীত্ব করিয়া নষ্ট সতী করে কেবা ॥ শুনিয়া কহয়ে  
 শারী কৃষ্ণ ইহা করে । এছে শারী শুক বাক্য বিলাসাদি  
 ধরে ॥ রাধাকৃষ্ণ সখীগণ অবল চমকে । পান কৈল বচন অ  
 মৃত হৈতে অধিকে ॥ নিজ ২ মুহূদ লইয়া প্রীত কৈল । এই  
 রূপ দুই পক্ষে দুই সন্মানিল ॥ শারীকে ললিতা দিল পক্ষ  
 ড্রাক্ষা বন । সুবল দিলেন কীরে দাড়িয়ে পাবন ॥ এইরূপে  
 পরত ঋতু দেখে কৃষ্ণরাধা । পরম আনন্দে সখী সঞ্জিনীর  
 বাধা ॥ ইহার মধ্যেতে নান্দীমুখী আসি কহে । দেখ হই  
 মন্ত ঋতু বন আগে রহে ॥ আপন সম্পত্তি সব প্রকাশ ক  
 রিল । তোমা দোহা সেবে মনোবাঞ্ছা যেহইল ॥ পক্ষেন্দ্রিয়া  
 সূখ দেই দেখ বন শোভা । যাহাতে বাঢ়য়ে পক্ষেন্দ্রিয় বহু  
 লোভা ॥ অম্লান কুসুম দেখ হইল প্রফুল্লিত । কুরুটক কুরু  
 বক সৌরভ পুরিত ॥ তিস্তির ষট্ পদ নাব টিঠীকীর ধ্বনি । ক  
 ণের আনন্দে হয় যেহ ধ্বনি শ্রুতি ॥ হৃদয় আনন্দ করে নারদ  
 ছোলজ । শীতানি লবই মিত্র করে সব অঙ্গ ॥ দেখ কৃষ্ণ এই  
 যে হেমন্ত ঋতু ॥ তুয়া অঙ্গ তুল্য ইহার দেখিয়ে সকল ॥  
 নিরমল কান্তি সহ চরগণ সঙ্গে । কন্দর্প ধনুক শালি গুল ২  
 গোপীরঙ্গে ॥ বিকট বৃক্ষম বাণ মুখরিক কীর । সব লীলানয়  
 দেখ সময় সুধীর ॥ কৃষ্ণ কহে রাধে দেখ ঋতু কান্তা সম ।  
 যাহার দর্শনে হয় আনন্দিত মন ॥ পক্ষ ধান্য বস্ত্র ধরে বি  
 বিধ বরণ । মদকল শুক পানিধ্বনি বিলক্ষণ । সূপক্স নারদ  
 উচ্চ কুচয়গ শোভা । হিম ঋতু দেখ যেন নটী মনোলোভা ॥

হিম ঋতু আইল দেখ হিম ভয় পায়ে । সূর্য্যের উষ্ণতা তুরা  
 হৃদি দুর্গে যারে ॥ আশ্রয় করিল এই অনুমান করি । স্তন  
 কোকযুগ অহর্নিশি যে বিহরি ॥ হিমঋতু হিম ভয়ে অগির  
 উষ্ণতা । স্থানে লুকায়েছে স্তন তার কথা ॥ কুপের ভিতরে  
 কত রক্ষতলে । কত যায়ে রহে গিরি গহ্বর ভিতরে ॥ হিম  
 ঋতু হিম যেন ডাকিনী আশয় । সূর্য্য অগ্নি উষ্ণরক্ত সঘন পি  
 বয় ॥ যুবক যুবতী রহে রজনী শয়নে । কুচের উষ্ণতা সঙ্গ  
 ভঞ্জে দুঃখ মনে ॥ উদয় বিলম্ব লাগি সূর্য্য আরাধয় । রাত্রি  
 রুদ্ধি লাগি মনে উৎসাহ বাড়য় ॥ রসের সময়ে ব্রজ কুমারিকা  
 স্তন । কুঙ্কুম লেপনে যারে করায় স্মরণ ॥ সেইমত নারঙ্গ  
 ফল পক্ষ দেখে পুরে । সেই স্তনগণ এবে স্মরণে আঁমারে ॥  
 তবে রন্দাদেবী তুরা আসি আগে হৈলা । শিশির ঋতুর বন  
 শোভা দেখাইলা ॥ কহে দেখ সব জন্ত কম্প যে হইল । রো  
 মাঞ্চ অজ্ঞেত রক্ষ কোলেত রহিল । সূর্য্যের কিরণ সব কো  
 মল হইল । দক্ষিণ দিশাতে অর্ক গমন করিল ॥ শিশির সূ  
 ন্দর নাম বন এক দেশ । যাহা দেখি হয় মনে আনন্দ আ  
 বেশ ॥ সূজবা বাসুলী রক্ত তুল ধরয়ে । মর্দ কন প্রভু সেই  
চলি অনুমিয়ে ॥ প্রফুল্লিত কুন্দ দেখে শ্বেত বস্ত্র ধরে হরি  
 তাল ভাইর শব্দে স্তবন যে করে ॥ এইমত তোমা দোঁহা মি  
 লিবার তরে । অতিশয় প্রেমে নিজ শোভা বহু করে ॥ প্র  
 ভাতে সন্ধ্যাতে বরি কিরণ কোমল । মৃগ সব যায় ঘন দল  
 তরুতল ॥ মন্দরোম উঠে সেই প্রকট পুলক । তোমা দোঁহা  
 দেখি জলে দৃষ্টি অবিরক ॥ দিনে সূর্য্য তেজ টুটে অতিশয়  
 সূর্য্যের সুখদ দিন অতি ছোট হয় ॥ সূর্য্যের সূহৃদপদ সঙ্কে  
 দেখা নয় । চণ্ড অংশু হিম স্থান পরাভব হয় ॥ অতএব বিনা  
 কৃষ্ণ কাল বশ হবে । যার যেই কাল সেই সেই রাজ্যলভে ॥  
 শিশিরের ভয়ে সূর্য্য নিজ উষ্ণ ধন । ব্রজনারী স্তনাগ্রেত কৈল  
 সমর্পণ ॥ তাহা ব্রজনারী লয়ে কৃষ্ণ সমর্পিল । গাঢ় প্রেম ধর্ম্মা  
 ধর্ম্ম বিচার না হৈল ॥ রন্দা বাক্য শুনি কৃষ্ণ হরষিত হয়ে ।

শিশির পাহুর বন শোভা না দেখিছে ॥ রাই প্রতি কহে অতি  
 ললিত বঁচন । বাহা শুনি পূর্বানন্দ পায়ত অবন ॥ দেখপ্রিয়ে  
 ভ্রমে যত মধুকরগণ । পদ্ম অনাদরী কুন্দে করয়ে গমন ॥  
 হিমে পোড়াইল পদ্ম ভ্রমর আলর । তাহা ছাড়ি কুন্দ পুষ্প  
 মন্দির করয় ॥ বহু শূন্য হিম সূর্য্য জিনিতে নারিয়া । সূর্য্য  
 প্রণয়িনী পদ্ম পোড়ায় জানিয়া ॥ জ্বলন্ত কন্যাবৃন্দ শুনা  
 বলি গণ । স্মৃতি করাইল যেই বদরিকাগণ ॥ পাকোন্মুখী  
~~কৈল~~ বে সেইত বদরী । স্মৃতি করাইছে এবে সেই শুনা-  
 বলা ॥ তবে বৃন্দা আনে শ্বেত জবা পুষ্প হই । হরি করে মন  
 পূর্ণ কৈল শীত্র যাই ॥ কৃষ্ণ হস্ত কম্পে তাহা প্রিয়া অবতংমে  
 রাই কৃষ্ণ কণে কুন্দ দিলেন হরিষে ॥ বৃন্দা কুন্দমালা আনি  
 রাখা হস্তে দিল ছোট রক্ত উৎপল বরণ হইল ॥ সেই মালা  
 রাই লয়ে কৃষ্ণ গলে দিল । সূক্ষ্ম ইন্দীবরনাল্য রুচি যে হইল  
 পুনঃ সেই মালা কৃষ্ণ প্রিয়া কণ্ঠে দিল ॥ চম্পক মাল্যের তুল্য  
 তাহা ত হইল । ইহা দেখি বিশাখিকা ভাগিয়া কহয় কুন্দ-  
 লতা প্রতি পরিহাস যে করয় ॥ দেখ এক পুষ্পে অতি স্নেহ-  
 স্নেহ হইয়া । বহু অলিগণ ভ্রমে ভ্রমে ভ্রমে পিয়া ॥ তাহা  
 শুনি চিত্রা কহে অহো চিত্র নয় । সীতাগ্য ~~কখন~~ হইলে এই-  
 মত হয় ॥ বৃক্ষ কন্যা প্রচেষ্টা যৈছে ব্যবহার । তৈছন প্রী-  
 তের কাষ দোখয়ে ইহার ॥ কুন্দলতা শুনি কহে শুন মখীগণ  
 আর অন্তরুত দেখ অতি বিলক্ষণ ॥ ভ্রমরীগণের পতি আছে  
 নিজা নৃত্যকে । নিজ বন্ধু জীৱ ছাড়িল তাহাঁকে ॥ মর বন্ধু জীব  
 এক শতক ভ্রমরী তাহাকে পিবয়ে আসি ধৈর্য্য ত্যাগ করি  
 চিত্রা কহে মারগ্রাহী যত ভৃঙ্গীগণ । মধুমাত্র বৃত্তি কৃষ্ণ ~~হুয়া~~  
 অনুগণ ॥ পঞ্চম গানেতে গর্ভিত ভ্রমরী সকল । শুদ্ধ মধু  
 বাহা তাহা আসক্তি প্রবলা তবে কৃষ্ণ রাখা প্রতি কহে হান্ত  
 বাণী । তোমার অহুন্ম গুণ লক্ষী গুণ জিনি ॥ লক্ষী গর্ভ অতি-  
 মান ববে কৈলাচুরা অন্য কেবা তার আগে আর সব দূর ॥

শুনিয়া কৃষ্ণর বাক্য রাখা সুবদনী । সংলাপ করে কৃষ্ণ সহ  
 হৃদয়ানি ॥ শ্রীরাধিকা কহে সেই লক্ষ্মী তুরা নারী । কৃষ্ণ  
 কহে তুমি লক্ষ্মী দেখহ বিচারি ॥ পুনঃ তারে রাই কহে  
 গোপ নারীগণ । কি লাগিয়া হৈল তারে লক্ষ্মীর গণন ॥  
 কৃষ্ণ কহে গোপনারী পতি যেই জন । তাঁরে যৈছে কৈলে  
 তুমি লক্ষ্মীর <sup>কমন</sup> মরণ ॥ শুন রাই কহে ব্যক্ত নারীত তৌ মারি  
 চঞ্চল্য রাপের যাতে হও অধিকারী ॥ কৃষ্ণ কহে সত্য আমি  
 নারীর স্বভাব । তুরা রূপ প্রাপ্তি আশা এই অনুভব ॥ তবে  
 রাই কহে বেণুদ্বারে আকর্ষিলো যেই মৃগী তারে তুমি প্রিয়া  
 যে করিলে ॥ কৃষ্ণ কহে তোমা মন নয়ন তাহার । এইত  
 কারণে প্রিয়া মৃগী যে আমার ॥ শুন রাই কহে সূর্য্য কন্যা  
 যে যমুনা । কান্তি গতি সম তুরা সেই তুরা রামা ॥ কৃষ্ণ কহে  
 তুরা মখী আমার সমানাকাঙ্ক্ষি হইতে এও মোর প্রিয়া পর-  
 মান ॥ পুনঃ রাই কহে তুরা বক্ষে পুষ্পমাল । ভ্রমরীর পাঁতি  
 সেই রমণী তোমার ॥ কৃষ্ণ কহে ভূঙ্গী তুরা অলকা সমান  
 এইত কারণে ভূঙ্গী প্রিয়া মনোমান ॥ তবে রাই কহে <sup>হৃদয়</sup> নালোৎ  
 পল দল । জিনিয়া কোমল তনু অতি মনোহর ॥ সতি দিন  
 কৈছে গিরি ধরিয়া রুহিলো কোমল হস্তে কৈছে মে ভার  
 সহিলে ॥ কৃষ্ণ কহে তুরা মূর্ত্তি অতি সুকোমল । বক্ষে রহে  
 গিরিযুগ কৈছে মনে ভর ॥ মৃগমুখী কহে চন্দ্রাবলির বিরোগ  
 না সহি হৃদয়ে কৈলে চন্দ্ররেখা যোগ কৃষ্ণ কহে নথ পংক্তি  
 চন্দ্র যে তোমার । হৃদয়ে ধরিল বাছে বিশ্ব দেখ তার ॥ শুন  
 রাই কহে লতাশ্রেণী মধুমতি । নয়ন ভ্রমর তুরা তাতে মৃখী  
 অতি ॥ কৃষ্ণ কহে তোমার অপর হাস্যমম ॥ পল পুষ্প দেখি  
 মৃখে <sup>হৃদয়</sup> হরন নয়ন ॥ সুবদনী কহে মখী ললিতা আমারাকুসার  
 সাতার হেনমগ্রাম সুমার ॥ কৃষ্ণ কহে বচন সমরে সেই  
 শূর । সুমার বলেত ভাগি যায় বহু দূর ॥ মৃগমদ চিত্ত তুরা  
 কুচের উপরে । স্বর্গ পদ্মকলি তাতে যৈছে মধু করে ॥ শুন  
 রাই কহে চিত্র পদা তুরা বাণী । খজ্র হৈতে তীক্ষ্ণদার মনে

অমুনানি ॥ অরুণী ইন্দ্রিয় যদি বাহির অন্তর । মূলের সহিতে  
 কাটে কিবা ইহার পর ॥ কৃষ্ণ কহে পিক্কার আপন হ-  
 রিষে । যুবতী মদনে পীড়ে পিকের কি দোষে ॥ তবে রাই  
 কহে এই তোমার বংশীকা । অধর্ম শাস্ত্রে ত সেই প্রবীণ অ-  
 ধিকা ॥ করয়ে কুন্ডিনী কাষ কি তাহা কহিয়া । জগতের বঁধু  
 আছে প্রমাণ হইয়া ॥ কৃষ্ণ কহে করে বংশী ধর্ম শাস্ত্র মারে ।  
 নারী দোষ নাশ করে সমর্পি আমারে ॥ শুনি রাই কহে  
 তুমি যেন মত্তহস্তী । দুর্গাত্ত পরা কন্যা কোমল মুরতি ॥  
 তোমার আমর্দ তারা কেমনে মন্দিলাশ্রমি হাসি কৃষ্ণ তাঁরে  
 কহিতে লাগিল ॥ যুখী পুষ্প কলি অতি কোমল কেনন । অ-  
 নরা আমর্দসহে জানিহ তেমন ॥ সুবদনী কহে কেন চন্দ্র  
 ত্রিয়ারিগরা । চকোর কিরয়ে দিনে আনন্দিত হয়্যা ॥ কৃষ্ণ  
 কহে সে চন্দ্রেত করতা দেখিয়া । তাহা ছাড়ি তুরা মুখচন্দ্র  
 লভে ইহাঁ ॥ আত্ম পরিপোষে এই চন্দ্র যবে পাইল ।  
 জ্যোৎস্না সুখাপানে সেই তৃপ্তি হয়ে গেল ॥ পুনঃ প্রশ্নোত্তর  
 করে ছেঁ নন্দী ভঙ্গী । সখীর সন্তান গর্ভ লজ্জা দিতে রঙ্গী ॥  
 কৃষ্ণ কহে যদি বাক্য প্রার্থ্যা চণ্ডতা । কামের যুদ্ধ আত্ম  
 নেত পলায়ে সর্বথা ॥ আগা হুঁহা উৎকর্ষাতে কেবা নিবা-  
 রয়ে । কহ শুনি রাই কহে ললিতা যে হয়ো ॥ পুনঃ কৃষ্ণ কহে  
 এই মদন সংগ্রামে । বিমুখী রহয়ে কেবা কহত নিয়মে ॥  
 নিজ কুচ যুগমদ কুঙ্গম চন্দনে । ইষ্ট আরাধনে কেবা ক-  
 রয়ে বিধানে ॥ কহ দেখি শুনি কহে রাধা মুনয়নী । এই  
 কর্ম বিশাখিকা সখীর যে জানি ॥ কৃষ্ণ কহে লতা ছন্দে  
 কেবা পতি তেজি । দূরে কৃষ্ণ তমালেত সর্বভাবে অজি ॥  
 কৃষ্ণ কহে কহ ইহাঁ কে জানি করয় । চম্পকলতার কার্য  
 রাধিকা কহয় ॥ কৃষ্ণ কহে নানা চিত্র রচনাতে দৃঢ় । বিবিধ  
 শৃঙ্গার রচে অতি ননোহর ॥ অত্যন্ত কোমল মান সহিতে  
 না পারে । কেবা এই পরকারে আমা সুখী করে ॥ কহ

দোখ এই ধর্ম কেবা মে আচারে । রাধিকা কহেন চিত্রা এই  
 কর্ম করে ॥ পুনঃ কৃষ্ণ কহে কাম বিষ্ঠাগম পটু । নিভতে  
 স্বশিষ্য করে যেন চণ্ড বটু ॥ শিষ্য অঙ্গে অঙ্গ দিয়া কে তাহা  
 শিখায় । রাই কহে ভুজবিষ্ঠা বিনে অন্য নয় ॥ কৃষ্ণ কহে  
 কহ কার উদয় সময়ে । বিমল কুটিল কলা রাগ প্রকটয়ে  
 যে জন দেখয়ে তার কামোদয় হয় । রাই কহে ইহা ইন্দু-  
 লেখাতে আছয় ॥ কৃষ্ণ কহে নৃত্য রঞ্জে কেবা সুখী করে ।  
 বড় দ্রুতগতি নৃত্যে আমাকে যে ধরে ॥ রাই কহে রঙ্গদেবী  
 একার্য্য করয় । পুনঃ কৃষ্ণ পুছে তাঁরে হাসি রসময় ॥ পা-  
 শক খেলাতে হয় কে অতি নিপুণ ॥ চুষক তরল পুণে ক-  
 রায়ে যোজন্য ॥ জিনিলে আনারে পণ না দেন ইচ্ছাতে ।  
 রাধিকা কহেন এই সুদেবী চরিতে ॥ কৃষ্ণ কহে অন্য জন  
 সুখে কেবা সুখী । তার দুঃখে অতিশয় কেবা হয় দুঃখা ॥  
 নিজ সুখ দুঃখে হর্ষ ব্যথা নাহি করে । শ্রেষ্ঠ আরাধন পর  
 বৈষ্ণব আচারে ॥ কাহার এ ধর্ম রাধে কহ বিচারিয়া । শুনি  
 রাই কহে মোর সখীগণে ইহা ॥ এইরূপে কৃষ্ণ নানা পরি-  
 হাস ছলে । রাই সখী সঙ্গে বন পর্য্যটন করে ॥ কুচাধর  
 স্পর্শে পুষ্প অর্পণ করয়ে । পরম আনন্দে হৃন্দাবন বিহরয়ে  
 লতা পত্র ফলে যৈছে কোকিল ফিরয়ে ললিতা নন্দদা কুঞ্জ  
 তৈছে মত পায় ॥ কুণ্ডের উত্তরে কুঞ্জ সর্ব্ব সুখধান । নানা  
 লীলা করে কৃষ্ণ রাধা অনুপাম ॥ এইত কহিল কৃষ্ণের ম-  
 ধ্যাক্ষ বিহার ॥ রাধা কৃষ্ণ সঙ্গে সখী নামা রস সার ॥ বিস্তারি  
 কহিতে ইহা নারয়ে অনন্ত ॥ সুদ্রমতি আমি ইহা কি কহিব  
 অন্ত ॥ গোবিন্দ লীলামৃত কথা মনুজ পাথার । সে তত মা-  
 তারে শক্তি আছে যত যার ॥ বুদ্ধি বল হীন মোর না জানি  
 সঁাতার । এক কবী পরশিল পূর্ব্ব ইহবার ॥ দোষ না লইবে  
 প্রভু বৈষ্ণব গোমাঞি । কোন রূপে মাত্র রাধাকৃষ্ণ গুণ  
 গাই ॥ গোবিন্দ চরিতামৃত কথা মনোহরোত্তম ইথে সর্ব্ব-



দ্রিয় হৃষ্টি যেই করে ॥ রাধাকৃষ্ণ পাদপদ্ম সেবন বাঞ্ছিত  
এ যতনন্দন কহে গোবিন্দ চরিত ॥

ইতি শ্রীগৌবিন্দ লীলামৃতে শ্রীরাধাক্ষ বর্ণনো নাম  
ত্রয়োদশঃ স্বর্গঃ সমাপ্তঃ ॥ ১৩ ॥

অখালিবর্গান নসৌ রুভাদু ত স্থাভিমুখাজ্জেষু পত-  
রিবারিতঃ । যিনি রাধা বদায়ুজং কৃষ্ণং সুদাক্ষ-  
মন্তঃ পরিতো লিরঞ্চিত ॥

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ । জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয়  
গৌর ভক্ত বন্দ ॥ জয় রূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ জয় শ্রীগো-  
পাল ভট্ট দাম রঘুনাথ ॥ জয় জয় জয় শ্রীজীব গোস্বামি  
ঠাকুর । জয় জয় বন্দাদেবী জয় ব্রজপুর ॥ জয় জয় রাধাকৃষ্ণ  
লীলা রসমিল্ল । জিভুবন ভাসাইল যার এক বিন্দু ॥ কহিব  
অপূর্ণ কথা মধ্যাহ্ন সময়ে । বিহার করয়ে কৃষ্ণ নানা রস-  
ময়ে ॥ ললিতা নন্দদা কুঞ্জে সবে প্রবেশিলা । মুখাজ সৌ-  
রভে বহু ভ্রমর ধাইলা ॥ যত্ন করি সখীগণে তাহা দূর করে  
রাই মুখপদ্মে ভৃঙ্গ যাঞা সব পড়ে ॥ কি কহিব রাই মুখ-  
পদ্ম পারিমল । লাখে ভৃঙ্গ তাঁরে বেড়িল সকল ॥ তাহাতে  
জাসিত ধনী নেত্রান্ত ধুনায় । পাণি পদ্ম দিয়া সেই ভ্রমর  
দেখায় ॥ কি কহিব কঙ্কণের কনককার ধ্বনি । কি কহিব ব-  
সন্ত তর্জন স্বহস্ত চালনি ॥ এই রূপে ভৃঙ্গ ধ্বনি যদি দূর কৈল  
পারিমলে লস্ক আলি পুনঃ যে বেড়িল ॥ তার ভয়ে রাই কৃষ্ণ  
বস্ত্রের অঞ্চলে । মুখপদ্ম ঢাকি থাকে কৃষ্ণ স্পর্শ ছলে ॥  
দেখি সব সখীগণ হরিস্রু পাইয়া । কহিতে লাগিলা কিছু  
ঈষৎ হাসিয়া ॥ ভয় না করিহ মধুসূদন করিয়া । পদ্মাবলি  
নিকটে গেল উৎকণ্ঠিত হঞা । নিবারিল সবে তাঁরে যত্ন  
করিয়া । শঠতা ছাড়িল এবে নিশ্চয় করিয়া ॥ প্রেমধনে পূ-  
র্ণ ধনী সৌভাগ্য পুরিত । অত্যন্ত প্রণয় ধনে অন্ধ ভেল চিত্ত  
নিকটে আছয়ে কৃষ্ণ দেখিতে না পায় । কৃষ্ণানুসন্ধান রাই

করয়ে হিয়ায় ॥ তবে কৃষ্ণ দেখে রাই একপ বেষ্টিতে । স-  
খীয়ে নিবেধ কৈল নয়ন ইন্দ্ৰিতে ॥ কৃষ্ণ পক্ষ হৈলা তবে সব  
সখীগণ । রাধিকার প্রেম চেফা দেখয়ে তখন ॥ প্রেম বৈচিত্র  
চেফা হইল রাধার । তাহাতে বিভ্রম যেই নাহি তার পার  
কান্ত আসি যেন অন্য কান্তা স্থানে গেলা । এই ভাব চিত্তে  
কৃষ্ণ প্রতি যে হইলা ॥ তুষ্টা হয়ে ধনিষ্ঠাকে পুছয়ে তখন ।  
কহ দেখি ধৃষ্ট কোথা গেলেন এখন ॥ কপটে নাটক নাট  
গেলা কোন স্থানে । তেহোঁ কহে তুরা লাগি গেলা পুষ্প বনে  
শুনি রাই কহে তুমি মিথ্যা যে কহিলে । সেই ধৃষ্ট গেলা  
তবে পদ্মিনীর স্থলে ॥ ধনিষ্ঠা কহয়ে তবে ভান সে হইল  
তুরা মুখ রুচি পদ্মালীকে ত জিনিল ॥ এত শুনি রাই কহে  
তুরা দোষ নাই । কটু দূতী বাক্যে আমি সবিস্থাম যাই ॥  
শুনিলাম শৈব্যা বনে করিলা গমন । মুখতা করিয়া তবু  
কৈলা আগমন ॥ ধনিষ্ঠা হয়েন মোর হৃদয় সমানাবধনা ক-  
রয়ে মোরে না বুঝি বিধান ॥ কৃষ্ণ মোরে দেখা দিয়া মোর  
প্রিয় বনে । বিলাস করয়ে সেই চন্দ্রাবলী মনে ॥ মোর প্রিয়  
কুণ্ড কুঞ্জ পদ্মালী আনিয়া । আমা আনাইল তারে নিভূতে  
থুইয়া ॥ মিথ্যা <sup>লা</sup>অপ্রিয় কৈল ধৃষ্ট আমা মনে । এবে আমা  
ছাড়ি গেলা পদ্মালীর স্থানে ॥ কেমনে সহিব ইহা ~~অহনে~~ না  
যায় । স্বহৃৎক দেখা দিয়া তার স্থানে যায় ॥ ললিতা কহয়ে  
এই কৃষ্ণের ধৃষ্টতা । আমি পুনঃ পুনঃ ইহা জানি যে সর্বথা  
তুমিত শরল ইহা কভু দেখা নাই ॥ এথা প্রয়োজন নাহি আ-  
ইস গৃহে যাই ॥ এতকহি শ্রীরাধার হস্তে ত ধরিয় ॥ গৃহোন্ম খী  
হইলেন তারে আকর্ষিয়া ॥ তবে কৃষ্ণ বিরহের ভয় ধনী পা-  
ইলা । দীনাত্তা হইয়া কিছু কহিতে লাগিলা ॥ শুন সখী এই  
মোর চিত্ত বড় বাম । দোষ নাহি শুনে কৃষ্ণের শুনে গুণ-  
গ্রাম ॥ এতদূশ কৈল কৃষ্ণ দেখেই মাফাতে । তথাপি ভ্রমে  
চিত্ত অতি উৎকণ্ঠাতে ॥ শুনিয়া ললিতা কহে নারী অতি-  
নাষা অন্তরে লালসা বাছে নহে পরকাশ ॥ বাটি দিনে খান্য

যেন অন্তরে পাকয় । বাহিরে তাহার পঙ্ক লক্ষিত না হয় ॥  
 শুনিয়া কহয়ে তারে রাখা সুবদনী। ত্যাগ কর নারীগণ নীতি  
 ধর্মবাণী ॥ কর্ণ ব্যথা পায় যাতে তাহা কেবা শুনিকৃষ্ণ অদ-  
 র্শনে দেহে না রহে পরাণী ॥ ফুটয়ে স্বদরে মোর ঘুরে সব  
 তনু। শরীর হইল মোর প্রাণ হীন জন্ম ॥ যত কিছু গর্জ মোর  
 সবষাকু দূরে । মহিমা যতেক মোর যাকু দিগন্তরে ॥ লজ্জা  
 মুখৈয্যতা যত সব যাকু ছাড়ি । শুনহ ললিতা তাহে বন্দনা  
 যে করি ॥ হাহা কৃষ্ণ প্রাণনাথ দেখাহ আমারে । এত কহি  
 ধনী ধরে ললিতার করে ॥ শুনিয়া ললিতা কহে তুমি সে  
 শরণা । রমণী লম্পট কৃষ্ণধৃষ্ট পূর্বকলা ॥ তোমার চাপল্য  
 এই অনুপম কায । না দেখিয়ে ঐছে অন্য রমণী সমাজ ॥  
 কৃষ্ণ যদি দেখে ঐছে চাপল্য তোমার । করিবেন অতিশয়  
 বঞ্চনা প্রকার ॥ একে আমি সেই কৃষ্ণ ধৃষ্টের চরিতে । হত  
 বুদ্ধি পুনঃ কেনে লাগিলা হাসিতে । এত শুনি রাই কহে  
 ইহাতে হইতে ॥ অধিক বঞ্চনা কিবা আছে পৃথিবীতে ॥  
 বাহা দিয়া শঠে মোরে কদর্থিবে আর । এইকালে কৃষ্ণ  
 দেখে আগে আপনার ॥ কান্তা আলিঙ্গন করি যেন কৃষ্ণ  
 আইলা । সম্মুখা সম্মুখি হুঁহু হুঁহু যেন হৈলা ॥ নিজ প্রতি  
 বিশ্ব কৃষ্ণ অজ্ঞেতে দেখিয়া । বিমুখী হইলা পদ্মা লখিত্ব মা-  
 নিয়া ॥ নির্ণয় জানিলে লজ্জা জ্বাযে হইলা । অতি ক্রোধ-  
 ভরে ধনী কাঁপিতে লাগিলা ॥ তাঁরে দেখি কৃষ্ণ কুন্দলতা  
 নিরীক্ষয় ॥ আমাকে দোষয়ে ধনী দুটে এই কয় ॥ কৃষ্ণের  
 ইঙ্গিতে কুন্দলতা কহে তারে । এখনি চেষ্টিতা হৈলা কৃষ্ণ  
 দেখিবারে ॥ কৃষ্ণ আইলা দেখি কেনে উৎসাহ ত্যজিলা ।  
 বিমুখী হইয়া কেনে কাঁপিতে লাগিলা ॥ শুনি রাই কহে কৃষ্ণ  
 বক্ষস্থলে কেবা । দেখিতে না পাও চক্ষু যদি আছ কিবা ॥  
 বাহা দেখাবার তরে আমারে আনিলা । ধৃষ্ট নৃত্য দেখি  
 যাতে বহু সুখ পাইলা ॥ শুনি কৃষ্ণ কহে তুমি বাহা মনে  
 কৈলে । সেহ নহে এই দেখ আচাৰ্য্য চপলে ॥ কহে যুগিঞ

রাধিকার হয় সহচরি । বনদেবী নাম মোর হও বনাচারি ॥  
 এই কথা কহি বনে আলিঙ্গন কৈল । কতভঙ্গী করি মুখে  
 চুষনা দিল ॥ নিজ বিজ্ঞাবলে বক্ষে পৃষ্ঠে লগ্ন হৈলা । ছা-  
 ডাইতে নারি মোরে বেড়িয়ে রহিল ॥ প্রার্থনা করিয়ে কত  
 তবু মা ছাড়য় । অত্যন্ত কামুকী এই মোর মনে লয় ॥ তুষা  
 নিজ সখী হই নিষেধ ইহারে । বলে ধরি আমা যেন পীড়া  
 নাহি করে ॥ তবেত ললিতা কহে রাধিকা শ্রবণে । শুনিয়া  
 ধরিল ধনী বদন অঙ্গণে ॥ দেখি কৃষ্ণ হাসে আর যত সখী  
 গণ । কুন্দলতা তবে কহে সরস বচন ॥ নেত্র লাগি আছে  
 কৃষ্ণ তাহা নাহি দেখ । আত্ম প্রতিবিম্ব দেখি অন্য জন লেখ  
 চন্দ্রাবলী শঙ্কা তুমি কর সর্বঠাঞ ॥ এঁছে চিত্র নৃত্য আর  
 কাহা দেখি নাই ॥ বৃন্দাদেবী কহে দেখ আগে রঙ্গকুঞ্জ ।  
 রঙ্গদেবী মুখদাখ্য সর্ব মনোরঞ্জন ॥ বসন্ত লীলার দেখ সা-  
 মগ্রী বিস্তর । আলাপন আদি করি অতি মনোহর ॥ কুঙ্কুম  
 কস্তুরী আর অগুরু কপূর । চন্দনের পঙ্কজল হইল প্রচুর ॥  
 পৃথক ধরিল কাঁহা কাঁহাও গিমাল । সাত কুন্ত কুন্তে সব ধ-  
 রিল বিশাল ॥ বহু মণি পিচকাই ভরিলা মেজলে । এই  
 রূপে ঘট যন্ত্র ধরিল সকলে ॥ মিন্দুর কপূর পুষ্প কান্ডকা-  
 দিগণ । পুষ্প ধনুর্মাণ কত করিল সাজন ॥ পৃথক ধরি  
 লীলা বলি অতিমত । তাষুল চন্দন মাণ্য কুমুমা দি কত ॥  
 সুবাসিতজল পূর্ব সুবর্ণভাজনে । অনেক ধরিল লীলা যোগ্য  
 স্থানে ॥ কপূর কুঙ্কুম মদ অগুরু চন্দন । কতক চূর্ণ কৈল  
 কত পঙ্কবিলক্ষণ ॥ অত্যন্ত কোমল শিশি ভরিয়া ॥ স্বর্ণ-  
 পাত্রে রাখিয়াছে সুপংক্তি করিয়া ॥ মণি জলযন্ত্র সবে হস্তে  
 করি নিল । পরস্পর প্রেমের সে খেলা আরম্ভিল ॥ একদিগে  
 হৈল সব অঙ্গনার গণ । অন্যদিগে কৃষ্ণ করে যন্ত্রের সাজন  
 সূক্ষ্ম সূক্ষ্মবস্ত্র সবে পরিধান কৈলা । কপূর তাষুলে মুখ প্র-  
 পূর্ণ হইলা ॥ করে জলযন্ত্র করি রতিপাতি রণ । অন্তিকে গে-  
 লেন সবে করিয়া সাজন ॥ কন্দর্প নারাচী লীত কটাক্ষ ব-

রসে । অন্যান্য যন্ত্রেতে যে বরিষে হরিষে । স্মল্লবস্ত্রতিতি  
 সব অঙ্গেতে লাগিল । সব অঙ্গ বেশ ভাতি বেকত হইল ॥  
 অঙ্গ মধুরিমা মৃত নদী বহি যায় । তার ঢেউ ছুই মন নয়ন  
 ডুবায় ॥ এক গগু অঙ্গ উচ্চ ভাবুল চর্কিত । অলকা আরত  
 ভালে ঘর্ম্ম লাজিত ॥ বিশ্রুত হইল কেশ কুমুম আবলি ।  
 কেশ অংশ কুচ অংশে হয়ত বিলোলি ॥ বহু গন্ধ চূর্ণ বস্ত্র  
 অঞ্চলে বান্ধিল । কিঙ্কিণী শৃঙ্খলা দিয়া দৃঢ় বন্ধ কৈলা ॥  
 কান উদ্দীপন নর্ম্ম গান আরম্ভিল । রঞ্জেই সিঞ্চন করি  
 আত্ম রক্ষা কৈলা ॥ গন্ধ চূর্ণ সবে কৃষ্ণ উপরেত ডারে । পু-  
 ঞ্জের কন্দুকগণ ডারে প্রেমতরে ॥ মূহ বস্ত্র কুপি সব ডারেন  
 প্রকারে । সুগন্ধি মলিল যন্ত্র দিয়া যুক্ত করে ॥ শ্রীরাধিকা  
 আদি করি অতি প্রেম কাষে । সিঞ্চন করিলা কৃষ্ণ রসময়  
 রাজে ॥

যথারাগঃ । গোবিন্দের বাম অংশে, পুষ্প ধনু অব-  
 তংশে, তাহাতে ঘটনা পুষ্পবাণ । বামহস্ত পদ্মতলে, মাণি  
 পিচকাই ধরে, ভুবা পারে সোণা দশবাণ ॥ স্মল্লবস্ত্র বাম  
 পারে, তুন্দ বন্দে বংশীধরে, পটুকা অঞ্চলে গন্ধ চূর্ণ । **পিচকাই**  
 গন্ধ জল, উত্তরায় কান্তাপর, সব সিঙ্ক কৈল যাঞা  
 পূর্ব ॥ আশ্চর্য্য যন্ত্রের কথা, শুন রসময় গাঁথা, এক মুখে  
 নিকময়ে ধারা । বাহে এক শত ধারা, আকাশে মহত্স **রাধার**  
 পড়িবার কালে লক্ষ ধারা ॥ কোটি ধারা হয়ে পড়ে, সব  
 কান্তাগণোপরে, সিঞ্জে সব প্রিয়া এই মতে । যত শিশি  
 ভরা গন্ধ, চূর্ণ বহু পর বন্দ, তাহা কৃষ্ণ ডারে পৃথিবীতে ॥  
 কূপ ভাঙ্গি গোলি পড়ে, গোপাঙ্গনা অঙ্গ ভরে সেই গোলি  
 হয় লক্ষ গুণ । কুঙ্কুমের কণা মাঝে, মৃগমদ বিন্দু মাঝে, তাঁ  
 সব অঙ্গে নহে ঠুন ॥ সুবর্ণ লতাতে যেন, ফুটিয়াছে পুষ্পগণ  
 তাতে **স্মতি**রাছে অলিগণ । গোপাঙ্গনা প্রতি অঙ্গে, এইমত  
 শোভা রঞ্জে, বিশেষিরা না যায় বর্ণন ॥ কুঙ্কমের পিচকাই  
 করতলে লয়ে রাই, কৃষ্ণ অঙ্গে দিল গন্ধ ধারী । ব্যাপ্ত হৈল

কৃষ্ণ অঙ্গ, সেই জল বিন্দু বৃন্দ, নভস্তলে চন্দ্রবিষ্য পারা ॥  
 রাই মৃদু মন্দ হাসি, গন্ধ চূর্ণ যত শিশি, নিষ্কোপ করিল পৃ  
 থিবীতে । ঢাকান যুচিল ভার, কৃষ্ণ অঙ্গে সেই কাল, ভরি  
 দিল গন্ধ পঙ্করিতে ॥ নানা বর্ণ গন্ধ চূর্ণ, পৃথিবীতে হৈল  
 পূর্ণ, আকাশ ভরিল অষ্টদিশা । গন্ধ জল বৃষ্টি তাতে, চিত্র  
 চন্দ্রাতপ মতে, খেলে কৃষ্ণচন্দ্র মৃগীদৃশা ॥ কৃষ্ণ গন্ধ পঙ্ক  
 লয়ে, রাই বৃষ্টি দিল ধারে, স্পর্শে কুর্টমিত ভেল অঙ্গ । প্রে  
 মের কন্দল হয়, কিছুই নিশ্চয় নয়, কৃষ্ণ সঙ্গে রাইর এরঙ্গ ॥  
 হেনকালে সখী আসি, ঢালে গন্ধ জল রাশি, তাতে কৃষ্ণ অঙ্গ  
 পূর্ণ হৈল । এইরূপে সব সখী, গোবিন্দের অঙ্গ ঢাকি, গন্ধ  
 জলে তনু পুরাইল ॥ তাতে কৃষ্ণ ব্যক্তি হয়ে, কুচস্পর্শে কারো  
 যারে, কারো মুখে চুষ দেই বলে । রাই পক্ষে গন্ধ চূর্ণ,  
 কৃষ্ণের উপরে পূর্ণ, পুনঃ ধৈরজ না ধরে ॥ দেখি কৃষ্ণ তারে  
 ধরি, হিয়ার উপরে করি, বাহু পাশে মে তনু বাখিল । তা  
 দেখিয়া সখী যত, হৈলা কাণ্ড পটারত, কৃষ্ণচন্দ্র বাঞ্ছিত  
 পুরিল ॥ কন্দর্পের পরিহাস, মন্ত্রবাণ পারকাশ, কটাক্ষে বি  
 দ্রোষে কৃষ্ণপ্রিয়া । সেই বাণে বিদ্ধ হিয়া, যত তত কৃষ্ণপ্রিয়া,  
 রহে কান বিবশ হইয়া ॥ তবে তারা কৃষ্ণ প্রতি, মৃদু মন্দ  
 হাসি অতি, অপাঙ্গ ইঙ্গিত বাণ কৈল । সে বাণে ব্যাকুল  
 হরি, পুনঃ বাণ করে ধরি, এইরূপে দুই সিদ্ধ হৈল ॥ পৃথি  
 বীতে জলধর, ধরি নব কুলবর, দৌদামিনী সেচ গন্ধজলে  
 বিজুলী মহিতে কিরে, গন্ধজল বৃষ্টি করে, অতি চিত্র মে-  
 ঘের উপরে ॥ বৃন্দা আদি সখীগণ, নেত্র নদী অনুঙ্গণ, এই  
 লীলামৃতে পূর্ণ হয়ে । এইমতে নানা লীলা, করে কৃষ্ণ সখী  
 মেলা, এ যদুনন্দন দাস গায়ে ॥

এইরূপে ক্রীড়া কৃষ্ণ কৈলা বহুক্ষণ । দোলাঘুজ বেদী  
 আইলা সঙ্গে সখীগণ ॥ বৃন্দা কুন্দলতা প্রতি দুর্গাঙ্গিত কৈলা  
 সহায় করিহু হেঁ এই জানাইলা ॥ এত কহি অলক্ষিতে  
 রাই কর হৈতে । পিচকাই লয়ে কৃষ্ণ উঠে হিন্দোলাতে ॥

কৃষ্ণতুণ্ডে বান্ধেছিল বংশী অনক্ষিতে । রাধিকা লইল তাহা  
আনন্দ সহিতে । তাহা দেখি কুন্দলতা কহেন হাসিয়া । সু-  
কৃষ্ণিনী বংশী রাধে কি কায ছুইয়া ॥ কৃষ্ণ তুমি পিচকাই  
দেহ তৎকাল । নারীধন সপরাশ রজ্জ নহে ভাল ॥ শুনি তুট  
হয়ে কৃষ্ণ নিজ বাণ করে । পিচকাই দেন বংশী অন্য করে  
ধরে ॥ বংশীর সহিতে ধরে রাধিকার হস্ত । তাহাতেই হ-  
ইলা ধনী অত্যন্ত নিরস্ত ॥ এইকালে বৃন্দা কুন্দলতা দৌহে  
মেলি । অনুসূকা ধনী দোলা আরম্ভ করি ॥ হিন্দোলার  
মধ্যে কৃষ্ণ বৈসে থিরা লয়ে । সখীগণ পার তলে হরষিত  
হয়ে ॥ হিন্দোলার কাছে গেলা কেহো আগে রহে । হি-  
ন্দোলা চালায় সব আনন্দ হৃদয়ে ॥ সহসাতে তেজ করি  
চালে যবে দোলা । চঞ্চলাক্ষী অঙ্গ ধনী কৃষ্ণাঙ্গ ধরিল ॥ কু-  
ন্তল থমিল দোহার কুন্তল বিলাসে । কাঞ্চী লগ্ন পুষ্প স্তব-  
কাদি সব থমে ॥ পুষ্পমালা ম্লান দোহার কঙ্কণ বাঙ্করে ।  
সতেজ চলয়ে দোলা সুক্স অঙ্গ ধরে ॥ চঞ্চল চলয়ে দোলা  
রাখাঙ্কি চঞ্চলা । দেখি সখীগণ তবে সহায় হইলা ॥ অতি  
ব্যস্ত হইলা রাই দেখি সখীগণ । হিন্দোলাতে উঠে সবে  
করিতে সেবন ॥ ত্রয় ল বাটিকা লয়ে ললিতা বিশাখা । ব্য-  
জন লইয়া চিত্রা চম্পক লতিকা ॥ জাম্বুনদ বারি পূর্ণ জল  
যে লইয়া । ইন্দুলেখা তুঙ্গবিদ্যা উঠে শীঘ্র হইয়া ॥ গন্ধ পঙ্ক  
গন্ধ চূর্ণ অনেক লইয়া । সুদেবী রজ্জদেবী উঠে হিন্দোলা ধ-  
রিয় ॥ ক্রমে যার যেই সেবা সে তাহা করিলা । পূর্ব দল  
আদি করি ললিতা বসিলা ॥ রাধাকৃষ্ণ মধ্যে সখী অষ্টদিগে  
বৈসে । সেখানে হইল এক আশ্চর্য প্রকাশে ॥ সবে জানে  
কৃষ্ণ রাধা আশারি সন্মুখে । অামা ভাল বাসে দুই না হর  
বিহুখে ॥ এথা বৃন্দা কুন্দলতা তলেতে থাকিয়া । দোলায়  
হিন্দোলা অতি সতেজ করিয়া ॥ সহসা রাধিকাকান্ত পাড়ে  
সখীগণে । প্রতি বিষ ছলে কৃষ্ণ সখীপাশ্ব স্তানে ॥ রাধা-  
কৃষ্ণ সখীগণ হিন্দোলা উপরে । সে শোভা হইল তুল্য না-

হিক দিবারে ॥ সূর্যের মণ্ডল যদি মেঘে না ঢাকয়ে । নবা  
 মৃদু রাহে বহু বিহ্বলতারে ॥ মহাবাহু তাতে যদি নতত  
 চালায় । তবে সে হিন্দোলা শোভা উপমা যে হয় ॥ রাধিকা  
 ইচ্ছিতে কুঁঠ ললিতা ধরিয়া । দক্ষিণাংশে বসাইল স্কন্ধে বাহু  
 দিয়া ॥ রাধিকার স্কন্ধে কুঁঠ বাম বাহু দিল । বিহ্বলতা  
 মাঝে যেন জলদ বাহিল ॥ এইমত বিশাখিকা আদি সখী-  
 গণ । সব্বারে দক্ষিণ অংশে কৈল এই মন ॥ তারা সব্ব নাশ্বি  
 লেন হিন্দোলা হইতে । ছুই২রহে মাত্র কুঁঠের সঁহিতে ॥  
 রাধিকাহো তলে আসি এঁছে দোলাইল । বলে ছলে সখী  
 সঙ্গে কুঁঠ মিলাইল ॥ রাধা কর্ণে লাগি তবে ললিতা হাসিয়া  
 দোলারোহণ কৈল বহু মণ্ডলী হইলা । বামপাশ্বে প্রিয়া  
 কুঁঠের সখী দোলাচালে । দেখানে দেখিল এক অতি মনো  
 হরে ॥ দুই গোপাঙ্গনা মধ্যে কুঁঠ যৈছে রানে । হিন্দোলার  
 মধ্যে তৈছে হৈল পরকাশে ॥ সূর্য পর্কিত যদি বাতাসে  
 চালয়ে । প্রফুল্ল তমাল তরু তাহাতে উঠয়ে । তাহা বেঁচে  
 স্বৰ্ণলতা প্রফুল্ল উঠয় । লতাকে বেষ্টিত যদি তমাল রহয় ॥  
 এই রূপে মণ্ডলী বন্ধে মদা যদি চলে । তবে গোপী কুঁঠ  
 দোনে উপমা এ স্থলে ॥ তবেত ললিতা আর বিশাখাদি  
 গণ । সব্বই নাশ্বিলা রহে শ্রীরাধারমণ । তলে আসি সেই  
 দোলা পুনঃ যে দোলায় । ব্যাকুলা হইয়া রাই চাঞ্চল্যতা  
 ময় ॥ গাঢ় আলিঙ্গনে কুঁঠ ধরিয়া রহিল । সখীগণ হাস্যে  
 কুঁঠ তৎকাল নাশ্বিলা ॥ কুঁঠ মেঘে গোপাঙ্গনা বিজুলী  
 বেষ্টিত । নানা লীলামৃতে করে ভুবন মিঞ্চিত ॥ রন্দা কুন্দ  
 লতাদি সবার নয়ন । পদ্ম ~~দীপ~~ <sup>বহু</sup> হরে অতি ননোরম  
 দোলা লীলা খেলা এই রন্দাবন মাঝে রাধা কুঁঠ সখী সঙ্গে  
 যে ~~আনন্দ~~ <sup>অনন্দ</sup> তজে ॥ অতঃপর কুঁঠ সব সখীগণ সঙ্গে ~~মধু~~ <sup>মধু</sup>পান  
 কুঁঠিমে আসি বৈসে মহারঙ্গে ॥ অত্যন্ত দীপ্ত হুল ছায়া  
 মনোরম । বিশ্রাম করয়ে তাহা শ্রম নিবারণ । পদ্মদৃশা সব  
 বৈসে কৃষ্ণ দুই পাশে ব্যাপ্ত হইয়া বৈসে আগে মণ্ডলী বি-



শেষে ॥ রত্নাহার যেন আছে কৃষ্ণ কণ্ঠদেশে । নীলরত্ন নায়ক  
 তাতে যৈছেন বিশেষে ॥ সূচম্পা চামর বায়ু করে কোন  
 সখী । সরোজ সিঞ্চয় বায়ু করে অন্য সখী ॥ কন্দর্পের রুচি  
 জিনি দোহাঁ মুখচন্দ্র । কেলিপ্রাণ হয়্যা আছে নয়ন আনন্দ  
 কোন সখী পাদপদ্ম সম্বাহন করে ॥ এই রূপে দোহার  
 শ্রম সব কৈল দূরে ॥ মধুপাত্র পূর্ব বন্দা করিয়া সাজনি ।  
 এই কালে ধরে তেহো আগে আনি ॥ রাধাকৃষ্ণ দৃষ্টি পড়ে  
 সেই পাত্র মাঝে । নীল স্বর্ণ পদ্ম দেখে তাহাতে বিরাজে ॥  
 একেক পদ্মেতে দুই খঞ্জন নাচায় । অকস্মাৎ রাধাকৃষ্ণ মনে  
 এই লয় ॥ রাধিকা নয়ন মত্তভঙ্গী লুক্ক হৈলা । অবিলম্বে  
 আসি নীল পদ্মেতে পড়িল ॥ কৃষ্ণের নয়ন দুই মত্ত অলি-  
 রাজে । তৎকাল পড়িল যাঞা স্বর্ণপদ্ম মাঝে ॥ মধুর দর্পণ  
 মুখ চষক হইলা । মুখের সৌন্দর্য্য মধু নেত্র অলি হইলা ॥  
 মর্কেন্দ্রিয় নেত্র অন্য অঙ্গ জড় হৈলা । দোহা প্রতি অঙ্গে  
 আসি পুলক ভরিলা ॥ কন্দর্প মত্ততা চিত্ত হৈল দুই জনা ।  
 মধুপান ক্রিয়া কালে এই সব ঘটনা ॥ দেখি কুন্দলতা তবে  
 কহয়ে আসিয়া । মুখপদ্ম মধুপান কৈলা নেত্র দিয়া ॥ নে-  
 ত্রোৎপল মুখ পদ্মে মধু বসাইয়া । এবে পানকর মধু জিহ্বা  
 আদ্যাদিয়া । তবে কৃষ্ণ মধুপাত্র কান্তা মুখাঙ্গিকে । লঞা  
 কহে মধুপান করহ রাধিকে ॥ দেখি রাই লজ্জা পাঞা  
 বক্রমুখী হৈলা । কৃষ্ণ কর পাত্র নিম্ন করেত লইলা ॥ বসন  
 অঞ্চলে ধনী বদন ঢাকিয়া । কিঞ্চিৎ আত্মাণ মাত্র লইলা  
 দেখিয়া ॥ কৃষ্ণাধর সুবাসেয় লাগি সুবদনী । পুনঃ কৃষ্ণ হস্তে  
 দিল মধুপাত্র আনি ॥ কৃষ্ণের আনন্দ হৈল যে মধু পাইয়া  
 পান করে মধু অতি সম্পূহা করিয়া ॥ প্রিয়াটবী লতা রঞ্জে  
 উদ্ভাবিত মধু । বসাইল তাহা দিয়া প্রিয়াধর সীধু ॥ প্রিয়  
 সখীগণ কৈল নৈর্ম্ম সুবাসিতে । প্রিয় মধুপান করে প্রিয়ার  
 অর্পিতে ॥ তবে কৃষ্ণ মধুপাত্র দিল রাই হাতে । পান করে

ধনী মুখ বস্ত্র আচ্ছাদিতে ॥ দয়িতাগণে স্নিগ্ধ মধু দয়িত অ-  
 পিতে । দয়িতাধর সুবাসিত পিয়েত দয়িতে ॥ রাধাকৃষ্ণা  
 শেষ মধুপাত্রে ছিল । রুদ্রা তাহা লঞা আর দিঞা পুরা-  
 ইল ॥ সব সখী আগে রুদ্রা সে পাত্র ধরিল । সখীগণ সেই  
 মধুপান আরম্ভিল ॥ কৃষ্ণ নিজ চিত্রবিদ্যা তাহা প্রকাশিল  
 সবার নিকটে যাঞা আগে পান কৈল ॥ সখীগণে জ্ঞান  
 এই কৃষ্ণ আগে আসি । পানকৈল মোর আগে মোর পাশে  
 বসি ॥ কেবল নিশ্চয় রূপে সবসখী জানে । কৃষ্ণ আসি পিঠে  
 মধু প্রিয়া যে আপানে ॥ মধুপানে বিযুক্ত শোণ দৃষ্টিকোণ  
 গন্ধে নিমন্ত্রিত কৈল বটপদের গণ ॥ হাশুচন্দ্রকান্তি সব  
 অধর পল্লবে । কহিল না হয় সেই শোভা অনুভবে ॥ কৃষ্ণ  
 নেত্রজিহ্বা সেই সৌন্দর্য্য মাধ্বীক । লেহন করয়ে সুখ পাইয়া  
 অধিক ॥ ব্রজজনা মন তৃষ্ণা পরিপূর্ণ কায়ে । কৃষ্ণ মুখ মধু-  
 পানে নেত্র জিহ্বা সাজে ॥ কন্দর্প মাধ্বীক আর মধুপান  
 কৈল । মুখপদ্ম মধুধর মধুমত্ত হৈল ॥ বিবিধ প্রকারে মধু  
 রুদ্রা আনে আর । রাধাকৃষ্ণ করে পান সখী পরিবার ।  
 তারা পান করে মধু দেখে রুদ্রা আদি । সেপান মাধুরী  
 তার নেত্র উনমাди ॥ অবিরত মধুপান পানে ওষ্ঠাধর ।  
 সতত অধর পান মধুর সোমর ॥ কন্দর্পের মধু মদ তৃষ্ণাতে  
 তরিল । নিশ্চয় নাহিক কারো কিবা পান কৈল ॥ মাধবা  
 গমন কালে মদন উদয় । তৈছে মধুপানে মন উন্মাদ করয়  
 মাধবাজ্জ স্পর্শ জন্য কত মধুপিয়ে । ব্যাকুলা হইল তাতে  
 বারাজনাচয়ে ॥ সামালিতে নারে তনু বস্ত্র ~~ভুজা~~ থসে । কা  
 রণ নাহিক সবে অউহাসে ॥ অপ্রশোভিত করে প্রলাপ  
 অকারণে । বল্লভীগণের জন্মে বারুণীর পানে ॥ নিধুবনের  
 পূর্বে প্রিয়াগণের একাধ । শিখিলগমন বাস সুকেশ সুসাজ  
 বচন জ্বলন মধু মদের কারণ । কৃষ্ণ প্রতি সহায় করয়ে এই  
 গণ ॥ কেশ বাস বাক্য গতি সব স্ফূর্ত হৈল । নেত্রান্ত অরুণ  
 ঘুণা দুই প্রকাশিল ॥ বদন সৌরভ্য নন্দ উজ্জি ব্যক্ত তাতে ।

দৃষ্টি ভ্রমি হৈল করে ধৃষ্টতার তাতে ॥ মধু মদ হৈতে যত  
 ব্রজঙ্গনাগণে । যত করুক সব কৃষ্ণ সুখের কারণে ॥ ব্রজা-  
 ঙ্গনা হৃদি রাগ কৃষ্ণ প্রতি যত । নারীর স্বভাব লজ্জা করয়ে  
 গোপিত ॥ মধুর মত্ততা টোপ সহিতে নারিল । নেত্রোৎ-  
 পলে সেই রাগ বাহির হইল ॥ নবীন কিশোরী কেহো নব  
 মধু পানে । মদৌড়ে কে ভ্রান্ত নেত্র প্রলপে তখনে ॥ লল  
 ললিতে পপ পশু শ্রীরাধাচূর্তে । সমস মকল মম মণ্ডল ভ্র  
 মাইতে ॥ বিবিবি বিপিন মম মহীর সহিতে । গগগ গগগকে  
 ললল ললিতে ॥ বিকচ অস্ত্রোজ জিনি মুখ পদ্মগণ । তার  
 পারিমলে ভূষ করে আকর্ষণ ॥ মধু আর অধর মধু পানেত  
 হইতে ॥ উদ্ধত্য কন্দর্প মদে লোল কৈল চিত্তে ॥ কৃষ্ণ চিত্ত  
 লোল নেত্র রক্তোৎপল জিনি । ললনা বিলাসে চিত্ত ক-  
 রয়ে বাঞ্ছনি ॥ পদ্ম মধুপানে যেন হৃষ্ট অলিগণে । ঐছনে  
 বাঢ়য়ে হৃষ্ণ কৃষ্ণপ্রিয়া মনে ॥ মধুমদে মত্ত হৈয়া রাধা সু-  
 বদনৌ । <sup>মুরন</sup> ~~মুরন~~ স্পাহাতে করে শয়ন বাঞ্ছনি ॥ সেবাপরা সখী  
 যারা তারা সেবা করে । শয়ন লাগিঞা ধনী শরীর নিশ্চলে  
 দোঁহার নিগূঢ় হৃষ্ণ জানি কুন্দলতা । কৃষ্ণ প্রতি কহে কিছু  
 নয়ন হসিতা ॥ অশোক কুঞ্জেতে তুমি করহ গমন । কাঙ্ক্ষা-  
 বতংসার্থ গুচ্ছ আনহ এখন ॥ শুনি কৃষ্ণ তাঁর কথা গেলা  
 সেই কুঞ্জে । কোকিল ডাকয়ে যথা অলিকুল গুঞ্জে ॥ এথা  
 সে রাধিকা ঘুরা পূর্বদৃষ্টি হয়্যা । কুঞ্জাতিধ কুঞ্জরাজে সু-  
 তিলা আসিয়া ॥ দিব্য পুষ্প শয্যোপরে করিলা শয়ন ।  
 সেবা করে সেবাপরা যত সখীগণ ॥ সখীগণ মুখে জুড়া গ-  
 দাদ বচন । গন্ধোত্তম বহে সদা অধিকআনন <sup>আমুন</sup> ~~আমুন~~ নয়না  
 সব বস্ত্র শ্লথ অঙ্গে । ইতস্তত পড়ে পদ অলস তরঙ্গে ॥ সু-  
 পদ্ম বদনৌ মদ খঞ্জন নয়নী । পদ্মপত্র ~~অপ্পে~~ <sup>অপ্পে</sup> সবে করিল শ  
 যনি ॥ স্থল পিঞ্জরিত পুষ্প কিঞ্জরক সহিতে । স্থানে কুঞ্জে  
 কুঞ্জে রহে এই মতে ॥ এইত কহিল রাধা কৃষ্ণের বিলাস ।  
 কাণ্ডখেলা দোলা লীলা মধুপানে হাম ॥ অতঃপর রহস্য কথ্য

কহিতে না জানি । তথাপিহ চিত্ত লোভে করি টানাটানি  
গোবিন্দচরিতামৃত রসময় কথা । শুনিলে মিলয়ে রাধা-  
কৃষ্ণ যে সৰ্বথা ॥ রাধাকৃষ্ণ পাদপদ্ম সেবন বাঞ্ছিত । এ  
যত্ননন্দন কহে গোবিন্দ চরিত ॥

ইতি শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে মধ্যাহ্ন বিলাসে দোলালীলা  
মধুপান বর্ণনং নাম চতুর্দশঃ সর্গঃ ॥ ১৪ ॥

কঙ্কেলিপল্লবকম্পিতকর্ণপুর, কঙ্কেলিবল্লি নবক-  
স্তব কাঞ্চিপানিঃ । তত্রাগতোহ্যৈ স হরিঃ প্রবিবেশ  
তূর্ণং রুন্দা দৃশোদিতনিকুঞ্জসরোজমুৎকঃ ॥

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ । জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয়  
গৌরভক্ত রুন্দ ॥ জয়রূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ । জয় শ্রীজীব  
গোস্বামী দাস রঘুনাথ ॥ জয় শ্রীগোপাল ভট্ট জয় ব্রজ-  
বাসী । জয় গদাধর গৌর প্রাণধন রাশি ॥ জয় শ্রীরাধাকৃষ্ণ  
লীলা রসময় । ব্রজাঙ্গনা রুন্দা যত সব জয় ২ ॥ বৈষ্ণব গো-  
সাইর পদে করিঞা প্রণাম । যৈছে তৈছে করি যত কৃষ্ণ  
লীলাগান ॥ এইরূপে কৃষ্ণ আইলা সে কুঞ্জ হইতে । অ-  
শোক পল্লব গুচ্ছ কর্ণাবতঃসিতে ॥ করে ধরে নূতন অশোক  
গুচ্ছ আর । এই রূপে প্রবেশ কৃষ্ণ করিলা তৎকাল ॥ রুন্দা  
দেবী দৃগাক্ষিত্য করি দেখাইল । নিকুঞ্জ সরোজ অতি উৎ-  
কর্ষাতে পাইল । রাধা <sup>মধুপান</sup> হুরধুনা পাইল কৃষ্ণ মত্তকরি । উড়ি  
পালাইলা সব নখী যে ~~মরা~~ লী ॥ লোচন পুঙ্করে কৃষ্ণ রাধা  
মধুরিমা । পান করে পুনঃ ২ তবুনাহি ক্ষমা ॥ কঙ্ক ক শৈ-  
বাল দূরে কৈল নিজ করে । নীবিবন্ধ নলিন্যাদি হইল চ-  
ঞ্চলে ॥ অথ শ্রীরাধিকা তদ্রানিমীলিত আঁখি । কৃষ্ণ আগ  
মন প্রাপ্তি স্বপনেতে দেখি ॥ মত্তহঞা নীবি কুচ আকর্ষণ  
করে । বাম্য প্রলাপ করি তাঁরে যেন বারে ॥ আমি আমি  
আমাকেত পরশ না কর । কি কি কি বিধান তুমি করিতে  
ইচ্ছাধর ॥ শয়ন করিতে দেহ দেহ যে আমারে । যুধুনা ন-

যন নিভ্রা আকর্ষিল মোরে ॥ রোদন মিশালে হাশু গদা  
 বাণী । স্পষ্টবাক্য নহে করে বারে কৃষ্ণপানি ॥ স্বপ্নে এইমত  
 ধনী করিতে জাগিল ॥ জাগরণে দেখে কৃষ্ণ নিকটে  
 আইলা ॥ কন্দর্প মধুতে ভেল ধনী উন্মাদিতা । চক্ষু মে-  
 লিবারে নারে হৈলা নিমৌলিতা ॥ স্বপ্নে বা জাগয়ে ধনী  
 সমচেষ্টি হৈল । দেখিতে কৃষ্ণের চিত্ত আনন্দ বাড়িল ॥  
 অরবুদ্ধে বাম্য লজ্জা ধনী সৈন্যগণ । উন্নত অচ্যুত জিনি  
 করি আক্রমণ ॥ কাঞ্চীমুক দেখি ভয়ে মঞ্জীর বুগল । অঘরে  
 ফুকার করে ধনী কোলাহল ॥ গ্রীবা গ্রহণ যবে করিলা মু-  
 রারি । ব্যগ্রকণ্ঠধ্বনি ধনী বহুব্রিধ করি ॥ স্বকাকুতি প্রার্থনা  
 কত করণ সঞ্চার । কৃষ্ণ চিত্তে মুখ যাতে হইল অপার ॥  
 কৃষ্ণ নিজ ভুজ গদা দিএণ যে মহর । ধনী বাম্য দুর্গ ভেদে  
 গেল বাম্যস্থল ॥ কৃষ্ণের অধর নখ দন্ত আর পানি । উরু বাহু  
 মুখ এই সৈন্যের সাজনি ॥ সাজিয়া ধনির তনু পারিলুট  
 কৈল । তনু পারি যত ধন এক না রাখিল ॥ ধনী কুচকুন্তে  
 ছিল তারুণ্য রতন । নখ খন্তি দিএণ তাহা করিল গ্রহণ ॥  
 রতন জানি সেই গর্ত্ত যে করিয়া । লইল তারুণ্য ধম কর  
 নখ দিয়া ॥ রাইর অধরে ক্ষত কৈল দন্ত দিয়া । অধর অমৃত  
 নিল চুষ্মন করিয়া ॥ বাহু আঙ্গুলে বন্ধ স্পর্শ রত্ন নিল ।  
 নিজ করে কুন্তলাদি গ্রহণ করিল ॥ চুষ্মকাখ্য রত্ন নিল নিজ  
 অধর দিয়া । সেইস্থলে রাখে কৃষ্ণ গোপন করিয়া ॥ দেখি রাই  
 বহুধন লুট কৈল যবোধৃষ্ট সেনাপতি সঙ্গ সাজে ধনী তকে  
 লজ্জাধন গেল আর মুখামৃত যত । ক্রোধি হৈলা দন্ত নখ  
 সেনাপতি কত ॥ আপন পৌরুষ ধনী কৃষ্ণে দেখাইতে ।  
 আক্রম কৈল তাঁরে অত্যন্ত ভরাতে ॥ কাঞ্চী ধ্বনি উচ্চশব্দে  
 হুন্ডুতি বাজায় । সীংকার আদি সেই সিংহনাদ হয় ॥ কা-  
 তাকে আক্রান্ত আর ধনী যে হইল । উত্তংস উদ্ভট দুই না-  
 চিতে লাগিল ॥ অজিত জিনিস করি আনন্দ পাইয়া ।  
 মুক্তাবলি নাচে অতি চপল হইয়া ॥ হৃদয় অধর রত্ন কৃষ্ণ যত

নিল । নিভূতে গোপন করি থালি যে রাখিল ॥ রাধিকার  
 দন্ত নখ খন্তি আদি দিয়া । সবরত্ন নিল তাহা <sup>স্বর্ন</sup>ন করিয়া  
 পররক্তি হরি নিল দেখি এই ফল । নিজ চিরন্তন যত না-  
 শয়ে সকল ॥ রাধিকার মুখপদ্ম চপল উপরে । আছয়ে চ-  
 পল অতি দুঃখ নেত্র বীরে ॥ কৃষ্ণ মুখ পদ্মকোষে মধু যে  
 আছয় । তাহার নয়ন অলি রক্ষা যে করয় ॥ তাহা লুটিবার  
 মনে রহে মহাবীর । তৎকাল তাহার আগে হয়ে রহে স্থির  
 কৃষ্ণ নেত্র দুই বীর শ্রেষ্ঠ অনুমানি । রাধিকার নেত্র বীর ভয়  
 পাইল জানি ॥ নেত্র সৈন্য বীর ধৈর্য্য ভঙ্গ দিল যার । সর্জা-  
 ক্ষের সৈন্য পাছে ভঙ্গ দিল তার ॥ শ্রমজল ভরে ধনী ল-  
 লাট উপরে । চঞ্চল অলকাগণ হইল বিস্তারে ॥ নিতম্ব নি-  
 স্পন্দকুচ বুগ স্বাসে চলে । কেশ কাঞ্চী নীবিষুক হইল শি-  
 থিলে ॥ নয়নে অলসহৈল ভুজবন্দভুন্দ । পরাভূত হয়ে দেই  
 কৃষ্ণের আনন্দ ॥ কন্দর্প রাজার ধনী নির্দেশ পাইয়া । কৃষ্ণ  
 আকর্ষিল নিজ পৌরুষ জানিয়া ॥ আপনেই অকস্মাৎ ভঙ্গ-  
 দিলে রণে । ইহাতে বিচিত্র নহে শুনহ কারণে ॥ পুরুষ র-  
 সেত নহে অবলার সিদ্ধি । অতএব যে অবলা অবলাই বিধি  
 শ্রমজল কণা স্নিগ্ধ নিস্পন্দ মুরতি গলিত বসনে ভূষা জপে  
 তপ্পে অতি ॥ কৃষ্ণের হৃদয় অঙ্গ পতিত হইল । এইরূপে রাই  
 চকু মুদিয়া রহিল ॥ অবাধ্যুদ মধ্যে যেন স্থির তড়িলতা ।  
 কুমুদ শয়নে আছে নদন মোহিতা ॥ নিস্থাসে উদর ধনির  
 চঞ্চল হইয়া । পুনঃ পুনঃ কৃষ্ণোদর পরশে যাইয়া ॥ আনন্দ  
 জড়তা কিবা হয়েছে তাহার । সেবার কারণে জাগাইছে বার  
 বার ॥ সেইত কারণে ধনী তনুর মাধুরী । দর্শন স্পর্শন ইচ্ছা  
 হইল মুরারি ॥ রাধিকার <sup>সৌন্দর্য্য</sup> তনু সেবার কারণে । আগ-  
 মন কৈল কৃষ্ণ ইচ্ছা সখীগণে ॥ দোঁহা সঙ্গে সন্ধি করি কৃষ্ণ  
 উঠি যবে । স্বহস্ত অমূল্য প্রেম প্রিয়া তনু সেবে ॥ শ্রমজল  
 মাজি কেশালকা সম্বরিল । ধনী শোভা দেখি কৃষ্ণ আনন্দে  
 ভাসিল । তবে বিধুমুখী কৃষ্ণ প্রার্থনা করিয়া । কহয়ে করহ

বেশ অলঙ্কার দিয়া ॥ সব সখীগণ হাশ্ব ব্রসের কারণে । কৃষ্ণ  
নাহি করে বেশ শ্লথ বেশগণে ॥ পুন্সঃ আশ্রুেড়িত কৃষ্ণ করে  
বেশ লাগি । নিষেধ করয়ে রাই শয়নানুরাগী ॥ কৃষ্ণপানি  
পদ্ম ধনী পরশ পাইয়া । কহয়ে বিভ্রম কথা অযাচক হৈয়া  
তোমাকে প্রার্থনা কিবা বেশ লাগি কৈল । ব্যর্থ শ্রম ত্যজ  
বেশ সুখদ নহিল ॥ অলঙ্কার ভার লাগে সহিতে নাপারি  
অবশর ক্ষণে দেহ শয়ন যে করি। উদ্যুর্ণিতে দুঃখ পাই কি  
কায ভূষাতোশুনি প্রিয়াবাণী কৃষ্ণ লাগিলা কহিতে ॥ সহাস্ত  
ক্রন্দন সহ রাই মুখবাণী । অম্পষ্ট বচন পান কৈল ব্রজমণি  
তাহা হৈতে মনমথ উদয় হইল । মত্ত হয়ে হাসে চিত্তে বি-  
স্ময় জন্মিল ॥ সেবাপর্য্য সখী যাবা সেবা মাত্রে মুখ । সে-  
বার সময় লাগি হৈয়াছে উন্মুখ ॥ বাহিরে আছয়ে সেবা  
উপচার লৈয়া । কুঞ্জে কুঞ্জে প্রবেশিলা সময় জানিয়া ॥ কে-  
হত তাষুল দেই কেহ গন্ধ ধারি । কেহ গন্ধ দেই কেহ দেই  
পুষ্পমালা ॥ কেহ পান সম্বাহন মৃদু মন্দ মন্দ । কেহত বী-  
জন করে নীতল শ্লগন্ধ ॥ এইরূপে সেবাকরে সখী সেবা  
পারে । প্রণয়ে উন্মাদে হরে নানা সেবাকরে ॥ তবে হুহু রতি  
রূপ শ্রম গেল দুরোবনিলেন রাখা কৃষ্ণ হরীষ অন্তরে ॥ তবে  
রাই কৃষ্ণে কহে নয়ন ইঙ্গিতে । নিকুঞ্জে শয়নে সখী আনহ  
ভরিতে ॥ সখী বিনে কোন মুখ উদয় না করে । সুমদ বি-  
হ্বলে আছে আনহ তাহাঁরে ॥ মর্মে অনুৎসুক কৃষ্ণ রাই পুন্সঃ  
কহে । চলিলেন কৃষ্ণ তাহা রমণ ইচ্ছায়ে ॥ মত্ত হস্তি যেন  
পদ্মবনে চলি যায় । এইমত চলে কৃষ্ণ আনন্দ হিয়ায় ॥ ম-  
নেত করয়ে আগে যাব কারঠাই ললিতা বিশাখা কিবা চিত্রা  
স্থানে যাই ॥ এইরূপে ভাবনা কৃষ্ণ করিতে করিতে । এক  
কালে প্রবেশিল সকল কুঞ্জেতে ॥ জীব দেহ যেন আত্মা  
অনন্ত আছয়ে । এইমত সখী পাশ ব্যাপি কৃষ্ণ রহে ॥ যে  
মন রাইর হৈল স্বপ্ন জাগরণে । তেমতি হইল লীলা সব  
সখী সনে ॥ সখী মল্ল কৃষ্ণ পত্নী মল্ল চন্দ্র সনে । কন্দর্পের

যুদ্ধ হৈল বিবিধ বিধানে॥ অলসে রাইরে কুঞ্জ সেবে সখী-  
গণ । ক্ষণেক বিশ্রাম করি বাহির গমন ॥ আসি নিজ কুঞ্জ  
তীরে ঘাটের সমীপে । মণির কুণ্ডিমে আসি হৈলা উপ-  
নীতে॥ ক্ষণেক বিশ্রাম করি বেশাদি করিল । রতি রণ চিত্র  
আদি সব আচ্ছাদিল ॥ তথাপি কন্দর্প যুদ্ধে বিমর্দিত তনু  
যন্ত্র স্থল মাজিলেহো চিত্র রহে জন্ম ॥ নিজসখী প্রতি ধনী  
সরোষ প্রণয়ে । বিভঙ্গুর ভুরুলজ্জা নানা মত হয়ে ॥ অলসে  
বিশ্রুত ভুজ স্থলন গমন । অর্দ্ধ নিমীলিত আঁখি রহে এই  
মন ॥ সব কুঞ্জ হৈতে যত সখীগণ আইলা । রাধিকার সঙ্গে  
আসি সবেই মিলিল ॥ কৃষ্ণ কুঞ্জ হৈতে তবে বাহিরে আ-  
ইলা । সুবল বটকে সঙ্গে করিয়া আনিলা ॥ কান্ধা দূরে মুখ  
দেখি হাসিতে হাসিতে । তাঁহার নিকটে আইলা সখার  
সহিতে ॥ ভব কুন্দলতা রম্যাদেবী যে আইলা । ভোগচিত্র  
দেখি নানা পরিহাস কৈলা ॥ নানা নন্দ্য কথা কহি ব্রজাঙ্গনা  
গণে । ধূর্তা কুন্দলতা কৈল লজ্জা বিতরণে ॥ কৃষ্ণ রতি  
লীলামৃত সিন্ধু সুগন্ধীর । সতত দূরবগাহ প্রেমগাঢ় ধীর ॥  
প্রণয়ী লোকের হয় আশ্বাদ বিরল । তটস্থন্য করিলে সে  
ভাগ্য যে প্রবল ॥

যথা রাগ ॥ কেলি যুক্ত মঞ্জুকেশ, লোটনি গ্রীবাস্ত  
দেশ, বান্ধে বাস অতি দৃঢ় করি । নব সূক্ষ্ম শুক্লাবাস, পরে  
সবে মনোমোহন, ভূষা রাখে সখী স্থানে ধরি ॥ শ্রীকৃষ্ণের  
অঙ্গ কান্তি, নব খনি পুঞ্জ ভাঁতি, উদয় চন্দ্রাংশু জিনি ছটা ।  
নয়ন প্রস্রাবত পদ্ম, সকল আনন্দ মদ্য, সে কটাক্ষ কামবাণ  
ঘটা ॥ কেলি শ্রম শান্তিকাবে, জল লীলা রঙ্গে মাজে,  
লোল হৈল কৃষ্ণচন্দ্র মন । রাই কর পদ্ম ধরি, কুণ্ডলে  
নায়ে হরি, সঙ্গে নায়ে সব সখীগণ ॥ যেন মত্ত হস্তি বনে,  
সঙ্গেত করিগাঁগণে, বহু শ্রমে নায়ে নদীজলে । নিজ মুখে  
খেলাকরে, যাতে শ্রম যায় দূরে, কৃষ্ণ গোপাঙ্গনা চৌতন  
চলে ॥ গোপী নেত্র উৎপল, মুখ পদ্ম নিরমল, কুচ চক্র,



বাক মনোহর । তনু বাহু মৃণালিকা, অলকা মধুপাধিকা,  
 হাস্ত কুমদিনী মনোচোরি ॥ কৃষ্ণ চক্ষু মত্ত গজ, দেখি  
 গোপাঙ্গনা ব্রজ, প্রতি তনু নদী করি মনে । কেহ তটে  
 তীরে থাকি, জল দেন কৃষ্ণ তাকি, বলে কৃষ্ণ ধরি তারে  
 আনে ॥ দেখানে লইয়া হাসে, তারে কত সুখা খসে, থর-  
 হরি কাঁপে তার অঙ্গ । জানুজলে কেহ স্থিতি, কেহ উল্ল-  
 জলে রতি, নাভিসম জলে কেহ রঙ্গ ॥ কৃষ্ণ দেই জল রাশি,  
 সবার বদনে হাসি, স্নান বস্ত্র তিতি লাগে গায় । অঙ্গের সৌ-  
 র্য ধূলি, লাবণ্য তরঙ্গ শালী, কৃষ্ণ মত্ত হস্তি বদ্ধ তায়া ॥  
 তৈছে কৃষ্ণ তনুশোভা, সুখাধর তনু লোভা, লাবণ্য তরঙ্গ  
 গণ বহে । গোপাঙ্গনা চক্ষু যত, করিণীর ঘটা কত, নিমগণ  
 হইয়া যে রহে ॥ কৃষ্ণ নাভি জলে থাকি, গোপাঙ্গনা তাকি  
 তাকি, আকর্ষয়ে অতি হর্ষ ভরে । তারা কৃষ্ণ হর্ষ করে,  
 শীতে আর্তকম্প ছলে, রোদন মিশালে হাস্য করে ॥ শ্বেত-  
 পদ্ম রক্তপদ্ম, নীলপদ্ম হেমপদ্ম, রক্ত উৎপল গণ  
 আর । কুমুদিনী নীলোৎপল, মধুরঙ্গ পরিমল, তুণ্ড জলে  
 কৃষ্ণের বিহার ॥ রন্দা আর নান্দীমুখী, ধনিষ্ঠাদি হয়ে  
 মুখি, দেখি রহে ঘাটের কুড়িমে । রাই জয় জয় বোলে,  
 নানা পুষ্প রক্ষিকরে, পরম আনন্দ পায় মনে ॥ বট  
 আর কুন্দলতা, সুবল সংহৃতি তথা, তীরে রহে অন্য কুড়ি-  
 মাতে । পুষ্প রক্ষি সদাকরে, কৃষ্ণ জয় জয় বোলে, চিতে  
 অতি হয়ে হরষিতে ॥ তবে কৃষ্ণ জলকেলি, আরস্তিলা প্রিয়া  
 মেলি, সবে জল দেই কৃষ্ণ গায় । প্রথমে দিই অঙ্গজল,  
 কৃষ্ণ দেই প্রিয়া পর, তা'সবার আরতি বাড়ায় ॥ তবে গোপা-  
 ঙ্গনা অঙ্গ, দেখিতে সৌন্দর্য রঙ্গ, সহস্রাঙ্গ প্রায় হৈলা  
 হরি । সবার নিকট যাইতে, সহস্র চরণ রীতে, সহস্র বাহু  
 আলিঙ্গনে ধরি ॥ উদর সমান জলে, মৃগী দৃশ্য গণ খেলে,  
 জলদিয়া হাসে পদ্ম মুখে । কুচ চক্রবাক তার, না নিবारे  
 সবা'কার, সহস্র কর হয়ে কৃষ্ণে মুখে ॥ বটু দেখি কৃষ্ণ

রীত, আনন্দিত হয়ে চিত্ত, শ্রুতিবাণী পড়য়ে হরিশে ।  
 সহস্র পক্ষী সিংহাঙ্গ, সহস্র বাল্ল কহে লক্ষ, স্নানমগ্ন প-  
 ড়য়ে বিশেষে ॥ স্মৃতি বাণী নান্দীমুখী, পড়ে কক্ষ রীতি  
 দেখী, অতিশয় করিয়া বিস্তার । সর্বত্রই হস্ত পদ, নথ  
 মুখ শির কত, হাসি কহে বার বার ॥ জলরক্তি করে হরি,  
 এদিগ বিদিগ ভরি, ব্রজাঙ্গনা লতা হৈল লোল । কক্ষ মূর্তি  
 জলধর, মালা হৈলা অবিকল, ঘন বর্ষে প্রিয়ার উপর ॥  
 কক্ষ হস্ত জল পায়া, মুখী ভেল সখী হিয়া, অতিরক্তি ভয়ে  
 পলাইলা । আউলাইল ভুজ লতা, কেশ বস্ত্র শ্লথ মতা,  
 পুষ্পমালা ছিড়ি দুরে গেলা ॥ বিষুখী হইলা রণে, সব  
 গোপাঙ্গনা গণে, নিরমল জলে ভাসাইলা । কক্ষ বহু রূপ  
 ধরি, সর্ব বস্ত্র নিল হরি, বাস্ত প্রায় সবই হইলা ॥ দেখি  
 কক্ষ শীত্র হৈয়া, তরঙ্গ হস্তেত দিয়া, পাত্রে আচ্ছাদয়ে  
 অধস্থান । হস্ত কঞ্চুলিকা করি, রহে সব গোপনারী,  
 দীর্ঘ কেশ ঝাঁপিয়া বয়ান ॥ কক্ষ স্থানে সব সখী, পরাতব  
 হইলা দেখি, রাই তেলা সখী দুঃখে দুঃখী । কক্ষ জিনি-  
 বার তরে, কহে কথা মধুস্বরে, যুদ্ধ করে হাসি সুখামুখী ॥  
 রাধাক্ষ জল রণ, পাছে কৈল সখীগণ, বাড়ি গেল জল  
 যুদ্ধ রঙ্গ । এক কালে সবাসনে, কক্ষ করে বহু রণে, আ-  
 নন্দে অবিল সব অঙ্গ ॥ করাকরী যুদ্ধ এবে, ভুজাভুজি হৈল  
 তবে, তার পাছে যুদ্ধ নথানথি । অঙ্গাঅঙ্গি যুদ্ধ হৈল,  
 তদে রদারদি কৈল, তবে হৈল যুদ্ধ মুখামুখি ॥ রাই অঙ্গ  
 পরশনে, হর্ষ হৈল কক্ষ মনে, যুদ্ধ তেল আনন্দ মন্তর । দে-  
 খিয়া ললিতা হাসে, কহরে মধুর ভাষে, না পীড়হ গোবিন্দ  
 কাতর ॥ কেশ চূড়া ভঙ্গ দিল, পুষ্পমালা ছিন্ন ভেল, ল-  
 লাটে তিলক লুকাইল । কাঁপয়ে কুন্তল রাগ, কোমল  
 পাইল লাজ, গণ্ডে তুরা শরণ লইল ॥ জলযুদ্ধে জরাজর,  
 যেমত যাহার হয়, দেখি তীরে সব সখীগণ । তৈছে করে  
 পরিহাস, কহে রসময় ভাষ, যাহা শুনি বুড়ার অধণ ॥ তবে

কৃষ্ণ রাধা ধরি, বলে আকর্ষণ করি, লয়ে গেলা কণ্ঠ সম  
 জলে । কভু জলে মগ্ন করে, কভু বা উপরে ধরে, হেমপদ্ম  
 যেন করি করে ॥ সুবাহু মৃণাল দিয়া, ধনী আনন্দিত হিয়া,  
 কৃষ্ণ কণ্ঠ বতনে ধরয় । মুখ পদ্ম বাঁপে কেশে, রাধিকা  
 পদ্মিনী ভাসে, হরি করে ধরে উৎকণ্ঠায় ॥ অথ সব সখী-  
 গণে, লুকায়ে হেমাজ্জ বনে, মুখপদ্মে মিশাইয়া রহে ।  
 তাহা দেখি কহে ধনী, অন্য সহ ব্রজমণি, সখীগণ কোন  
 স্থানে রহে ॥ শুনি কৃষ্ণ কণ্ঠজলে, রাইরে থুইয়া চলে,  
 অনুবণে সখী পদ্যবনে । এই কালে লুকাই রাই, হেম-  
 যুজ বনে যাই, মিশাইল মুখপদ্ম মনে ॥ অথ কৃষ্ণ  
 সখীগণ, করি ফিরে অনুবণ, যাহা দেখি হেমযুজ,  
 বন । হেম পদ্মগণ পাশে, নীল উৎপল ভাসে, তার পাশে  
 শৈবালক গণ ॥ শশীমুখ নেত্র কেশ, মানি তারে সেই দেশ  
 যাই কৃষ্ণ চুষে পদ্মগণে । তৃষ্ণার্ত্ত ভ্রমরগণ, অতি উৎক-  
 ণ্ঠিত মন, মধুপান লালনার মনে ॥ গোপীমুখ কাছে যবে  
 কৃষ্ণ মুখ যায় তবে, মুখপদ্ম বুড়ি রহে তারা ॥ এককালে  
 সবাসনে, হয়ে নানা কাম রণে, রূহে কত প্রেমরস ধারা ॥  
 কভু কৃষ্ণ রাই মুখে, মুখ দেন নিজ মুখে, চুষ দেই রস মধু  
 লোলে । গোপী কুচ আশ্ফালনে, লোলজল পদ্মগণে, উড়ে  
 কত ঘটপদ বিভোলে ॥ গোপীশ্রমে কৃষ্ণ অঙ্গ, তাহা দেখি  
 কৃষ্ণ চন্দ্র, কঙ্কণ বলয়া খসে জানি । মৃণাল কঙ্কণ গণ  
 হায়ে হরষিত মন, দিল গোপাঙ্গনা প্রতিপানি ॥ কুণ্ডেত কু  
 মুদ বন, মৃণালিকা অনুপম, হংসগণ পদ্মবন ভরে । চক্র-  
 বাক নীলোৎপল, তরিরাছে কুণ্ডজল, অনুপম শোভা ম-  
 নোহরে ॥ গোপী হাস্য বাহুগতি, বদন নয়ন সতি, উরোজ  
 উন্নত মনোরম । কুণ্ড সম দেখি শোভা, কৃষ্ণ চক্ষু বাড়ে  
 লোভা, বিহরয়ে মত্ত তস্তি সম । নিতম্ব উরুজ গণ করয়ে যে  
 আশ্ফালন, তাহাতে কাপয়ে কুণ্ড জল । বায়ুর তরঙ্গ তাতে  
 জল পদ্মগণ রীতে, রহিতে যাইতে নাহি বল ॥ গোপা-

জনা মুখামৃত, ক্রটি কুণ্ডে সুখোদিত, স্তন চক্রবাক খেলে  
 কাছে । যায়া দেখি কোকগণ, সবিস্বাস হৈলা মন, ক্ষণে  
 ভয় মনে নাহি বাসে ॥ রাই মুখচন্দ্র যবে, উদয় কুণ্ডেতে  
 তবে, নীলোৎপল কৈরব বিকাশ । সকল ঘটপদ গণে, নিশি  
 দিশি নাহি জানে, সমকালে সমান বিলাস ॥ সে কৌতুকে  
 গোপীগণ, তুলনা না হয় মন, দেখি মধুকর গণ রঙ্গ । উৎ  
 পল কুমুদগণ, প্রবেশে পদবন, মধুপানে মত্ত হৈল ভঙ্গ ॥  
 অলক্ষিতে এইকালে, কক্ষ লুকাইল জলে, নীলপদ্ম  
 বনের তিতরে । তা দেখিয়া গোপীগণ, গেল নীলপদ্ম বন  
 অনুবয়ে শ্যাম স্নাগরে ॥ নীলাম্বুজে ভ্রাম করে, এই কক্ষ  
 মুখবরে, তাহা যায়া চুম্বয়ে তাহারো লাজ পায়া অন্যান্য  
 হেরিয়া হাসয়ে ঘন, কহে হেরে নীলাম্বুজবরে ॥ হেনকালে  
 চিত্রা কহে, দেখে মখী ওহে, নীলাম্বুজ বনে অদভূতে ।  
 রাই সঙ্গে কক্ষ মিলে, দেখে আনন্দে বনে, নীলাম্বুজবনে  
 আনন্দিতে ॥ হেমাঙ্গু নীলাম্বুজ, একত্র মিলন বুঝ,  
 তাতে লোল অলিমালা সাজে । তাহাতে থলুই, প্রতি  
 পদে নাচি রাই, শৈবালকগণে তাহা সাজে ॥ হেমাঙ্গু  
 নীলাম্বুজ, অতনু তরঙ্গে যুঝ, সঘনে চালিয়ে তেই চলে ।  
 ক্ষণেক বিরল হয়ে, ক্ষণে বা সংযোগময়ে, অনঙ্গ প্রেরিত  
 কুতূহলে ॥ জলে হইতে চক্রবাক, যুগল উঠিল তাক, নীল  
 পদ্ম যুগ উঠি ধরে । হেমাঙ্গু যুগ তবে, জলে হইতে উঠে  
 এবে, চক্রবাক ধরি রাখে বলে ॥ দুই চক্রবাক লাগি, চারি  
 পদে লাগালাগি, যুদ্ধ করে অতি বিপরীত । লূটে নীল-  
 পদ্ম আসি, রাখি হেমপদ্ম রাশি, দেখে চারি পদ্যের  
 চরিত ॥ নীলাম্বুজ যুগকাষ, দেখি পরতেক ব্যাঙ্গ, দূরে  
 কর হেমপদ্ম জোর । লূটে চক্রবাক তবে, দেখি অবিচার  
 এবে, অচেতন সচেতন চোর ॥ কক্ষ কক্ষ কান্তা গণে, অঙ্গ  
 মৃত্যু আলাপনে, কুণ্ডল শ্বেতারুণ শ্যাম । নিরমল গুণী  
 সূক্ত, নির্মল করয়ে রঙ্গে, স্নিকজল ভেল অনুপম ॥ এই

রূপে নানা রঙ্গে, কৃষ্ণ খেলে প্রিয়া সঙ্গে, জললীলা করি  
উঠে তীরে । এ যত্ননন্দন কহে, জলকেলি সুধাময়ে, শুন-  
ইতে কন লোভ ভরে ॥

পয়ার । এই রূপে কৃষ্ণ জল বিহার করিয়া । উঠিল  
কুণ্ডের তীরে পাদিনী নিক্ষেপিয়া ॥ যেন মত্ত হস্তি শুণ্ডে জল  
উঝারিয়া । অজবন নিক্ষেপে উঠে উপরে আসিয়া ॥ সেবাপরা  
সখী কৃষ্ণের সঙ্গে প্রিয়া যত । উদ্বর্তন গন্ধ তৈলে অঙ্গ  
সেবে কত ॥ স্নান করাইল প্রেম বহু হর্ষ পাণ্ডা ॥ সবেই উ-  
ঠিলা তীরে আনন্দিত হৈয়া ॥ গৌরাজীর অঙ্গে শুক্ল বসন  
লাগয়ে । জলধারা সব অঙ্গে বাহিয়া পড়য়ে ॥ হেমাচল  
কুণ্ড শৃঙ্গ শ্রেণীমগ্ন হৈয়া । শারদ অম্বুদ যেন বর্ষে হর্ষ পাণ্ডা  
কৃষ্ণের বিচিত্র কেশে জলধারা বহে । শিখর উপরে মুক্তা  
একাবলি রহে ॥ এঁছে কৃষ্ণ শোভা দেখে ব্রজাঙ্গনা গণ ।  
এত বিলসিল নহে তৃষ্ণা নিবর্তন ॥ স্বপ্নেতে দুর্লভ কৃষ্ণ সব  
বিলোকন । ভাগ্যে বিঘ্ন হীন দৌড়ে হইল সঙ্গম ॥ মধুরিমা  
মৃত যদি বহু পান কৈল । দ্বিগুণ তৃষ্ণা তবু ব্রজাঙ্গনা ভেল ॥  
ব্রজাঙ্গনা দরশনে কৃষ্ণ অঙ্গে ভাব । ভাগ্যবতী মুখ আদি বহু  
হৈল লাভ ॥ তথাপিহ গোপাঙ্গনা কত স্বর ভঙ্গ । মাধুর্য্য  
দেখিয়া বাঢ়ে সুখান্বিত রঙ্গ ॥ বিতস্তি প্রমাণ মাত্র কৃষ্ণ  
মধ্যদেশ । যশোমতি দাম বেক্রে পাইল নানা ক্লেশ ॥ অথা  
ব্রজাঙ্গনা হৃন্দ সঙ্গে বিলসিল । চিত্র নহে তথাপিহ তৃপ্তি  
নাহি হৈল ॥ মুক্স জল বাসে দুঁছ কেশ সম্মার্জিল ।  
মুক্স শুক্লবস্ত্র সবে পরিধান কৈল ॥ কৃষ্ণ কৃষ্ণপ্রিয়া আর  
সখীগণ সঙ্গে । শ্রীরত্ন মন্দিরে দ্রুত আইলা বহু রঙ্গে ॥ সে  
মন্দির যাম্যে রত্ন বুড়িমা আছয় । কুমুম রচিত বহু ভূষা  
তাহা হয় ॥ শ্রীরাধিকা নিজ সখীগণ করি সঙ্গে । পরিপাটি  
করি বেশ করে কৃষ্ণ অঙ্গে । ধূপাগুরু ধূমে কেশ আগে শু-  
কাইল । রত্ন কাঁকই দিয়া শোধন করিল ॥ উজ্জ করি চুড়া

ভাষ্যে

কেশ চুড়া বানাইল । শ্যাম সুধানবে নবঘন কি উঠিল ॥  
 মূলে মূলে আগে অতি সুস্বন্দ করিয়া ॥ মল্লিকা গর্ভক বেড়ি  
 মূলে তাঁর দিয়া ॥ জাতিপুষ্প যুথিপুষ্প রঞ্জন বকুল । স্বর্ণ  
 যুথি গুচ্ছ পত্র দিলেন অতুল ॥ কেতকীর দল আর চন্দ্র-  
 কাদি যত । মত্ত শিখিপুচ্ছ চুড়া উপরে শোভিত ॥ গুঞ্জা-  
 মালা মুক্তামালা দিল দুই পাশে । ক্রমে উর্দ্ধ উর্দ্ধ বেড়ি  
 পিচ্ছাত্ত পরশে ॥ হৃষ্ট হঞা সখীগণ লঞা সুবদনী । চুড়া  
 বানাইল রাই জগত মোহিনী ॥ যে চুড়া দর্শনে সব ব্রজ-  
 জনা গণ । লাগিয়া রহয়ে অঁথি না হয় নিগম ॥ অঙ্গনা হৃ-  
 দয়ে যেই করে পরবেশ । পুনঃ নাহি বাহিরায় ছাড়ি হৃদি  
 দেশ ॥ যে চুড়ার ছায়া দেখি নয়নে শ্রীকৃষ্ণ । ভ্রমণ করয়ে  
 ইঞা নয়ন সহস্র ॥ আশ্চর্য্য কৃষ্ণের এই চুড়ার বিলাস ।  
 দিয়া নিজ রুচি করে জগত উল্লাস ॥ কুঙ্কম তিলক দিল  
 ললাট সুসমে । পূর্ব শশী প্রায় করে ললিতা বুচনে ॥ মধ্য  
 মৃগমদ বিন্দু অতি মনোরম । চৌদিগে চন্দন বিন্দু করিলা  
 ঘটন ॥ ললনা হৃদয় যেন খণ্ডন করিতে । কন্দর্পের স্বর্ণচক্র  
 কৈল উপনীতে ॥ কৃষ্ণ সর্ব্ব অঙ্গে চিত্র কুঙ্কম রচিত । চিত্র  
 বেশে শীত কৈল সর্ব্বাঙ্গ চর্চিত ॥ লাবণ্যের উর্ম্মি যেন বি-  
 জুরী ঝলকে । রাসেকৃষ্ণ গোপী যেন এক হয়ে থাকে ॥ নব  
 ঘন জিনিতনু চিত্রাচিত্র করে । মিত্র গাজে চিত্র লেখে অতি  
 মনোহরে ॥ সে চিত্র মদন ব্যাধি জ্বাল বিস্তারয় । সখা  
 দৃষ্টি খঞ্জরী বন্ধ লাগি রয় ॥ নানান সুগন্ধি পুষ্পগণের ভূ-  
 বনে । পুষ্পের কলিকা পুষ্পদল আদিগণে ॥ পুষ্পের কুণ্ডল  
 আর কঙ্কণ মঞ্জীর । কিঙ্কিনী অঙ্গদ আদি মণ্ডন শরীর । যত  
 আভরণ দিয়া বেশ কৈল অঙ্গে । সে হইল কন্দর্প পাশ দৃষ্টি  
 মৃগী বন্ধে ॥ তবেত রাধিকাকান্ত পটারত ইঞা । পুষ্প আ-  
 ভরণ বেশ কৈল সুখ পাওয়া ॥ সখীগণ অনৈক্যে বেশ সব  
 কৈল । সেবা পরা সখীগণ সব সমাধিল ॥ তবে বৃন্দা দেবী  
 তারে সম্যক বুঝিমে । দেখায় অনেক কৃষ্ণ সামগ্রীরগণে ॥

পলাশের পত্র আর শালপত্র গণ । রস্তাপত্র বকুলাদি অতি  
 মনোরম ॥ কুণ্ডীখালি পাত্র সব ধরে সারি ২ ॥ কতেক মা-  
 মগ্রী তাহা গণিতে না পারি । শুভ্রবস্ত্র শুভ্রপুষ্প আসন উ-  
 পারে । বসিলেন কৃষ্ণ তাহা আনন্দ অন্তরে ॥ সুবল বসিলা  
 বামে বটু যে দক্ষিণে । পরিবেশে রাই লয়ে নিজ সখীগণে  
 সখীগণ আনি আনি সামগ্রী যোগায় । পরিবেশে সুধামুখী  
 আনন্দ হিয়ার ॥ শ্বেত রক্ত হরিত পীতবর্ণ নারিকেল ॥ অ-  
 শয্য শ্লথ শয্য দৃঢ় শয্য জল ॥ বাকলা যুচায়ৈ দিল শংখ  
 বর্ণাকৃতি ॥ মুখ করা নারিকেল দেই হর্ষমতি ॥ কৃষ্ণ তার  
 জল পান করিল সকল । তাহা ভাজি পুনঃ শাস খায় মুর-  
 হর ॥ নানা বর্ণ আম্র নানাবিধ পক্ক ভেদ । নানাবিধে দেই  
 তাহা নাহি পরিচ্ছেদ ॥ অম্প পক্ক আম্র আঠি বল্কল দু-  
 চাঞা । খণ্ড করি দিল চর্কণ লাগিয়া ॥ কিছু ঘন রস আম্র  
 বল্কল সহিতে । মুখ করি দল তাহা আঠি তেয়াগিতে ॥  
 ভক্ষণ করিল কৃষ্ণ পরম হরিষে । ওষ্ঠেতে অর্পণ করে রসের  
 বিশেষে ॥ পাকা আম্র রসে পূর্ব মুখেতে কাটিয়া । দিলেন  
 মধুর আম্র খায়েন চুষিয়া ॥ তবেত কণ্টকী ফল কোষ আঠি  
 হীন । সুবর্ণ উৎপল চাঁপা কোরকের চিহ্ন ॥ পূর্ব রস অতি  
 মিষ্ট কৃষ্ণ তাহা খায়ে । রাই পরিবেশে সব আনন্দ হিয়ারে  
 পক্ক পিলু ডাফা আর সুপক্ক খজুর । তাল শ্রীফল জম্বু  
 কমলা প্রচুর ॥ কদলী বদরী আর নকুচাদি যত । নানা ভেদ  
 ফল সব কে কহিবে কত ॥ শূক্কাটক তালবীজ ক্ষীরা দ্রুত  
 ফল । শালুক কোমলপত্র বীজ মনোহর ॥ পদ্মের মৃণাল  
 শাস পিয়ালের ফল । নানান প্রকার বীজ বাক্য অগোচর  
 ক্ষীরসার চিনি পাকে পক্কান করিয়া । শ্রীরাধিকা আনে  
 যাহা ঘরে বনাইয়া ॥ নারেক আকার রক্ষ ছোলক আকার  
 অনেক আনিল সেই বহু ফলাকার ॥ ফল পুষ্প যুক্ত রক্ষ  
 শর্ককার পাকে । নির্মাণ করিয়া অনেক কৃষ্ণ স্পৃহা যাকে  
 আম্র বিলু দাড়িয়াদি নারিকেল তরু । নারেক ছোলক রক্ষ

পুষ্প ফলে তরু ॥ পঙ্কানের এই সব রুক্ষাদি আনিল । এ  
 সব খাইয়া কৃষ্ণ হরিষ পাইল ॥ চন্দ্রকান্তি গঙ্গাজল আদি  
 লাড়ু গণে । কৃষ্ণ পক্ষেন্দ্রিয়াক্লাদ করে যার গুণে ॥ শর্করা  
 কপূর লবঙ্গ এলাচি মরিচে । স্থূল সস্তালিকা পিণ্ডা বহু  
 আনিয়াছে ॥ পনস আম্রের রস মধুর সহিতে । চিনিপাকে  
 কৈল বহু কপূর তাহাতে ॥ অমৃতকেলী কপূরকেলী নাম  
 লাড়ুগণ ॥ আনি কৃষ্ণে দিল কৃষ্ণ করয়ে ভক্ষণ । ক্রমে শ্রীরা  
 ধিকা পরিবেশন করয়ে । বটু কভু প্রশংসয়ে কভুবা নিন্দয়ে  
 মুখের বিকৃতি কভু করিয়া রহয়ে । তাহা দেগি সব সখী অ  
 ত্যন্ত হাসয়ে ॥ নন্দহাস্য রসে কৃষ্ণ ভোজন করিল । কপূর  
 বাসিত জল তাহা পান কৈল ॥ আচমন কৈল জল দেয় স-  
 খীগণ । খড়িকা খাইয়া মুখ কৈল প্রক্ষালন ॥ সূক্ষ্ম জল  
 বাসে মুখ মার্জন করিল । এইরূপে কৃষ্ণ কুঞ্জ ভোজন হ-  
 ইল ॥ অমৃত মন্দির মধ্যে গোবিন্দ আইলা । কুমুম শয্যাতে  
 আসি শয়ন করিলা ॥ তবেত তুলসী নিজ সখীগণ লয়া ॥  
 কৃষ্ণ সেবা করে অতি হরষিতা হয়্যা ॥ কেহ কৃষ্ণ পাদপদ্ম  
 সম্বাহন করে । কেহ বা তাঙ্গুল দেই বদন ভিতরে । ব্যাজন  
 করয়ে কেহ আনন্দ হৃদয়ে । দরশ পরশ মুখ না ধরয়ে গায়ে  
 বটুতে সুবল খায় তাঙ্গুল বীটিকা । পদ্মজাক কুড়িমে যায়  
 অলস অধিকা ॥ শীতল শয্যাতে যাঞা করিল শয়ন । তবে  
 শ্রীরাধিকা দেবী লয়ে নিজগণ ॥ কৃষ্ণের অধরামৃত ভোজন  
 করিতে । বসিলেন রুন্দাদেবী লাগে পরশিতে ॥ শ্রীকপ-  
 মঞ্জরী সঙ্গে রুন্দা হর্ষ মেলি । পরিবেশে সবে নম্র নানা  
 রস কেলি ॥ ভোজন করিয়া সবে আচমন কৈলা । শ্রীপদ্ম  
 মন্দির মধ্যে প্রবিষ্ট হইলা ॥ শয্যাতে বসিলা তবে রাই  
 সুবদনী । সখী মধ্যে বসিলেন রমণীর মণি ॥ তাঙ্গুল চর্চিত  
 কৃষ্ণ দিল তুলসীরে । বীড়া দিল নান্দী কুন্দলতা ষনিথারে  
 তবেত তুলসী রুন্দা শ্রীকপমঞ্জরী । সেবা পরা সখী যাঞা ভো  
 জন আচরি ॥ উবরিয়া ছিল যত কৃষ্ণাদি ভোজনে । সেই



সব দ্রব্য সবে করিল ভঞ্জে ॥ ভোজন করিয়া সবে আচমন  
কৈল । সখীগণ সঙ্গে পুনঃ কুঁড়িমে আইল ॥ নান্দীমুখী কু-  
ন্দলতা আদি যত গণ । সবে বাণী কুঁড়িমাতে করিল শয়ন  
সেবাপরা সখীগণে তাহুল চর্চিত । শ্রীরাধিকা দিলা অতি  
হয়ে হরষিত ॥ বৃন্দাকে বীটিকা দিল তাহা যে লইয়া । ম-  
ন্দির বাহিরে আইলা হরষিত হইয়া ॥ ওথা কৃষ্ণ হাসি রাই  
কৈল আকর্ষণ । রাই অতি সলজ্জিতা সুহাস্যবদন ॥ যত্নে  
কৃষ্ণ নিজ মুখ তাহুল চর্চিত । রাধিকার বদনে কৈল বদন-  
অর্পিত ॥ এইরূপ শুয়াইল তারে নিজ পাশে । শয়ন করিল  
দোঁহু হাশু পারিহাসে ॥ শ্রীকৃষ্ণমঞ্জরী মুখ্য সখীগণ নৈমিত্ত্যে  
পাদ সম্বাহন আর ব্যজন করয়ে ॥ এইরূপে ক্ষণেক দুই  
নিদ্রা মুখ কৈল । অনেক আনন্দে দোঁহে শয়নে রহিল ॥ এ-  
ইত করিল কৃষ্ণের জললীলা গণে । মধ্যাহ্ন সময়ে সেই করে  
সখী মনে ॥ সংক্ষেপে কহিল মাত্র দিগ দরশন । যেই  
ইহা শুনে পায় কৃষ্ণের চরণ ॥ এই সব রহস্য যদি পাবণ  
না শুন । তবে অতিশয় মুখ উপজয়ে মনে ॥ ঠাকুর বৈ-  
ষ্ণব পায় করি নিবেদন । পাবণী না শুনে যেন গুঢ় লীলা  
গণ ॥ রসময় কথা এই গোবিন্দলীলামৃত ॥ অমৃত হইতে পরা-  
মৃত নবীনতা নিত্য ॥ রাধাকৃষ্ণ পাদপদ্ম সেবন বাঞ্ছিত ।  
এ যদুনন্দন কহে গোবিন্দ চরিত ॥

ইতি শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে মধ্যাহ্নবিলাসে জললীলা  
বন্যভোজন নাম পঞ্চদশঃ সর্গঃ ॥ ১৫ ॥

অথ কৃষ্ণাতৌপ্রতিলকবোধা, বুখায় তম্পোপরি  
সুগ্নিবিষ্ঠে । পূর্বপ্রবুদ্ধাঃ প্রসমীক্যসখ্যা, যযুঃ  
শ্রীভ্যাং সহতৎসমীপং ॥ **সখী -**

জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ । জয়দ্বৈতচন্দ্র জয় গৌর-  
ভক্ত বৃন্দ । জয় রূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ । জয় জয় শ্রীজীব  
গোদামি জীবনাথ ॥ জয় শ্রীগোপাল ভট্ট মহাশয় । জয়

জীৱঘুনাথ দাস প্রেমের আশ্রয় ॥ অন্ধ প্রায় হয় মোর চিত্তের  
 গমন । রূপা লাঠি দেহে অবলম্বন কারণ ॥ অতঃপর রাধাকৃষ্ণ  
 শয়ন হইতে । ক্ষণেকে উঠিয়া দেহ বৈদ্যে শয্যাতে ॥ পূর্বেই  
 জাগিয়া আছেন সব সখীগণ যার যেই স্থান সেই বৈদ্যে করি  
 ক্রম ॥ বৃন্দাদেবী আইলা দুই গুণ শারীলইয়া । পাড়াইল  
 দুই বাল্যে স্বশিষ্য করিয়া ॥ কালোক্ত মঞ্জুলা নাম হয়েত  
 দোহার । বিছা বিশারদ দুই সর্কবিছা পার ॥ ~~স্ব~~পদে  
 দুই অত্যন্ত সুন্দরে । জয় বৃন্দাবনেশ্বর কহে উচ্চৈঃশ্বরে ॥  
 জয় বৃন্দাবনেশ্বরী জয় সখীগণে । কৃপা কর তবে মোরে প্র-  
 সন্ন নয়নে ॥ বৃন্দারে ইচ্ছিত কৈলারাই সুবদনী । বৃন্দা বিজ্ঞা  
 আদেশয়ে দুই তাহা জানি ॥ পাড়কীর শারী যবে বৃন্দা-  
 দেবী বৈল । পাড়িতে লাগিলা দোহে আনন্দ পাইল ॥  
 আর্মি হীন গুণ গণে অতিশয় হীন । কবিতাহ নহে যদি  
 মধুর প্রবীণ ॥ তথাপিহ সাধুগণ কৃষ্ণ গুণ গণে । আশ্বাদন  
 করিবেন অতি হর্ষ মনে ॥ ব্যাধ যবে অস্ত্র থাকে মৃগাদি  
 কাটয় । পরশে পরশমণি লৌহ স্বর্ণ হয় ॥ তথাপিহ সাধু  
 গণ কৃষ্ণগুণ গণে । আশ্বাদন করিবেন অতি হর্ষ মনে ॥ ম-  
 হত ভূষণ করে সে হেম লইয়া । সুখ নাহি পায় ক্রিয়ে মণ্ডন  
 করিয়া ॥ চক্ৰ অর্ধ চন্দ্র যব অষ্টকোন তাতে । জিকোন  
 অস্ত্র মৎস্য কলম সহিতে ॥ শঙ্খ গোপ্পর ব্রজে স্বস্তিধে-  
 নুকে । অন্ধুশ অস্ত্রোজ ধ্বজ ~~মি~~গ উর্ধ্বরেখে ॥ পঙ্ক জয়কল  
 আদি লক্ষ্য গণে । জয় কৃষ্ণ পাদপদ্ম যুগ মনোরমে ॥

যথা রাগঃ । কৃষ্ণ পদতলে কথা, শ্রবণ পরশ মাতা,  
 অন্যত্ব ঘট্য সব নাশে । কৃষ্ণ পদ ধ্যান কৈলে, সকল স-  
 ম্পদ মিলে, না রাখয়ে বিপদের লেশে ॥ কৃষ্ণ পদ দরশনে  
 চমক লাগয়ে মনে, দেখিয়াও মাধুর্য্য সুসমা । সর্কেন্দ্রিয়  
 আশ্বাদয়ে, সর্কাজ নীতল হয়ে, এঁছে কৃষ্ণ পদ মধুরিমা ॥  
 কৃষ্ণ পদ পরশিতো সব দুঃখ যায় দূরে, সুখসিদ্ধ করয়ে উ-  
 দয় । এই কৃষ্ণ পদতল, কোটি চন্দ্র মূখীতল, প্রাপ্তি লাগি

মোর বাঞ্ছা হয় ॥ কৃষ্ণ পদযুগ হয়, সৌভাগ্য মন্দির ময়,  
 সঙ্গুন সম্পত্তি যত আর । প্রাকৃতা প্রাকৃতে হয়, কৃষ্ণ পদ  
 লীলাময়, ধ্যান মাঝে মিলে সব সার । কৃষ্ণপদ উপাসনা,  
 করি করি কতজনা, শীলা চিন্তামণি সম ভেল । ধবলা হ-  
 ইলা কাম,ধেনুবর অনুপম, রক্তগণ কম্প বৃক্ষ হৈল ॥ তারা  
 সব প্রাণী জন্মে, অতীষ্ট করয়ে দানে, হেন পদ কেবা না  
 বাঞ্ছয় । এই কৃষ্ণ পদতল, **নিষ্ক** অতি সুশীতল, পাইতে  
 মোর মন বাঞ্ছা হয় ॥ কৃষ্ণের চরণ শোভা, পদ্মগণ করে  
 লোভা, মধু হয় লাভ্য তাহার । যত পাদাঙ্গুলী গণ, হয়  
 পদ্যুপজ সম, গোপী চক্ষু ভুজ সুধাপার ॥ নখর নিকর যত  
 পদোন্নর কেশর মত, সৌরভ তরঙ্গ সদা বহে । এই কৃষ্ণচন্দ্র  
 পায়ে, সদা যেন মতি রয়ে, কখন বিচ্ছেদ যেন নহে ॥  
 কৃষ্ণগুণ পদতলে, পঞ্চেন্দ্রিয়াক্লাদ করে, রক্তোৎপল  
 পদ্যু নহে সঙ্গী । পদ নখাঞ্চল গুণে, দাতা কম্পরক্ত জিনে,  
 অতএব নাহি পদোপমা ॥ সকল অতীষ্ট দেই, আছয়ে  
 ত্রিবেণী যেই, সে বৈসয়ে কৃষ্ণের চরণে । পদ প্রাণাগের  
 তলে, অরুণ বরণ ছলে, সরস্বতী করয়ে স্তবনে ॥ পদ নখশ্বেত  
 কাঁতি, নিরমল গঙ্গা ভাঁতি, তাহার উপরে শ্যামকুচি । সেই  
 যে যমুনা হয়ে, অতি সুখে নিবসয়ে, সর্বক্ষণ সর্বমতে শুচি  
 গোবিন্দ চরণে রহি, অন্ধকার গর্ভময়ী, সে ভয়ে অরুণ পলা-  
 ইয়া । পদতলে রহে আসি, অতি ভয় পাইলা শশী, নখে  
 পড়ে দশ খান হঞা ॥ কলোত্তি শারিকা তবে, রক্তা আঞ্জা  
 পাইয়া এবে, জিহ্বা রক্ত ভূমি বসাইতে । কৃষ্ণের চরণ গুণ,  
 হয়ে আনন্দিত মন, বিশেষিয়া লাগিলা বর্ণিতে ॥ গোপা-  
 জনা হস্তে যবে, কৃষ্ণ পদ রহে তবে, শোভা হয় নীলপদ্ম  
 সম । যবে কুচকুণ্ডে ধরে, অশোক পল্লব বরে, দেখি শোভা  
 অতি অনুপম ॥ হৃদয়ে ধরয়ে যবে, রক্তোৎপল হয় তবে,  
 সেই কৃষ্ণপদ অরবিন্দাকমলনয়ন পায়ে, দেখিতে যুড়ায় গায়ে  
 নয়নে লাগিয়া রহে ধন্দ ॥ চন্দ্র ইন্দীবর আর, চন্দন কপূর

সার, নলিন চন্দন সিত গন্ধ ॥ কৃষ্ণের চরণ তলে, এই সব  
 গুণ ধরে, कहने না হয় পর বন্ধা ॥ রাই কুচ অঙ্গ হৈলে, কৃষ্ণ  
 পাদপদ্ম মিলে, অতিশয় হয়েত চঞ্চল । রাই কর মূললিত,  
 রাই কুচ সুমিলিত, কৃষ্ণ চর্চিত ঘনতর ॥ শোভার সমূহ  
 বৈসে, কৃষ্ণ পাদপদ্ম দেশে, সুমঙ্গল সুন্দর আলায় । এই  
 পাদ সম্বাহন, সদা বাঞ্ছা মোর মন, এ যত্ননন্দন দাস কর ॥

পয়ার । তবে শ্রীরাধিকা পুনঃ নয়ন ইঞ্জিতে । শুক শারী  
 কাকে কহে কৃষ্ণাঙ্গ বর্ণিতে ॥ কৃষ্ণাঙ্গ বর্ণন মুখা মধুর চ-  
 রিতোমখিগণ বর্ণ পূর্ব করে পুণ্য রীতে ॥ তবে কৃষ্ণ অঙ্গ বর্ণ  
 হর্ষে শুক শারী । রাধিকার কব্ধিয় রসায়ন করি ॥ কৃষ্ণের  
 চরণ দুটি বহন চিকণ । বিলাস করয়ে তনু লাবণ্যানুগণ ॥  
 যমুনা তরঙ্গ যেন ইন্দীবর কলি ॥ অর্দ্ধোদয় যেন তেন শোভা  
 মনোহারি ॥ কিম্বা কৃষ্ণ পাদপদ্ম তমাল পুটিকা । লাবণ্য  
 মধুতে পূর্ব হইল অধিকা ॥ ললনা নয়ন অলি জিহ্বার অ-  
 গ্রেতে । অম্প লেহ্য করি মর্ত সদা বিযুর্বিতে ॥ শুক বাক্য  
 শুনি শারী বর্ণে পুনর্বার । কহে বাক্য কহে অতি অপূর্ব স-  
 ঙ্গার ॥ কৃষ্ণ পদ দুটি ছলে বিবিধ বিধানানীল সুদাড়িষ দুই  
 কৈল নিরমাণ ॥ রাধিকা নয়ন কির যুগের পুষ্টিতা । কারণে  
 রচিল ব্যক্তি করি সুপক্কতা ॥ কৃষ্ণ পদ স্পর্শে যেই রুচিহয়  
 হয় । সে মাধুর্য্য করে চিত্তে চমৎকার ময় ॥ রাধিকার মন  
 রত্তি মখী কুমারিকা । বলিবার তরে লঘু কন্দর্প কন্ডুকা ॥  
 শ্রীকৃষ্ণের জঙ্ঘা ছলে বিবিধ ঘটনা । ভুবন ভারিল মূলস্তম্ভের  
 যোটনা ॥ যুবতী জনের চিত্ত পিড়ার কারণে । নীল প্রস্তা-  
 ধর রাখি কৈল নিরমাণে ॥ কিম্বা মরকতমণি রত্না ~~সু~~জিনি  
 বহয়ে মাধুর্য্য অতি সুন্দর লাবণি ॥ পাপ বিঘা ভয়ে কৃষ্ণের  
 জঙ্ঘা যুগল । তরুণ তমাল তাহা কৈল নিরমল ॥ গোবিন্দ  
 যুবতী গণ ধৈর্য্য সৈন্য যত । নাশ করিবারে সদা কন্দর্প  
 উন্নত ॥ কৃষ্ণ জঙ্ঘা ছলে লঘু পরিঘা যুগল । তরুণ তমালে  
 তাহা কৈল নিরমল ॥ কৃষ্ণ দেহ কাঙ্ক্ষি যেন যমুনার ধারা ॥

লাবণ্য অমৃত তার তরঙ্গের পারা ॥ চলন কটাক্ষ যেন হংস  
 শব্দ মানি । অতএব যমুনার দুই ধারা জানি ॥ কৃষ্ণ জঙ্ঘা  
 যুগ অন্য অন্য বিলোকনে । মৌখিক দেখিয়া লোভ বাড়িয়ে  
 মিলনে ॥ বেণু লয়ে যবে কৃষ্ণ বাদিন করয় । তবে দৌঁছে  
 আলিঙ্গনে আনন্দিত হয় ॥ কৃষ্ণ জানু দুই শোভা মাধুর্য্য  
 আসন । লাবণ্যলতার কি এ উৎসব কারণ । কি এ শোভা  
 লক্ষ্মী ভূষা পেটারি যুগল । কৃষ্ণ জানু দুই হয় অতি মনো-  
 হর ॥ গোবিন্দের উরুদ্বয় অতি সুললিত । তাতে জানু  
 যুগমণি সম্পূট রচিত ॥ গোপাঙ্গনা গণ চিত্ত চিত্তানলি  
 গণ । রাখিবার লাগি কৈল অপূর্ণ গড়না কৃষ্ণ পদ প্রসারণ  
 বুধন করিতোবলি নহে এই মাংস অতি সুললিতে ॥ রাই  
 করপদে জানু সঘন বলিতে । কৃষ্ণ জানু শোভা পূর্ণ সদা  
 রহে চিত্তে । কৃষ্ণ উরুদ্বয় হয় অতি সুললিত । পীন সূচিকণ  
 অধঃ বক্রতা ললিত ॥ কন্দর্প নর্ত্তন বৃন্দ নর্ত্তনের বন্দ । সূলা-  
 বণ্য কেলি সুখা সদা নরু ছন্দ ॥ এই কৃষ্ণ উরু দুই আমার হৃ-  
 দয়ে । বিশ্ব নাশ করি যেন সদা ক্ষুণ্ণি হয়ে ॥ নীলমণি শুভ্র-  
 যুগ কিবা এই হয় । ব্রহ্মাণ্ড মন্দির বর সদাই ধরয় ॥ কন্দর্প  
 যজ্ঞের শব্দ কিবা এই হয় । কিবা স্ত্রী চিত্ত করী বন্ধ শুভ্র  
 দ্বয় ॥ এতো নহে হয়ে কৃষ্ণের উরু মনোহর । উপমা দি-  
 বারে নাহি চিত্ত অগোচর ॥ কৃষ্ণের নিত্য উরু অঙ্গনের  
 স্থলে । নীল রম্ভা অধোমুখি হয়ে উরু ছলে ॥ ললনা নয়ন  
 কীর পুষ্টির কারণে । অপূর্ণ মাধুর্য্য ফল অতি মনোরমে ॥  
 উলটা কদলী গর্ভ ভর বিদারয়ে । আশ্চর্য্য স্থলিষ্ট শোভা  
 কৃষ্ণ উরু দ্বয়ে ॥ মতহ স্ত্রী যেন মদ মর্দন করয়ে । এছন সু-  
 সমা আর মর্দবাঁদি হয়ে ॥ রাখিকা করত সেবা সঙ্গী করয়  
 ছেন কৃষ্ণ উরুদ্বয়ে কি উপমা হয় ॥ কি কহিব শ্রীকৃষ্ণের  
 শ্রীশ্রোণী মণ্ডল । পরিসর উচ্চ অতি স্থলিষ্ট সুন্দর ॥ কাম-  
 নট অর্কুদের হয়ে বাসস্থল ॥ ব্রজাঙ্গনা শ্রোণী শোভা বাঞ্ছিত  
 অন্তর ॥ কোটি বিশ্ব হৈতে উর্দ্ধে কৃষ্ণের শরীর । বিলাস ক-

রয়ে নব তমাল সুধীর ॥ শোণী ছলে নারী রত্ন চারাতে  
 বান্ধিল । লাবণ্য জলেতে সেই চারা পূর্ণ হৈল ॥ কিস্কিনী ম-  
 রালী গণ তাতে লেখা করে । এইন দেখিয়া কৃষ্ণ সুশ্রেণী  
 মণ্ডলে ॥ রাই সুশ্রুতি রাজ কৃষ্ণ অঙ্গ সিংহাসনে । মতত  
 বসয়ে বিধি তাহার কারণে ॥ শ্রেণী ছলে নীলবস্ত্র সুস্থূল  
 করিয়া । সুচন্দ্র বালিশ কৈল হেলন লাগিয়া ॥ কৃষ্ণ নাভি-  
 স্থল কুন্দ কুকুরন্দ নাম । যাহাতে লাবণ্য সুধা নদীর ক-  
 ক্সান ॥ ব্রজাঙ্গনা নয়ন সফরী মহানন্দে । কেলী করে সদা  
 তাহে অত্যন্ত স্বচ্ছন্দে ॥ রাধা ঠাকুরানী চিত্ত যুগেন্দ্র ক-  
 ন্দরে । প্রণাম করিয়ে আমি কৃষ্ণ ককুন্দরে ॥ কৃষ্ণ নাভি  
 ছলে যেই চক্ররেখা হয় । তার মধ্যেস্থল বস্তু নাম শোভা-  
 ময় ॥ নাভি নদী কাছে তেই পুলিন সমান । রাধাচিত্ত নট-  
 রাজ স্থল মনোনান ॥ নিজ রুতি অনেক অদ্ভুত নটী লৈয়া  
 সদা রাস বিহরয়ে সুখাবিষ্ট হৈয়া ॥ নাভি লোমাবলি ছলে  
 কৃষ্ণ বস্তু স্থান । সুধাকূপে আসি করে জলপান ॥ ব্রজা-  
 ঙ্গনা গণের ইন্দ্রিয়গণ যতাত্তবার্ত্ত জানিয়া বিধি বস্তু নির-  
 মিত ॥ দেখিয়া কৃষ্ণের মধ্য দেশের সুসমা । সিংহ জিনি  
 মধ্যে করে সে কীর্ত্তি গণনা ॥ পলাইল সেই হিমালয়ের  
 গহ্বরে । কি কহিব কৃষ্ণ মধ্যদেশ মনোহরে ॥ কৃষ্ণ নাভি  
 ছদয়েতে বড়ই গভীর । লাবণ্যের বন্যা ভ্রমি তরঙ্গ নদীর  
 ত্বর্ভাও গোপিকা চিত্ত করি গণ তাহে । নিমগণ হয়ে আছে  
 উঠিতে পারয়ে ॥ শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহ নব তমাল তরুতে । সুনাভি  
 কোটর শোভা মকরন্দ তাতে ॥ তাহে শোভে ব্রজাঙ্গনা  
 নেত্র ভূঙ্গীগণ । প্রবিষ্ট হইল পুনঃ না ভেল নির্গম ॥ সেই  
 রূপে মগ্ন হয়ে তাহাঁই রহিল । লাবণ্য মধুতে মত্ত বাহির  
 নহিল ॥ কৃষ্ণ পাদপদ্মে জন্ম হইল গঙ্গার । বলিনুতা দেখি  
 গঙ্গা হইল যমুনার ॥ কৃষ্ণ পাদপদ্মোপরি করিল বসতি ।  
 জিবলি হইল তিন ধারা শুদ্ধমতি ॥ ব্রজাঙ্গনা নেত্র ভূঙ্গী  
 বাণ অলিগণ । কৃষ্ণ নাভি পদমধু করিল ভক্ষণ ॥ কৃষ্ণের

উদর পদ্মপত্র আসি বৈসে । লোমাবলি ছলে কিবা পরম  
 হরিষে ॥ কৃষ্ণের উদর শোভা পদ্মপত্র জিনি । অশ্বখ প-  
 ত্রের শোভা কি কাঁষে বাখানি ॥ ~~কৃষ্ণ~~ কুল্য মধুরিম কহনে  
 না হয় । সর্ব লোক নেত্র অলি যাতে আকর্ষয় ॥ লোম শ্রেণী  
 কালি নাগ কিবা তাহা কহি । কৃষ্ণের উদর ত্রিভুবন শোভা  
 বহি ॥ তমালের নবদল কস্তুরী লেপনে । সৌরভ্য মাদ্বে  
~~কৃষ্ণ~~ তুন্দ তারে লিখে ॥ অতি পুষ্ট নহে বড় পুষ্ট অনুমানি  
 আখি লক্ষ ভৃঙ্গগণ যাহাতেই জিনি ॥ নাভি হ্রদ হৈতে  
 আদি রসের প্রবাহে । লোমাবলি ছলে হৃদি উচ্ছলিত হয়ে  
 অঙ্গ উচ্চ দুই পাশে মধ্য নিম্ন যার । সেই কৃষ্ণদরে মন  
 রহুক আমার ॥ কৃষ্ণের উদর ছোট নদীর সগান । রাধিকার  
 চিত্তহংসী যেখানে বিশ্রাম । রাই চক্ষু সফরিকা সদাই বি-  
 লসে । কিকিণী মারস পাণ্ডী ~~স্বক~~ তট দেশে ॥ লোমাবলি  
 হ্রদে জল লাভ্য অমৃতে । ত্রিবলিকা মুকুট উর্মি বিরাজিত  
 তাতে । নাভি পদ্ম বিলময়ে অতিমনোরম । কৃষ্ণের উদ-  
 রোপমা দিতে নাহি স্থান ॥ কৃষ্ণ দুই পাশ্ব হয়ে প্রকাণ্ড  
 নাগর । রাই পাশ্ব নাগরীর বল্লভ সুন্দর ॥ প্রেমসীর স্পর্শ  
 লাগি সদা সমুৎসুক ॥ সুবর্তুল স্নিগ্ধ মৃদু হয়েত অধিকা ॥  
 কৃষ্ণবাম অঙ্গে হরে রমার স্বকপ ॥ দক্ষিণে শ্রীবৎস অঙ্গে  
 অত্যন্ত অনুপ ॥ কণ্ঠেতে কৌন্তুভ হেম শৃঙ্খলে বিরাজে । স-  
 দাই বিলাস করে বনমালা মাঝে ॥ কৃষ্ণ বক্ষস্থল উচ্চ অতি  
 পরিসরে । বল্লভী গণের সব সুখময় স্থলে ॥ রাধিকার চিত্ত  
 রাজ্য সুপীঠ আসনে । সদা বসি রহে নীলমণি সিংহাসনে ॥  
 ত্রৈলোক্য যুবতী মন হরণ মাধুরী । বিরাজ করয়ে বক্ষস্থলে  
 যে মুরারি ॥ যুক্তাবলি তাতে শোভে যেন সুবদনী । তনু  
 রোম শ্রেণী সেই ভানুসূতা মানি ॥ বক্ষের তরলকান্তি যেন  
 সরস্বতী । সঙ্গীত মঙ্গল করে সব ত্রিজগতি ॥ বক্ষস্থল নহে  
 কৃষ্ণের যেন তীর্থ রাজ্যে ॥ প্রণাম করিয়ে বক্ষস্থল সব মাজে  
 বাহুস্তম্ভে কান্তিভোরে বন্ধন করিল । বক্ষের লাভ্য দোলা

নীলমণি হৈল ॥ অশ্রান্ত দোহন করে রতি নিঃস্বপ্নাম ।  
 কিবা দিবকর্ষ বক্ষ স্থলের উপাম ॥ কর্ষ বক্ষে শ্রীবৎসাক্ষ  
 পাশ্বে কুণ্ডলিকা । লাভ্যের জাল তাতে শোভয়ে অধিকা  
 হেন বুঝি কাম ব্যাধ জাল বিস্তারয় । গোপাঙ্গনা গণ চকু  
 খঞ্জন বাঁধয় ~~শ্রী~~ কর্ষ বক্ষে ~~হস্ত~~ না ~~কক্ষ~~ চক্রিকা আছয় । লক্ষ্মী  
 শ্রীবৎস অক্ষ পাশ্বে ক্ষীণ হয় ॥ হেন বুঝি রাধিকার চিত্ত  
 কোষালয় । যুবতী রতন ধন তথিমধ্যে হয় ॥ বক্ষস্থল নীল-  
 মণি কপাট মোসর । চক্রিকা কুলুপ দিল অতি মনোহর ॥  
 গোপাঙ্গনা চিত্ত বাঞ্ছা পূর্ণের কারণ । তমাল কম্পতরু সূ-  
 মন্দর গঠন ॥ সতীগণ সাধী গর্ভ সকল নাশিতে । বাহুবুগ  
 উল্লে কাম পরিঘ নির্মিতে । কর্ষ বাহু নহে এই গোপা-  
 ঙ্গনা গণে । হৃদয় ~~কুণ্ডল~~ গণ কণ্ঠ ~~ম~~ কারণে ॥ ইন্দ্র নীল-  
 মণির কি কুণ্ডল অর্গলা রাই চিত্তালয় রত্ন কপাট অর্গলা  
 কিবা রাই চিত্ত ~~শুকপিঞ্জরের~~ দণ্ড । কি কহিব কর্ষ বাহু  
 অত্যন্ত প্রচণ্ড ॥ অতি দীঘ বাহুবুগ লাভ্য উল্লে । অতি  
 শয়ন ~~পুষ্টি~~ নর্কচিত্ত হরো ॥ লক্ষ্মী বিশ্ব রমণীর বাঞ্ছনীয় শোভা  
 পীনস্তমী হৃদয়ের সর্ব সুখ লোভা ॥ এই কর্ষ ভুজ যুগ  
 মোর মন নাঝে । সদা স্ফূর্তি হউ মোর এই বাঞ্ছা কায়ে ।  
 তরুনিমা মধু ফুল কর্ষ তনু বনো মধুরিমা কাম গজ কৈল  
 প্রবেশনে ॥ তার দুই শুণ্ড ভুজ ছলে জানুপরি । সদাই  
 চলয়ে শোভা পল্লব মাধুরি ॥ কর্ষ বাহু ছলে বিধি স্তম্ভ দুই  
 কৈল । তাহার মাধুরি দোলা নীলরত্ন হৈল ॥ লক্ষ্মী আদি  
 করি যত অঙ্গনার গণা মতি দোলাইতে কিবা করিল গঠন  
 কবিগণ কহে গোপী ধৈর্য নাশিবারে । কানরাজ আসি  
 কর্ষ দেহে যজ্ঞ করে ॥ নীলমণি অব বাহু ছলে নিরমিল  
 আঁমার মতেতে কিছু আর চিত্ত লইল ॥ প্রণব উজ্জল রস  
 সমুদ্র হইতো আশ্রয় প্রবাহ দুই হইল নির্গতো ॥ কর্ষ কর-  
 তলে শঙ্খ অর্ধ চন্দ্রাক্রশে । যব গদা ছত্র ধ্বজ আদি নবি-  
 শোষে ॥ পদ্য ছলে ধনু যুগ স্বস্তিকাদি করি । বজ্র খজ



ঘট রক্ত মীন বাণ ভরি ॥ উত্তম পুরুষ কৃষ্ণ লক্ষণ অঙ্কিত  
করতলে নানা রেখা অঙ্গুলী সহিত ॥ কোমল স্বভাব কৃষ্ণ  
হস্ত তলে মনে । ককশ হইল মহাপুরুষ লক্ষণে ॥ কোন  
কবিগণ কহে এইত কারণ । নত্যা নাইয় যত তাঁহার বচন ॥  
কিবা গোপীগণ স্থান কমঠি কঠোরে । মর্দন করিতে হস্ত  
হইল কঠোরে ॥ ব্রজাঙ্গনা হৃদি কাম শরে জুর জুর । বিব-  
ল্যাকরণোষধি কৃষ্ণ কলেবর ॥ রাই কুচ রসপূর্ণ সুবর্ণ  
কলস । কৃষ্ণ করতল হয় সুপদ্ম বিশেষ ॥ পদোর উপরে  
থাকে পূর্বচন্দ্র গণাকামাঙ্কুশ তীক্ষ্ণ শূল মুকুট মাজন ॥ প্রাতি  
দল শিরে যদি এই মত রহে । তবে কৃষ্ণ করপদ্ম করি ঘো-  
জনায়ে ॥ কৃষ্ণ স্বক্স রস কুটা নিন্দি উচ্চতরে । উত্তম পুরুষ  
চিহ্ন বর্ণে কবিবরে ॥ মোর মনে শ্রীরাধিকা স্ববাহু মৃগালে  
মতত মিলয়ে মথী হয়ে উচ্চতরে । কৃষ্ণ বাহু অংশ দুই উ-  
ন্নত দেখিয়ে । হেন বুঝি কণ্ঠ শোভা দেখি সোভি হয়ে ॥  
এইত কারণে সদা উদ্গীৰ্বিকা হঞা । দেখয়ে কৌমুভ  
শোভা মস্তক তুলিয়া ॥ কৃষ্ণ পৃষ্ঠদেশে বুউর্জ সুবিস্তৃত অতি  
অধিক্রমে কাব্যযুক্ত হরে সর্বমতি । মাধুর্য্য রাজার কিরে  
সুন্দর আনন । নীলমণি বরে কিবা হইল রচন ॥ লাবণ্যের  
পুরু রহে অঙ্গ নিমুণাবো । মৃগী দৃশ্য নেত্র ইফ্ট হৃষণ পুষ্ট-  
রাজে ॥ এই কৃষ্ণ পৃষ্ঠদেশ স্থবন করিয়ে । যেন মন সদা  
মোর তাহাই রহয়ে ॥ শ্রীকৃষ্ণের স্বক্সে মূলে শূল মনোহর  
ত্রিভুবন জনমিয়ে আনন্দ কন্দর ॥ উর্দ্ধ ক্রমে অঙ্গ কার্য্য  
দেখিতে সুন্দর । যে দেখয়ে তাহা সেই কাম মনোহর ॥  
আপন মাধুর্য্য সিংহ স্বক্স দর্প হরে । কেশজুট বিলাসের থা-  
টিমা সুন্দরে ॥ সুবর্ণ লতাতে এই মুকুন্দ কন্দর । যে শোভা  
দেখিয়া কাম হয়ত বিকল ॥ ইন্দ্র নীলমণি কয় কৃত কণ্ঠ-  
দেশ । পিক শিশু বাণীনা দ নিন্দি স্বরাশেষ ॥ কণ্ঠ তিন  
রেখা হয় অতি মনোহর । ত্রিভুবন জন নেত্র আনন্দ কন্দর

নব২ নিজ কাঙ্ক্ষি ভূষণ শোভিত । বাহাতে হরয়ে কত রম-  
 গীর চিত ॥ কৃষ্ণ কণ্ঠ হয় লীলা অক্ষয় সুরধুনী । যাতে বিন-  
 সয়ে হংস যে কৌমুভ মণি ॥ লাবণ্যের নদী বহে নর্ম্ম নদী  
 আর । সুন্দর কবিতা নদীগণ নদী সার ॥ কণ্ঠ প্রতি দেশে  
 ইহা সদাই নিঃশরে । কৃষ্ণ কণ্ঠদেশ রুহু আমার অন্তরে ॥  
 কৃষ্ণ নামা হনু আর ওষ্ঠাধর শোভে । মুকণ্ঠ চিবুক শ্রোত্র  
 পদ্মদল হয়ে ॥ দন্তাবলি হয় পদ্ম কেশর সমান । হাস্য পদ্ম  
 মধু গন্ধ অতি অনুগ্রহ ॥ নয়ন ~~খর্জুন~~ তুরুর ভ্রমরীর পাঁতি ।  
 জিহ্বা যেন অম্ব ~~কৈবিকার~~ ভাঁতি ॥ অতএব কৃষ্ণ মুখ-পদ্ম  
 মনোরমে । সদাই ইউ কক্ষুর্ভি আমার মরমে ॥ নিম্নলঙ্ক কক্ষু  
 মুখচন্দ্র মনোহর । কলঙ্ক থুইল ব্রজাঙ্গনার উপর ॥ কৃষ্ণ  
 কবি কহরে এই কথা বাক্য রসে । আমার মনেতে কিছু  
 বিশেষ আইসে ॥ সহজ নির্ম্মল যেই আশ্রয় করয় । নিজ  
 তুল্য করে তারে এই মনে লয় ॥ চন্দ্রের উপরে যদি বা-  
 কুনী থাকয়ে । দর্পণ কুন্দের কলি খাঞ্জন নাচয়ে ॥ তিলেক  
 কুমুদ অর্ধ হয় কামধনু । লেলে অলি মালা আর নিম্নলঙ্ক  
 তনু ॥ পূর্বচন্দ্র থাকে যদি এসব বিধান । তবে কৃষ্ণ মুখ-  
 চন্দ্রে দিয়েত উপাম ॥ কৃষ্ণ চিবুকে স্থল মোহন বন্ধান  
 চন্দ্রকান্তে নীলোৎপল দলের সমান ॥ জ্বননী লালয়ে বাল্যে  
 অঙ্গুলী সহিতা অম্প নিম্ন মধ্য ভেল করি অনুমিত ॥ চিবু  
 কের তলে দুই অঙ্গুলী যে দিয়া । অম্প উচ্চ কৈল অতি  
 শোভান্ব লাগিয়া ॥ লাবণ্যের বন্যা কৃষ্ণ চিবুকে উছলে ।  
 মনোজ্ঞ চিবুক শোভা কে কহিতে পারে ॥ অবণ চিবুক মূল  
 পরশ সুন্দর । কৃষ্ণ হনু যুগ্ম সন্নিবেশ মনোহর ॥ মাধুর্য্য  
 জালেতে সব জনের হরে মন । বিহঙ্গের গণে রাখে করিয়া  
 বন্ধন ॥ অম্প দীর্ঘ বিস্তারিত হনু মনোরম । মুখ বিষ অনু-  
 কুল অত্যন্ত সুসম ॥ কৃষ্ণের অবণ দুই অতি সেকোমল । আ-  
 কার সৌষ্ঠবে জিনে শঙ্কু লি ~~অনুর~~ সুন্দর ~~খর্জুন~~ হয়ে বিষ্ণুরা  
 তজী৩ । নিজ অংশু জালে গিলে সর্ব নেত্রমাণ্য ॥ মকর কুণ্ডল

হইল

তার মণ্ডল সুসমা । দেখি অখিল চিত্ত দিতে নারে ক্ষমা ॥  
 ভূষণের ভরে অঙ্গ দীর্ঘ বর্ন তার । বিশ্বাঙ্গনা দৃষ্টি মীন ম-  
 নোজের জাল ॥ গোপী মন হরীণীর বন্ধন কারণে । কন্দর্প  
 ব্যাধের জাল লয় মোর মনে ॥ কিয়ৎ শ্রীরাধিকা চক্ষু খঞ্জন  
 বন্ধনে । মদনের পাশ কর বন্ধ লয় মনে ॥ রাধিকার পার্শ্ব  
 হান সগর্ভ নিন্দন । গঙ্গা বচনামৃত অতি রসায়ন ॥ কক্ষ-  
 কর তাহা পান করিতে চঞ্চল । সুরূচি সুশ্লিষ্ট শোভা অরুণ  
 অন্তর ॥ আমার হৃদয়ে কক্ষ কর যুগ শোভা । সদা স্মৃতি  
 হকু চিন্তে অতিশয় লোভা ॥ শ্রীকৃষ্ণের গণ্ড দুই পূর্ণচন্দ্রমণি  
 অত্যন্ত সুশ্লিষ্ট শোভা কহিতে না জানি ॥ রাধাধরামৃত পূর্ণ  
 রসায়ন শৌকে । পুষ্টিত করিল অতি দেখ পরতেকে । ম-  
 কর কুণ্ডল নাচে তার রঙ্গ স্থান । আশ্চর্য্য গণ্ডের শোভা  
 অতি অনুপাম ॥ ইন্দ্র নীল মণিগণ দর্পণের গর্ভ । গণ্ডের  
 লাবণ্য কৈল তাহা অতি খর্ব্ব । কক্ষমুখে দুই ধারা সুকুমার  
 নাম । মধুরিমাযুক্ত নদী আবর্তমান ॥ দশন কিরণে  
 সিজ শোভা অনুপাম । নবীন পল্লব যেন হৃৎকধোত ঠাম ॥  
 কক্ষগুণ্ডোপরি স্বাস নিগমের স্তলে । অঙ্গ নিম্ন হৈল সেই  
 অতি মনোহরে ॥ শ্যাম অরুণিমা যাহা মিলন হইল । অঙ্গ  
 উচ্চ ওষ্ঠ তাহা মাধুর্য্য ভরিল ॥ অঙ্গ উন্নত দীর্ঘ মনোহর  
 নীমা । বন্ধুক জিনিয়া ছবি কি দিব উপমা ॥ কক্ষধিরমঞ্জু  
 বিষ বন্ধুক জিনিয়া । মধ্যে অঙ্গ রেখা হয় মনমোহনিয়া ॥  
 তাহার দর্শনে যত অন্য রাগগণ । হরয়ে স্বভাব এই অতি  
 বিলক্ষণ ॥ নিজামৃতে সুবাসিত বংশিকা করয় । সুন্দর দীর্ঘ  
 শব্দে বিশ্ব চিত্ত আকর্ষয় ॥ ব্রজের রমণীগণের সর্ব্বমুখ পেটারি  
 রাধিকার প্রাণ মীধু চষক মাধুরি ॥ দশনের চিত্র তাতে  
 আছেয়ে সুচিত্র । কক্ষধর ওষ্ঠ চিত্তে রছ নিশি দিন ॥ ক-  
 ষের দর্শন জিনি কুঞ্জকলি বন্ধ । আকার মোখের অতি মনে  
 হর ছন্দ ॥ শিখিবহা মুক্তা শোভা অতি অতিমান । দন্ত  
 কান্তি লেশ মাত্র করয়ে খণ্ডন ॥ যুবতী অধর বিষ দংশন

কারণে । কৃষ্ণের দর্শন শুক মুখের সমানে ॥ প্রিয়ার অধর  
 বিষ মদা আদ্বাদনে । পঙ্ক সুদাড়িয় বীজ সম দন্তগণে ॥  
 রাধাধর স্বর্গ মণি ভেদের কারণে । কৃষ্ণের দর্শন নেত্র কাম  
 টঙ্ক বাণে ॥ ঐছে কৃষ্ণদন্তগণ মাধুর্যের সার । সদাই স্ফু-  
 রুক এই হৃদয়ে আমার ॥ শ্রীকৃষ্ণের মুখচন্দ্র সহায় কৌ-  
 মুদী । প্রণয়িগণের মন অম নাশাবধি ॥ রাধিকার প্রেম  
 অতি সমুদ্র গম্ভীর । কৃষ্ণমুখচন্দ্র হাথে উছলে অস্তির ॥  
 আপনার সুপ্রসন্ন কলিকা হইতে । অত্যন্ত আনন্দ পায়  
 বিশ্বলোক চিত্তে ॥ লক্ষ্মী আদি করি যত নিতম্বিনী গণ ।  
 কৃষ্ণমুখ পদ্ম গন্ধ বাঞ্ছয়ে সঘন ॥ গোপাঙ্গনা নেত্র ভূঙ্গী  
 মদা পান করে । আপন মাধুরী বংশী স্থলে যেই ধরে ।  
 সেই কৃষ্ণ মুখায়ুজ হাশু মকরন্দ । আনার হৃদয়ে মদা ক-  
 রুক আনন্দ ॥ কৃষ্ণ জিহ্বা রস কাব্য মণি জন্ম স্থান ॥ অ-  
 শান্ত বড়বিধ রসাদ্বাদনে প্রধান ॥ বিশ্বজনে সর্ব রস দেন  
 সর্বক্লমে ॥ রসজ্ঞা যথার্থ নাম রাধাধর পানে ॥ কৃষ্ণের ব-  
 চন হয়ে রসলা উত্তম ॥ প্রেমামৃতে হাশু মধু হইল মিলন ॥  
 মনস্ক অক্ষর তাতে সংযোগ করিল । শব্দ অর্থ দুই শক্তি ক-  
 পূরে বাসিল ॥ কন্দর্পাক তাপ যত ব্রজাঙ্গনাগণে । এইত  
 রসালা করে সে তাপ শমনে ॥ সর্ববিশ্ব সন্তর্পণ করে কৃষ্ণ  
 বাণী । জয়কৃষ্ণ বাণী সুখা সমুদ্র দমনী ॥ কৃষ্ণের নামিকা  
 যেন ইন্দ্র নীলমণি । তিলের কুসুম অধোমুখে আছে জানি  
 ইন্দ্র নীলমণি জিনি শুক চঞ্চু ঠাম । নামা ছলৈ কামবাণ  
 কৈল নিরমান ॥ অতি উচ্চ অগ্রভাগ নামা মনোহরে । মদা  
 যেন স্ফুর্তি হয় আমার অন্তরে ॥ কৃষ্ণের নয়নদ্বয় চন্দ্রকান্ত  
 মণি ॥ যশিতে ঘটনা কৈল ইন্দ্র নীলমণি ॥ অত্যন্ত সুন্দর  
 তারা বিধি নিরমাণ । শ্বেতপদ্ম কোষে ঘূরে ভ্রমরার ঠাম  
 নয়নে অত্যন্ত শোভা অরুণ প্রবল । চতুর্দিকে শ্বেত মণ্ডে  
 গ্রামতা তরল ॥ কামের কন্ডুক অতি চিত্র নিরমাণ । তা-  
 হাতে তাড়য়ে সর্ব গোপাঙ্গনা মান ॥ লাবণ্যের সার সুখা

বৈসে কৃষ্ণ আঁখি । কারুণ্য অমৃত সার বুঝিসম দেখি ॥  
 কন্দর্পের ভাবামৃত কিবা বন্যাচয় । জগত প্রাণিত কৈল সর্ব  
 নন্দময় ॥ কৃষ্ণের নয়ন অতি দীর্ঘ সুবিপুলে । অত্যন্ত চিকণ  
 শোণ কোন মনোহর ॥ স্নিগ্ধ সূপীন ঘন পাক্স সুচঞ্চলে ।  
 তারুণ্যের সার সদ ঘূর্ণন মস্তরে ॥ এই কৃষ্ণনেত্র যুগ্ম আ-  
 মার হৃদয়ে । সদা স্ফুর্তি হউ সর্ব লীলা রসময়ে ॥ কি ক-  
 হিব গোবিন্দের লোচন কটাক্ষ । সাধী ধর্ম দৃঢ় মর্ম ভেদে  
 মহাদক্ষ ॥ কামের সুতীক্ষ্ণ বানিজিনি দর্প যার । হেন কৃষ্ণ  
 কটাক্ষের গভীর মঞ্চার ॥ সমস্ত দরিদ্র গোষ্ঠী স্বপ্নে নাহি  
 জানে । হেন বাঞ্ছা পূর্ণ করে কটাক্ষের দানে ॥ কৃষ্ণের অ-  
 লতা অতি সুকৌটিল্য বান । বিক্রি করে যেই বিশ্ব যুবতীর  
 প্রাণ ॥ যুবতীগণের চিত চঞ্চল হরিণী । বিক্রিয়া ঘুরায় যেই  
 এ দিন রজনী ॥ সেই কৃষ্ণজলতার কীর্তি অতিশয় । কন্দর্প  
 ধনুকে যেই তণতা করয় ॥ কৃষ্ণের ললাটে কৃষ্ণাফমী শশি  
 জিনি । অলতা অলকা দুই পাশ্বেতে মাজনী ॥ গিরিধাতু  
 চিত্র চারু কাশ্মীর তিলকে । কাম যজ্ঞাভিধ নামে মোহয়ে  
 অলিকে ॥ রাই মন হরিণীর বন্ধন লাগিয়া । কিরণের জাল  
 কাম বিস্তারিল লগ্না ॥ অলকা মধুপ মালা কিহুতালো  
 পরে । অতি সুললিত শোভা সর্ব মনোহরে ॥ অঙ্গনা নয়ন  
 নীন বন্ধন কারণে । কন্দর্প কৈবর্ত জাল কৈল প্রসারনে ॥  
 গোবিন্দের কেশ শোভা অতি দীঘতর । অত্যন্ত চিকণ করে  
 ভ্রমরা গুঞ্জর ॥ অতিসূক্ষ্ম সুকুঞ্চিত ঘনাগ্র সোমর ॥ কস্তুরিকা  
 নীলোৎপল গন্ধ মনোহর ॥ কন্দর্প চামর নীলধ্বজ শোভা  
 হরে । কিশোর কুন্তল সদা স্ফুরক অন্তরে ॥ চূড়া অর্ধ যুত  
 বেণী জুটের বনান । সে সময়ে উচিত সেই বেশ বন্ধান ॥  
 যে কেশ রাধিকা চিত্তে অমৃত সমানে । সেই কৃষ্ণকেশ রহু  
 সদা মোর মনে ॥ কৃষ্ণাঙ্গ মাধুর্য্য সুধা সমুজ্জ্বলিয়া । পারা-  
 বার শূন্য তাঁহা বর্ণন যে ইহা ॥ নানান ভূষণে করে যে অঙ্গ  
 ভূষণে । সে শোভা করয়ে জগৎ দৃশ্যাদি সেচনে ॥ মহত বদনে

অঙ্গ বর্ণন না হয়। হেন কৃষ্ণ মাধুর্য্যাক্ষ সুমাধুর্য্যময়। এইরূপে  
কৃষ্ণ অঙ্গ বর্ণে শুক শারী। কণ্ঠে গদ্যাদিকা আসি বাক্য রুদ্ধ  
করি। তার বাক্য সুধার্নবে মগ্ন ভেল চিত্তে। ক্ষণেকে সবার  
চিত্তে হইল স্তম্ভিতে। এইত কহিল কৃষ্ণের অঙ্গের বর্ণন। ইহা  
যেই শুনে পায় কৃষ্ণ প্রেমধন। গোবিন্দ চরিতামৃত নরক বেদ  
নার। সদা আশ্বাদয়ে রাধা কৃষ্ণ প্রাণ যার। রাধাকৃষ্ণ পাদ-  
পদ্ম সেবা অভিলাষে। এ যখনন্দন কহে মধ্যাহ্ন বিলাসে ॥  
ইতি শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে মধ্যাহ্ন বিলাসে শ্রীকৃষ্ণাক্ষ  
বর্ণনং নামঃ ষোড়শঃ স্বর্গঃ ॥ ১৬ ॥

### দ্বিষষ্ঠ

শ্রীরাধায়া প্রেরিতয়াথ বন্দ্যামংলালিতঃ স্বাস্থ্য  
মুপাগতোহয়ং । দৃষ্টকৃষ্ণা গুণানুবর্ণনে  
স শারিকঃ প্রাহ সভাং স নন্দনুরন ॥

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য রূপাবীর। জয় নিত্যানন্দ প্রিয়  
অদ্বৈত ঈশ্বর ॥ জয় সনাতন প্রিয় রূপের জীবন। জয় রঘু-  
নাথ প্রিয় স্বরূপ নয়ন ॥ জয় প্রভু অদোষ দরশী রূপাময়।  
এই কৃপা কর যে তোমাতে প্রতি হয় ॥ রাধার প্রেরণে বন্দ্য  
স্বয়ংকে লইয়া। স্থস্থির করিলা তারে লালন করিয়া ॥ কৃষ্ণ  
গুণ বর্ণিবারে পুনঃ নিবেশিলা। আজ্ঞা পায় গুণ বর্ণি মবা  
সুখী কৈলা ॥ শুক কহে কৃষ্ণ গুণসমুদ্র গভীর। অবগাহ নহে  
করি মহা মহা ধীর ॥ অত্যন্ত বরাক আনি কি বর্ণিতে জানি  
জিহ্বাতে লেহন মাত্র চেষ্টা অনুমানি ॥ যৈছন লাজুলি ফল  
মুপক্ক সুন্দরে। লুক্ককীর তাতে চক্ষু অপিয়া ঠাকরে ॥ ভা-  
স্কর ধরিতে হস্ত প্রসারণ করি। মুমেরু ভাঙ্গিতে চাহি ম-  
স্তক উপরি ॥ মহাবীর মন্তুরণে পার ইচ্ছা হয়। তৈছে কৃষ্ণ  
গুণ কহি নিলেজ্জ বিযয় ॥ যে জিহ্বাতে কৃষ্ণ গুণ কণা পর-  
শিল। সেই জিহ্বা অন্য বাক্য পরশিতে জিল ॥ যে কোকিল  
রসালের মুকুল ভুঞ্জয়ে। সে নাকি কখন নিষ কুটাল বাঙায়ে  
পূর্বে ব্রহ্মপতি আগে গর্গ মহামুনি। কহিয়াছে কৃষ্ণ গুণ ক-

হিতে না জানি ॥ মহত্ গান্ধীয়া আদি বহুগুণ গণ । এইগুণ  
 লাম্য কিছু লভে নারায়ণ ॥ অনন্ত মহিমা গুণ অনন্ত বিস্তার  
 হেন কেবা আছে যেই অন্ত করে তাঁর ॥ স্বভক্তে বাৎসল্য  
 আর প্রণয় বশ্যতা । বহুত পালন করে রক্তি মনোনিৱ্তিতা ॥  
 ঐহন অনন্ত গুণ সংখ্যা নাহি তার। ঐছে এক গুণ কেহ নারে  
 বর্ণিবার ॥ কৃষ্ণ রূপ ভুবনের ভূষণ করয়ে । নবীন কৈশোর  
 বয়ঃ মধ্যে স্থির রহে ॥ কৃষ্ণ বল দেখি গিরি ধরে কন্দুপ্রায়  
 কি কহিব কৃষ্ণ মুশীলতা অতিশয়া কৃষ্ণের লীলাতে জগমো-  
 হন করয়ে । ঐছে কৃষ্ণ দাতা ভক্তে আত্ম সমর্পয়ে ॥ অখিল  
 প্রাবিত হয় গোবিন্দ দয়াতে । কি কহিব কৃষ্ণ কীৰ্ত্তি বিশ্ব  
 বিশোধিতে ॥ হেন কৃষ্ণ গুণগণ ভুবন ভিতরে । কে আছেয়ে  
 হেন যেই বর্ণিবারে পারে ॥ গোপাঙ্গনা গণ নিজ কৈশোর  
 বয়েশ । যত গুণ যত শোভা যত অঙ্গ বেশ ॥ যতেক মাধুর্য্য  
 আর কন্দর্পের লীলা । বৈদক্ষী উজ্জ্বল রস চাপল্য অখিলা  
 গোপেন্দ্র বন্দনে তারা কৈল সমর্পণ । অঙ্গীকার কৈলা কৃষ্ণ  
 নাকল্য কারণ ॥ কৃষ্ণের অখিল অঙ্গে মৃগমদ রসানীলোৎ-  
 পল লিপ্ত গন্ধ জিনিয়া সরস ॥ কৃষ্ণ কক্ষ ভুরু শ্রোণী কেশ  
 পরিমল । জিনিয়া অঙ্কুর পারিজাত উৎপল ॥ নাভি বহু  
 করপদ্ম নয়ন সুগন্ধ । কপূর লেপিত পদ্ম গন্ধ করে অন্ধ ॥  
 সৌরভ্য অমৃত উর্মি রহে কৃষ্ণ অঙ্গে । জগত প্রাবিত হয় যা-  
 হার তরঙ্গে ॥ কৃষ্ণ গুণগণে গোপাঙ্গনা মনোহরে । গোপা-  
 ঙ্গনাগণ প্রেম প্রতাপশায়ী হরে ॥ সেই প্রেম হরে কৃষ্ণের চিত্তে-  
 দ্ভিরগণ ॥ গোপাঙ্গনা বশ কৃষ্ণ এইত কারণ । বংশিধ্বনি  
 করি কৃষ্ণ গোপনারী হরে । গোপনারী হরি রাস মহোৎসব  
 করে ॥ রাস মহোৎসবে নিজ বাঞ্ছাপূর্ণ কৈল । সকল জগতে  
 সেই লীলা প্রকাশিল ॥ ব্রজেন্দ্রের কোলে যবে রহয়ে সু-  
 রারি । নীলোৎপল দল মালা কৌমল্য বিস্তারি ॥ এই গো-  
 বিন্দ অঙ্গের যত গুণগণ । মহত্ বদনে সদা না হয় গণন ॥  
 কৃষ্ণদরে বিশ্ব দেখে ব্রজেশ্বরী মাতা । গিরিবর ধরে বৈছে

পদ্মপাতা ॥ সবে রাখা মুখাষুজ দর্শন হইতে । যতেক আ-  
 নন্দ হয় না পারি কহিতে ॥ কৃষ্ণাঙ্গ লাবণ্য বন্যা তরঙ্গ উ-  
 ছলে । রাই নিজ প্রতিবিম্ব তাহাতেই নহালে ॥ আত্ম প্রতি-  
 বিম্ব দেখি অন্য নারী গণি । বিমুখী কাঁপয়ে অঙ্গে মূনিশ্চয়  
 জানি ॥ রাই রসমান উর্জ কেহ নহে আন । অনন্যতা কৃষ্ণ  
 চিত্ত যাহাতে প্রমাণ ॥ অন্যাক্ষনা প্রতি কৃষ্ণ চিত্ত নাহি ঘার  
 পদ্মমধু লুক্ক অলি লতাকে বাঞ্ছয় ॥ কৃষ্ণর বিচন্দ্র হয় অতি  
 মূলীতল । চপল সমীর সর্ব মহার সুন্দর ॥ সাধুজন সুধীরামু-  
 নিধি সুগম্ভীর । কৃষ্ণ এছে স্বাভাবিক প্রেম রস ধীর ॥ শ্রীকৃষ্ণ  
 গম্ভীর স্থির মতিসদা হয় । ক্ষান্তি পূর্ব মূলীলতা বধু সুখময়  
 অত্যন্ত মলজ্জা নির্মিকার সদা যেই । শ্রীরাধা প্রণয় রসে  
 বিবশিত সেই ॥ রাইর বদন যবে দেখয়ে মুরারি । মন্ত্র মে  
 ভ্রমকান চাপল্য বৈকলি ॥ কৃষ্ণ গুণ দূরে শুনি লক্ষ্মী মনো-  
 হরে । ব্রজাঙ্গনা কেবা তাতে প্রণয়িনী করে ॥ ব্রজাঙ্গনা কৃষ্ণ  
 আরাধনা করে নিতি । আশ্চর্য্য সামগ্রী তার শুনহ পিরিতি  
 নিজঅঙ্গে স্বেদ পাত্ত অর্ঘ্য সুপুলকে । আচমন দিল অঙ্গ  
 উক্তি সুধাধিকে ॥ নিজাঙ্গ সৌরভ্য যেই সেই গন্ধ সার ।  
 মন্দ হাস্তগণ পুষ্প বরিষে অপার ॥ আলিঙ্গন লীলামৃত নৈ-  
 বেদ্যাদি দিল । সুধাধর রসে সেই তাম্বুল অর্পিল ॥ বহুবিধ  
 লোকে কৃষ্ণ বহুবিধ মানে । ব্রজবাসী জন সবে নিজ বন্ধু  
 জানে ॥ অর্থ হৃদয় অতিশয় যাহার আছয় । অর্থের ঈশ্বর  
 কৃষ্ণ তাঁর মনে লয় ॥ বিপন্ন জনেতে কৃষ্ণ করুণার রাজে ।  
 যুবতী গণের স্থানে কন্দর্প বিরাজে ॥ বৈরিগণ স্থলে কৃষ্ণ  
 কালমূর্ত্তি হয় । মদ্রজ জনেতে কৃষ্ণ সর্ব্বেশ্বরময় ॥ চণ্ডাল করয়ে  
 যদি কৃষ্ণের তজন । সেই জন হয়ে তরু ব্রাহ্মণের সম ॥  
 শ্রীকৃষ্ণ বিমুখ যদি হরে বিপ্রগণ । চণ্ডালের তুল্য তারে  
 তেজি দরশন ॥ শ্রীকৃষ্ণের কীর্ত্তিগণ অতি নিরুগল । কৃষ্ণ  
 রুচি করে যেই ভুবন সকল ॥ কৃষ্ণ প্রেম কহু হয় অমৃত স-  
 মান । প্রণয়ি জনে কহু বিদ্যাদিকজ্ঞান ॥ কৃষ্ণের বিরহে চন্দ্র



হয়ে অগ্নিসমে । অগ্নিও অমৃত হয় কৃষ্ণের সঙ্গমে ॥ পুতনাদি  
 করি যত কৃষ্ণ বৈরিগণ । অত্যাপি করৌন্দ্র সব করয়ে ধ্বংস  
 কৃষ্ণ হাম্ব করুণতা গুণ সাজে । তা সবার গুণ সবে গান করি  
 কোন ব্রজাঙ্গনা দেখে যমুনা লহরি । তাহা দেখি কৃষ্ণ অঙ্গ  
 অনুমান করি ॥ অন্য সখী দেখি তাহা কহয়ে তাহারে ।  
 কৃষ্ণ অঙ্গ নহে এই যমুনার ধারে ॥ তিঁহ কহে এই দেখি  
 কৃষ্ণের বদন । সখী কহে মুখ নহে পদ্ম বিলক্ষণ ॥ কৃষ্ণ চকু  
 নহে এই উৎপালের গণ । কৃষ্ণের অলকা নহে ভ্রমর সাজন ॥  
 কোন সখী ছুয়া দৃষ্টি ধায় লুকা হয়ে । কৃষ্ণ নহে রবিস্বতা  
 দেখেই আসিয়ে ॥ যবে বংশীধ্বনি কৃষ্ণ আরম্ভ করয়ে । তবে  
 ব্রজাঙ্গনা হৃদে মদন পেশয়ে ॥ নানান প্রকার জন্মে ব্রজা-  
 ঙ্গনা মনে । পশ্চাৎ মুরলীধ্বনি করে প্রবেশনে ॥ কন্দর্প উৎ-  
 পত্তি করি ধৈর্যধন হরে । তবে লোক ভয় নাশ করে  
 দূরে ॥ এই রূপে পতি কোলে হৈতে ব্রজাঙ্গনা । আকর্ষণ  
 করে বংশী এ রূপে ঘটনা ॥ স্থির চরগণ কাঁপে স্তম্ভ নদী  
 পানী । জয়যুক্ত হউ সেই মুরলির ধ্বনি ॥ গুণগণ রমলীলা ঐশ্ব-  
 য্যাদি গণা অনেক আচ্ছন্ন করি কহে কোন জন ॥ যে বলে সে  
 বলু কিন্তু কৃষ্ণ সর্ব কর্তা ॥ নিশ্চয় জানিয়া মুনি কহে এই বাস্তবী  
 গোপাঙ্গনা প্রাণ কৃষ্ণ প্রণয়ে বিহ্বল ॥ বংশীকে কহয়ে সব  
 হয়ে এক মেলা ॥ শুনহে কঠিন বংশীধ্বনি ছল করি । গরল  
 বরিষ কিবা অমৃত মাধুরী । রহেত জীবনরত্ন সুধারস পাণ্ডা  
 অথবা পরাণ যাউ গরল ভঙ্কিয়া ॥ বিধামৃতে এক করি কেনে  
 করধ্বনি । অসহ্য বেদনা সদা পোড়য়ে পরাণি ॥ কুবুদ্ধি অসুর  
 গণ কৃষ্ণ নিন্দা করে । হেন গুণ বার আছে মনে না বিচারে  
 ভোগ বাঞ্ছা করে যেই সর্ব ভোগ পায় । অর্থ লুকা জনে  
 দেই সর্ব অর্থময় ॥ সুখের হাতিত জনে সুখের স্বরূপ আধি-  
 পত্য বাঞ্ছা করে জগতের ভূপ ॥ হেন কৃষ্ণ দ্বেষ করে  
 গোপীগণ ॥ দেখিতে উচিত নহে তাহার বদন ॥ কৃষ্ণ সহরাস  
 করি ব্রজাঙ্গনা গণ । প্রাতঃকালে গেলা সবে আপন ভবন

রজনীর লীলা সব ভাবিত অন্তরে। রুদ্রা আগে দেখি তবে  
 এই বোল বলে। যেন কৃষ্ণ হস্ত নিজ ভুজ শিরে আছে। সেই  
 স্থলে যেন রুদ্রাগণ আসিয়াছে॥ কৃষ্ণকে কহয়ে শীঘ্র ছাড়হ  
 আমারে। লোকযাত্রা হইল এবিধাব নিজ ঘরে॥ সর্বগুণ গভী  
 রতা গিরিধর ধীর। দূরে করি সব পীড়ামুখদ মুখীল॥ নবীন  
 কিশোর বিশ্ব চিত্ত আঁখি চোর। সতী যুবতীর হৃদি মথ  
 অতি ভোর॥ অধুরগনের প্রাণ হরিলে শ্রীহরি বলে শচীপতি  
 যজ্ঞ হরিল মুরারি॥ ফণিপতি স্থান হরে নিজ বলহৈতো। সেই  
 সব মুমুক্ষু হইল সতাতে॥ রাখালয়হৈতে কৃষ্ণ আইলা প্র-  
 ভাতে। অলকার রস রঙ্গ ললাট দিহিতে॥ উরুজের মৃগমদ  
 লাগয়ে বক্ষেতে। অঙ্গের মাধুরী হরি হইলা বিম্বিতে। শুনিতে  
 নিপুণগণ চিনিতে নারিল। লক্ষ্য গিরি ধাতু বক্ষ জ্ঞান  
 হৈল॥ রাইর প্রণয়ে কৃষ্ণ মাধব্য বাঢ়য়। কৃষ্ণের মাধব্য রাই  
 প্রণয়বাঢ়য়॥ অহর্নিশ এই মত বাঢ়ে দুই জন। দুহে বাঢ়ে  
 কেহ তাতে নহে বিম্বখন॥ এই রূপে দুই স্থখে কুঞ্জে বিল-  
 সময়ে, মথীগণ সঙ্গেসদা আনন্দ হৃদয়ে॥ কৃষ্ণ পাদপদ্ম শোভা  
 জিনি পদ্মগণকেটি চন্দ্রজিনি শোভা কৃষ্ণের বদন॥ রম্যভুরু  
 যেন হয় ভ্রমরার পাঁতি। কৃষ্ণের অধর যেন সুধারস তাঁতি।  
 চঞ্চল নয়ন যেন পদ্মে অলি তাঁতি। কৃষ্ণের দশন শুভ্র কুন্দ-  
 কলি পাঁতি॥ কৃষ্ণের বচন হয়ে অমৃত সমান। কৃষ্ণ হাত  
 জ্যোৎস্না দ্যুতি দিয়েত উপাম॥ কৃষ্ণ হস্ত তল নব পল্লব  
 জিনিয়া। নখগণ পূর্ণচন্দ্র তুল্য দেখিয়া॥ কৃষ্ণ গণ্ড যুগ  
 নব দর্পণের দ্যুতি। শ্রীকৃষ্ণের শ্যাম অঙ্গ নবঘন কাঁতি॥ অঙ্গনা  
 নয়ন কৃষ্ণপদ্মমুখ মানোভ্রমরি ভঁষিতা যেন পদ্মমধুপানে  
 মাধুস্থানে কৃষ্ণ যেন চন্দ্রমুখীতলা প্রণয়জনেত কৃষ্ণ জনকসোমর  
 কুঞ্জের ভিতরে কৃষ্ণ সুধার আলয়াদৈত্যগণস্থানে কৃষ্ণ ব্রহ্ম  
 সম হয়॥ রমণী রুন্দের স্থানে মদন সমান। দাতা কৃষ্ণ সম  
 কেহ নাহি হয়ে আন॥ ঈশ্বরের মধ্যে কৃষ্ণ তুল্য কেহ নহে  
 কৃষ্ণের সমান লীলা কাহাতে না রহে॥ কৃষ্ণের সমান জি

ভুবনে কেহ নাই । হরিণ নরগী মুখ চুম্বয়ে সদাই ॥ এই সব  
 গুণ আছে যে কৃষ্ণ তনুতে । সেই কৃষ্ণ রক্ষা করু সকল  
 জগতে ॥ পচিশ প্রকার এই উপমার গণ । কৃষ্ণের কছিল  
 এই যাতে স্মৃখী মন ॥ রন্দাবনে তরুলতা কৃষ্ণ স্মৃখী করে ।  
 ব্রজঙ্গনা প্রায় নিজ অবয়ব ধরে ॥ পুষ্প ছলে হস্তে স্তন কল  
 মনোহর । নবীন পল্লব যত সুন্দর অধর ॥ কৃষ্ণ বংশী না-  
 রায়ণের চিহ্নান্তি স্বকপা । যেই যৈছে বাঞ্জে তারে তৈছে  
 করে কৃপা ॥ যোগেশ্বর গুণে যোগ সিদ্ধি মনোরমা । উপা-  
 নক গণে বিষ্ণু ভক্তি সিদ্ধি সীমা ॥ কৃষ্ণ কীর্ত্তি অমৃতের  
 ধারা সূমাধুরী । কোমল হইতে স্নিগ্ধ আছে বিশ্বভরি ॥ গঙ্গা  
 যেন পবিত্র করয়ে সর্ষঙ্গনে । ঐছন কৃষ্ণের কীর্ত্তি এতিন  
 ভুবনে । উপমা নাহিক কৃষ্ণের অঙ্গের সুসমা ॥ সুসমা মো-  
 ধুর্য্য তনু নাহি তার সীমা ॥ মাধুরী হইতে বসু গুণ নাহি ওর ।  
 গুণগণ হইতে শীল সুন্দর উজোর ॥ কৃষ্ণ কান্তা বলি প্রেম  
 প্লুত বিনাশ । কান্তা বলি প্রায় কৃষ্ণ বিদগ্ধতা হয় ॥ বিদ-  
 গ্ধতা হৈতে রসজ্ঞতার উত্তমারসজ্ঞতা হৈতে সর্ষ বিলাস-  
 নুপম ॥ সুবলাদি করি যত কৃষ্ণ সখীগণ । বিচিত্র সখ্যতা  
 তার শুনহ কারণ ॥ কৃষ্ণ নিগূঢ় হৃদয় জানিয়া যতনে ।  
 কুঞ্জ শয্যায় কান্তা আনি করায় সঙ্গমে ॥ ধন্য রন্দাবন  
 স্থল যাতে কৃষ্ণ নিতি । বিলাস করয়ে সব রমণী সংহতি ॥  
 প্রতি গিরি কুঞ্জ প্রতি পুলিন নিকুঞ্জে । স্বচ্ছন্দে বিহরে কৃষ্ণ  
 সর্ষ মনোরঞ্জে ॥ পুলিন্দী কন্যার কৃষ্ণ অদর্শন হৈতে । কন্দ-  
 পের ব্যাধি পূর্ব হৈল তার চিত্তে ॥ কৃষ্ণ পদে কান্তা বুচ  
 কুঙ্কুম লাগিল । সেই যে কুঙ্কুম পঙ্কু হুণেতে ভরিল ॥ সেইত  
 কুঙ্কুম তারা লেপয়ে হৃদয়ে । তার স্পর্শে তা সবার ব্যাধি  
 দূর হয়ে ॥ কৃষ্ণ বধ কৈল যত যত দৈত্যগণে । তার পত্নী  
 রাণী সব পুলিন্দের মনে । গোবর্দ্ধনে রহে কৃষ্ণ লীলার স-  
 মর । দেখিয়া আনন্দে কৃষ্ণ ভবন করয় ॥ বৈরিগণ পত্নী  
 সব মুক পাইল মনে । কহে সবে লাভ হৈল পতির মরণে ।

যে সব অম্বর কংস মদ বাড়াইল। এখন না জানি তারা কোন  
স্থানে গেল। এই রূপে কৃষ্ণ গুণ অনন্ত অপার। নানা লীলা  
মহিমার কে করিবে পার ॥ তার তার কণা মাত্র পরশ  
করিয়া। শুদ্ধতা করিয়ে মাত্র নিজ বাক্যচরে ॥ এই রূপে  
শুক শারী কৃষ্ণ গুণ গণ। বর্ণনা সমুদ্রে মাঝে করিল মর্জ্জন  
প্রকৃতি তনু মন আনন্দ হিলোলে। স্থখ পায়ে রাখা কৃষ্ণ  
গুণ পুনঃ বলে ॥

যথারাগঃ । নবায়ুদ জিনি দ্যুতি, দলিত অঞ্জন কঁাতি,  
ইন্দ্র নীলমণি জিনি তনু। পীতাম্বর পরিধান, বিজুরী কুঙ্কুম  
ঠাম, সূর্যোদয় যেন প্রাতে জন্ম ॥ সখি হে সুরমধুর মুরতি  
গোবিন্দ । সদা মন্দঃ হাসি, উগরে অমিয়া রাশি, স্মৃতিতল  
জিনি কত চন্দ্র ॥ ৩ ॥ কপূর চন্দন গণ, মুগমদ বিলেপন,  
প্রতি তনু শোভয়ে যরারিকপূর বদন ইন্দ্র গর্ভ হরে শঙ্ক  
চান্দ, বহু কত মাধুর্য মাধুরি ॥ মকর বুড়ল গণ্ডে, তাণ্ডব  
করায়ে রঙ্গে, বাঢ়ায়ে বল্লবী গুড়ভাব । প্রেম রত্ন আভরণ,  
বন্ধতায় সখীগণ, তাহাতে মানয়ে বহু লাভ ॥ লোকপাল সুব-  
ন্দিত, কাল সৃষ্টি অবিরত, গৌরব রাখয়ে বিপ্রগুণে । নিত্য  
নব্যরূপ বেশ, মনোহর কেলি দেশ, নন্দ কেলি মিত্র বন্দ সমে  
ইন্দ্রের নন্দন বন, গুণ জিনি বন্দাবন, সদা কৃষ্ণ যাতে  
বিলসয়ে । ইন্দ্রের নাশিলা গর্ভ, কালিমদ কৈল খর্ক, বলে  
কংস সবংশে যাতে ॥ আত্ম কেলি রুচি করি, ভকত চা-  
তকা বলি, পূর্ষ করে প্রতি ক্ষণে ক্ষণে । বীর্য শীল লীলা  
যত, আত্ম ঘোষ বাসী কত, আনন্দিত করে জনে জনে ॥  
কুঞ্জরাস কেলিগণ, সুখা করি নির্মল, রাখিকা তোষণ করে  
যাতে । করে নানা পরিহাস, রাখা সহচরী পাশ, সখীগণ  
সন্তোষ করিতে ॥ কৃষ্ণ প্রেম শীল কেলি, সূকীর্তি মোহন  
মেলি, বিশ্বচিত্ত চন্দন সমানে । করি রাসকেলি খেলা, নিজ-  
শুদ্ধ ভক্তি মেলা, দেখাইল শুদ্ধ ভক্ত গণে ॥ রূপ বেশ চিত্র-  
ঠাম, মন্থন নাম, বহয়ে লাভণ্য রূপ রাশি । আপন নয়ন

কোণে, যত ব্রজাঙ্গনা গণে, তাব বন্দ ছদি পরকাশি ॥ রাই  
পুষ্প উঠাইতে, কৃষ্ণতারে পরশিতে, তষিত হৃদয় হয়ে  
যায় । রাই প্রেম বাম্য মুখ, সুরম্য নয়ন মুখ, দেখি কৃষ্ণ  
কোটি মুখ পায় ॥ রাই বক্ষ সূচন্দনে, কৃষ্ণ অঙ্গ বিলৈপনে,  
যে আনন্দ তার নাহি ওরে । বল্লবেশ সূচন্দন, চরণ কমল  
ধূ, দাস্য দান করহ আমারে ॥ শ্রীরাধিকা সূবল্লভ, লক্ষ্মী আদি  
সুহৃদ, বেই ইহা সদা পান করে । রাধাকৃষ্ণসঙ্গানন্দ,  
হৃন্দাবনে সখী হৃন্দ, সঙ্গে দৌহা পদ সেবাচরে ॥ অনন্ত  
মহিমা গুণ, রূপেত না হয় উন, কেবা পারে করিতে ব-  
র্ণন ॥ দিগ মাত্র দেখাইতে, কিছু প্রকাশিল ইথে, কহে  
দাস এ বহুনন্দন ॥

পুনর্যথা রাগঃ । স্বর্ণপদ্ম কুঙ্কুমাজ, গর্ভহারী গৌর  
দীপ্ত, গোরোচনা গঞ্জন রাধিকা । কপূরাজ গন্ধ বন্দ,  
কীর্ত্তি নিন্দি অঙ্গ গন্ধ, গোবিন্দ বাঞ্জিত সুরাধিকা ॥ বন্দ  
রাধা রূপ গুণগণে । অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড মাঝে, যত লক্ষ্মীগণ  
আছে, মাগে যার পদ গুণ কণে ॥ ক্রু ॥ চন্দন উৎপল চন্দ্র  
জিনি স্নিগ্ধ রাধা নিতম্বিনী । কৃষ্ণ আত্ম স্পর্শ দেই, কানি  
ভাপি বিনাশই, কৃষ্ণ মুখী করে সুবদনী ॥ বিশ্ব সতী বন্দ্যা  
রমা, সে নহে যাহার সমা, রূপ নব্য যৌবন সম্পদা । শীল  
ততি মনোহরা, সুশীল অধিক তরা, নাশে কৃষ্ণ কামতাপ  
সহা ॥ রাসে নৃত্য সুসঙ্গতা, নর্ম্ম কলা সুপাণ্ডিতা, প্রেমরস  
রূপ যে অধিকা । সঙ্গুনাদি সুমণ্ডিতা, বিশ্ব নব্য সুদ্রো-  
হিতা, গোপী বন্দ নিয়োজে অধিকা ॥ শ্বেদ কম্প কণ্ট-  
কাদি, অঙ্গ হর্ষ গঙ্গাদাদি, কৃষ্ণ বাম্য ভাব বিভূষিতা । নানা  
রত্ন আভরণ, প্রতি অঙ্গে বিধারণ, কৃষ্ণ নেত্র করয়ে ভূষিতা  
কৃষ্ণ বৃত্তি সর্ব্বকণে, দৈন্য সচাপল্য গণে, তাব বন্দ রহয়ে  
মোহিতা । যত্ন লক্ষ কৃষ্ণসঙ্গ, নানান বিলাস রঙ্গ, করি  
শীঘ্র না হয় নিগতি ॥ এইত রাধিকা গুণ, যেবা গায় অনু-

অগ্ন, সেই জন পার সে চরণ । শৈলজাদি নারীগণ, হুল্লভ  
যে সব ধন, রাধাকৃষ্ণ চরণ সেবন ॥ সঙ্গে সব সখীগণ, রাধা  
কৃষ্ণ সুসেবন, করয়ে বা করয়ে অদন, বৃন্দাবন মাঝে রহে,  
এ যদুনন্দন কহে, হয়ে দৌল্য দাসের ভাজন ॥

শুক শারী মুখে এই কৃষ্ণ গুণমালা । বর্ণন শুনিয়া সবে  
আনন্দ পাইলা ॥ আনন্দ সমুজ মাঝে মগন হইলা । বি-  
স্ময় পাইয়া মনে কণেক রহিল ॥ গোবিন্দ চরিতামৃত কথা  
রসময় । সদা পান করে সেই ভাগ্যবান হয় ॥ রাধাকৃষ্ণ  
পাদিপদ্ম সেবা অভিলাষে । এ যদুনন্দন কহে মধ্যাহ্ন  
বিলাসে ॥

ইতি শ্রীগোবিন্দ লীলামৃত মধ্যাহ্ন বিলাসে শ্রীরাধাকৃষ্ণ  
গুণ বর্ণনং নাম সপ্তদশ সর্গঃ ॥ ১৭ ॥

অথ প্রীতেশ্বরী কীর মাদয়ে বৎসলাকরে ।  
অপাঠয়ল্লালয়ন্তী তবৈ কৃষ্ণ শারিকাম্ ॥

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ । জয়দ্বৈতচন্দ্র জয়  
গৌরভক্ত বৃন্দ ॥ জয় জয় শ্রীকৃপা জয় শ্রীসনাতন । জয় জয়  
শ্রীরঘুনাথ ভট্টের চরণ ॥ জয় শ্রীগোপাল ভট্ট ভক্তগণ মুখ  
জয় রঘুনাথ শ্রীজীব জীবনাথ ॥ জয় বৃন্দা ঠাকুরাণী জয়  
ব্রজবাসী । জয় রাধাকৃষ্ণ লীলা সদা সুধারামি ॥ জয় ব্রজা-  
বুন্দা গণ রাধা সখীবৃন্দ । সবে প্রেমদাতা রাধাকৃষ্ণ পদবৃন্দ  
অতঃপর প্রীত হঞা রাধা সুবদনী । লালন করয়ে শুক লয়ে  
নিজ পাণি ॥ তৈছে কৃষ্ণ শারী পক্ষ লয়ে নিজ করে ।  
বাৎসল্যাদি করি ছে পড়ায় দোহায়ে ॥ কীর লয়ে প্রথমে  
পড়ায় সুবদনী । সবার আনন্দ হৈল যেই কথা শুনি ॥

যথারাগঃ । পড় কীর্তীর বীর, নিরদাত তনু খীর,

গিরীন্দ্র ধরিল রসরাজে । সদা যেই কুণ্ড তীরে, মনোহর  
 স্কুটিরে, বিলম্বে স্মোহন রাজে ॥ কহ রসকম্পিত রুণ্ডাম  
 অপাঙ্গ ইঙ্গিতে কত, কুলবতী উনমত, ব্রজনারীর কলঙ্কের  
 ঠাম ॥ ক্র ॥ সুসঙ্গুণ মণি মূল, তরুণী মাদক পুর, সুমধুর  
 মধুর অধরে । সুন্দর শেখর বর, শুঁচি রস সুসাগর, ব্রজকুল  
 নন্দন নাগরে ॥ অঘবক শকটক, ভব ভয় বিনাশক, কমলজ  
 পদ হর পদে । চরণ কমল দল, প্রণত শরণ ফুল, পাড়  
 মুখজয় জয় নাদে ॥ সুন্দর নূপুর ধ্বনি, কলহংস ধ্বনি জিনি  
 সর্বগুণ গম্ভীর সুরারি ॥ সুরারি গণের বীর, পার্বত ধারণ  
 ধীর, হীরা হারে কণ্ঠের মাধুরি ॥ বিহরে কালিন্দী জলে,  
 অতি রস সুকল্লালে, সুমত্ত বারণ রসরাজে । রমণী করিণী  
 সজে, মোহন বিলাস রজে, গিরি কুঞ্জ মন্দিরে বিরাজে ॥  
 বিলাস অমৃত সিন্ধু, তরঙ্গের এক বিন্দু, ত্রিভুবন পরশে মা  
 তার । চঞ্চল কুণ্ডল যুগ, সে গোবিন্দ পদযুগ, চিত্ত কীর  
 দীপ্ত রসকায ॥ কহ কৃষ্ণ সুখাগার, সর্ব সুখমায়াগার, ব্রজ  
 নারীগণ প্রাণ সম । এ যত্ননন্দন মনে, বিচার করিয়া গণে,  
 তেঞি লাগি তুষা এত ভ্রম ॥ **যতন**

পুনর্যথা রাগঃ । কৃষ্ণ কহে শুন শারী, স্তব কর মনো  
 হারী, বারিজবরণী ধনী রাধে । জগন্নারী গর্বহারী, গুণ  
 দাজী সুকুমারী, কৃষ্ণপ্রিয়া নাথে কৃষ্ণসাধে ॥ সখি হে সকল  
 রমণী মণি রাই । প্রিয়াগণ কত মোর, তাহাতে নহিল ওর  
 সবা হৈতে যেহ অধিকাই ॥ ক্র ॥ সুনাগরী সুরাধিকে  
 কৃষ্ণ চিত্ত মরালিকে, কহ সারী ধনী তুহু ধন্য । ত্রিজগত্ত-  
 রুণী শ্রেণী, কলা শিক্ষা শিষ্যামানি, ভুবন ভরিল যশবন্যা  
 সব গুণমণি খানি, প্রেমসুধামণি ধনী, ত্রিভুবন মধ্যে সাধী  
 বন্দ্যা । ভুবন পূজিতা ধনী, বৃন্দাবন রাজরানী, লক্ষ্মী জিনি  
 স্বয়ং লক্ষ্মী ছন্দা ॥ সর্ব সুলক্ষণময়ী, সুসঙ্গুণ সুসঙ্গরী, অন্য  
 প্রাণরী পুনরমলা । অজিত কমল বশ, হেন প্রেম সুধারস,  
 স্বয়ং লক্ষ্মী আর সব কলা ॥ রাসে নৃত্য বেশ হাস, সৎক-

লাদি গুণাবাস, প্রেম নব্য রূপ ভব্য ধ্বনি । বল্লবীগণের ঙ্গশ  
নাগরেন্দ্র অহর্নিশ, পুরে বাজ্য রাধা গুণমণি ॥ ধরাধর  
ধারী ধর, ধুরন্ধর বর বীরধরি ধরি রাধার অধরে । নিজা  
ধর ধরি ধরি, নিজ বাজ্য পূর্ব করি, অনুক্ষণ ভাবয়ে অন্তরে  
কুণ্ড তীরে তীরে স্নিতি, করিতে একজ স্থিতি, ত্রমে কৃষ্ণ  
রাইর লাগিয়া । তীরে তীরে গান করে, না পাইলে প্রাণ  
পুড়ে, পড় শারী এ সব कहিয়া ॥ कह রাই কৃষ্ণ প্রাণ, রাই  
কৃষ্ণের দুঃখন, রাই কৃষ্ণ গলে চম্পু মালা । এ যত্ননন্দন মনে  
কহে এই নহে আনে, যাতে রস সুরঙ্গ ধরিল ॥

কৃষ্ণ হস্ত হৈতে শারী রাই করে গেলা । তৈছে শুক কৃষ্ণ  
হস্তে যাইয়া পড়িল ॥ তবে রাই পুনর্বার শারীকে পড়ায়  
শুনি সখী সবার মনসক্স সুখ পায় ॥ পড় শারী কৃষ্ণ লীলা  
অতি নিরমল । চন্দন করকা হীরা চন্দ্র মোহ করে ॥ ত-  
মাল নিরদ অলি নিজ অঙ্গ ভাস । রস জিনি মকরন্দ সূপদ্র  
বিকাশ ॥ নর্তক গোবিন্দচন্দ্র কীর্তি বংশীযুগে । জঙ্কর ক-  
রিল ছুদি বংশ নারীগণে ॥ সরসীর চিত্তে যেন সরালীর  
ধ্বনি । শুনিয়া উন্নত হয় মনিয়া কিস্কিনী ॥ সুশীল বনিতা  
যত গোপ নারীগণে । নীবি বিস্ময়সয়ে যায় মুরলীর গানে ॥  
শুন শারী তারে স্তব কর সাবধানে । মঙ্গল হইবে সব যা-  
হার স্তবনে ॥ তবে কৃষ্ণ কহে কীর পড় সাবধানে । যাতে  
সুখী হয় মন সর্ক জন শুনে ॥ কৃষ্ণের অগ্রেতে সব গোপ  
সাধীগণ । চিত্তের সহিতে ব্যক্ত না করে স্তবন ॥ সরস কু-  
টীরে দোলা বিলাস করিতে । গোবিন্দ বিহরে সব রমণী  
সহিতে ॥ পদ্মতলে নিবী তার কণা যে পবন । মন্দং লঞা  
তাহা সুখী করে মন ॥ পড় কীর সখী সঙ্গে প্রতি দিনে  
দিনে । উৎকণ্ঠাতে আসি সঙ্গ করে কৃষ্ণ মনে ॥ পড় কীর  
কৃষ্ণচন্দ্র রাধিকা আনন । যেই তেই আর্তি করি করিল চু-  
ষন ॥ সেই হৈতে ওষ্ঠাধর ভষিত হইল । নিরন্তর তৃষ্ণ তার  
কণে না ফুটিল ॥ এই রূপে শুক শারী দৌহে পড়াইল ।



ভ্রাক্ষা সূদাভিম্ব বীজ খগে খাওয়াইল ॥ প্রীত হয়ে দৌছে  
দৌড়া রনন্দা হস্তে দিল । সে শুক শারিকা রক্ষ ডালেতে  
বসিল ॥ এথা পাশা খেলা ইচ্ছা হইল দৌহার । সূদেবীর  
হরিৎ কুঞ্জে প্রবেশ সবার ॥ চিত্রকোঠা আছে তার নিকটে  
আমন । কৃষ্ণ এক দিগে অন্য রাই সখীগণ ॥ হিতদায়উ-  
পদেশে বটু আর ললিতা । সূদেবী সুবল পাশ্বে চালন  
অধিকা ॥ নান্দীমুখী কুন্দলতা মধ্যস্থ হইলা । শ্যাম পীত  
পাশা গোরী শ্যাম যে লইলা ।

যথা রাগঃ । রাধাকৃষ্ণ পাশা খেলে, নিজ চিত্ত কুতু-  
হলে, পণ কৈল মুরঙ্গ হরিণী । পাইলে গোবিন্দ জিনে,  
বটু আনদিত মনে, বান্ধি লৈয়া রাখে সে হরিণী ॥ সখি  
হে দেখ দেখ রাধাকৃষ্ণ রঞ্জে । পাশাটি ধরিয়া করে, নিজ  
জয় বাঞ্ছি ডোরে, তনু ভরে আনন্দ অন্তরে ॥ ১ ॥ রাধা-  
কৃষ্ণ খেলে পুন, মুরলী পাশক পণ, দ্বিতীয়া জিনিলা সুব-  
দনী ॥ আনন্দে ললিতা যাঞা, কৃষ্ণ হাতে হৈতে লৈয়া,  
লুকাইয়া রাখে বংশী আনি ॥ কৃষ্ণ রাধা পুনর্বার, খেলে  
পুনঃ দুই হার, হেনকালে বটু মিথ্যা করি । কৃষ্ণ উপদেশ  
দানে, জিনিবার অনুরোধে, কহে কৃষ্ণ নার এক শারী ॥  
কলোত্তি শারিকা শুনি, ভয়ে কহে ঠাকুরাণী, বৃক্ষ শাখা  
আগে উড়ি যায় । রাধাকৃষ্ণ তাহা দেখি, কৌতুকে মিলিয়া  
আঁখি, হাসে তবে আনন্দ হিয়ায় ॥ হাসে কোলাহল রনে,  
সবসখীগণহাসে, হেনকালে কৈতবী শ্রীহরিচীনদানে পাশা  
নারে, হানি কৃষ্ণ ডাকি বলে, জিনিলাম দেখে বিচারি ॥  
তাহা শুনি সুনয়নী, দান পেলে মনোমানি, কৃষ্ণ পাশা  
সে দানে বান্ধিলা । পাশা বান্ধি হাসে যুগলী, কহয়ে জি-  
নিল আনি, দেখিয়া ললিতা মুখী হৈলা ॥ কৃষ্ণ হার লৈতে  
বনী, পাশাররে নিজ পায়নি, কট কর বারে নিজ করে ।  
বটু কুন্দলতা মনে, সুবল আর সখীগণে, হাস্ত সহ বদবিদ  
করে ॥ বৃন্দানান্দীমুখী নাখে, কহে মধ্যস্থের কাষে,

অন্য চিতে কিছু দেখি নাই । সাম্য হও দুই জনে, হার রহু  
 দুই স্থানে, পুনঃ খেল কলহ ঘুচাই ॥ চতুর্থে রাখিলা পণ,  
 নিজ সহচরীগণ, রাখিকার জয় অনুমানি ॥ বটু সশক্তি  
 হিয়া, চালে পাশা শঙ্কা পাঞা, গোবিনদের হীন দান  
 জানি ॥ জিনিল জিনিল কহি, এক কৈল পাশা দুই, দেখি  
 রোষ কৈলা সখীগণে । বটুকে বন্ধন কাষে, সব সখীগণ  
 মাজে, অত্যন্ত কলহ বটু সনে ॥ পাশা রহু কৃষ্ণ কহে, চা-  
 লিতে কলহ হয়ে, প্রবর্ত্ত হওত খেলাদায় । কিবা ফেল  
 তুমি দান, আমি ফেলি মনোমান, দান মধ্যে জয় পরা-  
 জয় ॥ বিত্তি বিদ্রু দুই চারি, দশ বামফাদি করি, এই পঞ্চ  
 দান যে তোমার । পাচতি চৌপঞ্চ আর, সদা দোরা চারি  
 সার, দুই আদি বিষয়া আমার ॥ যে দান পড়য়ে এবে,  
 যেই জন জিনে তবে, তত অঙ্গ সে জন লইবে । এই সব  
 পণ করি, খেলা আরম্ভিলা হরি, ভ্রমে এই পণ কৈলা সবে  
 রাই ফেলাইলা দান, পড়িল সে দশ দান, দেখি হাসে সব  
 সখীগণ । বিষণ্ণের প্রায় হরি, কহে রাই মুখ হেরি, জিনি-  
 লেত লও নিজ পণ ॥ বাছ বাছ কর এক, বুকে বুকে পর-  
 তেক, কটর কর অধরে অধর । গণ্ডে গণ্ডে এক কর, মোর  
 ওষ্ঠে ওষ্ঠ ধর, মুখে মুখ কর আপনার । এত শুনি হাসি  
 ধনী, কুন্দলতা প্রতি বাণী, কহে শুন সখী কুন্দলতা । খে-  
 লাতে জিনিল আমি, জিত অব্য লও তুমি, করি নিজ স-  
 ক্ষের সঙ্গতা ॥ তবে কৃষ্ণ ফেলে দান, পড়িল চৌপঞ্চ দান  
 হরষিতা কুন্দলতা কহে । কৃষ্ণ জয় লেশ পায়ে, মহা মহো  
 ৫মুক হৈয়ে, অতি গর্ব্ব বাণী প্রকাশয়ে ॥ নয়ন যুগল আর  
 কপোল যুগল ফেলিল, কুচযুগ দন্ত বাস মুখে । নিজাধর ওষ্ঠ  
 দিয়া, এই অঙ্গ পরশিরা, নিজ পণ লও তুমি মুখে ॥ রাখিকার  
 দশ দান, আছে কুন্দলতা স্থান, ললিতা কহয়ে তাহা জানি  
 চৌপঞ্চ তোমার দান, শুন কৃষ্ণ মনোমান, কুন্দলতা স্থানে লও  
 তুমি ॥ তবে যে রহিল এক, পাছে হবে পরতেক, কোন দানে

শোধ দিব তার। শুনি হাঁসে সখীগণ, কুন্দলতা আনমন,  
 এই মত নানা রঙ্গ হয় ॥ শুনি কুন্দলতা বলে, ললিতা ক-  
 পোল মূলে, মেদান রাখিয়া আছি আমি । শুন কৃষ্ণ যত্ন  
 করি, আপন অধর ধরি, নিজ পদ লও বলে তুমি ॥ শুনি  
 কুন্দলতা বাণী, হরষিত ব্রজমণি, ললিতা চুঘন মুখী হৈলা ।  
 হেনকালে হাসি ধনী, সুদর্শ বামঞ্চ বাণী, কহিয়া পাশাটি  
 ফেলাইলা ॥ শুনি কৃষ্ণ ছল করি, যে আজ্ঞা তোমার বলি,  
 বামগণ্ডে ললিতা দংশয় । বিমুখী ললিতা অতিশয়েই কুন্দ-  
 লতা প্রতি, ক্রোধিত হইয়া অতিশয় ॥ তবে কৃষ্ণ রাই প্রতি,  
 কহেন আনন্দ মতি, খেলাতে জিনিল দেও পদ । এত কহি  
 নিজ মুখে, ধরি রাই মুখমুখে, অতিশয় করেন চুঘন ॥ চঞ্চল  
 নয়নধনী, তৎসে গদ গদ বাণী, সম্মিত রোদন মিশ্র তাতে  
 কুটিল ভুরুর ভঙ্গী, কৃষ্ণ তাহা দেখি রঙ্গী, নিবारे ধনী কৃষ্ণ  
 কর হাতে ॥ নানান প্রবন্ধ করি, পাশা খেলি শ্রীহরি, প-  
 রম প্রেরণী করি সঙ্গে । হাস পরিহাস রমে, অমৃত সাগরে  
 ভাসে, এ যদুনন্দন কহে রঙ্গে ॥

এইরূপে কৃষ্ণ পাশা খেলে প্রিয়া সহে । সূক্ষ্ম কীর শারী  
 আইলা হেনই সময়ে ॥ আমি কহে জটিলার আগমন হৈল  
 জটিলার নামে সবে শঙ্কা বহু পাইল ॥ নমোভিধ কুঞ্জে সবে  
 শীঘ্র চলি আইলা । কুন্দলতা সেইখানে গোবিন্দ রাখিলা  
 রাই লয়ে আইলা সূর্য্য মন্দির তিতরে । পশ্চাৎ আসিয়া  
 তথা জটিল উত্তরে ॥ আমি কুন্দলতা প্রতি কহে ব্যাজ কেনে  
 কুন্দলতা কহে বিপ্র না মিলে এখানে ॥ সবে একবিপ্র আসে  
 যুবতিগণ । করিয়া লইয়া গেলা তারে নিমন্ত্রণ ॥ গর্গ শিষ্য  
 এক আইলা মথুরা হইতে । বিশ্বশর্মা নাম সূর্য্য পূজার প-  
 ণ্ডিতে ॥ কৃষ্ণ বাক্যে কৃষ্ণ মনে বনে ধেনু পালে । শ্যাম-  
 কুণ্ডে আইলা সবা স্নান করিবারে ॥ প্রার্থনা করিয়া তারে  
 আনিবার কালে । বটু তারে কটু কহি আসিতে না দিলে ॥  
 তোমার কটুতা কথা পথে শুনাইল । এইত কারণে বিপ্র

এথা না আইল ॥ রুদ্রা কহে এবে **তিহো** আছে কোন স্থানে  
 কুন্দলতা কহে ফিরে শ্যামকুণ্ড বনে ॥ পুনঃ রুদ্রা কহে যায়ে  
 আন যত্ন করি । তেহোঁ কহে না আইসে তুয়া দোষ বলি ॥  
 তবে **রুদ্রা** যত্ন করি ধনিষ্ঠারে বলে । একা না আইসে তবে  
 আনহ দোহারে ॥ মিষ্টান্ন ভোজন বহু দক্ষিণা সহিয়া । আ-  
 নহ তাহারে মধু মঞ্জলে লইয়া ॥ এই কপে রুদ্রা যদি দুই  
 তিনবারে । যত্ন করি কহিলেন বটু আনিবারে ॥ শুনিয়া ধ-  
 নিষ্ঠা শীঘ্র গমন করিলা । ব্রহ্মবেশে বেদ মৃত্তি কৃষ্ণ লয়ে  
 আইলা ॥ বটু সঙ্গে করে যদি গোবিন্দ আইলা । **রুদ্রা** মান্য  
 পূজা তার অনেক করিলা ॥ তিহোঁ তারে আশীষাদ অ-  
 নেক করিলা । পুত্রবধু ধেনুগণ মঞ্জল কহিলা ॥ পুজারন্তে  
 কৃষ্ণ তবে পুছে **রুদ্রা** নামে । কি নাম বধুর তাহা কহত  
 আপনে ॥ **রুদ্রা** কহে রাধা নাম বিখ্যাত ইহার । শুনি কৃষ্ণ  
 মনে অতি হৈল চমৎকার ॥ কৃষ্ণ কহে এহো হয় সেই গুণ-  
 বতী । যাহার সতীত্ব যশঃ ভুবনে মেয়াতি ॥ মথুরা নগরে  
 শুনি গুণগ্রাম যার । ধন্য ভূমি **রুদ্রা** হেন বধু সে তোমার ॥  
 এত কহি রাই প্রতি কহেন মুরারি । শিরারত বস্ত্রে মিত্র-  
 পূজা নাহি করি ॥ কুন্দলতা রাই শিরের বস্ত্র নামাইলা ।  
 শোভা দেখি কৃষ্ণ অঙ্গে পুলকে ভরিলা ॥ কহে নারী না  
 পারশি যাজ্ঞিক লাগিয়া । বরণ করহ আমা কুশাগ্র ছুঁইয়া  
 জগত মঞ্জল গোত্র মোর উচ্চারহ । শুচি বিপ্রবর শুচি পুন-  
 র্কার কহ ॥ ভূমি বিশ্বশর্মা পুরোহিত যে আমার । মিত্র-  
 পূজা কাষে কৈলু বরণ তোমার । তবে কহতাস্থ্য অতুলি  
 অন্ধকার । অনুরাগী লাগি তাহা করহ সংহার ॥ আগে  
 মিত্র পদ্মিনীর শ্রবাক্ষর ভূমি । তোমার চরণদ্বয়ে প্রণমিয়ে  
 আমি ॥ এই মন্ত্রে পাণ্ড অঘ আচমনী দিয়া । নমস্কার  
 কর নমো মিত্রায় বলিয়া ॥ তবে কহ গৌরাংসুক তব  
 পূজাচরি । পূর্ব কর যাহা আমি অভিনায করি ॥ স্তুতি বেদ  
 পাঠ করে সে মধুমঞ্জলে । পূজা পূর্ব দিয়া রাই প্রতি কিহু

বলে ॥ গোপতি যজ্ঞের পূর্ব হইল তোমার । নিজ গোত্র  
 পুরোহিতে অর্পণ বিচার ॥ আমাকেত গোধনাদি দেহস্থ  
 করি । এত শুনি রুক্মা আনি দিব্য পাতে ভরি ॥ রাধিকার  
 স্বর্ণাঙ্গুরী নৈবেদ্যের সঙ্গে । আনন্দে দক্ষিণা দিয়া কৃষ্ণ বল  
 রঞ্জে ॥ রুক্মাভক্তি দেখি কৃষ্ণ কহেন হাসিয়া । কি কাষ নৈ-  
 বেদ্য স্বর্ণ অঙ্গুরী লইয়া ॥ একান্ত বৈষ্ণব আমি অন্য দেব  
 শেষ । তক্ষণ করি ইহা জানিহ বিশেষ ॥ শুদ্ধরতি করি  
 অন্য বর্ননা ॥ গর্গ মুনির শিষ্য আমি সর্বজ্ঞ হইয়ে ॥  
 জ্যোতির্মু সামুদ্রিক আমি জানিয়ে সকল । ব্রজবাসী প্রতি  
 মোর দক্ষিণা কেবল ॥ তবেত জটীলা গুণ শুনিয়া তাহার ।  
 কুন্দলতার কর্বেলাগি পুছয়ে বিচার ॥ তবে কুন্দলতা আমি  
 কহে কৃষ্ণ কাছে । বধুহস্ত দেখি ফল বল রুক্মা যাচে ॥ কৃষ্ণ  
 কহে আমি কভু যুবতীর অঙ্গ । দর্শন না করি এই আছয়ে  
 নিকর ॥ তথাপিহ তোমা সবার আগ্রহ লাগিয়া । দূরে  
 হৈতে মেল তুমি হস্ত তার গিয়া ॥ তবে কুন্দলতা রাই হস্ত  
 প্রসারিল । দেখি কৃষ্ণের কম্প অঙ্গ পূলক হইল ॥ অত্যন্ত  
 বিস্ময় হর্ষ আচ্ছাদন করি । কহে স্বর্ণ লক্ষ্মী চিহ্ন সকলি  
 ইহারি ॥ ইহৌ যবে যারে হয় প্রসন্ন নয়ান । সব সুসম্পত্তি  
 তবে হয় বিত্তমান ॥ যেখানে রহয়ে এই বধু বে তোমার ।  
 সেখানে সম্পত্তি সব মঙ্গল সঞ্চার ॥ কিনাম তোমার পু-  
 ত্রের কহত নিশ্চয় । রুক্মা কহে অভিমান্য নাম তার হয় ॥  
 তার নাম শুনি কৃষ্ণ গণনা করিলা । গণনা করিয়া অতি  
 চিন্তিত হইলা ॥ তুরা পুত্র আয়ু মধ্যে বল বিঘ্নষণ । আছয়ে  
 দেখি আমি করিয়া গণন ॥ এই সাধী প্রভাবেত বিঘ্ন নাহি  
 হয় । এত শুনি রুক্মা চিতে আনন্দ বাড়ায় ॥ রাই রত্ন স্মৃ-  
 ত্তিকা মূল্য নাহি যার । সন্তোষ পাইয়া ধরে আগতে তা-  
 হার ॥ এইত সময়ে তথা সুবল আইলা । চল বিশ্বদর্শী  
 তোমা কৃষ্ণ বেলাইলা ॥ পয় ফেণ ফল আদি ভোজন লা-  
 গিয়া । তোমার অপেক্ষা করে সামগ্রী লইয়া ॥ তিহো

কহে অন্যরজল অন্ন না খাইয়ে । ব্রাহ্মণের গৃহে আমি ভো-  
 জন করিয়ে ॥ গর্গকন্যা আমা আজি নিমন্ত্রণ কৈল । শীঘ্র  
 তথা যাই এই নির্ণয় কহিল ॥ শুন বটু লও তুমি নৈবিদ্যাদি  
 যত । শুনিতেই বটু মনে হৈল হরিষত ॥ বৃন্দাকে কহেন  
 স্বস্তি বাচন দক্ষিণা । আমাকেত দেহ মিত্র পূজা যজ্ঞ পূর্ণা  
 শুনি বৃন্দা নিজ হেমাঙ্গুরী তারে দিল। তাহা পায়ে নিজ  
 বক্ষ বহু বাজাইলা ॥ নৈবেদ্য লইয়া নিজ অঞ্চলে বান্ধিলা ।  
 বৃন্দার প্রার্থনায় কৃষ্ণ কহিতে লাগিলা ॥ দক্ষিণা না নিলে  
 নহে ত্রৈলোক্য পূর্ণতা । কৃপা করি লও তুমি দক্ষিণা সর্বথা ॥  
 তোমার না রহে কাষ দিবে অন্য দ্বিজে । না লইলে ত্রি-  
 নীর অমঙ্গল ভজে ॥ এত শুনি হাসি মৈত্রীমধু মুগ্ধন ।  
 অঞ্চলে বান্ধিয়া দুই মুদ্রিকা সুন্দর ॥ কৃষ্ণ নিবেদনে তারে  
 কহে যত দোষ । আমার সকল দাও কহে অনন্তোষ ॥ ত-  
 বেত জটীলা কৃষ্ণে কহে মান্য করি । যবে আইস মোর  
 ভাগ্যে এই ব্রজপুরী ॥ সূর্য্য পূজাইবে নিতি আমার বধুরে  
 অনেক দক্ষিণা দিব বলিল তোমারে ॥ এত কহি বৃন্দা কৃষ্ণে  
 প্রণাম করিলা । বটুকে প্রণামি মুখে গৃহেতে চলিলা ॥ রাধিকা  
 সুন্দরী সব সখীগণ লৈয়া । চলিলা আপন গৃহে বিমনা হ-  
 ইয়া ॥ ললিতার সঙ্গে কথা আলাপন ছলে । গ্রীবা ফিরা-  
 ইয়া কৃষ্ণ মুখাজ নেহালে ॥ পুনঃ পিয়ে কৃষ্ণ মুখাজ মা-  
 ধুরী । তৃপ্ত নহে তৃষ্ণা বাড়ে নয়ন চকোরী ॥ রাই তনু হেম-  
 যটি অতিমনোহর । পূর্ব কৈলা মিত্র কৃষ্ণ রস লীলা ॥  
 তাহা দেখি সখীগণ মনরস বৃন্দ । জুড়িয়ে মগন চিত্ত প-  
 রম আনন্দ ॥ সেই রাই তনু এবে গোবিন্দ বিরহে । বিরস  
 বর্ণনা দেখি সখী তাপ পায়ে ॥ রাধিকার সঙ্গে চন্দ্রে গোবি-  
 ন্দ তনু প্রকুল হইল নীল উৎপল জন্ম ॥ এবে রাই বিচ্ছে-  
 দার্ক উদয় হইল । সেই কৃষ্ণ তনুক্ষেণে ম্লান হৈয়া গেল ॥ এছে  
 কৃষ্ণ সখা সঙ্গে বিমন হইয়া । সখীগণ মাঝে শীঘ্র উত্তরিল  
 গিয়া ॥ সখীগণ ধায়ে আসি কৃষ্ণ পরশয় । আমি আগে

ছুইল বলি হুটু হৈয়া কর ॥ সখা কহে গেলা আমা সবাকৈ  
ছাড়িয়া । বহু দুঃখ পাইল তবে তোমা না দেখিয়া ॥ তো-  
মার বিচ্ছেদ দুঃখ মহনে না যায় । ব্যক্ত কাটিন্যতা তুরা ন-  
হিল হিয়ায় ॥ অত্যন্ত বৈকল্য পায়ৈ তোমা অনেধিতে ।  
গমন উষ্যোগ মাথ লাগিল করিতে ॥ হেনই সময়ে তুমি  
ক্ষণার্কে আইলা । আসিয়া কৌমল্য প্রেম প্রকাশ করিলা ॥  
রাধিকার সঙ্গে কৃষ্ণ মধ্যাহ্ন বিলাস । দুর্জিগাহ সুধানিকু  
লীলা মনোহান ॥ পারাবার শূন্য সর্ব রসময় লীলা ।  
শ্রীকপালুগ্রহ বায়ু যে কিছু আনিলা ॥ মোর ভাগ্যে তার  
কণা তটেত থাকিয়া । পরশ করিল আত্ম পবিত্র লাগিয়া ॥  
এইত কহিল <sup>হৈল</sup> ~~বহু~~ মধ্যাহ্ন বিলাস । গোবিন্দ লীলামৃতে  
যাহা হইল প্রকাশ ॥ কৃষ্ণদাস কবিরাজের কৃষ্ণ সঙ্গে স্থিতি  
লাক্ষ্যে দেখিয়া লীলা বিস্তারিলা অতি ॥ তাহার চরণদ্বয়  
করিয়ে বহু ~~সদা~~ তার পায়ৈ নহমোর অপরাধ ঘটনা ॥  
সমাপ্তি করিল এই মধ্যাহ্ন বিলাস । ইহা যেই শুনে তার  
সর্ব তাপ নাশ ॥

তথাহি । শ্রীচৈতন্য পদারবিন্দ মধুপ শ্রীকপ সেবা  
ফলে, দৃষ্টে শ্রীরঘুনাথ দাস কৃতিনা শ্রীজীব সঙ্কো-  
ক্ষেতে । কাব্যে শ্রীরঘুনাথ তট বরজে গোবিন্দ  
লীলামৃতে, সর্গোৎসাদশ সংখ্য এবনির গান্ধ-  
ধ্যাহ্ন লীলাময় ॥

গোবিন্দ চরিতামৃত অবশে মধুর । সদা আশ্বাদয়ে যার  
ভাগ্য পুঞ্জপুর ॥ রাধাকৃষ্ণ পাদপদ্ম সেবা অভিলাষে । এ  
যৎসন্দন কহে মধ্যাহ্ন বিলাসে ॥

ইতি গোবিন্দ লীলামৃতে পাশক খেলাসূর্য্য পুজাদি  
বর্ণনং নামঃ অষ্টাদশঃ সর্গঃ ॥ ১৮ ॥

তথাহি । শ্রীরাধাং প্রপুংগেহাং নিজ<sup>স্ব</sup>মুরণকৃতে ক্-  
 স্তনানোপহার্যং, সূক্ষ্মতাং রম্যবেশাং প্রিয়মুখ ক-  
 মলালোক পূর্ণ প্রমোদাং । কৃষ্ণক্লেবাপরাহ্নে ব্রজ-  
 মনুচরিতং ধেনু বৃন্দৈবর্যমৈঃ, শ্রীরাধালোক  
 তৃপ্তং পিহ<sup>স্ব</sup>মিলিতং মাহিমিষ্টং স্মরামি ॥

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য দয়াময় । জয় জয় নিত্যানন্দা  
 দ্বৈত প্রিয়জয় ॥ জয় কপেশ্বর জয় সনাতন প্রাণ । তোমার  
 চরণারবিন্দে ভক্তি দেহ দান ॥ দুর্দাসনা দুর্গতি দীন মুঞি  
 ছুরাচার । তোমা বিনে জিতুবনে বন্ধু নাহি আর ॥ কপা  
 কর দয়ানিধি লইনু শরণ । তোমা না ভজিনু মুঞি বড়ই অ-  
 ধম ॥ এবে কহ অপরাহ্ন লীলা রস ক্রম । বাহা শুনি সুখী  
 হয় ব্রজবাসীগণ ॥

যথারাগঃ । তবে রাই সখী মেলা, বিমনা গৃহেতে আইলা,  
 উপহার কৈলা কৃষ্ণ লাগি । অপরাহ্নে স্নান কৈলা, অজ  
 বেশ বনাইলা, কৃষ্ণ মুখ দেখি গেল আসি । পরম আনন্দ  
 ভরে, বনপথ নাহি হেরে, আগুবাড়ি দেখিলা গোবিন্দে ।  
 নয়নে নিমিষ পাড়ে, তাতে বিধি নিন্দা করে, এই রূপে  
 বাড়িল আনন্দে ॥ কৃষ্ণ অপরাহ্ন কালে, ধেনু মিত্র লৈয়া  
 চলে, ব্রজবাসী করিবারে সুখী । সখা সঙ্গে নানা রঙ্গ,  
 নানাবিধ কথা ছন্দ, শব্দ বেণু সাজে পাখা শিখা ॥ রাধিকার  
 মুখ দেখি, আনন্দে তরল আঁখি, অতি তৃপ্ত হৈয়া গেল মনে ।  
 পিতা আদি গুরুজনে, কৈল বহু লালনে, অনেক লালিলা  
 মাতাগণে ॥ এই অপরাহ্ন লীলা, সূত্র অতি মনোহরা, স্মরণ  
 করিয়ে হিয়া মাঝে । ইহার বিস্তার কহি, সম্বন্ধে পার্থ রসময়ী,  
 কহিতে না উঠে শঙ্কালাজে ॥

সব সখাগণ যদি কৃষ্ণ লাগি পাইলা । আপন স্বভাব সবে  
 প্রকাশ করিলা ॥ শূন্য দল বেণু বীণা সব সখা লৈল । নানান  
 লাবণ্য বেশে কৃষ্ণসেবা কৈলা ॥ মালাপানুলাপ কেহ প্রলাপ  
 করয়ে । কেহ বিপ্রলাপ করে সংলাপাদি ময়ে ॥ কেহ সুপ্র-



লাপ করে কেহ বিলপয়ে । কেহ অপ্রলাপ করে আনন্দ  
 হৃদয়ে ॥ অস্পষ্ট কহয়ে কেহ নিরন্ত ভাষিতে । কেহ মিথ্যা  
 কহে অন্যে প্রিয় সম্বন্ধিতে ॥ উপালভ্য কহে কেহ উৎকর্ষ  
 বচন । কেহ স্তুতি গর্ভ করে কেহত নিন্দন ॥ গুঢ় বাক্য  
 পরিহাসে কহে অন্য জন । কেহ প্রহেলিকা কহে সুন্দর ব-  
 চন ॥ কেহ চিত্র বাক্য কহে সমস্তাদি দান । কেহত সমস্ত  
 পুরে দিয়েত প্রমাণ ॥ এইরূপে সখাগণ হাসয়ে হাসয় ।  
 দেখি কৃষ্ণ বলরাম অতি সুখ পায় ॥ শ্রীমধুমঙ্গল নিজ উ-  
 ত্তরী বসনে । নৈবেদ্য বাক্সিয়া রাখে করিয়া গোপনে ॥  
 যেন চৌর্যধন কেহ রাখে যত্ন করি । দেখি প্রশ্ন করে রাম  
 অতি কুতূহলী ॥ কহ বটু তোমার বসনে কিবা হয়ে । বটু  
 কহে দিবাকর নৈবেদ্য আছেয়ে ॥ পুনঃ পুছে বলরাম পা-  
 ইলা কোন স্থানে । বটু কহে দিল মোরে সব যজ্ঞমানে ॥  
 পুনঃ হাসি রাম পুছে কোন যজ্ঞমান । বটু কহে সব ব্রহ্ম  
 কত নিব নাম ॥ আজি শুভবার হয় সূর্য্যের বাসর । পূজা  
 করি কতজন পাইল কত বর ॥ পুনঃ রাম কহে খোল দেখি  
 কিবা হয়ে । বটু কহে লুপ্তি সখা খুলিতে নারিয়ে ॥ সখাগণে  
 কিছু দেহ পুনঃ রাম কহে । আপনেহ কিছু খাও এই বিধি  
 হয়ে ॥ বটু কহে ইহা আমি দিতে না পারিয়ে । আপনি  
 খাইব ইহা কুখা বহু হয়ে ॥ রাম কহে কাড়ি লঞা খাইব স-  
 বাই । বটু কহে তারে মোর হৃদয় জান নাই । তোমাঝেহ তৃণ  
 জ্ঞান না করিয়ে আমি । সর্ব বর্ষ শ্রেষ্ঠ আমি বিচারিলে  
 জানি ॥ শুনি সখা প্রতি রাম ইঙ্গিত করিলা । সব সখাগণ  
 আসি বটুরে বেড়িলা ॥ বিনয় করিয়া আগে যাচয়ে তাহারে  
 অবিজ্ঞা করিয়া বটু কর্ণে নাহি করে ॥ কেহ কেহ বটু পৃষ্ঠ  
 দেশেত যাইয়া । দুই নেত্র আচ্ছাদিল দুই হস্ত দিয়া ॥ কোন  
 সখা ব্রহ্ম সহ নৈবেদ্য লইলা । সুবর্ণ মুদ্রিকা লঞা যতনে  
 রাখিলা ॥ এই রূপে লুট পুট কৈল সখাগণ । কেহ পাছে

যাঞা কোঁচা করিল মোচন ॥ কেহ আগে আসি কোঁচা থমা  
 ইয়া ফেলে । কেহ পাশে আসি পাগ নিল নিজ বলে ॥  
 কেহ আসি কেশ বন্ধ থমা ইল তার । কেহ বেণু নিল যষ্টি  
 নিল কেহ আর ॥ সুব দ্রব্য লৈয়া তবে খাইয়া পলিয়া । নপুং  
 সক বটু পাছে লগ্ন হৈয়া ধায় ॥ রোদন করয়ে উচ্চ হাঁসরে  
 অপার । গজ্জন করয়ে তজ্জ কহে ভাল ভাল ॥ গরিহা ক-  
 রয়ে কত দিব্য সেই কত । কৃষ্ণ হস্ত যষ্টি লৈয়া ধায় উনমত  
 লগুড়া লগুড়ি যুদ্ধ কৈলা কারো মনে । বাহুযুদ্ধ করে কারো  
 সঙ্কেতে যতনে ॥ তবে কৃষ্ণ আলিঙ্গন করিয়া তাহারে । নি-  
 রস্ত করিলা আর যত সহচরে ॥ বেণু যষ্টি বস্ত্র আদি সব  
 দিয়াইল । মুদ্রিকা না পাঞা বটু অতি দুঃখী হৈল ॥ রোষ  
 করি সথাগণে শাপে অতিশয় । ব্রহ্মহরিয়া নিলে মহা-  
 পাপীচয় । সুবর্ণ মুদ্রিকা মোর চুরি করি নিলা । মোরে  
 না ছুইহ কেহ অপবিত্র হৈলা ॥ এই ব্রজে যাঞা আসি  
 তোমা সবাকারে । প্রায়শ্চিত্ত করিবারে কহিব সবাকারে ॥  
 এত কহি দ্রুত যায় ফুকার করিয়া । নিরস্ত করিয়া রাম তা-  
 হারে ধরিয়া ॥ তবে বটু রাম প্রতি কহিতে লাগিলা । এইত  
 পাপের এবে তুমি কর্ত্তা হৈলা ॥ প্রায়শ্চিত্ত নাহি কর যাৱৎ  
 পর্য্যন্ত । না ছুইব তুয়া তনু তাৱৎ পর্য্যন্ত ॥ এই কপে নানা  
 লীলা সর্থীগণ সঙ্গে । করে কৃষ্ণ প্রতি তরুতলে মহা রঞ্জে ॥  
 অপরাহ্ন কালে সব ধেনুগণ লৈয়া । ব্রজে চলে স্থিরচর আ-  
 নন্দ করিয়া ॥ রুন্দাবন হৈতে কৃষ্ণ ব্রজে যাইবারে । অতি-  
 শয় ভরা হৈল উৎকণ্ঠা অন্তরে ॥ তবে কৃষ্ণ দেখে সব ধব-  
 লার গণ । চরে সব ধেনু গিয়া অতি দূর বন ॥ একত্র করিতে  
 কৃষ্ণ উৎকণ্ঠিত হৈয়া । বংশীধ্বনি করে সব ধেনু নাম লৈয়া ॥  
 ইরিণী রজ্জিনী পদ্মা পদ্মগন্ধা আর । চমরী খঞ্জরী রস্তা কজ-  
 ক্ষাক্ষী মার ॥ ভ্রমরী মুনদামন্দা মুনন্দাদি নাম । মরুলী  
 মরালী পালী ধূমা কন্যাখ্যান ॥ পিষঙ্গী ধবলী গঙ্গা ভূঙ্গী  
 মনোরমা । বংশীপ্রিয়া সুকালিন্দী হংসী আর শ্যামা ॥ কু-

যনে ঘন) জয়গন্য সেই ) সুপংক্রিয়।

রঞ্জী কপিল। গোদাবরী ইন্দুপ্রভা । ত্রিবেণী যমুনা শোনা  
 শ্রেণী অতি শোভা ॥ চন্দ্রাবলী মুনর্মদা আদি ধেনুগণে ।  
 হিহি হিহি শব্দে কৃষ্ণ করেন আচ্ছাদনে ॥ ধেনুগণ মনে কৃষ্ণ  
 আছে পাছে মোরা এই লাগি হর্ষে ধেনু চরে বনান্তর ॥ বেণু  
 গানে জানে এবে কৃষ্ণ আছে দূরে । হুণে হুণু হুণু আছে স-  
 বার উদরে ॥ দুষ্কপূর্ব শুনগণ কয়লের ভার । উর্দ্ধ মুখ উর্দ্ধ  
 পুচ্ছ উর্দ্ধ কর্ণ আরা ॥ প্রণয় মন্তর শীঘ্র গমন হুঙ্কারে । হুণের  
 কেবল সবে দশনাগ্রে ধরে ॥ এই কপে কৃষ্ণ পাশে আইলা  
 ধেনুগণ । বেড়িয়া গোবিন্দে তাহা কে করু গণন ॥ গণের অ-  
 ধ্যক্ষ গঙ্গা আদি ধেনুযত । গোবিন্দ মৌন্দয্য নেত্র পিয়ে  
 অবিরত ॥ কৃষ্ণ অঙ্গ গন্ধ লয় নাসা উর্দ্ধ করি । অঙ্গে অঙ্গ  
 পরশয়ে হর্ষ চিত্তে ভরি ॥ জিহ্বাতে লেহন করে কৃষ্ণাঙ্গ মাধুরী  
 রসিক হুঙ্কার যেন বৎস সে আবরি ॥ তার স্নেহ বশ হৈয়া নিজ  
 হস্ততলে । মাজে ধেনু তনু কণ্ঠ যন বরে ॥ অতিশয় প্রেমে  
 কৃষ্ণ হস্ত পরশিয়া । লুবকহেন গোবিন্দ তারে প্রেমাবিষ্ট  
 হৈয়া ॥ শুন মাতাগণ হুণে উদর ভরিল । দেখা দিন গেল  
 এবে অপরাহ্ন হৈল ॥ ক্ষুধাতে পীড়িত বৎস সকল তোমার  
 চল এবে ব্রজে যাই এই সে বিচার ॥ এই কপে কৃষ্ণ স্নেহ  
 বিস্তর হইয়া । বিচ্ছেদ করায় সবা যতন করিয়া । ব্রজ পথ  
 মুখী কৈলা নব ধেনুগণ । নানাধ্বনি করে ধেনু ঘনে ঘন  
 কোন ধেনু কণ্ঠে ঘণ্টা তাহাতে কিকিনী । যুথ অগ্রগণ্য  
 চলে করি ধ্বনি ॥ ডাহিনে চলয়ে ধেনু মূপংক্তি করি  
 বামে চলে মহিষাদি সে শোভা দেখিয়া ॥ স্বর্গলোক ম-  
 চিত্তে ভ্রান্ত হৈয়া গেল । মন্দাকিনী যমুনার প্রবাহ মানিল  
 ধেনু বন্দ মন্দ করয়ে গমন । বেণু গীত গান হয় সুধা বরি  
 ষণ ॥ চঞ্চল অলকা গণে বেণু সব ভরে ॥ দেখিতে কাহার  
 হৃদি আনন্দ না করে ॥ যাতে সখা নাহি সেই পথ পথ  
 নহে । সে সখাতে কিবা যেই বিলাসজ্ঞ নহে ॥ সে বিলাসে  
 কিবা যাতে পরিহাস উন । সেই নর্ম্মে কিবা যাতে কৃষ্ণ মুখ

স্বর্গলোক সব প্রবাহ মানিল ১০

নৃত্যন ॥ বেণু গান করি মিত্র সঙ্গে চলি যায় । ধাঞা প্রতি  
 রক্ষতলে রয়ে গায় ॥ রহি রহি কেলিসুখ দেন বল্লভর । দিয়া  
 দিয়া পুনঃ হয় গমন তৎপর ॥ ব্রজা শিব আদি করি যত  
 দেবরন্দ । উপদেব গণ আর যতক মুনীন্দ্র ॥ কেহ পুষ্প  
 রুচি কেহ প্রণতি করয়ে । কেহ নৃত্য করে কেহ গান বিস্তা-  
 রয়ে ॥ কেহ পুষ্প রুচি করে কেহ বাঁচা বায় । পথে পথে  
 কৃষ্ণ পূজা করি সব যায় ॥ তাহার লাগিয়া কৃষ্ণ স্বচ্ছন্দ  
 বিহার । করিতে সঙ্কোচ পায় সঙ্গে সহচর ॥ সকল দৃষ্টি  
 হাশ্ব সহ কৃষ্ণ মুখে । দর্শন লাগিয়া সব করে সব মুখে ॥

যথারাগঃ । প্রথমহো যশোদা মৃত, হার গলে অদ্ভুত,  
 গুণ গণ উত্তম আলয় । অপার করুণা নিকু, অতিশয় দিন  
 বন্ধু, বিহার করয়ে রসময় ॥ দাতা কৃপা তরুণ, খলশ্রেনী  
 প্রাণ হর, নিষ্কিকার সুন্দর শরীরে । অনন্ত নিবুজ্ঞ স্থানে,  
 প্রকাশয়ে মুখধামে, নিতুই বসন্ত সেবা করে ॥ লখা মনে  
 প্রীত কর, কুন্দলম দন্ত ধর, মুখামুজে মুখাময় হাস । আ-  
 মায়ের করুণা কর, শুন অহে মুরহর, কৃপাদৃষ্টি কর পরকাশ  
 দিনান্তে নিশান্ত বনে, কর গমনাগমনে, বিভাবয়ে মহাস্তের  
 গণে । দুষ্টির কাল কপ ভূমি, শিকি শান্ত স্ত্রীত ভূমি, স্তুতি  
 করি তোমার চরণে ॥ সুধেনু সুবেনু শীল, হুশান্ত মুকান্ত  
 শীল, সুকেশ সুবেশ মনোহরে । সুবেশ সুচিন্ত নাট, সুমিত্র  
 ত ঠাট, প্রণাম করিয়ে মহীতলে ॥ অঘারি মুরারি ধীর  
 অরি মহাবীর, ইন্দ্র গর্জ কৈল ভূমি চুর । গিরিধর বর  
 নারে, নিদানে শঙ্কর তারে, অপার বিহারে নাহি ওর ॥  
 প্রবীণ অমর মার, গঙ্গী মহিমাধর, প্রতিষ্ঠাতে তরল ভুবন  
 দেবগণে সৃষ্টি মার, বলিষ্ঠ ধনিষ্ঠ আর, গুণ গণে কে কর  
 গণন ॥ গরীষ্ঠে মুমেরু সম, পটু হৈতে পটু তম, সূচরিত্র  
 তীর্থ পবিত্রায় । খলারি ছেদক হরি, ভবান্ধি তারণ তরী,  
 নজ্জন হৃদয় সুখময় ॥ নাশ সব দ্বেষীগণ, সুমিত্র প্রণত জন  
 বিচিত্র প্রভাব কেবা জানে । গোধন চারণ রঙ্গী, সুমিত্র ক-

গোল,) সাহিত্য ঠাট,) বকজরি) মারে,) প্রবীন)

রিয়া সজী, নানা লীলা করহ সৃজনে ॥ ত্রৈলোক্য রাখিতে  
মন, খল কৈলা বিধুমন, কৃপাদৃষ্টি কর আশা প্রতি । এই  
রূপে দেবগণ, করে নানা স্তুবন, শুনি কৃষ্ণ সূখ পা-  
ইল অতি । কৃপাদৃষ্টি কৈল তারে, দেখি সবে ভূমে পড়ে,  
প্রণাম করিল দেবগণ । এ যত্ননন্দন ভণে, লীলার সঙ্কোচ  
জানি, লুকাইয়া করে দরশন ॥

দেবগণের স্তুতি শুনি যত সখীগণে । পরিহাস করে  
সবে অতি হর্ষমনে ॥ ব্রজেশ্বর পূর্ব সেবা কৈল নারায়ণে ।  
তেহঁা নিজ বল দিলা গোবিন্দের স্থানে ॥ সেই বলে কৃষ্ণ  
এথা অম্বর আরয় । কৃষ্ণ মাইল বলি মৃদু দেবগণে কর ॥  
এই রূপে হাসি হাসি সখীগণ যত । দেবতার আকার  
চেষ্টা করে কত কত ॥ এইরূপে কৃষ্ণ সজ্জ সখী  
গণ ॥ নানা খেলা করি চলে সজ্জেতে গোবিন ॥ এথা শ্রীরা-  
ধিকা দেবী সখীগণ লঞা । আপন মন্দির মাঝে বসিলা  
আসিয়া ॥ দাসীগণ সেবা করি শ্রম দূর কৈলা ॥ এই রূপে  
ক্ষণ এক বিশ্রামে রহিল ॥ মায়া নিশা ভোগ লাগি লড-  
ডুকাদি গণ । কৃষ্ণ লাগি করে ধনী করিয়া যতন ॥ নিজ  
সখী লঞা করে পক্ষ্মাদি গণ । অপূর্ব বীটিকা সজ্জ ক-  
রেন তখন ॥ মাষ চূর্ণ কদলক সাঁস নারিকেল । মরিচ  
যক্ষ কপূর জাতিফল ॥ এই সব এক করি ঘৃতপাক কৈল  
পুনঃ খণ্ড পাক করি তাহা উঠাইলা ॥ বটক অমৃতকৈলি  
আখ্যান ইহার । অতিশয় কৃষ্ণ স্পৃহা ইহা খাইবার ॥ চালু  
চূর্ণ দধি মরিচ চিনি তাতে দিলা ॥ নারিকেল কোমল সাঁস  
তাহাতে ধরিলা । লহুজ এলাচি জাতিফল এক করি । অ-  
মৃত কদলীফল মুদার চূর্ণ ধরি ॥ এই সব এক স্থানে ফণিত  
করিয়া । উঠাইল ভাল ঘূতে পাক বিচারিয়া ॥ পুনঃ তাহা  
পেলাইল মধুর উত্তর ॥ পুনঃ তাহা পেলাইল গাঢ় দুগ্ধ  
পূরে ॥ অনেক কপূর তাতে দিল যত্ন করি । সুন্দর বটুক  
নাম সে কপূর কৈল ॥ কৃষ্ণ প্রিয় এই বড়া অতি মনোহরে

অমৃত নিন্দয়ে যার স্বাদ মিষ্টতরে ॥ নারিকেল ঝাঁস আর  
 চালু চূর্ণ করি। লবঙ্গ মরিচ জাতিকল তাতে ধরি ॥ চিনি সঙ্গে  
 ভালমতে এসব পিষিয়া। রস্তু এলাচি সব একত্র করিয়া  
 ঘৃতপক্ক করি ইহা যত্নে উঠাইলা। অনঙ্গ গুটিকা নাম বি-  
 হিত হইলা ॥ অতি প্রীতি করি কৃষ্ণ ইহা অঙ্গীকরে। এইত  
 কারণে যত্নে বনায়ে ইহারে ॥ কদলী মরিচ কৃষ্ণ খণ্ড জাতি-  
 ফল। গোধম পাক্কৈত সব কৈল এক স্থল ॥ নবীন কপূর মধু  
 অর্পিত তাহাতে। আশ্চর্য্য বটক হৈল পদ্ম গুণযাতে ॥ অ-  
 মৃত বিলাস নাম বটক হইল। কৃষ্ণ প্রীতি লাগি ধনী ইহা  
 বানাইল ॥ নানানুপায়সকরি রাখা সুবদনী। আপনার  
 বুদ্ধে কৈল বটক যোজনি ॥ অমৃত নিন্দয়ে কৃষ্ণ হৃষিত যা-  
 হারে। এই লাগি রাই নিজ হস্তে সজ্জ করে ॥ গোবুলে  
 প্রসিদ্ধা এই সব প্রীত করে। মধুপান প্রায় কৃষ্ণ ভোজন  
 আচারে ॥ লবঙ্গ কপূর মরিচ শকরা নিচয়ে। নারিকেল  
 ঝাঁস আর ক্ষীর সঙ্গময়ে ॥ আশ্চর্য্য ইহার স্বাদ অমৃত নি-  
 ন্দয়ে। চিনিপাকে কৈলা গজাজল লাড়ু হয়ে ॥ কপূর ম-  
 রিচ আর লবঙ্গ শকরা। নারিকেল ঝাঁস ক্ষীর সবেত ধ-  
 রিলা ॥ মৃদু <sup>অমৃত</sup> ~~লাজ~~ <sup>কৃষ্ণ</sup> সব একত্র করিলা। শরপুপী নাম  
 হৈল চিনি পাকে কৈলা ॥ তবে স্নান কৈল ধনী রঘুভানু  
 সূতা। অরুণ বসন ধরে চন্দনে চর্চিতা ॥ ললাটে সিন্দূর  
 শোভে তিলক চিত্রিতা। মৃগমদ বিন্দুধরে চিবুকে ললিতা  
 বক্রবেণী সুলালিনী তাম্বুল বদনী। কুমুম চিকুরা ধনী নাসা  
 অগ্রে মণি ॥ নীবি <sup>অমৃত</sup> ~~সুজি~~ আর কজ্জল নয়নী। কুমুম উ-  
 ত্তংশ করে লীলা <sup>অমৃত</sup> ~~ধনী~~ ॥ পুন্দ্রয়ে যাবক শোভয়ে মনো-  
 রমা। ষোড়শসিঙ্গার এই অত্যন্ত সুসমা ॥ দিব্য চূড়ামণি  
 শোভে ললাট উপরে। নীলমণি বলয়াদি শোভে দুই করে  
 অবণে চক্রিকা শোভে সলাকা সহিতে। সুবর্ণ কুণ্ডল কাঞ্চী  
 কঙ্কণ শোভিতে ॥ মঞ্জীর কটক পাদঙ্গুলী মনোরম। প-  
 দক অঙ্গদ গ্রীবা হেলনি রতন ॥ ননিহার মুদ্রিকাদি নানা

অভরণ । পুরিয়া লইলা রাই কৃষ্ণ হৃদয় মন ॥ মখীগণ তৈছে  
 মান ভূষণাদি পরি । চন্দ্রশালা অটালিকা আরোহণ করি ॥  
 গোবিন্দাগমন পথে নয়ন ধরিল ॥ কৃষ্ণ দরশন লাগি  
 উৎকণ্ঠ বাড়িল ॥ কৃষ্ণ মেঘ আগমন সময় জানিয়া ।  
 বল্লবী চাতকগণ হরষিতা হৈয়া ॥ চন্দ্রশালা জালরক্ত  
 চক্ষু নেত্র দিয়া । রহিল একান্ত হৈয়া পথ নিরখিয়া ॥  
 গোপাঙ্গনাগণ মুখ চন্দ্রের মণ্ডল । উৎকণ্ঠাতে উঠে যাঞ  
 চন্দ্রশালা পর ॥ তেঞি সে বথার্থ নাম ব্রজে চন্দ্রশালা ।  
 যাহাতে উদয় গোপী মুখ চন্দ্রমালা ॥ অথা ব্রজেশ্বরী দেখে  
 অপরাহ্ন হৈল । কৃষ্ণ আনিবেন করি উৎসাহ বাড়িল ॥ স্নেহ  
 পরিপ্লুতা হৈলা গোবিন্দ কারণে । রক্তনের অরা করে ভ-  
 ক্তাম সাধনে ॥ নন্দনের পত্নী হয় অতুল্য নাম তার । রোহি-  
 গীর সঙ্গে দিল পাক করিবার ॥ ছয় ঋতু উৎপন্ন যেই শাক  
 কন্দমূল । ফলাদিক করি কত ব্যঞ্জন প্রচুর । ব্রজেশ্বরী ব্যগ্র  
 হঞা কহে বাড়িয়ালে । ছয় ঋতু উৎপন্ন যেই সব আনি  
 ধরে ॥ ছয় ঋতু সেবা করে শাক কৃষীগণ । ব্রজবাসী লোক  
 জনে বাড়িয়াল কারণ ॥ শাকমূল ফলে করে কাঙাল পু-  
 রিত । অর্ধেক রাখিল প্রাতে ভোজন নির্মিত ॥ সায়াংপাক  
 লাগি আর অর্ধেক রাখিল । দাসীগণে সব দ্রব্য সংস্কার  
 করিলা ॥ নারিকেল পল্লব আনি আনে দাসগণ । সংস্কার ক-  
 রিয়া রাখে কৃষ্ণের কারণ ॥ দুই জাত দাস দাসী সব নিয়ো-  
 জিয়া । ব্রজেশ্বরী ব্যগ্র কৃষ্ণ দর্শন লাগিয়া ॥ ~~দাসী~~ আদি  
 করি যত ব্রজাঙ্গনাগণে । সঙ্গে লৈয়া ব্রজেশ্বরী অশ্রু দুনয়নে  
 বসন তিতয়ে শুনে দুক্লম্বে অতি । পুরদ্বারে গেলা সব  
 করিয়া সংহতি ॥ সূর্য্য অস্তাচল গেলা দেখি ব্রজেশ্বর । কৃষ্ণ  
 দরশন হৃদয় বাড়িল অন্তর ॥ নিজ নেত্র অর্পে যথা গোধূলী  
 উড়য়ে । বেণুধ্বনিহানে নিজ শ্রবণ রাখয়ে ॥ এইরূপে আত্ম  
 রন্দ সঙ্গে ব্রজেশ্বর । গোশালা আইলা অতি হরিষ অন্তর ॥  
 উচ্ছ্বাসে রহে ব্রজবাসী গৃহ প্রায় ॥ গোরজের জাল বলি

যাহা দেখা পায় ॥ অথা কৃষ্ণ নিজ সখা সঙ্গেতে হরিবে ।  
 পুষ্প অকরণ পরে আনন্দ বিশেষে । নানা পরিহাস কথা ক  
 হিতে শুনিতে । ব্রজের নিকট বন আইলা বসিতে ॥ নদী  
 ধারে পরিসর স্থান মনোহর । তাঁহা বেণু শব্দে রাখে গো-  
 ধন সকল ॥ যুখে যুখে ধেনুসব পৃথক করিয়া । জলপান  
 করাইলা আনন্দিত হৈয়া ॥ নানা রজ্জ মণিমালা নিজ হৃদি  
 মাঝে । তাতে কৃষ্ণ ধেনুগণ যুখে পর নিজে ॥ সংখ্যা পূর্ণ  
 হয় যদি তবে সুখ পায় । সংখ্যা ন্যানে বেণু শব্দে তারে  
 আকরষয় ॥ ধেনু সঙ্গে কৃষ্ণ নিজ সহচর লৈয়া । গোকুলে  
 চলিলা সবে বেণু বাজাইয়া ॥

যথা রাগঃ । গোবুলি ধূসর গায়, বন্য গুঞ্জানালা তার, চঞ্চল  
 অলকা পিচ্ছ কেশ ॥ দল যষ্টি শব্দ বেণু, সর্বত্র লাগিল  
 রেণু, অভূত সবে সৌপ বেশ ॥ আইসে কৃষ্ণ গোকুল ভু-  
 বনে । সখাগণ করি সঙ্গে, অনেক করিলা রঙ্গে, আগে করি  
 সব ধেনুগণে ॥ ক্র ॥ কৃষ্ণের নয়ন জোর, বিপুল শবণ গুর,  
 তাহাতে চাপল্য অরুণিমা । মনোহর পদ্ম তাতে, যাহাতে  
 যুবতী মাতে, সে শোভার নাহিক উপমা ॥ ভ্রমণ করিতে  
 বন, তাতে হইয়াছে শ্রম, অঙ্গ কান্ত্যামৃত বরিষণে । মিত্র  
 কৈলা সর্বজন, নয়ন চকোরগণ, তপ্ত হৈয়া তাহা করে পানে  
 মুখাজ মাধুরী মীমা, তাতে শ্রম জলকণা, গণ্ডে নাচে ম-  
 কর কুণ্ডল । যুখে হস্তামৃত লেশমুলায় গোকুল দেশ, কুন্দ-  
 ফুলে ভরে ব্রজ স্থল ॥ বংশীধ্বনি সুমাধুরী, যুরায়ে গোকুল  
 নারী, ব্রজ মিথ্রে অমৃতের কণা । আপন বিচ্ছেদানলে,  
 পোড়াইলা ব্রজস্থলে, দেখি হৈল অনেক করুণা । কৃষ্ণ জল-  
 ধর মালা, বরিষয়ে মুখা ধারা, দশদিগে মুরলীর গান ।  
 শুনি সব ব্রজবাসী, আনন্দ সাগরে ভাষি, মুখা রসে করিলা  
 সিনান ॥ কৃষ্ণ আগমন রাজ, সখা সেনাপতি সাজ, শব্দ  
 বংশী কোলাহল হৈল । মুরতী গণের রেণু, ধ্বজচয় সঙ্গে  
 জন্ম, আসি যবে দূরে দেখা দিল ॥ ব্রজের বিরহরাজ, দম্য



সম যার কাষ, দেখি শুনি বহু শঙ্কা পাইল । তানব দীনদা  
চিন্তা, ভয়োদ্বেগ মুজড়তা, সেনাপতি লঞা পলাইল ॥  
মেঘমালা ধুলি জাল, বংশী গাণামৃত সার, ফায়া রব শব্দগণ  
তার । বর্ষা কৃষ্ণ আগমন, দেখি যত ব্রজজন, ধায়ে সব চাত  
কের জাল ॥ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, তার দাস প্রভু, তাঁর  
কন্যা শ্রীল হেমলতা । তাঁর পাদপদ্ম আশ, এ যত্ননন্দন  
দান, গায় কৃষ্ণ আগমন গাঁথা ॥

ব্রজেন্দ্র ঠাকুর নিজ ভ্রাতৃবর্গ লৈয়া । ব্রজেশ্বরী যাত্রী-  
গণে সঙ্কেত করিয়া ॥ তৎকাল আইলা দৌহে বাহুপমা-  
রিয়া । কোলে কৈলা কৃষ্ণচন্দ্রে আনন্দিত হৈয়া ॥ শ্রীরো-  
হিণী দেখী আইলেন ঠাকুরাণী । রক্তনে আছিল কৃষ্ণ আগ-  
মন জানি ॥ পাক স্থানে দাসীগণে রক্ষক রাখিয়া । দোহা  
কৈলা আশীর্বাদ মহানন্দ পাঞা ॥ বংশীনাদ হৈতে হৈল  
মদন উৎখিত । ব্রজবধু বদনার গদ্যাদ পুরিত ॥ বস্ত্র নাহি  
সম্ভালয়ে শিখর দশনা । গৃহে হৈতে যায় পাঞা মদন ক-  
দনা ॥ কৃষ্ণ চিত্তভানু যবে উদয় হইলা । ব্রজঙ্গনা নেত্রোৎ-  
পল প্রফুল্ল ভৈগেলা ॥ বিকসিলা মুখে হাস্য কুমদিনীগণ ।  
অঙ্গে স্বেদ ভরে সেই চন্দ্রকান্তি সম ॥ বিরহ তাপিত প্রাণ  
নীতল হইলা । এই রূপে ব্রজ জ্ঞান আনন্দ বাড়িলা ॥ পূর্ণ-  
চন্দ্র কৃষ্ণ চিত্ত উদয় করিলা । ব্রজ যুবতীর মুখপদ্ম বিক-  
সিলা ॥ আরতি বিয়োগ চিন্তা যুক পলাইল । তনু চক্র-  
বাকী স্থানে প্রাণ কোক আইল ॥ গোপাঙ্গনাগণ নেত্র হৃষি-  
তালি মালা । কৃষ্ণ মুখপদ্ম কান্তি মধুলুক ভেলা ॥ লজ্জা  
প্রতিকূল বায়ু লঙ্ঘন করিয়া । কৃষ্ণ মুখপদ্মে পড়ে আন-  
ন্দিত হৈয়া ॥ লতা ওত করি ব্রজবল্লবীরগণ । হরষিতা হঞা  
দেখে গোবিন্দ বদন ॥ তা সবার মুখ কৃষ্ণ পদ্ম করি মানে  
অতি লোভি হৈলা কৃষ্ণ তাহার দর্শনে ॥ লজ্জা বলবতী বায়ু  
ভ্রমিতে ভ্রমিতে । নেত্র ভুঙ্গ পড়ে যাঞা সে মুখ পদ্মেতে

কৃষ্ণ মুখপদ্ম দেখি যত গোপীগণে । নয়ন জুড়াঞা রহে আ-  
নন্দনু ভবনে ॥ কৃষ্ণ অঙ্গ মঙ্গ বায়ু পরশ পাইলা তাহার পরশে  
গোপীর অঙ্গ জুড়াইল ॥ কৃষ্ণ অঙ্গ পরিমলে নামা আন-  
ন্দিতা । বংশীনাদ হয়ে সব অবগানন্দিতা ॥ সেই বংশীধ্বনি  
স্বধা আশ্বাদ করিতে । জিহ্বার পুষ্টিতা হৈল মাধুর্য্য স-  
হিতে ॥ এই রূপে পঞ্চেন্দ্রিয় সব গোপীগণে । পুষ্টিতা ক-  
রিল কৃষ্ণচন্দ্র আগমনে ॥ রাধিকা অপাঙ্গ মন্দ বিজ্ঞান-  
বাণে । ঐহন হইলা কৃষ্ণ বিজ্ঞানস্থানে ॥ অন্যাঙ্গনা শ্রী  
কত কটাক্ষ করয়ে । তেঁহন ব্যাকুল কৃষ্ণ তাহাতে না হয়ে ॥  
রাধিকার মুখচন্দ্র হাস্থামৃত রসে । যত মুখ পান কৃষ্ণ দর-  
শন বিশেষে ॥ অন্যাঙ্গনা মুখচন্দ্রে হাস্থামৃত ঝরে । তত  
মুখ কৃষ্ণ চিত্তে উদয় না করে ॥ গোধন লইয়া কৃষ্ণ গোকুল  
প্রবেশে । গোপাঙ্গনা সর্কেন্দ্রিয় হরয়ে বিশেষে ॥ অথা ব্রজে  
শ্বর আর ব্রজেশ্বরী মাতা । দেখিলা আইলা কৃষ্ণমঙ্গল বানিতা  
জীবনের প্রাণ যেন গিয়াছিল দুরে । তিহঁ আইল নিধিপ্রায়  
করি করে কোলে ॥ চুষন করয়ে বহু হৃদয়ে ধরয়ে । কভু কৃষ্ণ  
মুখপদ্ম আনন্দে হেরয়ে ॥ ভ্রাণ লয়ে কভু কৃষ্ণ মস্তক ড-  
পারে ॥ এইরূপে মাতাপিতা লালে গোবিন্দে রো ॥ কৃষ্ণ চুড়া  
শিখি পিচ্ছ অলকাদিগণে । গোধূলী লাগিয়া আছে সুন্দর  
বদনে ॥ মাতা পিতা নিজ বস্ত্র অঞ্চল লইয়া । দূর করে  
সেই ধূলী তাহাতে পুছিয়া ॥ স্তনে দুখ অবৈ চক্ষু নীর বরি-  
ষণে । তাহাতে করিলা কৃষ্ণ অঙ্গ প্রক্ষালনে ॥ এই মত  
পিতা মাতা আনন্দিত হইয়া । লালয়ে গোবিন্দ তনু স্নেহময়  
হিয়া ॥ পিতা আদি লোক কৃষ্ণে মিলন করিলা । প্রভাতে  
যেমন তেমন এখনি হইলা ॥ কিন্তু প্রাতে দেখি কৃষ্ণ বিচ্ছে-  
দের ভয়ে । সন্ধ্যার মিলনে হয় সর্কানন্দ ময়ে ॥ গোজাল  
সম্ভাল কৈলা গওালয়ে লঞা । অস্তাচলে যৈছে সুয্য প্রবে-  
শয়ে যাঞা ॥ যতক বকনা গাভী পৃথক আলয়ে । দো-  
বর্ষি ভিন্ন রাখে যত গাভীচয়ে ॥ নবীন প্রমুতা গাভী আর

চিরপ্রসূতা

ঋতুগণে । তাহা ভিন্ন ভিন্ন রাথে লঞা অন্য স্থানে ॥ রঘু-  
 গণ ভিন্ন রাথে বৎসতর আর । যশুগণ ভিন্ন রাথে মহিব  
 অপার ॥ এই রূপে কৃষ্ণের লালন করয়ে । গো দোহন  
 করাইতে ইচ্ছা বহু হয়ে ॥ তবে মাতা পিতা পুনঃ পুনঃ যত্ন  
 করি । কহে ব্রজেশ্বর অতি স্নেহ চিত্ত ভরি ॥ ক্ষণেক বিশ্রাম  
 করু সব ধেনুগণ । বৎসগণ দুগ্ধ পান করু একক্ষণ ॥ আসি  
 এইখানে আছি গোগণ লইয়া । দোহন করাইব ক্ষণেক র-  
 হিয়া ॥ অরণ্য ভ্রমণে শান্ত হইয়াছে দৌহে । গৃহেরে গমন  
 কর মাতাদি আলয়ে ॥ স্নান করি রসালাদি ভোজন করিয়া  
 তবে সে আসিবে এথা সুস্নিগ্ধ হইয়া ॥ কৃষ্ণ আকর্ষণ করি  
 বটু কহে বাণী । ক্ষুধা তৃষ্ণা পীড়া করে দুঃখ পাই আশ্রিয়া ॥  
 চন্দ্র কৃষ্ণ গৃহে যাই ভোজন করিয়া । প্রাণ রক্ষা করি আগে  
 স্নিগ্ধ জল খাঞ ॥ ব্রজেশ্বরী শ্রীরোহিণী আগ্রহ করিলা ।  
 পুনঃ পুনঃ ব্রজেশ্বরী কহিতে লাগিলা ॥ তবে সখা সঙ্গে চলে  
 কৃষ্ণ নিজালয়ে । অগ্রজ সহিতে আইসে আনন্দ হৃদয়ে ॥  
 তবে কৃষ্ণ সখীগণের যত মাতাগণ । পথে ব্রজেশ্বরী স্থানে  
 করিয়া সাধন ॥ নিজ পুত্র সবে লয়ে গেল ঘরে । অনি-  
 চ্ছাতে গেলা সবে আপন মন্দিরে ॥ এথা ব্রজেশ্বরী রাম  
 কৃষ্ণ লয়ে আইলা । বটুকেই যত্ন করি সঙ্গেতে আনিলা ॥  
 তবেত রোহিণী নিজ পাদ প্রক্ষালিলা । অতুলাকে লঞা  
 সঙ্গে রন্ধনে চলিলা ॥ কৃষ্ণচন্দ্র আইলা যদি গোকুল নগরে  
 ব্রজের বিরহ তাপ সব গেল দূরে ॥ দর্শন বিচ্ছেদ আর্তি-  
 চিহ্ন বিস্ময়ে ॥ রাধিকাদি গৃহে গেলা সখীগণ লঞা ॥  
 ব্রজজন সব যদি পুনঃ কৃষ্ণ পাইলা । অপুত্রক গৃহে যেন পুত্র  
 উপজ্বিলা ॥ কিম্বা অধনীর গৃহে হেম হুষ্টি হৈলা । কিম্বা  
 দাবানলে যেন সুখা বর্ষরষিলা ॥ আচম্বিতে এই সব হৈলে  
 বৈছে সুখ । তৈছে সুখ কৃষ্ণ পায়ে যত ব্রজলোক ॥ অপ-  
 রাহু লীলা কৈল সংক্ষেপ কথন । ইহা যেই শুনে পায়  
 কৃষ্ণ প্রেমধন ॥ গোবিন্দ চরিতামৃত শুন তকে ছাড়ি । অ-

পৃষ্ঠ ২ কথা পরম মাধুরী ॥ রাধাকৃষ্ণ পাঁচপদ্য সেবা অতি-  
লাষে । এ যদুনন্দন কহে অপরাহ্ন বিলাসে ॥

ইতি শ্রীগোবিন্দ লীলামৃতে অপরাহ্ন লীলা বর্ণনং  
নাম উনবিংশতি সর্গঃ ॥ ১৯ ॥

তথাহি । সায়াং রাধাস্থিসখ্যানিছরমণকূতে প্রেমি-  
তানেক ভোজ্য সখ্যানীতে শশেষানমুদিত হৃদাং  
(ক) তাং ব্রজেন্দুং । সন্নাত রম্যবেশং গৃহমনুজননী  
ললিতং প্রাপ্তগোষ্ঠং, নিম্বটৌ প্রালিন্দেহং স্বগৃহ-  
মনুপুনঃ ভুক্তবতং স্মরামি ॥

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ । জয় নিত্যানন্দ প্রাণ  
অদ্বৈতের বন্ধু ॥ জয় সনাতন প্রিয় কপ প্রাণ জয় । হেন কৃপা-  
কর যেন তোমাতে মতি হয় ॥ দারুণ সংসার সিন্ধু বিষা-  
নল ময় । ইহারে ধরিলে খড়ে প্রাণ কোথা রয় ॥ তোমাকেই  
পাসরায় হেন মে ছরন্ত । আমি কহি যাতে হয় ভববন্দ ॥  
এই কৃপা মাগোঁ যেন তোমা না পাসরোঁ । যেতে খানে  
যেন তেন কেনে নাহি মরোঁ ॥ আমা বড় পাপী নাহি এ-  
তিন ভুবনে । কৃপা করি কৃপাসিন্ধু দেহ দরশনে ॥

যথা রাগঃ । সায়াংকালে সূখামুখী, অন্তরে হইলা সূখী,  
আপনার সখীগণ লৈয়া । গোবিন্দের কারণ, নানা উপহার  
গণ, পাঠাইলা যতন করিয়া ॥ তারা ব্রজেশ্বরীকে দিয়া,  
গোবিন্দেরে খাওয়াইয়া, শেষ লঞা আইলা রাই স্থান ।  
রাই কৃষ্ণ শেষ পাইয়া, নিজ সখীগণ লৈয়া, মুখে কৈল অ-  
মৃত ভোজনে ॥ কৃষ্ণ করে সায়াং সিনান, রম্য বেশ মনো-  
রম, ব্রজেশ্বরী করেন লালন । আমি নারিকেল যত, আর  
পক্কান্নাদি কত, ভুজি কৈল গোষ্ঠেরে গমন ॥ করে গো দো-  
হন লীলা, নানান কৌতুক খেলা, পুনঃ আইলা আপনার  
গৃহে । পরমায় ব্যঞ্জন ভুজি, পিতা মাতা মনোরঞ্জে,  
সায়ংলীলা স্মরণে হিয়ায়ে ॥

অতঃপর ব্রজেশ্বরী রাম কৃষ্ণ লঞা । বসাইল স্নানবেদী  
উপরে আনিয়া ॥ নিযুক্ত করিলা দাস সে দোঁহা সেবনে ।  
ধনিকাকে ডাকি কিছু কহেন বচনে ॥ রাধিকার স্থানে তুমি  
অতি শীত্র যাঞা । লড়ুডুকাদি চাহি আন গোবিন্দ লাগিয়া  
কল্যাণদ লাড়ু তাত্তে স্বাহ বহুতর । প্রার্থনা করিয়া তাহা  
আনহ সম্বর ॥ যাহার ভক্ষণে সদা আয়ু রুদ্ধি হয় ॥ পরম রুচিতে  
কষ্ণ তাহা আশ্বাদয় ॥ ব্রজেশ্বরীর আজ্ঞা পাঞা দেবী ধনি-  
ষ্ঠিকা । শীত্র গেল যেই স্থানে আছেন রাধিকা ॥ মাগিলা  
অমৃত লাড়ু গোবিন্দ লাগিয়া । তিহো পাঠাইতে ছিলা  
নিজ সখী দিয়া ॥ হেনকালে মালতীর হৈল আগমন । বন্দা  
পাঠাইলা তারে কহিতে কথন ॥ রজনী বিলাস বুজ সঙ্কেত  
করিলা । শ্রীগোবিন্দ নাম শুন তারে জানাইলা ॥ তবে  
শ্রীরাধিকা ভক্ষ সাগরীর গণে । ভিন্ন কৈলা নব্য মৃতিকা  
তাজনে ॥ পৃথক বসনে তাহা আচ্ছাদন কৈলা । দিব্য বার  
কোষে লঞা সে সব ধরিলা ॥ তাহার উপরে শুক্লবাসে আ-  
চ্ছাদিলা । কস্তুরী তুলসী দিয়া তাহা পাঠাইলা ॥ তামূল  
বীটিকা দিল ধনিষ্ঠিকা করে । সঙ্কেত বুজুর কথা কহিল  
তাহারে ॥ তারা সব সেই দ্রব্য লইয়া আইলা । ব্রজেশ্বরী  
কাছে লঞা সমর্পণ কৈলা ॥ দ্রব্য দেখি ব্রজেশ্বরী মহামুখ  
পাইল ॥ ব্রজেশ্বরী তাহা ভিন্ন ভিন্ন পাতে কৈল ॥ নিজা-  
লয়ে যে যে দ্রব্য কৈল ব্রজেশ্বরী । বিবু সেবা লাগি রাখে  
ভিন্ন পাতে ধরি ॥ বিপ্র স্থানে সেই দ্রব্য ধরিয়া রাখিলা ।  
শালগ্রাম সেবা লাগি আগেই ধরিলা ॥ ওথা কৃষ্ণচন্দ্র অঙ্গ  
ক্ষালন করিলা । মর্দনোদ্বর্তন স্নান মার্জনা দি হৈলা ॥ সুম্ন  
শুক্ল ব্রন্বাস পরিধান কৈলা । তবে কেশ সংস্কার তিলক রু-  
চিলা ॥ তবে অঙ্গে চতুঃসম করিলা লেপন । দিব্যমালা  
গলে দিল রত্ন বিভূষণ ॥ এই সব সেবা কৈল দাসগণ মেলি  
আসনে বসিয়া করে সুভোজন কেলি ॥ ক্রমে গাতা পরি-

বেশে রসলাদি করি । নারিকেল আদি ফল হরিষে আনুরি  
পায়ুষগ্রন্থি কপূরকেলি অনুতকেলি নাম । বটক লডু-  
কাদি নানা বিবিধ বিধান ॥ হাসয়ে হাসয় মধুমঞ্জল স-  
হিতে । নানা পরিহাস করি সুখ পাঞ চিত্তে ॥ ভোজন ক-  
রিয়া কৈল স্নিগ্ধ জল পান । আচমন করি কৈলা শয্যাতে  
বিশ্রাম ॥ দাসগণে নেবে তাহা তাম্বুল বীজনে । এনতি ক্ষ-  
ণেক কৃষ্ণ করিলা বিশ্রামে । তবে সখীগণ সঙ্গে গো দোহন  
কাষে । গোশালা গমন কৈলা শ্যাম রসরাজে ॥ কৃষ্ণ ভুক্ত  
শেব দ্রব্য ধর্মিষ্ঠ লইয়া । রাই স্থানে পাঠায়েন গোপন ক-  
রিয়া ॥ নিজ সখী গুণমালা দ্বারে নিতি ২ । পাঠায়েন রাই  
স্থানে অতি হৃষ্টমতি ॥ শ্রীরাধিকা তাহা পাঞ সখী বন্দ  
লৈয়া । ভক্ষণ করয়ে অতি সন্তোষ পাইয়া ॥ তবে সখীগণ  
লৈয়া অট্টালী উপরে । আরোহয়ে গোদোহন লীলা দেখি  
বারে ॥ প্রীতকালে কহু কৃষ্ণ জননী প্রার্থিয়া । বমুনাতে  
জ্ঞান করে সখীগণ লঞা ॥ দাসগণ দিয়া মাতা ভক্ষ দ্রব্যগণ  
পাঠায়েন বস্ত্র আদি নানা অতরণ ॥ কৃষ্ণ নন্দী জ্ঞান করি  
বেশাদি করয়ে । ভক্ষ পান করি শ্রম সকল নাশয়ে ॥ সেই  
পথে গবালীয়ে করয়ে গমনে । গোদোহন লীলা করে লয়ে  
সখীগণে ॥ রাধিকাহ কহু নিজ সখীগণ লৈয়া । স্নান ছলে  
যান কৃষ্ণ দর্শন লাগিয়া ॥ কুন্দলতা দিয়া ভক্ষ সামগ্রী পা-  
ঠায় । সেই সব দ্রব্য কৃষ্ণ ভোজন করয় ॥ রাই কৃষ্ণ অক্ষ  
সঙ্গ জলে স্নান করে । কৃষ্ণ ভুক্ত শেব পান কুন্দলতা দ্বারে  
সখীগণ লয়ে রাই সে সব ভুঞ্জিয়া । নিজ গৃহে যান অতি  
হরষিতা হয়্যা ॥ কৃষ্ণের সেবক কেহ ভক্তার লইল । কেহ ত  
তাম্বুল পাত্র ব্যঞ্জন ধরিল ॥ কেহ পাণ পাত্রে লয়ে কেহ  
লয়ে পাশ । কেহ বেণু বেত্র লৈয়া গেলা ধেনু বাস ॥ ওথা  
ভ্রাজেশ্বরী কৃষ্ণ পথে নেত্র দিয়া । খট্টার উপরে বৈসে ঘট  
আগে লৈয়া ॥ গোপগণ দাসগণে আদেশ করয়ে । গো  
দোহন কাষে তেহো সব নিরোজয়ে ॥ হবার বধেনুগণ ব-

এস আস্থানয়ে । কর্ণ উচ্চ করি বৎস পথ চায়ে রহে । স্থানে  
 ত্রুষ্কণ্ডার হয়ে চলিতে না পারে । আপনে অব্যয়ে দুষ্ক দৌড়ে  
 এইকালে । পূর্বে যৈছে চিহ্ন শব্দে ধেনুকে ডাকিলা ॥  
 তৈহে কৃষ্ণ ইহা ধেনু বৎস অব্যানিলা ॥ গোদোহন করি  
 গোপ কলসি ভরিয়া । সারিহ করে গোপ দেখে দাগুইয়া  
 ভারীগণ তার যত ঘর্ম্ম সব গায় । সব দুষ্ক ধরে লৈয়া দুষ্কের  
 আলয় ॥ দুষ্ক রাগি শূন্য ঘট তার লৈয়া আইসে । নেই সব  
 ঘট আছে ব্রজেশ্বরী কাছে ॥ পুরু গাভী লাগি যশে যশে  
 মহারণ । গুরু খুরে বিদারয়ে পৃথী ঘনে ঘন ॥ কররে গভীর  
 ধ্বনি তার দ্বর করি । এইরূপে ধার যশু বলে মহাবলী ॥  
 মস্তকা মস্তকী ক্রীড়া করে বৎসগণ । তাহা দেখি কৃষ্ণ অতি  
 হরষিত মন । গোদোহন হৈল ব্রজেশ্বরী জানাইলা তবে  
 কৃষ্ণ ধেনুগণে লালিতে লাগিলা ॥ ক্রীড়াতে মার্কিন্দা কর  
 দুষ্ক পানে পূর্ণোদর হৈল । হাপ্তি হৈল বৎসগণ দুবা দুয়ে  
 গেল ॥ নিরুত্তি হইয়া বৎস গেল নিজ স্থলে । গাভীগণ স্থানে  
 দুষ্ক আসি ভরে ॥ কৃষ্ণমুখপানে নেত্র চিত্ত ধরে ধেনু ।  
 কাসল্যে অব্যয়ে স্থন ইচ্ছিতারা জন্ম ॥ গোপগণ ঘটকনে  
 সেই স্থনভলে । আনি আনি ধরে ঘট সব দুষ্কে ভরে ॥  
 দোহাইয়া যত দুষ্ক প্রথমে পাইলা । তত দুষ্ক এই রূপে  
 পায়ৈ ক্ষমি হৈলা ॥ আনি ব্রজেশ্বর কাছে ধরে গোপগণে  
 রতান্ত শুনিয়া সুখী ব্রজরাজ মনে ॥ তবে গোপগণ দ্বারে  
 প্রতি ধেনু কাছে । বলে ধরি আনে বৎসগণ যত আছে ॥  
 বৎসগণ রাখে লৈয়া বৎসের আলয়ে । গাভীগণ রাখে দ্বার  
 যেই স্থান হয়ে ॥ তবে কৃষ্ণ ব্রজেশ্বর নিকটে আইলা দুষ্ক  
 গৃহে ভারীগণে নিযুক্ত করিলা ॥ গবালয় দ্বারে সব কিস্কর  
 রাখিলা । তবে ব্রজরাজ সুত লয়ে গৃহে আইলা । শালগ্রাম  
 সেবা পূজা করে বটু বাণ্য । মন্ত্রা আরাটিক করে মিত্র-  
 নাদি দিয়া ॥ তবে ব্রজেশ্বরী সেই নৈবেদ্যাদি গণ । ব্রজ-

শ্রবণে দেন করিয়া যতন ॥ পঞ্চানন একব পুষ্প মালাদি  
চন্দন । গন্ধবীড়া আদি করিনানা প্রকরণ ॥ তাহা পায়ে  
ব্রজেশ্বর নবা সঙ্গে করি । ভঞ্জন করিল শ্রদ্ধা বিশেষ আচরি  
নবা লঞা ইষ্ট গোষ্ঠী ক্ষণেক করিলা । বকুলোকগণ সব  
গৃহেরে চলিল ॥ কৃষ্ণ ছাড়ি যাইতে কারো ইচ্ছা নাহি হয়  
মনেন্দ্রিয় কৃষ্ণ পাশে রাখি সব যার ॥ অথা সে ব্রহ্মন গৃহে  
প্রস্তুত হইল ॥ ভোজন কারণে তবে নবা বোলাইল ॥ ভ্রাতৃ  
পুত্র সুভ্রাতাদি নিতি আহ্বানয়ে । কটস্থথ লাগি তারে সদা  
নিমন্ত্রয়ে ॥ কোন দিন ব্রজেশ্বর নিজ মহোদরে । ভোজন  
কারণে তারে নিমন্ত্রণ করে ॥ সেই দিন ব্রজেশ্বরী নবা নিম  
ন্ত্রিলা । বটু দ্বারে তাঙ্গবারে আহ্বান করিলা ॥ ভুঙ্গী পীবরী  
যাজি বকুলাদি আর । বধুকন্যাগণে আইলা লেখা নাহি  
ভার ॥ সব্বারে আনিলা বটু দ্বারে ব্রজেশ্বরী । ভোজনে ব-  
সিলা ॥ ব্রজেশ্বর মর্বো রামকৃষ্ণ আনে কেনা ॥ সুভ্রাতাদ  
কৃষ্ণ বামে বসিলা ভোজনে । বটুহ বসিলা বলরামের দ-  
ক্ষিণে ॥ সুভ্রাতের মাতা হয় ভুঙ্গী তার নাম । জননীত জানে  
তঁহো পরিবেশন কাম ॥ ব্রজেশ্বরী তাহাকেত কহে ষড়  
করি । রোহিণীকে কহে তঁহো সক্রম আচরি ॥ দ্বিজ আগে  
দেয়াইল তবে নিজ পতি । তবেত দেবের দেন অতি শুদ্ধ  
মতি । তবে দেয়াইল তঁহো সব পুত্রগণে । এই রূপে রো-  
হিণীকা করে পরিবেশনে ॥ হেমবর্ণ ঘূতে অন্ন ব্যঞ্জন মি-  
শ্রিত । অতি সুচিক্কা অতি সৌরভে পুরিত ॥ হেন পাত্র  
করি পাত্রে ধাতুর উপরে । কোমলান্ন ব্যঞ্জনাদি তাতে  
লৈয়া ধরে ॥ ছয় রস ব্যঞ্জনাদি পরমান্ন বটক । কোমল  
বেটিয়া পোয়া দিলেন পৃথক ॥ যার যে ব্যঞ্জনগণ প্রিয় অতি  
শয় । জানি ব্রজেশ্বরী রোহিণীকে ইঙ্গিতয় ॥ তারে তারে  
সেই সেই ব্যঞ্জন দেয়ায় । হুট হঞা তাহা পাঞা সেই  
খায় । ঘন দুগ্ধ শিথরিণী মথিত রসালা । ঘন দধি বহু মন্দি



তাতে করি মেলা ॥ পক্ষ আমুরস আদি ব্রহ্মেশ্বরী লঞা ।  
 ক্রম করি পরিবেশে আনন্দিত হইয়া ॥ মাতা পিতা আদি  
 করি যত যত জনে । পরম আশ্রয় করে কৃষ্ণের ভোজনে ।  
 মনোবাক্য নেত্র সবে প্রকাশ করয়ে । সমস্ত ভুঞ্জয়ে কৃষ্ণ  
 এই মনে হয়ে ॥ অতি গাঢ় প্রেম চিত্ত দ্রবিত হইয়া । স্নেহ  
 বাষ্প ছলে বহে নয়ন ভরিয়া ॥ শত শতাশ্রয় করি ভোজন  
 করায় । তাহা দেখি কৃষ্ণচন্দ্র মহামুখ পায় ॥ মাতা গাঢ়  
 রূপে করে আশ্রয় বিস্তর । বটু নন্দ করে তাতে গান্তরীয়া  
 অন্তর ॥ তবু প্রাতে কৃষ্ণ যৈছে ভোজন করিলা । মায়ংকালে  
 ভোজনেত ব্যস্ত তা হইল ॥ পিতা জ্যেষ্ঠা খুড়া মনে একত  
 ভোজন ॥ স্বচ্ছন্দিত নহে যদি নন্দ আলাপন ॥ মাতাও  
 লালয়ে যদি স্বচ্ছন্দে না কৈল । তথাপিহ কৃষ্ণচন্দ্র মহামুখ  
 পাইল ॥ একত ভোজন কৈল সবাকৈ লইয়া । তাহাতেই  
 মুখী কৃষ্ণ আনন্দিত হিয়া ॥ প্রাতঃকালে হৈতে মায়ংকা-  
 লের ভোজনে । কোটি মুখ পাইলা কৃষ্ণ স্নেহ আচরণে ॥  
 ব্রজবধু মুখচন্দ্র হাস্য মনোহর । দেখি তপ্ত হৈল সবার  
 নয়ন অন্তর ॥ কৃষ্ণ বাণী সুধাবিন্দু করি পান কৈল । কৃষ্ণ  
 অঙ্গ গন্ধ সর্ব নানা পূর্ব হৈল ॥ মাধুর্য অমৃতাদ্যাদে জিহ্বা  
 পূর্ব হৈল । পাঞ্চেন্দ্রিয় কৃষ্ণ চিত্ত সবার পুরিল ॥ ভোজন ক-  
 রিয়া তবে জলপান কৈল । আচমন করি মুখ মার্জন ক-  
 রিল ॥ তবে কৃষ্ণ যাঞা রত্ন পালক উপরে । বিশ্রাম ক-  
 রিলা সব দাস সেবা করে ॥ অটালী উপরে কৃষ্ণ করিলা  
 শয়ন । দাসগণে সেবে দিয়া তাবুল শীতল ॥ অটালী উ-  
 দয়াচলে কৃষ্ণ মুখচন্দ্র । উদয় হইতে জ্যোতি জ্যোৎস্না  
 দীপ্ত চন্দ্র ॥ রাধিকাহো নিজ মখী বন্দ সঙ্গে লৈয়া । নিজ  
 অটালয়ে মুখ গবাক্ষে ধরিয়া ॥ দেখে গোবিন্দের মুখ চ-  
 ন্দ্রের সুমমা । নয়ন চকেরদ্বয়ে নাহি হয়ে ক্ষমা ॥ পুনঃ  
 পিয়ে সুধা নয়ন চকোরী । শূন্য অঙ্গ হৈল চিত্ত কৃষ্ণ মুখে  
 ধরি ॥ সন্তোগ্যেয়গণ যবে উদয় করয়ে । সর্বত্রই সর্ব

ক্ষণ সৎফল ধরয়ে ॥ কৃষ্ণ হৈছে অট্টালিকা গবাক্ষে আনন  
 ধরিয়া দেখয়ে রাই মুখ মনোরম । রাই মুখ পদ্মমধু ধারা  
 পান করে । নিজ নেত্র ভুজ যুগ ভাগ্যফল ধরে ॥ অথা ব্র-  
 জেশ্বরী তবে তুলসীকে কয়ে । ভোজন করহ তুমি লঞা  
 সখীচয়ে । তাহা শুনি ধনিষ্ঠীকা কহয়ে তাহারে । বিনা রাই  
 জলপান তুলসী না করে ॥ অতি স্নেহ রীত তার শুনি ব্র-  
 জেশ্বরী । ধনিষ্ঠাকে কহে তিঁহো মহা ভরা করি । রাই সখী  
 গণ সঙ্গে যতক ভুঞ্জয়ে । তত অন্ন ব্যঞ্জনাদি পাঠাই সে  
 গৃহে ॥ তাহা শুনি ধনিষ্ঠীকা কৃষ্ণ ভুক্ত শেষ । অন্ন ব্যঞ্জনাদি  
 করি যতক বিশেষ ॥ রোহিণীর স্থানে অন্ন ব্যঞ্জনাদি লৈয়া  
 একত্র করিলা তাহা গোপন করিয়া ॥ তুলসীকে দিয়া তাহা  
 তৎকাল পাঠায় । অথা ব্রজেশ্বরী যাত্রীগণেরে বোলায় ॥  
 কন্যাবধু আদি যত দাস দাসীগণ । যত গোপগণে দিল  
 মিষ্টান্ন ব্যঞ্জন ॥ আপনেহ সব লৈয়া ভোজন করিল । আ-  
 চমন করি সবে তাম্বুল খাইল ॥ ধনিষ্ঠা আনিয়া অন্ন তুল-  
 সীরে দিল । সূবলে বিটিকা দিয়া সন্তোষ করিল ॥ অথা  
 রাধিকার পাশে তুলসী যাইয়া । শেষান্ন ব্যঞ্জন দিল হর-  
 যিত হৈয়া ॥ সখীগণ সঙ্গে ধনী সে অব্য দেখিলা । গন্ধবর্ণে  
 নাশা দৃষ্টি তৃপ্তী হৈয়া গেলা ॥ শ্রীকৃপমঞ্জরী তাহা তৎকাল  
 লইয়া । ভোজন আলয়ে রাখে পৃথক করিয়া ॥ অথা বিশা-  
 খাকে ডাকি কহয়ে জটিল । ভোজন করিয়া পুত্র গোশা-  
 লাকে গেলা ॥ বধুকে বোলাও এথা ভোজন করিতে । তাহা  
 শুনি বিশাখিকা লাগিলা কহিতে ॥ প্রথমে সে সখী মোর  
 শয়ন করিলা । উঠিতে না পারে অঙ্গ অলসে ভরিলা ॥ অন্ন  
 ব্যঞ্জন দেহ এথাই আনিয়া । শয়ন করেন যেন এইখানে  
 খাঞ ॥ কহি বিশাখিকা অন্ন ব্যঞ্জন আনিলা । রাধার ভো-  
 জনালয়ে ধরিয়া রাখিলা ॥ তবে রাই শীঘ্র আসি ভোজন  
 আলয় । বৈসে রত্ন পাঠোপরি আনন্দ হৃদয় ॥ সঙ্গে সখী-  
 বৃন্দ হেম ভূজারেতে পানী । কৃষ্ণভুক্ত শেষ ভুঞ্জি রাধা হংসি

মণি ॥ দক্ষিণে ললিতা বামে বিশাখা বসিলা । দুই পাশে  
বেড়ী আসি মণ্ডলি হইয়া ॥ সখী রুন্দ সঙ্গে রঞ্জে রাই নিত  
ঘিনী । ভোজন করয়ে নানা রহস্য কথা শুনি ॥ কৃষ্ণধর শেষ  
রাই করয়ে ভোজন । সর্ষাঙ্গে পুলক হয় দেখে সখীগণ ॥  
এইরূপে ভোজন কৈলা সখীগণ লৈয়া । স্নিগ্ধ জল পান  
কৈলা হরষিত হৈয়া ॥ আচমন কৈলা রাই সুবর্ণ ডাবরে ।  
দাসীগণ জল দিয়া সেবে সেই স্থলে ॥ রত্নের পালঙ্কে কৈল  
ক্রমেক বিশ্রামে । তাম্বুল বীজন সেবা করে দাসীগণে ॥  
সখীগণ সেই স্থলে করিলা বিশ্রাম । তাম্বুল ভক্ষণ কৈল  
অতি অনুপাম ॥ কৃষ্ণদত্ত বীড়া আগে তুলসীকা দিলা ॥  
তাহা পাই রাই অঙ্গ পুলকে তরিল ॥ সে তাব দেখিয়া সখী  
করে পরিহাস । তবে তুলস্যাদি যাঞ পাইল অবশেষ ॥  
সব দাসীগণ গিয়া ভোজন করিল । চব্য পাণ সুবাসুখী  
তাহা সবে দিল ॥ এই রূপে রহে ধনী আনন্দ ভিয়ায়ে ॥  
গুণীরুন্দ নটী রঙ্গ দেখিবারে চাহে ॥ তৎকাল যাইয়া সবে  
উঠে অটালয়ে । সেইখানে রহি সব কোতুক দেখয়ে ॥ গো  
বিন্দ দেখিয়া রাই আনন্দে ভাসয় । অতিমার লাগি চিত্তে  
উৎকণ্ঠিত হয় ॥ গুরু জন জাগে কিবা শয়ন করিল । তাহা  
দেখিবারে তুলসীরে পাঠাইল । তঁহো আসি কহে সবে  
নিদ্রায় পড়িলা । শুনিয়া রাধিকা চিত্তে আনন্দ বাড়িলা ।  
দৃষ্টি লাড়ু আদি নানা প্রকার পক্ষীর কলসাদি করে রাতি  
ভোজন করণ ॥ সঙ্কেত নিকুঞ্জে ধনী গমন করিতে ।  
নানান উদ্বিগ্ন করে সখীর সহিতে ॥ এইত কহিল কৃষ্ণের  
সায়রু লীলা । সংক্ষেপে কহিল এই ভোজনাদি লীলা ॥  
ইহাতে বিশেষ আর যত আছে কথা । ঠাকুর বৈষ্ণব তাহা  
শোধিবে সর্ষথা ॥ গোবিন্দ চরিত সব যে জন শ্রবণে ।  
এইরূপে ব্রজস্থল কৃষ্ণ স্তুতি করে ॥ তবে ব্রজেশ্বরী ভূত  
গণে আজ্ঞা দিল । লোকের কলকলি সব নিষেধ করিল ॥  
নিজ স্থানে যাঞ বৈসে সব লোক । গুণিগণে করে রাজ্য

ইঙ্গিত আলোক ॥ কলাবিদ সব তান নিজ নিজ কলা ।  
 সর্বগণে মেলি সবে একত্র বসিল ॥ এইত কহিল  
 কথা মায়হু বিলাস । দিগ দরশন করি সংক্ষেপ আভাস ॥  
 শ্রীকৃপা পাদপদ্ম করিয়া ধ্যান । যেই উঠে মনে লিখি না  
 জানি বিধান ॥ রাধাকৃষ্ণ পাদপদ্ম সেবা অভিনায়ে । এ-  
 যদুনন্দন কহে মায়হু বিলাসে ॥

ইতি শ্রীগোবিন্দলালামৃতে মায়হু বিলাস বর্ণনঃ  
 নামঃ বিংশতিতমঃ সর্গঃ ॥ ২০ ॥

তথাহি । রাধাং সালিগামসিত নিশা  
 যোগ্য বেশাং প্রদোষে, দূত্যাঙ্কনোপদেশাদতি-  
 সূত যমুনা তীরে কম্পাগ কুঞ্জাং । কৃষ্ণঃ গোপৈঃ স-  
 জয়াং বিহিত গুণিকলা লোক মথনিক মাতা, যত্ন  
 দানীয় সংশায়িত । মথনিভূতং প্রাপ্তকুঞ্জং  
 স্মরামি ॥

জয়ঃ গৌরচন্দ্র করুণা মাগরাজয়ঃ তপ্ত হেম কাঙ্ক্ষি কলেবর  
 জয় জয় চন্দ্রমুখ কমল নয়ন । জয় জয় দীনবন্ধু পতিত পাবন  
 রূপাকর দয়া নিধি মো অতি অধম । তোমা না ভজি নু হুথা  
 গেল এ জনম ॥ নিজগুণে কৃপা করি দেহ দরশন । মুখে সেবা  
 করো তাথে তোমার চরণ ॥ অতঃপর ব্রজেশ্বর বাহিরে  
 আইলা । অগ্র অনুজ সহ সভাতে বসিলা ॥ যথা রাগঃ ।  
 সঙ্ক্যার সময়ে রাই, সখীগণ একঠাঞি, বেশ করে অভিসার  
 কাষোমিত আর অসিত নিশা, যোগ্য বেশ রচে দিশা, মাজে  
 ধনি মনোহর নিজে ॥ রন্দাদেবী উপদেশে, চলিলা মোহন  
 বেশে, যমুনার তীরে সখী সঙ্কে কম্প রক্ষ কুঞ্জবন, স্থান অতি  
 মনোরম, পাইলা ধনী কৃষ্ণ সঙ্গ রঙ্গে ॥ গোবিন্দ প্রদোষ কালে  
 গোপ সভা আসি মিলে, গুণ কলা কোতুক দেখিলা নানান

গোবিন্দদর্শনেতিহাসম্ লোকো ॥ কৃষ্ণকীর্তন ১৩

কৌতুক দেখি, কৃষ্ণ হৈল মহা সুখী, তা সবারে বহুদিন দিলা  
মাতা অতি যত্ন করি, সভা হৈতে আনে হরি, দুখ ভুঞ্জাইয়া  
শোয়াইলা । ক্ষণেক গুণিয়া কৃষ্ণ, অন্তরে বাড়িল তৃষ্ণ, অ-  
লক্ষিতে সেই কুঞ্জে গেলা ॥ রাধা কৃষ্ণ দরশন, আনন্দে ভরল  
মন, নানা ভাব ভরে দুহু গায় । মখী সঙ্গে পরিহাস, রসময়  
সুবিলাস, স্মরে সেই আপন হিয়ায় ॥ **রাই**

অতঃপর ব্রজেশ্বর বাহিরে আইলা । অগ্রজ অনুর সহ  
সভাতে বসিলা ॥ ব্রজ প্রজাগণ যত সবাই আইলা । গুণিন্দ  
আইলা মহা সমৃদ্ধ হইলা ॥ শ্রেণীমুখ্য লোক আর গুণিন্দ  
যত । সবাই আইলা বিদ্যা বিশারদ কত ॥ বাদক গায়ক  
আইলা নাটক সহিতে । স্মৃতবংশ তাটগণ আইলা স্মৃতিতে ॥  
ব্রজেশ্বর সঙ্গে সবে মিলন করিলা । যথা যোগ্য গৌর-  
বাধি সবা সঙ্গে কৈলা ॥ ~~প্রণয়ানুগ্রহ করি সন্মানিল সবা ।~~

কৃষ্ণ গেজন করিয়া । শরন করিলা অতি অময়ুক্ত হৈয়া ॥  
লোকগণ আইল তাঁর দর্শন লাগিয়া । কি বিধি করিব  
আমি না বুঝিয়ে ইহা ॥ হেনই সময়ে কৃষ্ণচন্দ্র আচম্বিতে ।  
সখাগণ সঙ্গে আইলা রাজার সভাতে ॥ ব্রজেন্দ্রের সভা  
যেন উদয় পার্বতে ॥ কৃষ্ণচন্দ্র তাতে যদি হইলা উদিতে  
হৃদয় সমুদ্র সবার দেখি উছলিল । নয়ন চকোর গণ প্রফুল্ল  
হইল ॥ রোমৌষধি প্রফুল্লিত হাস্য কুমদিনী । প্রফুল্ল হইল  
সব চিত্তানন্দ মানি । অঞ্জলি বন্ধনে কৃষ্ণ বিধে নমস্করি ॥  
গুরুজন আদি করি বন্দে ভক্তি করি ॥ সব সখাগণে হাস্য  
মিশালে ঈক্ষণ । প্রতিপাল্য গণে করে দয়াবলোকন ॥  
সবারে সম্বাশা করি সঙ্গিগণ লৈয়া । আসনে বসিলা কৃষ্ণ  
অতি হুট হৈয়া ॥ বেদধ্বনি করে বিপ্র জয় রবে । ~~কৃষ্ণ~~  
অনুবাদ পাঠে অনুভবে ॥ সেই ২ সীলা গান পাঠন করয়ে ।  
অতএব বহুবাচো কোলাহল হয়ে ॥ পরম আনন্দ ধ্বনি স্তুতি  
কলকলি । সংগীত করিলা যত সেই ব্রজস্থনী ॥ এই রূপে

৪৩ তমাপিচইলাশবেআচারলানিয়ারহুখমুখচন্দ্রে  
 ব্রজস্বন কৃষ্ণ স্তুতি করে । ঘোষ নিজ নান যাতে নানয়ে  
 সকলে ॥ তবে ব্রজেশ্বর ভূত্যাগে আজ্ঞা দিলা । লৌকের  
 কলকলি সব নিষেধ করিলা ॥ নিজ স্থানে যত বৈসে যত  
 লোক । গুণিগণে করে যবে ইঙ্গিতে আলোক ॥ কলাবিদ  
 সব তবে করে নানা লীলা । কৌশল করিয়া সবে প্রকাশ  
 করিলা ॥ ছালিক্যাদি নৃত্যলাভ তাণ্ডব করয়ে । কেহ রাম  
 নৃসিংহাদি রূপকাভিনয়ো নানা ইন্দ্র জাল মূক্ত কেহ সঞ্চা-  
 রয়ে । এই রূপ সব লোক হরষিত হয়ে ॥ কেহ পুণ্য পৌরা-  
 নিক কথা শুনার । বংশানুবর্ণয়ে কেহ নানা গীত গায় ॥  
 চতুর্দিক বাতা বাজে কর্ণশ্রুতি যাতে । জন্মাদি বিরূপা-  
 বলী পাড়ে বন্দী তাতে ॥ তাহা সবাকারে ব্রজরাজ আজ্ঞা  
 করি । বস্ত্র অলঙ্কার দিল সন্মান আচরি ॥ যতপিহ  
 গুণিগণ গোবিন্দ দর্শনে । পূর্ণ হৃষ্ট হয় মন মন তৃপ্তা হীনে

অনন্দিত হৈয়া ॥ কৃষ্ণমুখচন্দ্র হাস্য জোন্মা সুধাময় । পান  
 করে সর্ব নেত্র চকোর নিচয় ॥ অশ্রুধারা ছলে সদা রমণ  
 করয়ে । দুকহ প্রেমের গতি তবু হৃষ্ট নহে ॥ অথা ব্রজেশ্বরী  
 দাম রক্তক পাঠায় । ব্রজেশ্বরে কহি কৃষ্ণে আনহ এথায় ॥  
 তবে সে রক্তক আসি কহে ব্রজেশ্বরে । ব্রজেশ্বরী চাহে পুণ্য  
 দেখিবার তরে ॥ তাহা শুনি ব্রজেশ্বর আশ্রয় করিয়া । পাঠা-  
 ইলা গোবিন্দে রে যাত্নিক করিয়া ॥ কৃষ্ণ হাসি মুখাটুপি  
 সবাকে করিলা । বিচ্ছেদে কাতর লোক শ্লিষ্ট সম্ভাষিলা ॥  
 তবে কৃষ্ণ আইলা নিজ মাতার মন্দিরে । মিত্র বৃন্দ সঙ্গে  
 আর শ্রীমধুমঙ্গলে ॥ চন্দ্রকান্তমণি বেদী সুন্দর মাঙ্জুন ।  
 তাহাতে বসিলা আসি লঞা নিজ জন ॥ কিছু উষ্ণ ঘন  
 দুগ্ধ শকরা কপূরে । মাতা আসি দিল তাহা কৃষ্ণ পান  
 করে ॥ অতি স্নেহে মাতা শুনে দুগ্ধ অবরুয় । নয়নে বহরে  
 নীর বসন তিতয় ॥ তবে মিত্রগণ সবে গেলা নিজালয় ।  
 রোহিণী জননী আসি কৃষ্ণে লালয় ॥ শয্যালয়ে আসি

কৃষ্ণে করান শয়ন । হলধর গেলা শীঘ্র আর্পন ভুবন ॥ বটু  
যে শয়ন কৈলা যাঞা নিজ স্থানে । দাসগণ করে ওথা গো-  
বিন্দ সেবনে ॥ স্বচ্ছন্দ শয়নে যদি কৃষ্ণ নিদ্রা গেলা । তবে  
নিজা<sup>ল</sup>য়ে মাতা শয়নে চলিলা । গমন সময়ে দাসগণে  
পুনঃ বলে । সদাই বিকল চিত্ত কৃষ্ণ স্নেহভরে ॥ বাছা সব  
এই কার্য্য তোমা<sup>রা</sup> করিবে । কৃষ্ণ নিদ্রা বাদীগণে সদাই  
বারিবে ॥ বন বিহরণে আর বৎসাদি চারণোশান্ত হৈয়া আছে  
কৃষ্ণ<sup>ক</sup>বাসিনে ॥ প্রাতঃকালাবধি যৈছে মুখে নিদ্রা যায়  
এই কার্য্য যত্ন সবে রহিবে সদায় ॥ এত কহি তৈহো গেলা  
শয়ন করিতে । দাসগণ কৃষ্ণ সেবা করে হরষিতে ॥ অথা  
সে রাধিকা নামে অট্টালি হইতে । দেখে পূর্ণচন্দ্র শোভা  
হুগছে বিদিতে ॥ কৃষ্ণ প্রাপ্তি লাগি হৃৎকা<sup>ল</sup>ড়িল অন্তর ।  
সঙ্কেত নিবৃঞ্জ যাইতে করেন বিচার ॥ সখীগণে ভরা করে  
দেশাদি করিতে । তবে সখীগণ বেশ কররে অরিতে ॥ অতি  
সুন্দর শুক্লবান পরিধান কৈলা । কম্পূর চন্দন পঙ্ক সন্ধ্যাঞ্জে  
লেপিল । মুক্তা আভরণ পরে মল্লিকার মালা । যত্ন করি  
নৃপু<sup>র</sup> কিঙ্কিনী মুক কৈলা ॥ নিজ সম সখীগণে বেশাদি ক-  
রিয়া । সঙ্কেত নিকৃঞ্জে চলে কৃষ্ণে অনুযিয়া ॥ কৃষ্ণপক্ষে  
যবে ধনী করে অভিনার াখাম বেশ তবে ধনী করে অঙ্গী-  
কার । মৃগমদ লিপ্ত অঞ্জে নীলবাস পরে । কালাগুরু তি-  
লক চিত্রমালা উৎপলে ॥ নীলমণি রত্নগণ অভরণ ধরে ।  
এই রূপে সখী সঙ্গে অভিনার করে ॥

যথা রাগঃ । দেখিয়া উজ্জোর রীতি, চিত্ত মন্থ<sup>স</sup>থ যাতি,  
সঙ্গে সম বয়<sup>স</sup> সখীগণে । কৃষ্ণ অভিনার কাষে, চলিলা স-  
ঙ্কেত কুঞ্জে, রাধা<sup>সুখ</sup>ী হৃন্দাবনে ॥ সখী হে দেখে রাই অভি-  
র । চান্দে<sup>র</sup> কিরণ তনু, ডুবিয়া চলিলা জলু, চিনিতে  
কতি হয় কার ॥ ক্র ॥ বয়স কিশোরী ধনী, তপন কাঞ্চন  
নি, বরণ বসন সিত মাজে । কৃষ্ণ প্রেমভরে ধনী, মন্থ<sup>র</sup>  
মন জানি, তাহা হেরি গজ পায়ে লাজে ॥ অতি অঞ্জে

প্রতিকর্ণ, প্রতি বিশ্ব অনুপম, বলকয়ে যেন সোদামিনী ।  
 পদযুগ যাহা ধরে, কতই রুহ ভরে, হাসিতে খসয়ে মণি  
 জানি ॥ কঙ্কণ বঙ্কণ কাষে, মনোমথ পায়ে লাজে, নয়ন  
 ধনন, মনোহরে । যেখানে নয়ন পাড়ে, কুবলয় বন ভরে, ক-  
 টাক্ষে বরিশে কামশরে ॥ তরু ছায়া যাহা হেরে, লোক  
 অনুমান করে, ভীত হৈয়া মন্দ মন্দ যায় । বংশী ~~বট~~ তট-  
 স্থলে, সখী সব আসি মিলে, ব্রজভূমি সেবন করয় ॥ হৃদয়  
 কমলে পরি, রাইচরণ ধরি, যমুনার তটে লৈয়া গেলা ।  
 জাম্বুদ্বীপ জলতার, হর্ষে ধনী হৈল পার, পার হঞা সঙ্কেত  
 পাইল ॥ জয় প্রভু শ্রীচৈতন্য, শ্রীগোপাল তউ ধন্য, জয়  
 জয় আচার্য ঠাকুর । মোর প্রভু জয় জয়, শ্রীচাকুজি মহা-  
 শর, বহুবার উচ্ছিষ্ট বুকুর ॥

শ্রীগোবিন্দ রুন্দাবন আখ্যান তাহার । কৃষ্ণের সংযোগ  
 পীঠ সর্ব সুখাগার ॥ সন্সোত্তম অক্ষ সেই রুন্দাবন স্থানে ।  
 বৃন্দ পৃষ্ঠে সম নত উচ্চ মনোরমে ॥ দশ শত দল পদ তুল্য  
 সেই স্থান । কুঞ্জগণ দল যার কৃষ্ণ মনোমান ॥ হেম রস্তা-  
 গণ হয় কিঞ্জক তাহাতে । মণি গৃহে করিকার শোভা পূর্ব  
 বাতে ॥ যমুনা উত্তরে পূর্ব পশ্চিম বিভাগ ॥ স্থল কোড়ে করে  
 বাহু নিলি অনুরাগ ॥ শাল তাল তমাল আর অশ্বথের গণ  
 বকুল রমাল আর নারিকেল বন ॥ পিয়াল কুন্দাল আর  
 শ্রীফল ভুফল । কুন্দরানু দক্ষিণ উদ্দাল শরল ॥ তিলক  
 কুচ পীত শালবন আর । জয়ল সুগন্ধ স্থল পলাশ বি-  
 স্মার ॥ গ্রালব গ্রন্থিল আর গোলিঠাদি করি । মধু ~~ম~~ ম-  
 ধু কণ্টকী ফলভরি ॥ কদম্ব কুতমী ~~ন~~ নক্ষত্র ফলে মনক  
 মূল বঙ্গল রক্ষকোলি অনুপাম ॥ বঙ্কল মঙ্কল গণ্ডমো ~~প~~ প-  
 আর । কপবান কুলক দেব বল্লভ প্রকার ॥ কম্পরক্ষ বাঙ্কি-  
 তাদি অনেক ভরিল । অপারিজাত পারিজাত বনে পূর্ব  
 হৈল ॥ মন্দারন রক্ষ আর বক্ষার নাম । সন্ধানক সন্মদ  
 তামক অনুপাম ॥ শ্রীহরি চন্দন নাম গোবিন্দ শরীর ।



যাহার চন্দন ব্যাণ্ড মুখ যার নীল ॥ মহাদেতা বৃক্ষগণ  
 বেষ্টিত হইয়া। কম্পলতা উঠিয়াছে শুন মন দিয়া। মাধবী  
 মল্লিকা আর হেমধূখী লতা। জাতী যুথী আর নব মালতী  
 শোভিতা ॥ মল্লিকা অপরাজিতা আর গুণ্ডালতা। বিষ-  
 লতা কুজা। আদি আছে বহুমতা ॥ লবঙ্গ অশোক কুন্দ  
 আমুলতাগণ। ড্রাক্ষা নাগবল্লী আর বনজানুপন ॥ বৃক্ষলতা  
 গণ সন কম্পবৃক্ষ সম। কৃষ্ণ গোপীগণের সে অনীষ্ট পুরণ ॥  
 পুষ্পবতী অমালিনী সন্দৃষ্টি রজসা। মুকুমারী প্রসবতা মুখ  
 যে সরসা ॥ রাত্রি দিনে কৃষ্ণমনে গোপাঙ্গনাগণ। বিহার  
 করিতে হৈলা শ্যামল বরণ ॥ শ্যামলতা ছলে তারা রহে শুক  
 হৈয়া। স্থাবর হইল। এবে জঙ্গল হইয়া ॥ কৃষ্ণ আলোকনে  
 সহচরী দাসীগণ। শুক কটকিত্তা গুণ্ডালতা মনোরম ॥  
 ত্রিশক্তি ভূশক্তি লীলা শক্তি আর। কৃষ্ণ সেবা লাগি লোভ  
 বাউল অপার ॥ বহু পুণ্যে স্থাবরতা বৃন্দাবনে হৈলা। জাতি  
 ধাত্রী তুলনীতে আত্ম প্রকাশিলা ॥ সরস্বতী দুর্গা আদি গো-  
 বিন্দ দর্শনে। অতি তৃষ্ণা হৈল তারা রহে বৃন্দাবনে ॥ সোম-  
 বল্লী। হরীতকী ছলেত রহিলা। পরম আনন্দে সবে স্থাবর  
 ভৈ গেলা ॥ অনেক পদ্মিনীগণ কৃষ্ণে মুখাদিতে। জলে স্থলে  
 রহে সবে স্থির বহুমতে। কৃষ্ণপক্ষে শুকপক্ষে এদিন রজনী  
 প্রকলতা হৈয়া রহে স্থাবরতা জানি ॥ শরালী আছয়ে জলে  
 বহুতর। ঋষিগণ জলে স্থলে হসে স্থিরচর ॥ কৃষ্ণ তুর্কি  
 লাগি কুঞ্জ কমলা পুজিত। কমলা আছয়ে তীরে কমলা  
 বেষ্টিত ॥ রক্তাঙ্গ রহিত প্রাণী বহুত আছয়। রক্তাঙ্গ রক্তাঙ্গ  
 ছে রক্তাঙ্গ নিচয় ॥ কলিবাহীন বৃক্ষ আর কলিবাহী পুরিত  
 বৃক্ষর প্রাণী হীন সদা প্রাণী ভীত ॥ বিহীন খঙ্কর আর  
 নানা প্রবীণ। কি অপূর্ণ শোভা সেই কনকের চিত্র ॥  
 কনকে রচিত ভূমি কনক কনকে। কনক আর বেষ্টিত  
 কনকে ॥ ক্রমুক রহিত স্থান অতি মনোহরে। ক্রমুক ক্রমুক

আর ক্রমুক বিস্তারে ॥ জঙ্গম প্রিয়ক আর প্রিয়ক জ-  
 জমে । স্থাবর প্রিয়ক আর অতি মনোরমে ॥ জঙ্গমে নয়র  
 আর স্থাবর নয়রে । বিহীন বকুল আর পূর্ণ সুবকুলে ॥ ত-  
 মাল বিহীন আর তমাল আছেয়ে । দ্রুমে বিদ্রুমে সব মহী  
 বিস্তারয়ে ॥ কৃষ্ণসারা কৃষ্ণসারা রুচিভিঃ । শব্দর ব্যাপ্ত সর্ব  
 চিত্তে লোভি ॥ বোহিষ বোহিষ প্রিয় স্থল ব্যাপ্ত হৈল । হরি-  
 তাল তার-ইন্দ্র শব্দে বেধাপিল ॥ বৎসর গালর আর  
 শাপিল্যাংদি মুনি । সেই পক্ষ শব্দ তার করে বেদধ্বনি ॥  
 বৃক্ষমূলে চারা আর কুটুমারগণ । চারিকোণে ছয় কোণ  
 কাছ অষ্টকোণ ॥ মণ্ডল আকার কোণ কুটুমারগণ । বি-  
 বিধ মণিতে চিত্র সোপাণ সাজন ॥ গলা সম উচ্চ কেহ কেহ  
 নাতি সম । কাছ নাতি শোণী উরু কাহি জানু সম ॥ নীল  
 রক্ত বন্ধ মণি কোন সুকুটুমা । চন্দ্রকান্ত মণির চারা তা-  
 হাতে ঘটনা ॥ কোন খানে চন্দ্রকান্ত মণির কুটুমা । নীল  
 রক্ত মণি চারা তাহা অনুপমা ॥ হেমরসে নীলমণি লতিকা  
 উঠয় । নীলমণি রক্ষে হেমলতা বিলসয় ॥ স্ফটিক মণির  
 লতা প্রবাল তরুতে । স্ফটিকের রক্ষে পদ্মরাগের লতা  
 মরকত বৃক্ষে লতা চন্দ্রকান্ত মণি । প্রফুল্লিত বৃক্ষলতা সু-  
 ন্দর সাজনী ॥ ইন্দ্র নীলমণি ভূমে হেম বৃক্ষ হয় । প্রবালের  
 বৃক্ষ ভূমি স্ফটিকে আছেয়া স্বর্ণভূমে স্ফটিকের বৃক্ষ মনো-  
 হর । নীলমণি বৃক্ষারুণ ধরার উপর ॥ মরকত মণি ভূ-  
 পদ্মরাগ মণি । বৃক্ষ মনোহর অতি শাখার সাজনি ॥ বৃক্ষ-  
 গণে হেমকক ডাল শ্বেতমণি । উপডালগণ তাতে সাজে  
 নীলমণি ॥ মরকত মণি পত্র পদ্মরাগ প্রবাল । স্ফটি  
 কুমুদ স্থল মুক্তা ফল মাল ॥ অন্য বৃক্ষগণ আছে উলটা ঘ-  
 টনা । বিস্তার করিতে গ্রন্থ বাছল্য রচনা ॥ সেই বৃক্ষগ-  
 লে সর্ব বাঞ্ছা পুরে । আশ্রয় ফলের কথা সম্পূর্ণ অ-  
 কারে । কৃষ্ণ আর শ্রীকৃষ্ণের রমণী নিচয় । বস্ত্র অলঙ্কার গন্ধ-  
 পূর্ণ তাতে হয় ॥ মহজ স্বভাবতার পুষ্প যত হয় । মালা

কৃতি পুষ্প সব মনোহর ময় ॥ ~~কল~~বহয়ে কুম্মাণ্ড ~~কুম্ম~~বির  
 সমান । কৃষ্ণলীলোচিত বস্তু রহে মধ্যস্থান ॥ কুঞ্জগণ শোভা  
 হয়ে অতি মনোহরে । অষ্টদিগে রক্ষশাখা প্রশাখা উপরে  
 শাখা২ মিলি হৈল মণ্ডপ আকার । চতুর্দিকে লতা হয়  
 তিত্তি মনোহর ॥ অত্যন্ত নিবিড় লতা কুমুম পূরিত । ভ্রমর  
 বন্ধারে তথা কোকিলের গীত ॥ অতি ঘন পত্র বৃক্ষ শা-  
 খার উপরে । পত্র পুষ্প ফল চিত্র আচ্ছাদন করে ॥ তাহার  
 উপরে ভূমিমণি বিরচিত । তাহাতে সুকুম শয্যা সুগন্ধি  
 পূরিত ॥ উপরেত চন্দ্রাতপ নানা চিত্র তাতে । আভরণগণ  
 আছে রতন রচিত ॥ উপস্থান মধুপান তাম্বুল ভাজন ।  
 জলপাত্র গন্ধপাত্র মুকুর ব্যাজন ॥ সিন্দূর অঞ্জন পাত্র মমস্তু  
 আছে । মণিময় গৃহে তুল্য কুঞ্জগণ হয় ॥ হিন্দোলিকা আছে  
 নানা ~~মণি~~তে রচিত ॥ চিত্র বস্ত্র চিত্র পুষ্প তাহাতে নির্মিতে  
 কম্পবৃক্ষ শাখা২ একত্র মিলন । কৃষ্ণ তাতে কেলি করে  
 লৈয়া প্রিয়গণ ॥ কপোত পার্শ্ববত কোকিলাদিগণ । হরি-  
 তাল পিঞ্জল আর টিউতানু পম ॥ ময়ূর চকোর আর  
 চাতক পূরিত । চামপক্ষী নারাপক্ষী বার্তুক সহিত ॥ শুক  
 শারী পক্ষী আর চাতকাদি যত । কলিজ তিত্তির পালায়ুধ  
 আদি কত ॥ কোক ~~বাস্ত~~ ব্যাঘ্রাটত আদি পক্ষীগণ । সুশক  
 বিলাস করে অতি মনোরম ॥ তার মধ্যে হেমস্থলী অতি  
 পরিমর । চতুর্দিকে কম্পবৃক্ষ নিকুঞ্জ মণ্ডল ॥ তার মধ্যে  
 চিত্তমণি মন্দির আছে । কম্পবৃক্ষ ~~কোণে~~ মণি কুর্টিমা নি-  
 চয় ॥ মন্দির চৌপাশে শোভে শো ~~পা~~লিত । চারিকোণে  
 কম্পবৃক্ষ সফল পুষ্পিত ॥ মন্দিরের মাঝে হেম সিংহাসন  
 আছে । তাতে সিংহগণ চিত্র ভাল সাজিয়াছে ॥ সিংহঅহ  
 কান্তি যেন পাথার নিচয় । আছে দুই পায়ে সর অঙ্গ ভার  
 হয় ॥ পাছে দুই পদ আছে ক্রুঞ্চন করিয়া । সূর্য্যকান্তি  
 অঙ্গনে মাণিক্যে রচিয়া । উর্দ্ধকর্ণ উর্দ্ধতে পুচ্ছ ~~কু~~টাতিক  
 পিষ । রত্ন সিংহাসন দেই গোবিন্দে হরিষ ॥ আকাশে উ-

ডিয়া যাবে এমতি দেখিথিলে । চারিকোণে সিংহাসন আশ্চর্য্য  
 শোভয়ে ॥ অষ্ট পত্র পত্র তুল্য সেই সিংহাসন । চতুর্দিগে  
 মণি শোভে কেশরের সম ॥ কর্ণিকার ইয়ে রত্ন খড়ার আ-  
 কার । সুচেল তুলিতে তাহা রচিয়াছে ভাল ॥ মন্দিরের  
 কাছে ছোট রত্নালয় আছে । অষ্ট কম্পবৃক্ষ লতা তাতে  
 বেড়ি আছে ॥ এই রূপে অষ্টদিগে মন্দির বেষ্টিত । कहने  
 না যায় শোভা উপমা রহিত ॥ লতাবৃক্ষ কম্পবৃক্ষ তাহার  
 বাহিরে । কুঞ্জগণ আছে যেন মণ্ডলী প্রকারে ॥ এই রূপে  
 শ্রীমন্দির বেড়িয়া বেড়িয়া । কুঞ্জের মণ্ডলী আছে দ্বিগুণ ক-  
 রিয়া ॥ দ্বিগুণিত সংখ্যা চারি মণ্ডলী আছে । অপূর্ণ তাহার  
 শোভা कहিলে না হয় ॥ তাহার বাহিরে হেমস্থলী মনো-  
 রম । শূন্যস্থলময় সেই দীপ্ত অনুপম ॥ মৃদুপক্ষীগণ রত্ন চি-  
 ত্রিত তাহাতে । শ্রীপুরুষ ভাব উদ্দীপনা হয় যাতে ॥ তাহার  
 বাহিরে হয় কদলীর বন । মণ্ডলী বন্ধনে স্থল করে আবরণ ॥  
 সফল শীতল পত্র নানা জাতি হয় । সমূল বকুলে সব কম্প-  
 রাতি ময় ॥ তাহার বাহিরে বেড়া পুষ্পোচ্ছান আর । ভিন্ন  
 ভিন্ন পুষ্প বাড়ি বড়ই বিস্তার ॥ তাহার বাহিরে বেড়া উপ-  
 বন হয় । পুষ্প ফল ভরে সেই নম্র হৈয়া রয় ॥ তার মধ্যে  
 বৃন্দাদেবী কুঞ্জ দাসীগণ । সেবা গেহ বহু তাহা নাশ্য প্রক-  
 রণ ॥ বাহিরে বাহিরে ক্রমে লতাদি বেষ্টিত । বৃক্ষতলে ভিন্ন  
 ভিন্ন চারা যেরচিত ॥ গুবাক মণ্ডলী বন তাহার বাহিরে ।  
 হস্ত প্রাপ্য নব ফল গুচ্ছ মনোহরে ॥ হরিদ্বর্ণ রক্ত বর্ণ ফল  
 মনোরম । বৃক্ষ কণ্ঠে ফল শোভে সুমণ্ডলী ক্রম ॥ তাহার  
 বাহিরে আছে নারিকেল বন । দেখিতে তাহার শোভা অতি  
 মনোরম ॥ বৃক্ষের কাপোলে যেন চারা বাস্কা গেল । এই  
 রূপে ফলগুচ্ছ শোভিত হইল ॥ কণ্ঠদেশে কেহ যেন ভুগ  
 পরিয়ে । এই মত বৃক্ষ নারিকেল ফল হয়ে ॥ যমুনার তট  
 হয় তাহার বাহিরে । চাঁপার নিকুঞ্জ আছে তাহার উপরে ॥  
 মশোক কদম্ব আম্র পুন্নাগ বকুল । এই আদি করি কুঞ্জে আ-

ছয়ে প্রচুর ॥ প্রফুল্ল মাধবীলতা শাখা-নম্র হৈয়া । তীরে  
 নীরে আছে বহু আবৃত হইয়া ॥ মঞ্জুল বঞ্জুল কুঞ্জ আছয়ে  
 বেষ্টিত । বিবিধ কুমুম কুঞ্জে চৌপাশে শোভিত ॥ শ্রীরত্ন  
 মন্দির হৈতে যমুনার কুলাচারিদিগে চারি পথ সর্ব শোভা  
 মূল ॥ রত্নপথ পথ সব তার দুই পাশে । প্রফুল্ল বকুলাবলী  
 আচ্ছা দিয়া আছে ॥ মন্দির ঈশান কোণে সদাশিবালয় ।  
 গোপেশ্বর নাম করি যার খ্যাতি হয় ॥ তাহার উত্তর দিগে  
 যমুনার তট । তথাই আছয়ে যার নাম বংশীবট ॥ মণির  
 কুণ্ডিমা আছে কৃষ্ণ যাঁহে রহি । আকর্ষয়ে গোপনারী মুরলী  
 বাজাই ॥ যমুনাতে জানু উরুদয় কটিজল । স্নানান্তি হৃদয়  
 কণ্ঠ সমশির স্থল ॥ কোথাই অগাধ জল গোবিন্দ আপনে  
 জল কেলি মুখ করে গোপাঙ্গনা মনে ॥ কল্লার রত্নোৎপল  
 কৈরবাদিগণ । পুণ্ডরীক ইন্দীবর অম্বরহ বন্য কল্লার সুবর্ণ  
 পদ্ম প্রফুল্ল হইল । পরাগ কুমুম গন্ধে সে জল ভরিল ॥ মধু-  
 করগণ গান তাহাতে করয় । মনোজ্ঞ সরসী জল মুশীতল  
 হয় ॥ চক্র বাক্য চক্রবাকীর মঙ্গল পক্ষীগণ । শরাবি-  
 ক্রীড়া দিগে সারস উত্তম ॥ হংস হংসীগণ আর খঞ্জর নিচয় ।  
 শব্দ সুবিলাস তীর নীরেতে করয় ॥ সুগোকর্ণ রোহিণী  
 আর কৃষ্ণ সার । অম্বর হরিণী বন্ধ বিবিধ প্রকার ॥ গন্ধর্ব্ব  
 রোহিত আদি যত মৃগীগণে । তীরে বিলসয়ে বাহা নিবিড়-  
 কাননে ॥ সেখানে আছয়ে কৃষ্ণের রাসলীলা স্থল । যাহা  
 বিলসয়ে লঞা রমণী সকল ॥ একদিগে যমুনার জলাবৃত  
 হয় । অন্যদিগে মুক্তকুঞ্জ শতেক বেড়য় ॥ আর দিগে উপবন  
 কুমুম আবৃত । পূর্বচন্দ্র প্রায় স্থল অতি সুললিত ॥ কপূরের  
 চূর্ব্ব ~~মুখ~~ নিন্দা যে করয় । ঐছন বালুকা পূর্ব্ব মুখাময় হয় ॥  
 দ্বিগুণ উজ্জ্বল স্থল গোবিন্দ আপনে । গোপাঙ্গনা মনে নৃত্য  
 চিহ্নিত ভুবনে ॥ উত্তরে যমুনা তার রম্য তীর হয় । নিখর  
 পুলিন তার চৌদিগে আছয় ॥ অষ্ট দিগে বৃক্ষলতা আমূল  
 সহিতে । পুষ্পিত হইল । আলি করায় বন্ধুতে ॥ পিক পিকী

শব্দ করে তার স্বর করি । নাচয়ে আনন্দ ভরে ময়ূর ময়ূরী  
 কোটিচন্দ্র দীপ্ত প্রার স্থান মনোহরে । রত্নের মন্দির আছে  
 কম্প বৃক্ষতলে ॥ গোপাল সিংহাসন আছে **যোগ্য** পীঠ  
 তাতে । আগমাদি শাস্ত্রে কহে পূর্বলীলা যাতে ॥ প্রিয়াগণ  
 লয়ে কেলি করে সর্বকাল । কহিল না হয় স্থল মহিমা অ-  
 পার ॥ এইমত স্থলরাজ অতি পরিসরে । দেখিয়া রাধিকা  
 মুখবাঢ়য়ে অন্তরে ॥ কন্দর্পলীলার যোগ্য আনন্দ মন্দিরে ।  
 গোবিন্দ স্মারক সদা নিজ গুণ ধরে ॥ এথা বৃন্দাদেবী নিজ  
 লখী বন্দ লৈয়া । সামগ্রী রচনা করে আনন্দ পাইয়া ॥ বি-  
 ভূষণ আদি যত কুঞ্জ সেবা হয় রচনা করয়ে কুঞ্জ উপচার চয়  
 রাধাকৃষ্ণ আগমন পথে নেত্র ধরে । অকস্মাৎ রাই  
 তথা দেখে হেনকালে ॥ অভ্যুত্থান করি বৃন্দা তৎকাল  
 আইলা । **হলক** উত্তংস দুই আনন্দে মঁপিল ॥ বনকুঞ্জ মঞ্জু  
 শোভা দেখাবার মনে । লঞা গেল ৷ **শ্রীকুঞ্জ শ্রীরাজ** সদনে  
 বন শোভা তাতে চন্দ্র কিরণ রঞ্জিত । উদ্দীপনা দেখি রাই  
 হৈলা বিভাবিত ॥ কৃষ্ণ প্রাপ্তি লাগি চিত্ত চঞ্চল হইলা ।  
 অতি যত্ন করি স্থির করিতে নারিলা ॥ বন শোভা উদ্দীপনা  
 উৎকণ্ঠা ধনী মন । উচ্চালিত কৈল চিত্ত ভাব বায়ুগণ ॥ কৃষ্ণ  
 প্রাপ্তি আশা লাগি পড়ে উৎকণ্ঠাতে । পথে ভুল পড়ে  
 বায়ু চালায়ে যেমতে ॥ প্রবেশ করয়ে রাই কুঞ্জের ভিতরে ।  
 নানা চিত্র দেখি পুনঃ আইসে বাহিরে ॥ পত্রের উপরে  
 পত্র পড়য়ে যখন । কৃষ্ণ আইলা করি রাই মানয়ে তখন ॥  
 বৃন্দাকে পুছয়ে কৃষ্ণ আগমন কথা । এইমত শ্রীরাধিকা  
 হয়ে উৎকণ্ঠিত ॥ সঙ্কল্প করেন মনে কৃষ্ণের বিলাস । কৃষ্ণ  
 প্রাপ্তে বিকম্পাদি করেন প্রকাশ ॥ সংকল্প করয়ে নানা  
 বিস্তার করিয়া । নিজ অঙ্গ বেশ করে হরিষ পাইয়া ॥ ক-  
 খন ভেজয়ে ধনী ভূষা আদি গণ । কখন করয়ে ধনী শয্যার  
 রচন ॥ নিজ অঙ্গ কান্তি দেখি কতু নিজ হয়ে । অকারণে  
 ধনী কতু অনেক হাসয়ে । অম্পকালে বহু মানে গোবিন্দ

লাগিয়া । সব ভরচয় আসি ধরে ধনী হিয়া ॥ কৃষ্ণ পাব করি  
 ইচ্ছা বাড়ি গেল মনে । নানা বেশ নানা কথা কহে নানা  
 ভ্রমে ॥ অথা ব্রজেশ্বরী কৃষ্ণে শয়ন করাঞা । ব্রজেশ্বর  
 পাশে মুখে শুতিলা আসিয়া ॥ দাসগণ এথা কৃষ্ণ সেবা  
 স্নেহে করে । তাহা সবাকারে কৃষ্ণ পাঠাইলা ঘরে ॥ শয়ন  
 হইতে তবে উঠিলা গোবিন্দ । সন্মুখ দুয়ারে খিল দিল করি  
 ছন্দ ॥ কুঞ্জ গমনে অতি উৎকণ্ঠিত মন । পক্ষ দ্বার দিয়া  
 শীঘ্র হইলা নির্গম ॥ পূর্বদ্বারে অনাচ্ছন্ন চন্দ্রের কিরণে ।  
 লোক জন পথে করে গমনাগমনে ॥ এইত কারণে কৃষ্ণ  
 মে পথ ছাড়িয়া । রক্ষারত পথে চলে বিচার করিয়া ॥ গ-  
 মন উদ্ভমে পদবয় যবে ধরে । তবে ব্রজভূমি ধরে হৃদয়  
 কমলে ॥ মনোবেগ চন্দ্রার্ণিত রথে আরোহিলা । কুঞ্জালয়ে  
 নাগরেন্দ্র তৎকাল চলিলা । জ্যোৎস্না পূর্ব স্থান তুলনাজন  
 করিয়া । যত্নে রক্ষ ছায়া পথ লভিলা যাইয়া ॥ তবে মনে  
 বিচারয়ে কি কর্ম হইল । রাধিকা গমন তত্ব ভালে না জা-  
 নিল ॥ তা সবার আগমন হয় কি না হয় । বিচারিতে কৃষ্ণ  
 চিন্তে উৎকণ্ঠা বাড়য় ॥ এথা শ্রীরাধিকা কৃষ্ণ লাগি উৎক-  
 ণ্ঠিতা । আচম্বিতে দেখে ধনী তমালের পাতা ॥ পাবনে  
 দোলায় জ্যোৎস্না তাহাতে পুঙ্খিল । তাহা দেখি রাই মনে  
 কৃষ্ণ জ্ঞান হৈল ॥ জ্যোৎস্না মানে হেম বাস তমাল শরীর  
 কৃষ্ণ আগমন লাগি হইলা অস্থির । হাশ্য করিবারে মনে  
 কৌতুক হইলা ॥ রত্নালয় মাঝে ধনী যাঞা লুকাইলা ।  
 সুবর্ণের তিতি লগ্ন প্রাতিমার মাঝে । রত্ন প্রদীপাদি গ-  
 তাতে ভাল সাজে ॥ সেই প্রাতিমার মাঝে রাধা সুবদনী  
 লুকাঞা রহিলা কৃষ্ণ আগমন জানি ॥ এইত সময়ে কৃষ্ণ  
 রক্ষাচ্ছন্ন পথে । আসি উপস্থিত হৈলা মল্লকত কুঞ্জেতে ।  
 দেখি রুন্দাদেবী আইলা হরষিত হঞা । কর্ণিকার দিল  
 অবতংসের লাগিয়া ॥ মাধব উদয় হৈলা মাধবী দেখিয়া  
 পুলক মুকুল জাল ভরে অলি লঞা ॥ বাম্প মকরন্দ কম

মলয় বাতাসে । হাশু পুষ্প শ্বেত অঙ্গ পরম হরিষে ॥ ভ্রম-  
 রের ধ্বনি গদ্যাদ বচন । অতি প্রীতি পাইলা প্রিয় আইলা  
 হেন মন ॥ এমনি রাধিকা নিজ সঙ্গীগণ সঙ্গে । গোবিন্দ  
 দর্শনে হয় ভাবের তরঙ্গে ॥ মাধবী লতিকা দেখি গোবিন্দ  
 মানসে । আনন্দ উর্দ্ধুত্য ভাব অঙ্গে পরকাশে ॥ কান্তা-  
 বলোকন লাগি নয়ন মানসে । চঞ্চল হইলা কৃষ্ণ অন্তত  
 হরিষে ॥ সখীগণ দেখি প্রশ্ন করিতে লাগিল । তোমার  
 সঙ্গিনী রাই কহ কোথা গেলা । তারা সব কহে তিহোঁ গৃ-  
 হেত রহিলা । কৃষ্ণ কহে তারে ছাড়ি সব কেনে আইলা ॥  
 তারা সব কহে মিত্র পূজার কারণে । কুমুম ভুলিতে এথা  
 হৈল আগমনে ॥ কৃষ্ণ কহে তবে কেনে তার অঙ্গ গন্ধ ।  
 সৌরভয়ে দেখ এই সকল দিগন্ত ॥ তারা সব কহে তার অ-  
 ঙ্গের সহিতে । মোসবার অঙ্গ হৈল সৌরভ পুর্নিতে ॥ সেই  
 গন্ধ লাগে এবে তোমার নাগেতে । কৃষ্ণ কহে এই কথা  
 মিথ্যা প্রতারিতে ॥ তারা কহে মিথ্যা যদি ভালই হইলা  
 দেখ কোন স্থানে তবে রাধিকা আইলা ॥ কৃষ্ণ কহে তাহা  
 বিনু তোমা সবাকার । আগমন সম্ভাবন না হয় বিচার ॥  
 চন্দ্রমুগ্ধি বিনা কভু আকাশ উপরে । কি কুমার গণকিয়ে  
 উদয় আচরে ॥ সখীগণ কহে এই চন্দ্রাবলী নহে । বৃষভানু  
 জার ত্রিউদয় করয়ে ॥ এক দেশে রহি চন্দ্রাবলী স্নান করে  
 তোমাকেই দীপ্ত করে অন্য কোন স্থলে ॥ এই রূপ সখী-  
 গণ পরিহাস করে । অথা বৃন্দাদেবী নেত্র ইঙ্গিত আচরে  
 বৃন্দার ইঙ্গিতে কৃষ্ণ জানিয়া তখনে । সুবর্ণ মন্দিরে গেলা  
 প্রিয়া দর্শনে ॥ মন্দিরে প্রবেশ করি দেখেন মুরারী । সুব-  
 র্ণের কান্ত্যে সব আছে গেহভরি ॥ রাধিকার কান্তি সর্ব  
 কান্তি সঙ্গে মিলি । সুবর্ণ অদ্বৈত কান্তি হৈলা গৃহস্থলী ॥  
 তাহাতে শ্যামাঙ্গ কান্তি মিশাল হইল । মরকত নগি কান্তি  
 সব উছলিল ॥ প্রতিমা নিকটে কৃষ্ণ অনুষঙ্গ করয়ে । প্রিয়া  
 দেখিবারে চিত্ত অতি লোভ হয়ে ॥ কৃষ্ণ দেখি রাধিকার



হর্ষ ভাব হৈল । স্তব্ধ হৈয়া প্রতিমার সঙ্গেই রহিল ॥ রাধিকা  
 দেখিয়া কৃষ্ণ প্রতিমা মানয়ে । প্রতিমা দেখিয়া মনে রাই  
 অনুলয়ে ॥ কৃষ্ণ সঙ্গে রঞ্জে রাই লালসাদি হয় । তৎকাল বা-  
 মতা সখী আসি আকর্ষয় ॥ পরম আনন্দে বাহু **বাধে** সুব-  
 দনী । সেইকালে বামভাগে আসি রোখে ধনী ॥ রাধিকা  
 পরশে কৃষ্ণ ইচ্ছা যবে হৈল । অত্যন্ত হরিষ **আসি** স্তব্ধতা  
 করিল ॥ তবেত লালসা হৈল নিবায়্য না হয় । প্রিয়া হস্ত  
 গ্র তাতে আসিয়া ধরয় ॥ গোবিন্দ পরশে রাই অঙ্গ পুল-  
 কিতা । প্রতি অঙ্গে কম্প জল নয়ন পূরিতি ॥ বৈবর্ণ প্রস্বেদ  
 জল নয়ন চঞ্চল । বক্র দৃষ্টি ভুরুলতা কুটিল **প্রবল** ॥ এই  
 রূপে কৃষ্ণ কর হৈতে নিজ করে । আকর্ষণ করি ধনী লইল  
 লহরে ॥ রাধিকার হাস্ত মুখ নেত্রান্ত অরুণা । **কুটিল** নয়ন  
 অঙ্গ কলাপক্ষ সীমা ॥ হেলা উল্লাস আর চাপলাদি গণ ।  
 মন্দ স্মিত আঁধুধনী যুগল নয়ন ॥ কণ্ঠের খঞ্জন ধ্বনি ছুফা-  
 রের সঙ্গে । তৎসন করয়ে বহু হরষিত রঞ্জে ॥ রাধা চন্দ্রমুখী  
 মুখ এ রূপ দেখিয়া । গোবিন্দ হইলা **সুখী** পূর্ণানন্দ হিয়া  
 নাসা কর্ণ নেত্র জিহ্বা শরীরাদি করি । নিজ লোভে যবে  
 বহু লোভে ভরি ॥ রাধা কৃষ্ণ অন্যান্যে লুটে বহু রঞ্জে । ছল  
 করি লুটে রাজ্য আনন্দিত রঞ্জে ॥ কানাক্ষুণ অস্ত্র কৃষ্ণ হস্ত  
 চোরবরে । প্রবেশ করিলা রাই কঙ্কু কা ভিতরে ॥ নগ্নগতি  
 হয়ে হেম ঘট দুই ধরে । ধরিয়া লইতে রাই করে কর বাঁরে  
 এইমত সুমধুর লীলানন্দ সিন্ধু । নিমগন হৈল চিত্তে লব্ধ  
 ব্রজইন্দ্ৰ ॥ রাধিকার চিত্ত তনু শিথিল হইল । সখী আসি  
 দেখে কার বাম্য উপজিল ॥ হর্ষ বাম্য ভাবে ধনী কুটিমা  
 সন্দিরে । প্রবিষ্ট হইলা সখীগণের ভিতরে ॥ রসের তরঞ্জে  
 কৃষ্ণ ভাসিয়া ২ । রাই কাছে গেলা রাই রহে লুকাইয়া ॥ স-  
 খির মিশালে ধনী লুকাইলা যবে । সখী মথ্যে রাই কৃষ্ণ  
 অনুেষয়ে তবে ॥ প্রণয়ে কৌটিল্য নেত্র করে সখীগণ । অ-  
 ন্তরে আনন্দ করে বাহির তৎসন ॥ এই রূপে ছলে কৃষ্ণ

মু

রাই অনুঘিতে । সখির তারণ্য ধনটে ভালমতে ॥ যত্নাপিহ  
 সখীগণ প্রণয়েষ্যা করি । রোধয়ে গোবিন্দ হস্ত বাম্য আগে  
 ধরি ॥ তথাপিহ কৃষ্ণ মুখ আনন্দ বাড়য়ে । অঙ্গনার বাম্যে  
 মুখমিকু বিস্তারয়ে ॥ এইত কহিল রাধাকৃষ্ণের মিলন । ইহা  
 যেই শুনে পায় কৃষ্ণ প্রেমধন ॥ গোবিন্দ লীলামৃতে আছে  
 ইহার বিস্তার । যে কিছু লিখিয়ে মাত্র সেই অনুসার ॥ গো  
 বিন্দ চরিতামৃত সমুদ্র গম্ভীর । সদাই বিহরে ইথে ভক্ত  
 মহাধীর ॥ ঠাকুর বৈষ্ণব ইহা করিবে শোধন । নিজগুণে  
 দেখিবা মোর দোষগণ ॥ গোবিন্দচরিতামৃত সদা যেই গান  
 লোটাইয়া ধরো মৃৎ তঁার দুই পায় ॥ রাধাকৃষ্ণ পাদপদ্ম  
 সেবা অভিলাষে । এ যত্ননন্দন কহে সায়কু বিলাসে ॥

ইতি শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে সায়কু লীলা বর্ণনে শ্রীরাধা  
 কৃষ্ণ মিলনং নামঃ একবিংশতিঃ সর্গ ॥ ২১ ॥

লে সু ডি

তথাহি । তাবুকৌতুকসঙ্কৌ বহুপরিচরনৈ-  
 বৃন্দসারাদ্যমানৌ, গাননন্দ প্রহেলীলপন্থনটনৈ  
 বাসলাস্তাদিরঙ্গৈঃ । প্রেষ্ঠালীলিলসিন্ধোরতিগতম-  
 নসৌমুখ্যমাধ্বীকপাণৈঃ, ক্রীড়াচাষৌ নিকুঞ্জ-  
 বিবিধরতিরগৌরিত্য বিস্তারিতান্তৌ ॥ ১০ ॥

তাস্বলৈগন্ধমালৈব্যজন হিমপয়ঃ পাদসম্বাহ-  
 নাত্তৈঃ প্রেমাঙ্গসেব্যমানৌ প্রণমিসহচরীসঙ্গয়ে-  
 নাপ্তশান্তৌ বাচাকান্তৈরগাভিনিভূতরতিরসৈঃ কুঞ্জ-  
 সুপ্তালিসংঘৌ রাধাকৃষ্ণৌ নিশায়াং মুকুমুদশয়নে  
 প্রাপ্তনিদ্রৌ স্মরামি ॥ ১১ ॥

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ । জয়দ্বৈতচন্দ্র জয়  
 গৌরভক্ত বৃন্দ ॥ জয় কপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ । জয় শ্রীগো

াল ভট্ট দাস রঘুনাথ ॥ জয়২ শ্রী জীব গোপাঞ দীননাথ  
 দয় জয় গদাধর ভজগণ সাথ ॥ তবে বৃন্দাদেবী আইলা  
 নিজ গণ সঙ্গে । রাধাকৃষ্ণ সখীবৃন্দ লৈয়া গেলা রঙ্গে ॥ যমু  
 নার তটে শিম্পাশালা মনোহর । পূর্বচন্দ্র কান্তিগণ নিন্দে  
 সেই সেই স্থল ॥ কাঞ্চন বেদীকা আছে নিকটে তাহার ।  
 পুষ্পশয্যা সুস্বাসে শোভিয়াছে ভাল ॥ তাহাতে বসিলা  
 রাধাকৃষ্ণ সখীগণ । শীতল সুগন্ধি মন্দ্র বহয়ে পবন ॥ চিজ  
 প্প অস্তরণ জাম্বূল চন্দনে । বাঁধন সুগন্ধি দিয়া করেন  
 সবনে ॥ রাধিকা গোবিন্দ আর যত সখীগণ । সেবা করে  
 বৃন্দাদেবী লৈয়া নিজ জন ॥ সজ্জ্যাংগা রঞ্জনী বন কুসুমে  
 পুরিত । সুন্দর পুলিন প্রিয়াগণ সুবেষ্টিত ॥ দেখিয়া গো-  
 বিন্দ হৃদি আনন্দ বাড়িল । রাসবিলাসের লাগি বাঞ্ছা বহু  
 হৈল ॥ বৃন্দাবন বৃক্ষতলে সগান নর্তন । মুচক্ৰ ভ্রমণ প্রায়  
 অনেক ভ্রমণ ॥ হল্লিসক নৃত্য হয় অতি মনোহর । যুগ্ম  
 নৃত্য গান হয় প্রকার বিস্তর ॥ তাণ্ডব নৃত্যের আছে বহুত  
 প্রবন্ধ । এক২ জন নাচে করিলাসু রঙ্গ ॥ সেই২ মতে গান  
 নৃত্য নর্ম্ম আর । জল খেলা নর্ম্ম লীলা রাস অঙ্গসার ॥ সু-  
 মন্দ পবনে বৃক্ষ লতিকা কাঁপয় । পূর্বচন্দ্র জ্যোৎস্না তাতে  
 উজ্জ্বলিত হয় ॥ ময়ূর নাচয়ে গান করয়ে কোকিল । ভ্রমরা  
 ঝঙ্কার বহে সুগন্ধি সমীর ॥ দেখি কৃষ্ণ চিত্তে অতি আনন্দ  
 বাড়িল । বন বিহরণ লাগি বাসনা হইল ॥ নিজ বাঞ্ছা বংশী  
 গানে জানায়ে গোপীরে । কৃষ্ণ নাম গানে গোপী অঙ্গী-  
 কার করে । কৃষ্ণ বংশী গানে কহে শুন প্রিয়াগণ । চন্দ্রের  
 কিরণে ভরে সব বৃন্দাবন ॥ বিহার লাগিয়া চিত্ত বাসনা  
 করয়ে । তাহা শুনি কৃষ্ণ নাম গানে তারা কহে ॥ কৃষ্ণ২  
 কৃষ্ণ২ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কান্ত হে । বিহরিতে বৃন্দাবন সর্ব চিত্ত উৎ-  
 কহে ॥ তাহা শুনি কৃষ্ণ নিজ প্রিয়াগণ লঞা । উঠিলেন  
 বৃন্দাবন বিহার লাগিয়া ॥ সঙ্গে চলে বৃন্দা দেবী অনুগত  
 হঞা । নিজ শিক্ষা সুকৌশল বন দেখাইয়া ॥ প্রতি বৃক্ষ

প্রতি লতা প্রতি কুঞ্জতলে । মৃদু গান শিখাইয়া ভ্রমি ভ্রমি  
 ফিরে ॥ সুমনস্ক মলয়া নিলে তরু পত্রচয় । কাঁপে সেই ছলে  
 সব অরণ্য নাচয় ॥ সুমধুর ধ্বনি কলাপিক কুল গান । ভ্রমর  
 ঝঙ্কারে মত্ত ময়ূর দত্তন ॥ নিজ প্রিয়া সম গুণ দেখি বৃন্দা  
 বন । কৃষ্ণ চিত্তে বাঞ্ছা বাড়ে করিতে রমণ ॥ বৃন্দাবনে মৃগ  
 পক্ষী ভূঙ্গ তরুলতা । মুছাই হৈতে উঠে যেন হইল বিলতা ॥  
 মাধব্য অমৃত রসে সিনান করিল । কৃষ্ণকলি দেখিবারে  
 আনন্দিত ভেলা ॥ মৃগ চঞ্চরিক আগত করিয়া । বৃ  
 দাবন স্থান কৃষ্ণে মান্য করে গিয়া ॥ চন্দ্রের কিরণে অ  
 বলিত করিয়া । কৃষ্ণ আগে শীত্রে আইলা বায়ু গতি হৈয়া ॥  
 চন্দ্রকাস্তে বৃন্দাবন গৌরবর্ণ হৈলা । গৌরাজীর অঙ্গ কান্তি  
 তাতে মিশাইলা ॥ স্বর্ণ জলে স্বর্ণ যেমন প্রক্ষালন কৈল ।  
 এই মতি বনে ব্রজাঙ্গনা অঙ্গ হৈল ॥ রাধিকার অঙ্গ দ্যুতি  
 বৃন্দের সহিতে । মিলিল গৌবিন্দ অঙ্গ সুমধুর দ্যুতে  
 চঞ্চল তনাল বক্ষ পত্রগণ যেন । বাসমল করে পূর্বচন্দ্রের  
 কিরণ ॥ তবে কৃষ্ণ প্রীত করি সবারে পুছয়ে । সুখে আছে  
 পক্ষীগণ কহত নিশ্চয়ে ॥ বক্ষলতা মৃগ মৃগী মধুকরগণ  
 কুশলে আছহ সব কহত কখন ॥ গৌবিন্দ দেখিয়া  
 বৃন্দাবন নৃত্য করে । পাবনে চালায় পত্র পুষ্প আদি  
 ছলে ॥ কোকিল ভ্রমরা ছলে করে মৃদু গান । নর্ত  
 কীর প্রায় নাচে গায় বৃন্দাবন ॥ গৌবিন্দ সংহতি যাক  
 ভূঙ্গ পুঞ্জগণে । অতিশান্ত হৈল ভূঙ্গ গমনাশ্রমনে ॥ দেখিয়া  
 মাধবীলতা নিজমধু পানে । কিশলয় বাহু ছলে ক  
 আস্থানে ॥ নিজ কুলধর্ম গোপীগণ তেয়াগিয়া । গৌবিন্দে  
 আনন্দ দেন শিক্ষার লাগিয়া ॥ মালতীর গন্ধে ভূঙ্গ উন্মত্ত  
 হইয়া । প্রণাম করয়ে রক্ষে সে সব কহিয়া ॥ মল্লিতা ফুলে  
 বৈসে চপলা ভ্রমর । অনিলে চালায়ে তার পত্র মনোহর ॥  
 যেমন কৃষ্ণহাস্য দেখি কটাক্ষের সঙ্গে । পরম আনন্দ ভা  
 কাঁপে সব অঙ্গে ॥ আপন নিকটে কৃষ্ণ দেখি লতাগণ । নৃত্য

করে ছল করি মলয় পবন ॥ পক্ষী গণ শব্দ স্তুতি করয়ে  
 বিস্তর । দেখিয়া আনন্দ পায় গোবিন্দ অন্তর ॥ গুঞ্জা-  
 বলী কুঞ্জে পুষ্প বিচিত্র অপার । নবদলতপ্পে বৈসে আলি  
 পরিবার ॥ শব্দ ছলে তারা বহু স্তবন করয়ে । দেখি রাধা-  
 কৃষ্ণ মুখ অধিক বাড়য়ে ॥ কৃষ্ণ মেঘ আলিঙ্গিতে রাই বি-  
 ছালতা । অমৃত বরিষে মন্দ ধ্বনির সঙ্গতা ॥ দেখিয়া ময়ূর  
 আর ময়ূরীর গণে । কে কা শব্দ করি নাচে পিছ প্রসা-  
 রণে ॥ পক্ষীগণ শব্দ করে ভ্রমরা বস্কৃতি । পুষ্পকলে পূর্ব  
 রঙ্গপরিমল অতি ॥ চন্দ্র জ্যোৎস্না ভরে মন্দ পবনে চলয়ে  
 বন শোভা দেখি কৃষ্ণ আনন্দে ভাসয়ে ॥ অশোকলতার  
 পুষ্প অঙ্গিকিসিলা । রুষতানু মুতা তাহা ঘোড়ন করিলা ॥  
 স্তবক যুগল কৃষ্ণ অবণে ধরিলা । সুসখ্যতা প্রেম হস্ত কাঁ-  
 পিতে লাগিলা ॥ আর দুই পুষ্প গুচ্ছ হস্তে ত ধরিয়া । মন্দ  
 হয়ে যান হরষিতা হৈয়া ॥ প্রণয়জ সুকলহ সদা কৃষ্ণ সঙ্গে  
 তার হস্ত পুষ্প গুচ্ছ হরি কৃষ্ণ রঙ্গে ॥ সেই গুচ্ছ লঞা রাই  
 শবণ যুগলে । হাসিয়া ধরিলা কৃষ্ণ ধনী বাঞ্ছা পূরে ॥ সিংহ  
 মধ্য গণ কণ্ঠধ্বনি সুমধুর । গায় নিরমল গুণ সরস প্রচুর ॥  
 স্তবক অর্পণ ছলে কৃষ্ণাক্ষ পরশে । অতি উৎকণ্ঠিতা ভেল  
 নিভৃত বিলাসে ॥ কিলকিঞ্চিতাদি ভাব বিকৌক বিলাসে  
 ললিতালঙ্কার কৃষ্ণ পরাণ হরিষে ॥ ভ্রমর সকল ধ্বনি ছল  
 উঠাইয়া । রাধাকৃষ্ণ গুণ গান পুষ্প পরশিয়া ॥ চন্দ্র আর  
 লতা তরু গুণেশ্বর যোগে । কৃষ্ণচন্দ্র গুণ গায় সখী অনুরাগে  
 বর্ন অর্থ বিপর্যয় রাধাকৃষ্ণ শোভা । পরম হরিষে সখীগণে  
 চিত্ত লোভা ॥

যথা রাগঃ । উদয় করিলা শশী, শোভে অতি জ্যো-  
 ত্স্না রাশি, জগত আচ্ছাদনীল সার । প্রেমোদাহৃতদে কাম  
 বাড়াইতে সুখাধাম, রাধা অনুরাধা সুখাসার ॥ সখী হে  
 রাই কান্দু বিলাসয়ে রাসে । প্রতি তরুলতা তলে, রাসের

হিল্লোলে বোলে, গান নৃত্য পরিহাস রসে ॥ ক্র ॥ গো-  
 বিন্দ সুশীল অতি, আল্লাদেও বন তন্নিবাচয়ে বুঝতী হৃদি  
 কাম । রাধিকা ললিতা সঙ্গে, বিলাস করয়ে সঙ্গে, সুশোভা  
 অধিক কান্তি ধাম ॥ প্রফুল্ল মাধবীলতা, পুন্নাগেন সুবে-  
 ক্ষিতা, বিরাজয়ে গহনের মাঝে । সজ্জ্যাংগা রজনী অতি,  
 বিরাজয়ে কান্তি ততি, তাতে রক্ষলতা পুষ্প নাজে ॥ বন  
 মাঝে কৃষ্ণচন্দ্র, সঙ্গে নিতম্বিনী রুন্দ, বিলসয়ে সজ্জ্যাংগা  
 রজনী । বসন্ত মাধবীলতা, সঙ্গে হৈল প্রফুল্লিতা, বিশ্ব চিত্তে  
 আনন্দ বর্ধিনী ॥ মাধবের আলিঙ্গনে, মাধবী আনন্দ মনে  
 তাহাতে মাধব হরষিত । দেখিয়া দোহার শোভা, মদন  
 অন্তরে লোভা, বিশ্ব নেত্র করে আনন্দিত ॥ প্রফুল্ল মাধবী  
 মাল, কাঞ্চন যুথিকা ভাল, প্রফুল্ল হইয়া বেড়ে তার । দে-  
 খিয়া সুন্দর শোভা, পরিমলে হৈল লোভা, ভ্রমরী বাক্তি  
 হৃৎপ্রাণ ধার ॥ প্রফুল্ল গোবিন্দ অঙ্গ, রাধিকা প্রফুল্ল সঙ্গ,  
 শোভা দেখি সব সখীগণ । ~~অনিন্দে~~ ~~অমন~~ মন, গুণ গায় সখী  
 গণ, সমর্পণ করে কার মন । ~~নিম~~ পদগণ সঙ্গে, ভ্রমরা বি-  
 ভ্রাসে সঙ্গে, গান করে মদন নিদেশে । মধুপানে মত্ত  
 হৃৎপ্রাণ, হৃদয় মদন লৈয়া, এইকপ রজনী বিলাসে ॥ গোবিন্দ  
 পাশ্বিনী লৈয়া, মদন পুরিত হিয়া, সঙ্গে বিলসয়ে সব রাতি  
 করি নানাবিধ গান, মনমথ মুরছান, আনন্দে ভরয়ে সব  
 অতি ॥ রজনী রসগীবর, সব অন্ধকার হর, দেখি পদ বুন্দ  
 দিকাগে । গগণ অসিত ঘন, সিত জ্যোৎস্না সপুর্ণ, পরি-  
 মলে ভরি অলি ভাসে ॥ দেখি বন শোভা চন্দ্র, সঙ্গে করি  
 কান্তা রুন্দ, ভ্রমরা বেষ্টিত চারি পাশে । নানামত গান  
 করি, একপে বিহারে হরি, আনন্দ সমুদ্রে সদা ভাসে ॥  
 প্রতি রক্ষতলে তলে, ভ্রমণ করিয়া বুলে, তবে কৃষ্ণ যমুনার  
 তীরে । গেলা বংশীবট তলে, মণির কুর্তিমান্তরে, গায় বহু  
 নন্দন বিরলে ॥

বৃষ্ণ দেখি যমুনার আনন্দ বাড়িল। নিজ শোভা দেখা-  
 ইয়া কৃষ্ণে মুখ দিল ॥ তরঙ্গ হইল কেনা সেই হাত্য মানি।  
 পক্ষীগণ ধ্বনি ছলে গান প্রকাশিনী ॥ যমুনার সর্বোদ্ভিদ  
 উৎসর্গে বাড়িল। সরস উৎসবে উন্মি হস্ত প্রসারিল ॥ লোল  
 পদ্মগণ ছলে বদন চঞ্চল। নয়ন চঞ্চল ফুল মালা উৎপল ॥  
 কুন্তী রের মুখ হয় উচ্চ নাসা সম। গর্ভ গণ যত হয় কর্ণ অনু-  
 পম ॥ যমুনা পুলিন কৃষ্ণ দেখি আনন্দিত। রমণ কারণে  
 হৃষা বাড়ি গেল চিত্ত ॥ যমুনার পার হৈতে বাসনা হইল।  
 প্রিয়া রন্দ সঙ্গে কৃষ্ণ উঠিয়া চলিল। জলের উপরে কৃষ্ণ  
 পাদপদ্ম দিতে। যমুনা প্রণাম করে তরঙ্গ হস্তেতে ॥ পদ্ম-  
 গণ ঘ্যানি ঘেন কৃষ্ণ পদযুগে। পুনঃ পরশিয়া বন্দে অনু-  
 রাগে ॥ কৃষ্ণ নিরুপরিয়াগণ সঙ্গে পার হৈতে। গমন শি-  
 ক্ষার লাগি আইলা হংস তটে ॥ হংসীগণ সঙ্গে হংস তট  
 কাছে আসি। মঞ্জীরের ধ্বনি স্থানে ধ্বনি সে অভ্যাগি ॥  
 যমুনার মুখ হৈল কৃষ্ণ আগমনে। জলের সমুদ্রে হয় গমন  
 স্থানে ॥ কৃষ্ণ মুখ লাগি জল উদ্ধত গমন। ক্ষীণতা করিল  
 অতি হরষিত মন ॥ জানু সম জল হৈল সকল যমুনা।  
 গুণদয় জল বহে নির্যর পুলিন ॥ পার হয়ে মুখে কৃষ্ণ পু-  
 লিনে উঠিল। কৃষ্ণ প্রিয়াগণ সঙ্গে রমণেচ্ছা হৈল ॥ নরনে  
 নরনে মেলা অকুতের সঙ্গে। হাত্যুখে কত পরিহাস করে  
 রঙ্গে ॥ আলিঙ্গন করি মুখে চুষন করয়ে। মদন পিয়ামে  
 কুচযুগে নথ্যপিয়ে ॥ দৌহে দৌহা সঙ্গে অঙ্গ পরশ হইতে  
 অনঙ্গ বিলাস হৃষা বাড়ি গেল চিত্তে ॥ তবে কৃষ্ণ প্রিয়াগণ  
 সঙ্গেত করিয়া। রাসচক্র পুলিনেবু আইলা হুট হৈয়া ॥ সে  
 চক্র উপরে কৃষ্ণ রমণ লাগিয়া। আরোহণ কৈল কৃষ্ণ প্রিয়া  
 গণ লৈয়া ॥ উর্দ্ধ হস্ত উচ্চ মেলি চক্রের উপরে। রাধিকার  
 সঙ্গে কৃষ্ণ নানা লীলা করে। দৌহা মধ্যে করি আর যত  
 লখীগণ। ত্রিমণ্ডল হয়ে বাহ্যে ক্রমে আচরণ ॥ তমাল ত-  
 কতে যেন স্বর্ণলতা বেড়া। বাক্সিয়াছে ঘূলে যেন সুবর্

চারা ॥ অংশে অংশে দিল দুহুঁ দুহুঁ ভুজলতা । নৃত্য  
 মখী বৃন্দ প্রধান ললিতা ॥ - নৃত্য করে নিতম্বিনী  
 চালনা । নানান বৈদক্ষী গতি নাহিক ভুলনা ॥ জ্যে  
 ষ্ঠক যৈহে ভ্রমে কভু শীঘ্রগতি । কভু মধ্য গতি চলে  
 মন্দ গতি ॥ এঁছে হল্লিসক নৃত্য করে কৃষ্ণপ্রিয়া । সব  
 গণ মেলি ভুজে বন্ধ হৈয়া ॥ কভু কৃষ্ণ ললিতা বিষ্ণু  
 মধ্যে যাঞা । অংশে বাছ অর্পি নাচে আনন্দ পাই  
 গান করে কৃষ্ণ আর গাওয়ায়ে সবারে । আপনি না  
 আর নাচারে প্রিয়ারে ॥ অতি শীঘ্রগতি হয় পদের চা  
 দুই মধ্য কৃষ্ণ এইরূপে ভ্রমে ॥ বহু স্বর্ণলতা মাঝে না  
 তমাল । এই রূপে দেখে কৃষ্ণ সঙ্গে গোপীজাল ॥ আ  
 চক্রের প্রায় গমন মুরারী । তবে জানে কৃষ্ণ আছে নি  
 আয়ারি ॥ বহু বিস্তারিত এক মণ্ডলী করিয়া । তার ম  
 নাচে কৃষ্ণ চক্রভ্রমী হইয়া ॥ আপনার নিজ শক্তি  
 প্রকাশিলা ॥ দুই গোপাঙ্গনা মাঝে নৃত্য কৈলা ॥  
 গোপাঙ্গনাগণ দুই মিলনে ॥ নাছিলেন চক্রে হৈতে বি  
 মান্য মনে ॥ নাছিল আঁইলা পুনঃ মণ্ডলী বন্ধন । অ  
 করিলা চক্র ভ্রমণ নর্তন । তবে পুনঃ রাসলীলা বিলাস  
 রণে । আরোহণ কৈল অন্য চক্র বিহরণে ॥ যমুনা  
 যত্ন তাতে নুহুত । কুমুদ সৌরভ বায়ু সে ছলে মাজি  
 অতি সুবিস্তার স্থল চন্দ্রের কিরণে । মৃন্দর পুলিন  
 অমৃতলেপনে ॥ অনঙ্গ উল্লাস রস আখ্যান তাহার  
 স্থলে প্রিয়া সঙ্গে কৃষ্ণের বিহার ॥ মধ্য কৃষ্ণ অষ্ট  
 ব্রজাঙ্গনাগণ । হস্তে বন্ধন সব মণ্ডলী বন্ধন ॥ চন্দ্র  
 রহে যেন সব তারাগণ । এঁছে কৃষ্ণ গোপাঙ্গনা মধ্য  
 নোরম ॥ কৃষ্ণকুম্ভকার কিবা রাসের বিহারে । হেম  
 চক্র কৈল ব্রজাঙ্গনাগণে ॥ কৃষ্ণদণ্ড দিয়া তাহা চালয়ে  
 গড়াইতে চাহে রাসলীলা মনোহর ॥ রাসলীলা হৈল  
 লাস সাগরে । কন্দর্প কৈবর্ত স্থখে বাড়ায় অন্ত